শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No.—WB/SC-35

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

অষ্টাদশ বর্ষ

[১৩৮৪ ফাল্গুন হইতে ১৩৮৫ মাঘ পর্য্যন্ত]

১ম—১২শ সংখ্যা

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

— সম্পাদক-সঙ্ঘপতি —

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

॥ সম্পাদক ॥

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ হইতে 'শ্রীচৈতন্যবাণী' প্রেসে মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ ৪৯২

শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রবন্ধ-সূচী

অষ্টাদশ বর্ষ

[১ম—১২শ সংখ্যা]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১৮শ বর্ষ * ফাল্গুন — ১৩৮৪ * ১ম সংখ্যা

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা)

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৮শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন, ১৩৮৪ | ১ম সংখ্যা
৫ গোবিন্দ, ৪৯১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ফাল্গুন, সোমবার ; ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮

দীক্ষিত

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

শ্রীভার্গবীয় মনুসংহিতা ও শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রিবিধ জন্মের কথা উল্লিখিত আছে। বেদশাস্ত্রে ত্রিবিধ জন্মের কথা বিভিন্ন শাখায় উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদিক সন্দর্ভগুলিও সেই কথাই প্রমাণ করে।

শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য—এই তিন প্রকার জন্ম বেদে কথিত আছে। বিশুদ্ধ পিতামাতা হইতে জন্মের নাম শৌক্র জন্ম, আচার্য্যের নিকট গায়ত্রী উপদেশ লাভই সাবিত্র্য জন্ম এবং যাজ্ঞিকানুষ্ঠানে বৈদিকী দীক্ষালাভ করিলে দৈক্ষ্য জন্ম হয়। শৌক্র জন্মই আদি, তাহাতে সংস্কারের কোন কথা নাই। শূদ্রের সংস্কারাদি বিধেয় নহে। অশূদ্র, আচার্য্যের নিকট গায়ত্রী উপদেশ-রূপ সংস্কার গ্রহণ করিয়া গুরুকুলে বেদাধ্যয়ন করেন, উহাই তাঁহার সাবিত্র্য জন্ম। আনুষ্ঠানিক যজ্ঞে কৃতিত্ব লাভ করিতে হইলে দীক্ষা গ্রহণ নামক দ্বিতীয়বার সংস্কার দ্বারা জীবের তৃতীয় জন্ম হয়। অশূদ্র জীব দ্বিতীয় জন্মে দ্বিজ ও তৃতীয় জন্মে ত্রিজ হন। ব্রাহ্মণেরই তৃতীয় জন্ম অর্থাৎ দৈক্ষ্য জন্ম হয়। ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের তৃতীয় জন্ম নাই। ব্রহ্মকুলে জাত ব্যক্তি দ্বিতীয় জন্ম লাভ করিতে পারেন, কিন্তু ষোল বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে তাঁহার সাবিত্র্য সংস্কার গৃহীত না হওয়ায় দ্বিজ নামের পরিবর্ত্তে ব্রাত্য সংজ্ঞা হয়। ২০ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি দ্বিজ সংস্কার গ্রহণ করিলে ক্ষত্রিয় হইতে পারেন ও দ্বাবিংশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত বৈশ্য সংস্কার গ্রহণ করিতে পারেন। তদুত্তরকালে দ্বিজাখ্যা অপনোদিত হইয়া ব্রাত্য নামে আখ্যাত হন।

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর পর্য্যন্ত বৈদিক অনুশাসন উত্তরোত্তর হ্রাস হইতেছিল। কলির সমাগমে ধর্ম্মের ত্রিপাদ হ্রাস হওয়ায় ও চতুর্থ পাদ আক্রান্ত হওয়ায় বৈদিক অনুষ্ঠান নামে মাত্র প্রচলিত আছে। এই জন্যই পশু হনন যজ্ঞাদি দ্বাপরে হ্রাস হইতে আরম্ভ হয় তৎস্থলে শ্রীমূর্ত্তির সেবা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কলিকালে নামযজ্ঞের প্রবর্ত্তন দ্বারা কর্ম্ম-যজ্ঞ ও অর্চ্চনাদি যজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। বাহ্য সাবিত্র্য সংস্কারাদি কলিকালে প্রচলিত থাকিলেও দীক্ষা সংস্কার বা বৈদিক ত্রিজত্বের সম্ভাবনা নাই। এই জন্য নামযজ্ঞের সুষ্ঠু অধিকারিগণ দীক্ষা লাভ করিয়া নাম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মহাভাগবতাধিকারেই নামযজ্ঞের যাজ্ঞিক হওয়া সম্ভব হয়। কনিষ্ঠাধিকারী মহাভাগবতের নিকট নাম-যজ্ঞে অধিকার লাভ করিবার প্রারম্ভিক অধিকার পাইবার বাসনায় দীক্ষা গ্রহণ

করেন। মহাভাগবতের নিকট বদ্ধজীবের দীক্ষায় সম্বন্ধজ্ঞান সম্বলিত আছে। মুক্ত জীবের নাম-যজ্ঞেই দীক্ষা হয়। মুক্ত জীব বলিলে বর্ণাশ্রমাতীত মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকেই বুঝায়। শ্রীহরিদাস ঠাকুরই তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও প্রমাণ। মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই বৈষ্ণব। তিনি অপরকে বিষ্ণুদিক্ষা দিতে সমর্থ। কনিষ্ঠাধিকারী যে মন্ত্র জপ করেন তাহাতে তাঁহার সংসার মুক্তি ঘটে না। যখনই মন্ত্র সিদ্ধি-ক্রমে তাঁহার বদ্ধাভিমান ত্যক্ত হয় তখনই তিনি মুক্তকুলের উপাস্য হরিনাম কীর্ত্তন করিতে পারেন। কলিকালে বৈদিক অনুষ্ঠানের সর্ব্বতোভাবে সফলতা নাই। শূদ্রকল্প ব্রাহ্মণাভিমানিগণ কল্মষময় কলিযুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মেতর মায়িক বস্তুরই উপাসনায় মত্ত। তাঁহারা প্রাক্তন দুষ্কৃতিবশে ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া বিষ্ণুর উপাসনার পরিবর্ত্তে মায়িক পঞ্চদেবতার উপাসনা করিয়া ফেলেন। বিষ্ণুর পরমপদ অবজ্ঞা করিয়া অন্যদেব-সহ সাম্যবুদ্ধি করেন। তজ্জন্য যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উপাসনারূপ বৈদিক যজ্ঞ হইতে অধিকারচ্যুত হইয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। তজ্জন্য বেদানুগ তন্ত্রশাস্ত্র-সকল বেদানুগমনে যে-সকল আনুষ্ঠানিক বিধি সাত্বত তন্ত্রসমূহে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাই পঞ্চরাত্র, আগম বা বেদ-বিস্তৃতি বলিয়া বেদমার্গরত ঋষিগণ স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশক্রমে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীহরিভক্তি-বিলাস বৈষ্ণবস্মৃতি সংকলন করেন। তদীয় দাসাভিমানে ছয় গোস্বামীর অন্যতম সদাচার নিরত ও কনিষ্ঠ ভাগবতগণের উপাস্য আদর্শ মহাপুরুষ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী সৎক্রিয়াসারদীপিকা এবং শ্রীহরিভক্তিবিলাস ভ্রান্তি বুাৎক্রান্তি বিচার ধারায় গুম্ফিত করিয়াছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের পারমার্থিক স্মৃতিবিহিত অনুষ্ঠানাদি বহির্ম্মুখ স্মার্ত্তগণের প্রবল তাড়নায় ন্যূনাধিক আক্রান্ত হইয়া থাকিলেও তাহাদের প্রচারের দিন আসিয়াছে।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসোদ্ধৃত শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসরণে আমরা জানিতে পারি যে, শূদ্রাশূদ্র মানব সকলেই বৈদিকী দীক্ষায় অধিকারী না হইলেও পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় অধিকারী। সাবিত্র্য সংস্কার লাভ করিয়া গুরুকুলে বাস না করিয়া থাকিলেও, দ্বিজগণ ব্রাত্য হইলেও অথবা শূদ্র ও অন্ত্যজকুলে জন্ম গ্রহণ করিলেও সকলেরই সুকৃতিক্রমে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা লাভের অধিকার আছে। মানবমাত্রেই পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা লাভ করিলে তাঁহার দ্বিজত্ব অবশ্যম্ভাবী। কেবল স্ত্রীলোকের উপনয়নাদি না হইলেও তাঁহারাও দ্বিজ হন ও নাম-যজ্ঞের এবং অর্চ্চনাদি বিষয়ে যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন। পুরুষ অনুপনীত হইলে তাঁহার প্রকৃত দীক্ষা লাভ ঘটে নাই জানিতে হইবে। পরমহংসাধিকারে যজ্ঞসূত্রাদি বর্ণ চিহ্ন নাই। দণ্ড, কাষায় বস্ত্রাদি আশ্রম চিহ্ন নাই। সে কালে তিনি বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়া অর্চ্চনাদি করেন না। শাস্ত্র বলেন, যেরূপ নীচধাতু কাংস রস-যোগে কাঞ্চনতা লাভ করে তদ্রূপ সদ্গুরুর নিকট পঞ্চসংস্কাররূপ দীক্ষা লাভ করিলে মানবমাত্রেই দ্বিজত্ব লাভ করেন। কলিকালে দ্বিজ হইয়া অনেকে দ্বিজ স্বভাবের বিপরীত পঞ্চোপাসনা ও বিষ্ণুর অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। তাঁহারা দ্বিজত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শূদ্র অথবা অন্ত্যজ হইয়া পড়েন। সুতরাং অধিকার-ক্রমে ত্রিজ হওয়া দূরে যাউক অন্ত্যজত্ব বা শূদ্রত্বকে দ্বিজাচার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মধ্যে পারমহংস্য বৈষ্ণবাচারের নামে অনেকস্থলেই বিগত দুই তিন শত বৎসরের মধ্যেই অন্ত্যজ শূদ্রাচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহারা প্রাকৃত স্মার্ত্তের অনুগমনে শূদ্রদীক্ষা দ্বারা বৈদিক বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভূত ক্ষতি করিয়াছেন এবং অনুপযুক্ত গুরু সাজিয়া শিশ্নোদরপরতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। শিষ্যদিগকে যথাবিধি পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা প্রদান করার পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়াইয়াছেন। বৈষ্ণব করিতে গিয়া বিষ্ণুসহ বিরোধ করাইয়াছেন এবং স্বস্ব যোষিৎ-সঙ্গজ প্রাকৃত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুমোদন করিয়াছেন।

যদি প্রকৃত প্রস্তাবে কোন আগমবিৎ গুরু কোনও শিষ্যকে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা দিয়া থাকিতেন ও পঞ্চ-সংস্কার দিতেন তাহা হইলে তিনি আর শৌক্র জন্মের বাহাদুরীতে পরমার্থের বিলোপ সাধন করিতেন না।

গুরু সাজিয়া আপনাকে অধঃপাতিত করিতেন না। শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর ধারায় এই সকল বিচার প্রবল থাকায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ও ছয় গোস্বামী প্রচারিত শুদ্ধ ধর্ম্মের রহস্য সুন্দরভাবে তথায় রক্ষিত হইয়াছে।

দীক্ষিত ব্যক্তির জল ও পক্বান্ন যদি অদীক্ষিত ব্যক্তির জল ও পক্বান্নের সহিত সমভাবে গৃহীত হয় বা গৃহীত না হয় তাহা হইলে পরমার্থ বিশ্বাসে কিরূপ অবিচার ও অত্যাচার প্রবেশ করান হইল, ইহা সুধী বিচারবর্গ নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করুন। দীক্ষিত ব্যক্তি যদি দীক্ষার পরও শূদ্র থাকেন তাহা হইলে দীক্ষাদাতা কোন্ বর্ণে পাতিত হইলেন ইহাই আমাদের প্রশ্ন। যদি তিনি পতিত না হইয়া থাকেন অথবা দীক্ষা না দিয়া থাকেন অথবা শূদ্র দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে পারমার্থিক গুরু কেন বলা যাইবে? তাদৃশ গুরুকে কৌলিক পুরোহিত বলিয়া নির্দ্দেশ না করিয়া কেন পারমার্থিক গুরু বলা যাইবে? শৌক্র কুলধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য, সমাজের সুষ্ঠু বিধান করিবার জন্য, যে-সকল কার্য্য ধর্ম্ম নামে চলিতেছে তাহা পুরোহিতের কার্য্য মাত্র। পতিতকে উন্নত করিবার কার্য্য নহে। পারমার্থিক মাত্রই তাদৃশ গুরুনাম-ধারী পুরোহিতগণকে পুরোহিত পদে বরণ করিয়া অকিঞ্চন গুরুর নিকট হইতে বৈষ্ণব হইবার জন্য দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। কৌলিক গুরুগণকে পুরোহিত-জ্ঞানে কিছু কিছু দিয়া তাঁহাদের জীবিকা রক্ষণের ব্যবস্থা করিলে পারমার্থিক ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকিবে। যাহাতে মন্ত্রজীবী, ভাগবতজীবী, কীর্ত্তনজীবী, মৃদঙ্গজীবী, অর্চ্চন-জীবী দেবলগণ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজকে অর্থভাবে প্রপীড়িত করিতে না পারেন প্রত্যেক গৌড়ীয় বৈষ্ণবের তাহাই পর্য্যালোচনা করা বিশেষ আবশ্যক।

দীক্ষিত ব্যক্তির যদি দ্বিজত্ব লাভ না হইয়া থাকে তাহা হইলে ধর্ম্ম-শাস্ত্রকার বৃহস্পতির বাক্যানুসারে ধর্ম্মহানি মাত্র হইয়াছে জানিতে হইবে। শাস্ত্র বলেন দীক্ষা লাভের পর দ্বিজত্ব হয়। যদি তাহা না হইয়া থাকে, নিশ্চয় দীক্ষা দেওয়া হয় নাই। দীক্ষা গৃহীত হইলে নিশ্চয় তাহার ফল হইত। ফলরূপ কার্য্যদ্বারাই কারণের অবগতি হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের 'তৎতেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ' বাক্য অবহেলা করিয়া যদি কেহ বৈষ্ণব সজ্জায় গুরু সাজিতে যান তাহা হইলে তাহাকে গুরুপদে রাখিতে নাই, ইহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

"যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥
গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধিয়তে॥"

প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে প্রচ্ছন্ন শত্রুবর্গকে ত্যাগ করিতে হইবে। ত্যাগ না করিলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে না এবং জীবের ভজন পথে কণ্টক রোপিত হইবে। অবৈষ্ণবকে গুরু করিতে নাই তাহার শাস্ত্র প্রমাণ এই যে,—

"মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥"
"মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ॥"

সুতরাং অবৈষ্ণব কখনই ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, গুরু হইতে পারে না। যে ব্যক্তি অহঙ্কার বশতঃ আপনাকে বৈষ্ণবের গুরু বলিয়া অভিমান করেন, সেই দুর্ম্মতি জীবকে কখনই গুরু বলা যায় না। যিনি আপনাকে বৈষ্ণবের দাস, ব্রাহ্মণ অভিমান করেন এবং বৈষ্ণবের দাসত্ব ভিন্ন ব্রাহ্মণতার সম্ভাবনা নাই জানেন, তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও গুরু শব্দবাচ্য। তাদৃশ ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট হইতেই বৈষ্ণবদাসাভিমানী পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। দীক্ষা গ্রহনের পর তাঁহার দ্বিজত্ব লাভ ঘটিবে। তিনি যজ্ঞ-সূত্রাদি উপনয়ন বিধিসকল যথারীতি অনুসরণ করিয়া সদাচার-সম্পন্ন ও বিনয়ী হইবেন। নতুবা বৈষ্ণবদাস্য জন্মজন্মান্তরেও সম্ভাবনীয় হইবে না। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশানুসারে লিখিলেন,—

"গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদ বৈষ্ণবঃ॥"

যিনি বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক বৈষ্ণব নামে অভিহিত হন তিনি পারমার্থিক গুরুর নিকট বিষ্ণুদীক্ষা লাভ করিবেন।

দীক্ষা-প্রভাবে দ্বিজের সংস্কার গ্রহণ করিবেন। সংস্কৃত দ্বিজই বিষ্ণুপূজা করিবার অধিকারী। তিনিই তখন গুরু-সেবা করিতে জল ও পক্ব অন্নাদিদ্বারা বিষ্ণুপ্রকাশবিগ্রহ গুরুদেবের সেবা করিতে পারেন। সে কালে সমাজ তাঁহার পরমার্থে বাধা দিবে না, বাধা দিতে আসিলে তাদৃশ ঘৃণিত সমাজকে প্রতিকূল-জ্ঞানে ত্যাগ করিবেন এবং হরিভক্তির অনুকূল সমাজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমাত্রেরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। পরমার্থ বিরোধী সমাজের সহিত বাস করিতে নাই। শ্রীমদ্ ভাগবত বলেন,—

"গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাৎ জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥"

ক্ষুদ্র জড়ের ভরসায় পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হওয়া সমীচীন কিনা ইহা গৌড়ীয় নামধারী বৈষ্ণব মাত্রই বিচার করিয়া দেখুন। জড় জগতের পরিচয় কেবল শতবর্ষের জন্য, ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য, হরিবিমুখ স্বার্থ-পোষণের জন্য; আর পারমার্থিক জীবন নিত্যকালের জন্য হরিপ্রেম-তাৎপর্য্যময় ও পরম নিষ্কাম। শ্রীচৈতন্য-দেবের ও তাঁহার পার্ষদ গোস্বামিবর্গের প্রকটকালের পর হইতে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের নাম করিয়া যে বিশৃঙ্খলতা ও স্মার্ত্তের পাদত্রাণাবলেহন কার্য্য চলিতেছে তাহা বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্লানি মাত্র। এই গ্লানি ঘুচাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিজজনগণকে কালে কালে পাঠাইয়াছেন তথাপি আমরা সেই মহাজন পরমার্থ-বিদ বৈষ্ণব-স্মার্ত্তগণের অনুসরণ না করিয়া বিপথগামী হইতেছি কেন? আমরা কেন শাস্ত্রজ্ঞান হইতে বিতাড়িত হইয়া স্বার্থান্ধ অবৈষ্ণবগণের কুহকে পড়িয়া অমূল্য জীবন হরিবিমুখ অবস্থায় কাটাইতেছি? পরমার্থ-বিরোধী সমাজ কি চিরদিন প্রবল থাকিবে? সাধুর মুখে হিতকথা, শাস্ত্রের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য, শাস্ত্রবিদগণের নিরপেক্ষতা কি চিরদিনই অবহেলিত হইবে? শ্রীহরিভক্তিবিলাসের মহিমা কি চিরদিনই হরিবিমুখ স্মার্ত্ত-অন্ধকার গর্ত্তে আবদ্ধ থাকিবে? ভবদেব পদ্ধতি কি চিরদিনই সৎক্রিয়াসারদীপিকাকে ঢাকিয়া রাখিবে? রঘুনন্দনের সংস্কার-তত্ত্ব ত' চিরদিনই ঢাকা আছে, কখনই ত' উহা উন্মুক্ত হয় নাই, তবে কেন সৎক্রিয়া-সারদীপিকার অমর্য্যাদা হইবে? আমরা সুবিনীতভাবে শাস্ত্রজ্ঞ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণকে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া গুরুবর্গের অনুগমন করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা যেন মহাভারতের 'শূদ্রাহপ্যাগমসম্পন্নোদ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ' শ্লোক এবং 'যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ' শ্লোক বিশেষ-রূপে আলোচনা করিয়া বিষ্ণুবিরোধী হিন্দু সমাজের নিগড় হইতে উন্মুক্ত হন; তাহা হইলে তাহাদের ভোগবিলাস হইতে মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটিবে। তখনই তাঁহারা শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন ও শ্রীনামের কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবেন। দীক্ষিতগণের দ্বিজত্ব হয় না, আর শৌক্র পন্থায় দ্বিজত্ব আবদ্ধ, এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসে ধর্ম্মের গ্লানি করিতে গিয়া যে উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে তাহার নিরাকরণ অবশ্যই হওয়া উচিৎ। একদিন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অবতার ত্রিদণ্ডিযতিবর শ্রীরামানুজ স্বামী দাক্ষিণাত্যবাসী বৈষ্ণবগণের জন্য পঞ্চোপাসকের কবল হইতে প্রপন্নাগত বৈষ্ণবগণকে উদ্ধার করিয়াছেন। আজ আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল বৈষ্ণব-দাসগণের চেষ্টায় আর্য্যাবর্ত্তে পুনরায় শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম-সংস্থাপন হইবে। আউল, বাউল, প্রাকৃত সহজিয়া, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, গৌরনাগরী, শৌক্রগোস্বামি-উপাধিধারী, কপট-বৈরাগী প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন বৈষ্ণব-দ্বেষ-গণের কবল হইতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজকে উদ্ধার করিতে গিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শরণ গ্রহণ করিতেছি। এস ভাই, পারমার্থিক হও, প্রাকৃত সহজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর; আর শুদ্ধভক্তিস্রোতের মূল প্রবর্ত্তক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুগমন করিয়া গাও:—

"আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি', হৃদয় দুষিবে,
হইব নিরয়গামী॥
তোমার কিঙ্কর, আপনে জানিব,
গুরু অভিমান ত্যজি'।
তোমার উচ্ছিষ্ট, পদজল রেণু,
সদা নিষ্কপটে ভজি॥

নিজে শ্রেষ্ঠ জানি', উচ্ছিষ্টাদি দানে,
হবে অভিমান-ভার।
তাই শিষ্য তব, থাকিয়া সর্ব্বদা,
না লইব পূজা কা'র॥

অমানী মানদ, হইলে কীর্ত্তনে,
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে, নিষ্কপটে সদা,
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি॥"

(সজ্জনতোষণী ২২শ বর্ষ ৩২২ পৃষ্ঠা)

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(জীব-হিংসা)

প্রঃ— পশু হিংসাদি দুষ্প্রবৃত্তি দূরীকরণের উপায় কি ?

উঃ— "'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি'—এই বেদ-বাক্যের দ্বারা পশুহিংসার নিষেধ হইতেছে। * * * যে পর্য্যন্ত মানবগণ সাত্ত্বিক হইয়া পশুবধ, স্ত্রীসঙ্গলালসা ও আসব-সেবা পরিত্যাগ না করে, ততদিন তাহারা সেই সেই প্রবৃত্তি খর্ব্ব করিবার উপায় স্বরূপ বিবাহের দ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞে পশু হনন এবং বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াতে সুরা পান করুক। ঐ ঐ উপায় দ্বারা প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হইলে ক্রমশঃ ঐসকল ক্রিয়া হইতে তাহাদের নিবৃত্তি ঘটিবে,—বেদের এইমাত্র তাৎপর্য্য। পশুবধ করা বেদের আদেশ নয়।" —জৈঃ ধঃ ১০ম অঃ

প্রঃ— হিংসা বৃত্তিটি কি ? কি কি হিংসা একান্তই পরিত্যাজ্য ?

উঃ—"পাপাসক্ত ব্যক্তি তদ্বিপরীত আচরণ করত অন্যের প্রতি ঈর্ষা ও হিংসা করিয়া থাকে। হিংসা একটি বৃহৎ পাপ। সকলেরই উচিত—হিংসা পরিত্যাগ করা। নরহিংসা অত্যন্ত গুরুতর পাপ। যে নরের প্রতি হিংসা করা যায়, সেই নরের মাহাত্ম্যের তারতম্য-দ্বারা হিংসার গুরুতা বা লঘুতা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ-হিংসা, জ্ঞাতি-হিংসা, স্ত্রী-হিংসা, বৈষ্ণব-হিংসা, গুরু-হিংসা—এই সকল হিংসা অধিক পরিমাণে পাপযুক্ত। পশু-হিংসাও সামান্য পাপ নয়। উদর পরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বার্থ বশতঃ যে পশু-হিংসার বিধান করে, তাহা কেবল মানবের অপকৃষ্ট পাশব-প্রবৃত্তির পরিচালন-মাত্র। পশু-হিংসা হইতে বিরত না হইলে নর-স্বভাব উজ্জ্বল হয় না।" —চৈঃ শিঃ ২।৫

প্রঃ— জীবহিংসা ভক্তির প্রতিকূল কেন ?

উঃ— "জীব-মাংস ভোজন করিতে হইলে অবশ্য পরহিংসা করিতে হয়, সুতরাং যে কার্য্যে জীবহিংসা আছে, তাহা ভক্তির প্রতিকূল।"

—'পরহিংসা ও দয়া,' সঃ তোঃ ৯।৯

প্রঃ— হরিভক্তের কি পরহিংসা থাকা উচিত ?

উঃ—"পরহিংসা সর্ব্ব-পাপের মূল, সুতরাং পাপ অপেক্ষা অধিক গুরুতর। যাহারা ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণ-ভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের স্বভাবতঃ পরহিংসা-প্রবৃত্তি থাকে না।" —'পরহিংসা ও দয়া', সঃ তোঃ ৯।৮

প্রঃ— কোন্ কর্ম্ম ভক্তির অনুকূল ও কোন্ কর্ম্ম প্রতিকূল ?

উঃ— "যাহাতে পরোপকার আছে, সেই কর্ম্মই ভক্তি-সম্মত এবং যে-কর্ম্মে পরহিংসা আছে, তাহাই ভক্তি-বিরুদ্ধ।" —'পরহিংসা ও দয়া' সঃ তোঃ ৯।৮

প্রঃ— হিংসা কত প্রকার ? রাগ-দ্বেষের ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত ?

উঃ—"হিংসা তিন প্রকার, যথা—নরহিংসা, পশুহিংসা ও দেবহিংসা। দ্বেষ হইতে হিংসার উৎপত্তি হয়। কোন ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি করার নামই—রাগ এবং কোন বিষয়ে বিরক্তি করার নামই—দ্বেষ। উচিত রাগ পুণ্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে। অনুচিত রাগকে লাম্পট্য বলে। দ্বেষ—রাগের বিপরীত ধর্ম্ম। উচিত দ্বেষও পুণ্য-মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু অনুচিত দ্বেষই হিংসা ও ঈর্ষার মূল।"
—চৈঃ শিঃ ২।৫

প্রঃ— পশুহিংসা কি মানবধর্ম্ম ?

উঃ— "বেদাদি-শাস্ত্রে যে পশুযাগ ও বলিদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সে কেবল উক্ত পাশব-প্রবৃত্তিকে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করিয়া তাহার নিবৃত্তির উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ফলতঃ পশুহিংসা পশুরই ধর্ম্ম, নরধর্ম্ম নয়।"
—চৈঃ শিঃ ২।৫

প্রঃ— নিষ্ঠুরতা কয় প্রকার ও তাহার ফল কি ?

উঃ— "নৈষ্ঠুর্য্য বা নিষ্ঠুরতা দুইপ্রকার অর্থাৎ নর-প্রতি ও পশু-প্রতি নিষ্ঠুরতা। নর-নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা করিলে জগতে বিষম উৎপাত উপস্থিত হয়, দয়া জগৎ পরিত্যাগ করে এবং নির্দ্দয়তা-রূপ অধর্ম্ম জগতে প্রবেশ করে।"
—চৈঃ শিঃ ২।৫

প্রঃ—পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা কি বর্জ্জনীয়া নহে ?

উঃ—"আধুনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মে পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তাহা ব্যবস্থাপকদিগের অযশঃ কীর্ত্তন করিতেছে। সামান্য বিষয়-লোলুপ লোকেরা গাড়ীর গরু ও ঘোড়াকে যে প্রকার কষ্ট দেয়, তাহা দেখিলে সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সেই সমস্ত পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করিবে।"
—চৈঃ শিঃ ২।৫

শ্রীচৈতন্যবাণী-বন্দনা

'শ্রীচৈতন্য-বাণী' আজ কৃপাপূর্ব্বক অষ্টাদশ বর্ষে প্রকাশিতা হইলেন। আমি সর্ব্বাগ্রে তাঁহার ভুবনমঙ্গলময় আবির্ভাবকে ভক্তিপূর্ব্বক অভিনন্দন জানাইতেছি। তিনি কৃপাপূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে তাঁহার সেবায় অধিকতর প্রীতির সহিত নিয়োজিত রাখুন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা।

শ্রীচৈতন্যদেব চারিশত একানব্বই বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গার পূর্ব্বতটে বৃন্দারণ্যাভিন্ন সুরম্য শ্রীনবদ্বীপ-ধামের অন্তর্গত শ্রীমায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়া নিজে আচরণ করতঃ জীবের পরম কল্যাণের নিমিত্ত যে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের অনুশীলন শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহাই বর্ত্তমান কলিযুগে বিস্তৃত হইয়া অসদাচারী এবং নানাভাবে দুর্গত মনুষ্যকে পরম সুখময় শ্রীভগবৎপ্রেমানুশীলনে সুযোগ প্রদান করিতেছে। তাঁহার বাণীই 'শ্রীচৈতন্য-বাণী'। সুতরাং শ্রীভগবৎ-প্রেমের বার্ত্তাবহ শ্রীচৈতন্য-বাণীর মহিমা বর্ণন করিবার সামর্থ্য আমার নাই। ইহা আমার পক্ষে কেবল ক্ষুদ্র টুনটুনি পক্ষীর চঞ্চুদ্বারা সমুদ্রের বারিস্পর্শের ন্যায় প্রয়াসমাত্র হইতেছে।

কামক্রোধাসক্ত মনুষ্যগণ রাজসিক ও তামসিকনীতি অবলম্বনপূর্ব্বক রজঃ ও তমোগুণের বিষয়সমূহ গ্রহণ করতঃ পরস্পর হিংসা-দ্বেষাদির দ্বারা পর্য্যুদস্ত এবং নিরন্তর অশান্তির অনলে দগ্ধীভূত হইয়াও যেন নেশার ন্যায় ঐ সব রাজসিক এবং তামসিক ক্রিয়াকে নিজের এবং সমাজের সুখের কারণ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যদেবের আত্মধর্ম্মের তথা প্রেমধর্ম্মের উপদেশাবলী তন্নিজজনগণকর্ত্তৃক জগতে পুনঃ

পুনঃ কীর্ত্তিত হওয়ায় বর্ত্তমান বিশ্বে বহু সুকৃতিমান্ ব্যক্তি শ্রীচৈতন্য-বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীভগবৎপ্রেমই যে মনুষ্যের একমাত্র সুখ শান্তির পথ এবং বিবদমান দেশ সমূহের মধ্যে ঐক্য ও শান্তি স্থাপনে সমর্থ, তাহা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভের নিমিত্ত যেরূপ হিংসা-দ্বেষাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর প্রেমানুসন্ধানপথের যাত্রী হইতেছেন, তাহাতে আমরা খুবই উল্লাস বোধ করিতেছি। শ্রীচৈতন্য-বাণী কৃপাপূর্ব্বক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী ব্যক্তিগণের মধ্যে নিজের স্বরূপ বিস্তার না করিলে জগজ্জীবের পরস্পরের মধ্যে হিংসা-দ্বেষাদি শীঘ্র শীঘ্র বিদূরিত হইবে না। শ্রীচৈতন্য-বাণী কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলেই মনুষ্যের জন্মগত অভিমান, ঐশ্বর্য্যগত মত্ততা, বিদ্যাবত্তার দাম্ভিকতা এবং রূপ-যৌবনাদির গর্ব্ব ধীরে ধীরে বিদূরিত হইয়া যথার্থ তত্ত্ব অবধারণে যোগ্যতা আসিবে। কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে প্রমত্ত হইলে অন্যান্য বিষয়ের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় না। অন্য কোন বিষয়ে আবিষ্ট হইলে বাস্তব তত্ত্বাবধারণে এবং জ্ঞান-লাভে মনুষ্য বঞ্চিত হয়। শ্রীচৈতন্য-বাণী কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে আমরা জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীতে প্রমত্ত না হইয়া শ্রী-ভগবান্, ভগবদ্ভক্ত এবং সৎশাস্ত্রাদির অনুশীলনে যোগ্যতা লাভ করিতে পারি।

আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সাধারণ লোকের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য আধুনিক যুগে কেবল প্রাকৃত শিল্পোন্নতির প্রতিই দেশ-শাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল আগ্রহ দৃষ্ট হয়। ধর্ম্ম এবং নীতি অনাবশ্যক মনে করিয়া দুর্নীতি ও যথেচ্ছাচারিতা যেন প্রবল প্রশ্রয় পাইতেছে। নীতিবিগর্হিত জীবনে ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত বাস্তব-সুখলাভের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। ধর্ম্মহীন জীবন কেহই পালন করে না। যাহাদের বোধের মধ্যে আত্মা বা জ্ঞান বলিয়া কিছু নাই, তাহারাও শারীর ধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মানুসারে চলিয়া থাকে। কিন্তু শরীর ও মন ইহার কোনটিই জীবের স্বরূপ না হওয়ায় উক্ত দেহ-ধর্ম্ম এবং মনোধর্ম্ম জীবকে সুখ বা শান্তি প্রদান করিতে পারে না। জীব মাত্রেই চিত্তত্ত্ব অর্থাৎ আত্মা। সুতরাং আত্মধর্ম্মই জীবের জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে স্বরূপ-ধর্ম্ম। উক্ত আত্ম-ধর্ম্মের অনুকূলে দেহ ও মনোধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেই উহা জীবের নিত্য মঙ্গলের আনুকূল্য করিয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রগতির চীৎকারের যুগে দীক্ষিত হইয়া জড় পদার্থের দিকে প্রগতি পরিচালিত করিলে উহা সীমাবিশিষ্ট বলিয়া বাধাপ্রাপ্ত হইবে। চেতন বা ব্রহ্ম পরমাত্মা এবং ভগবত্তত্ত্ব অসীম হওয়ায় তৎসম্বন্ধী প্রগতিই সুযুক্তিপূর্ণা হয়। অসীম সত্তা, অসীম জ্ঞান এবং অসীম আনন্দের দিকে প্রগতির জন্য আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় অথবা শাসক-সম্প্রদায় কিছু মনো-নিবেশ করিলে নিশ্চয়ই দেশের মধ্যে দুর্দ্দিন চলিয়া যাইবে এবং ক্রমশঃ সুখময় যুগের আবির্ভাব হইবে। আত্মসম্বন্ধে আমরা পরস্পর ভেদবুদ্ধি-শূন্য হইয়া বিদ্বেষ পরিত্যাগ করতঃ একত্রিত এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত ঐক্য স্থাপনেও সমর্থ হইতে পারি। শ্রুতি-মন্ত্র—'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসি-তব্যঃ'—এই পরা বিদ্যা বিস্তার করিবার জন্যই শ্রীচৈতন্য-বাণী উপদেশ করেন। অপরা বিদ্যা পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষভাব, দম্ভ, দর্প আদি অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি করে। অপরা বিদ্যার মোহে যাঁহারা মুগ্ধ আছেন, তাঁহারা পরা বিদ্যার নাম শুনিলেই বিদ্বেষ পোষণ করেন এবং উহা অবাঞ্ছিত বলিয়া তফাৎ থাকেন, এমনকি উহা ধ্বংস করিবার জন্যও ব্যস্ত হইয়া উঠেন। অপরা বিদ্যা কাম, ক্রোধাদি রিপুর এবং দম্ভ, দর্প, অভিমানাদির প্রশ্রয় দিয়া থাকে, পরা বিদ্যা উহা হইতে উদ্ধার করিয়া জীবকে আনন্দময় শ্রীভগবানের প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন। 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' ভগবদ্ভক্তির আনুকূল্যে তথা অত্মাধর্ম্মের আনুগত্যে রাজ্য-শাসনাদি ব্যাপার হিতকর বলিয়া মনে করেন। আত্মধর্ম্মের অনুকূলে অর্থনীতির, শিল্পনীতি আদির বিস্তার বাঞ্ছনীয়। শ্রীচৈতন্য-বাণী জীবে দয়ার মূর্ত্ত-বিগ্রহ। সুতরাং জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল জীবের প্রতিই যথাযোগ্য দয়া বিধেয়। সমাজনীতিও আত্মধর্ম্মের অনুকূলে ব্যবস্থাপিত হওয়া সমাজের সমুন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্যক। শ্রীচৈতন্য-বাণী বেদের মন্ত্র—'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি' বিচারের

পক্ষপাতী। হিংসার ফল স্বরূপে প্রত্যেককেই প্রতিহিংসিত হইতে হয়। যিনি নিজে হিংসিত হইতে চাহেন না, তাঁহার পক্ষে কখনও অপরের হিংসা করা উচিত হয় না।

আজ আমি 'শ্রীচৈতন্য-বাণী'র সেবক-সেবিকাগণের এবং সমাদরকারী সুধীজনগণের বন্দনা করিতেছি। তাঁহারা ভাগ্যবান্। নববর্ষারম্ভে সকলেই পরমোৎসাহের সহিত শ্রীচৈতন্য-বাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ করতঃ স্ব-পর-কল্যাণসাধনে ব্রতী হইতে পারিলে সকলের জীবন সার্থক হইবে বলিয়া মনে করি। শ্রীচৈতন্য-বাণী সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্তা হউন। ইতি—

শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

বর্ষারম্ভে বাণী-প্রশস্তি

শ্রীশ্রীব্যাসপূজার অধিবাস কীর্ত্তনোৎসবশুভারম্ভমুখে অদ্য আমাদের শ্রীচৈতন্য-বাণী পত্রিকারও অষ্টাদশবর্ষের শুভারম্ভ সূচিত হইতেছে। অধিবাস—যজ্ঞাদি শুভকর্ম্ম আরম্ভের পূর্ব্বে অনুষ্ঠেয় মাঙ্গলিক কৃত্য-বিশেষ। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যাবতীয় পারমার্থিক ক্রিয়ানুষ্ঠানই ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন-মুখে সম্পাদনের মহদাদর্শ সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

> "কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিলা ঠাকুর।
> উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি বাহ্য গেল দূর॥
> **ব্যাসপূজা-অধিবাস-উল্লাস-কীর্ত্তন।**
> দুই প্রভু নাচে, বেড়ি' গায় ভক্তগণ॥"
>
> —চৈঃ ভাঃ মধ্য ৫ম অঃ

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের লেখনী হইতে আমরা পাই—"সম্বিচ্ছক্ত্যাধিষ্ঠিত অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের অভিজ্ঞান বিগ্রহ 'বেদ' নামে প্রসিদ্ধ। বেদশাস্ত্র সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনতত্ত্বাত্মক। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বেদকে ঋক্, সাম ও যজুঃ (এই) ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আধ্যক্ষিকগণ ও নির্ব্বিশেষবাদিগণ শ্রীমদ্‌ব্যাসের তাৎপর্য্যজ্ঞানে অসমর্থ হইয়া পরমেশ্বরের সেবারহিত হন। শুদ্ধভক্তির অভাবনিবন্ধন তাঁহাদিগের দ্বারা শ্রীব্যাসপূজা কখনই সাধিত হইতে পারে না। জড়ভোগ নিবৃত্ত হইলেই জীব পরিব্রাজক হইয়া আচার্য্যের চরণাশ্রয় করেন। সেই আচার্য্যচরণাশ্রয়কেই ভাষান্তরে 'ব্যাসপূজা' কহে। শ্রীব্যাসপূজা চারি আশ্রমেই বিহিত অনুষ্ঠান। তবে তুর্য্যাশ্রমিগণ ইহা যত্নের সহিত বিধান করিয়া থাকেন। আর্য্যাবর্ত্তে শ্রীব্যাসদেবের অনুগত সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণ বেদানুগ-সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রতিবর্ষে স্ব স্ব জন্মদিনে পূর্ব্ব গুরুর পূজা বিধান করেন। পূর্ণিমা তিথিই যতিধর্ম্ম গ্রহণের প্রশস্ত কাল। যতিগণ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষবাদি নির্ব্বিশেষে সকলেই গুরুদেবের পূজা করিয়া থাকেন। তজ্জন্য সাধারণতঃ আষাঢ়ীপূর্ণিমাতেই গুর্ব্বাবির্ভাব [জগদ্গুরুব্যাসাবির্ভাব] তিথিবিচারে ব্যাসপূজার আবাহন হয়। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ বর্ষে বর্ষে মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে তাঁহাদের গৌরবের পাত্রবোধে শ্রীব্যাসপূজার আনুকূল্য বিধান করেন। শ্রীব্যাসপূজার পদ্ধতি বিভিন্ন শাখায় ন্যূনাধিক পৃথক্। চারি আশ্রমে অবস্থিত সংস্কার-সম্পন্ন দ্বিজগণ সকলেই শ্রীব্যাসগুরুর আশ্রিত বলিয়া প্রত্যহই স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রীব্যাসদেবের ন্যূনাধিক পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা (শ্রীব্যাসপূজা) বার্ষিক অনুষ্ঠানের বিচারে বর্ষকালব্যাপী স্ব-স্ব গুরুপূজার স্মারক দিবস। শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর—শ্রীগুরুপাদপদ্মে পাদ্যার্পণ বা ইহার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট যে সুষ্ঠু ভগবৎ-সেবন, তাহাই

উদ্দিষ্ট হয়। তজ্জন্যই আমাদের শুভানুধ্যায়ী ঠাকুর শ্রীনরোত্তম শ্রীরূপানুগরূপে আদিগুরুকে অর্ঘ্য-প্রদানোদ্দেশে বলিয়াছেন—

"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ংরূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥"

পরম কৃপাপরবশ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান-লীলা—যাহা শ্রীরূপ তাঁহার অনুগগণের জন্য নিত্যসেবা-বৈমুখ্যরূপ ব্যাধিমোচনের নিমিত্ত ঔষধ ও পথ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই গৌড়ীয়ের ব্যাসপূজার উপায়নাদর্শ।"

"জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পরিব্রাজকের আশ্রিত এবং শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের অনুগতলীলাভিনয়কারী লক্ষ্মীপতি তীর্থের ব্রহ্মচারী ছিলেন। তজ্জন্য প্রত্যেক পূর্ণিমায় ক্ষৌর বিধানানন্তর যতিকৃত্যবিচারে ব্যাসপূজার দিন আগত হইয়াছে জানিতে পারিলেন। শ্রীমহাপ্রভু পূর্ণিমা আগত দেখিয়া নিত্যানন্দ প্রভু কোথায় ব্যাসপূজা করিবেন, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীরই পূর্ণিমামুখে যতিকৃত্যের অন্তর্গত ব্যাসপূজা। 'শ্রীব্যাসপূজা' শব্দে শ্রীগুরুবর্গের তর্পণ ও শ্রাদ্ধ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দর সেইকালে সন্ন্যাসগ্রহণের লীলা আবিষ্কার করেন নাই। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তীর্থপাদ যতিবরের সেবক-লীলাভিনয়-সূত্রে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান-লীলায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার ব্রহ্মচারী নামে আমরা 'শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপ' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। পূর্ব্বকাল হইতেই 'তীর্থ' ও 'আশ্রম' — এই যতিদ্বয়ের ব্রহ্মচারিগণ 'স্বরূপ'-সংজ্ঞায় প্রসিদ্ধ ছিলেন।"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ৫ম অঃ ৮ম ও ১০ম শ্লোকের বিবৃতি দ্রষ্টব্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তদাভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ জগদ্গুরু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু দ্বারা সর্ব্বপ্রথমে সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞাঙ্গন শ্রীবাস-অঙ্গনেই সঙ্কীর্ত্তন-মুখে শ্রীশ্রীব্যাসপূজার মহদাদর্শ প্রকট করিলেন। অস্মৎ সম্প্রদায়ে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চাশদ্বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব তিথি ১৯২৩ সাল হইতে শ্রীব্যাসপূজামহোৎসব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

বিদেহরাজ নিমি তাঁহার যজ্ঞস্থলে যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত মহাপ্রভাবশালী মুনিশ্রেষ্ঠ নবযোগেন্দ্র সমীপে আত্যন্তিক ক্ষেম অর্থাৎ চরমপরম মঙ্গলদায়ক ভগবৎ-পরিতোষকর ভাগবত-ধর্ম্ম শ্রবণেচ্ছু হইলে প্রথম যোগেন্দ্র 'কবি' বলিয়াছিলেন — দেহাদি অসৎপদার্থে আত্মবুদ্ধি জন্যই জীব ত্রিতাপ-তাপিত হইয়া নানা অবর্ণনীয় ক্লেশ ভোগ করে। ভগবান্ শ্রীহরির অশোক-অভয়-অমৃতাধার-শ্রীপাদপদ্ম আরাধনাই তাহার সকল অনর্থ দূর করিয়া তাহাকে চরমপরম মঙ্গল বিধান করিতে পারে এবং তদুপাসনাই তাহার সর্ব্বভয়বিনাশন। অন্যান্য সকল ধর্ম্মই সভয়, কেবল এই ভাগবতধর্ম্মই নির্ভয়। মনু অত্রি বিষ্ণুহারীতাদি বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্র" কর্ত্তা ঋষিগণের দ্বারা জীবের ঔপাধিক বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম ব্যক্ত করিয়া অত্যন্ত রহস্যত্বহেতু শ্রীভগবান্ নিতান্ত অজ্ঞ ব্যক্তিও যাহাতে শীঘ্রই তাঁহাকে পাইতে পারে, তদ্বিষয়ে যে সমস্ত উপায় স্বয়ং নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহারই নাম ভাগবতধর্ম্ম বা ভগবন্মার্গভূতধর্ম্ম। সর্ব্বমূল মহাজন ভাগবৎ প্রদর্শিত ভগবৎভজন-ধর্ম্মনির্দ্দেশক এই ভক্তিমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবৎপ্রাপ্ত্যর্থ কর্ম্মজ্ঞান যোগাদি পৃথঙ্মার্গকরণ অত্যন্ত দোষাবহ। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র সকলেই ভক্তিমার্গের পরতমত্ব প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহাদের প্রদত্ত ও প্রবর্ত্তিত বিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বকপোল কল্পিত ঐকান্তিকী হরিভক্তির বিধান প্রদান কেবল উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে। ভগবদুপদিষ্ট ভগবন্মার্গভূত এই 'ভাগবতধর্ম্ম' আশ্রয় করিয়া কাহাকেও প্রমাদগ্রস্ত স্খলিতপদ প্রত্যবায়গ্রস্ত বা পতিত হইতে হয় না। মানুষ বিধি বা স্বভাবের প্রেরণাবশতঃ কায়-মনোবাক্য এবং বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত প্রভৃতি সর্ব্ব ইন্দ্রিয়দ্বারা যে সমস্ত কর্ম্ম আচরণ করে, তাহা ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিতে পারিলে তৎসমুদয় ক্রমশঃ ভক্ত্যঙ্গ মধ্যেই পরিগণিত হয়। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিতেছেন—

"যথা বিষয়িণঃ প্রাতরারভ্য মূত্র-পুরীষোৎসর্গ-মুখ-ক্ষালন-দন্তধাবন-স্নান-দর্শন-শ্রবণ-কথনাদি ব্যাপারাঃ বিষয়সুখ ভোগার্থমেব, কর্ম্মিভিস্তু দেব-পিত্রাদি-পূজার্থমেব

ক্রিয়ন্তে তথৈব ভগবদ্ভক্তেন তে তে ভগবৎ-সেবার্থমেব কর্ত্তব্যা ইতি তে তেঽপি তেষাং ভক্ত্যঙ্গানি ভবেয়ুরিতি ॥"

অর্থাৎ যেমন জড়বিষয়াসক্ত বিষয়িগণ প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিষ্ঠামূত্র বিসর্জ্জন, মুখ ধোওয়া, দাঁত মাজা, স্নান, দর্শন, শ্রবণ, পরস্পরে কথোপকথনাদি ব্যাপার জড় বিষয় সুখ ভোগার্থ সম্পাদন করে, কর্ম্মিগণ ঐসকল দেব পিত্রাদি পূজনার্থ বা শ্রাদ্ধতর্পণাদি বিধানার্থ করে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ঐ সকল কৃত্য ভগবৎ-সেবার্থ সম্পাদন করেন, এজন্য তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল কৃত্য ভক্ত্যঙ্গই হইয়া যায়।

শ্রীভগবান্‌ই আমার দেহেন্দ্রিয়াদির একমাত্র মালিক বা প্রভু, তাঁহার সেবা ব্যতীত ঐসকলের দ্বিতীয় বা স্বতন্ত্র কোন কৃত্য থাকিতেই পারে না, এই প্রকার জ্ঞান ভাগ্যক্রমে আসিয়া গেলে জীব জানিতে পারেন যে, ভগবৎ-কৈঙ্কর্য্য ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন স্বতন্ত্র কৃত্যই নাই, কায়মনোবাক্যে তিনি সর্ব্বতোভাবেই ভগবৎ-পাদপদ্মে উৎসর্গীকৃত আত্মা, তখন তাঁহার যাবতীয় কৃত্যই ভগবৎপ্রীত্যর্থ অনুষ্ঠিত হয়।

যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করেন যে, পরমেশ্বর ভজনের কি প্রয়োজন, অজ্ঞানকল্পিত ভয় একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই ত' নিবৃত্ত হইতে পারে। তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির ভগবন্মায়া বলেই স্বীয় স্বরূপ বিস্মৃতি ঘটে, তৎফলে 'আমি দেহ' এইরূপ একটি বুদ্ধি বা বিপরীত জ্ঞানের উদয় হয়। তাহা হইতে দেহেন্দ্রিয়াদি জড় উপাধিভূত বিষয়ে অভিনিবেশ আসে, তাহা হইতেই দ্রবিণ (ধন) দেহ সুহৃদাদি নিমিত্ত নানাবিধ ভয়ের উদয় হইতে থাকে। ইহারই নাম সংসার। এই সংসার হইতে পরিত্রাণ নিমিত্ত বুদ্ধিমান বিবেকী ব্যক্তি 'গুরুদেবতাত্মা' হইয়া অর্থাৎ গুরুদেবকে স্বীয় আরাধ্য দেবতা ও পরম প্রিয়তম জ্ঞানে কামনান্তর-রহিত চিত্তে অনন্য-ভক্তিসহকারে সেই ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন।

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।২৫

"গুরু কৃষ্ণরূপ (অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রকাশস্বরূপ) হন
শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"

ঐ আ ১।৪

এইজন্য আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে 'শ্রীগৌরকরুণাশক্তি' বলিয়া প্রণাম করিয়া থাকি। শ্রীগৌরকৃপা মূর্ত্তিমতী হইয়াই শ্রীগুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। সেবা স্বয়ং ভগবান্‌ই সেবক সদ্‌গুরু-রূপ ধারণ করতঃ "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" ন্যায়াবলম্বনে নিজে ভগবদ্ আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন সেবাবৃত্তিরত প্রপন্ন সচ্ছিষ্যকে কৃষ্ণসেবা শিক্ষা দিয়া থাকেন। এইজন্য শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর গুরুপাদপদ্মের বন্দনা শিখাইতেছেন—

"শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্যনানা-শৃঙ্গার-তন্মন্দিরমার্জ্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি বন্দে গুরোঃ
শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ
শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

শ্রীভগবান্ গীতায় তাঁহার 'দৈবী গুণময়ী দুরত্যয়া মায়া' জয় করিবার উপায় স্বরূপ যে ভগবৎ-প্রপত্তির কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গুরুপদাশ্রয় ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই সম্ভাবিত হইতে পারে না। এজন্য—শ্রীরূপ-শিক্ষা—আদৌ "গুরুপাদাশ্রয় স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণং বিশ্রম্ভেন গুরোঃ সেবা।" অর্থাৎ গুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তৎসমীপে ভগবদ্-ভজন-বিষয়ক শিক্ষালাভ করিতে হইবে এবং বিশ্রম্ভ অর্থাৎ বিশ্বাস সহকারে গুরুসেবা করিতে হইবে। গুরু-পাদপদ্মে দৃঢ়বিশ্বাস ও প্রীতি না থাকিলে ভজন সাধনে কিছুমাত্র অগ্রসর হওয়া যায় না। সুদৃঢ়নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাবান্ জনই ভক্তিতে অধিকারী হইয়া থাকেন।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ 'শ্রীগুরুপাদাশ্রয়' ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে নবযোগেন্দ্র সংবাদের শ্রীল প্রবুদ্ধ মুনির বাক্য উদ্ধার করিতেছেন।

বিদেহরাজ নিমি বিষ্ণুমায়া হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় কি, এবিষয়ে পরিপ্রশ্ন করিলে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীপ্রবুদ্ধ মুনি কহিতে লাগিলেন—মানবগণ দুঃখনিবৃত্তি ও সুখ প্রাপ্তির জন্য একত্র হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও প্রায়শঃই ফলবিষয়ে বিপরীতভাব ঘটিতে দেখা যায়। নিরন্তর দুঃখপ্রদ, বহু আয়াসলভ্য এবং আত্মমৃত্যুজনক অতিকষ্টসাধ্য বিত্তাদি দ্বারা তাঁহারা গৃহ, পুত্র, স্বজন, পশু প্রভৃতি যে সকল অনিত্য বিষয় সংগ্রহ করেন, তদ্দ্বারা ইহলোকে বিন্দুমাত্রও সুখ লাভ করিতে পারেন না। এই সংসারটি নানা দুঃখের অসীম সমুদ্র-স্বরূপ। যজ্ঞাদি-কর্ম্মলভ্য স্বর্গাদি পরলোকের অধিবাসিগণের মধ্যেও কোন বাস্তব সুখ শান্তি নাই। সেখানেও তুল্য ব্যক্তির প্রতি আত্মশ্লাঘা ও স্পর্দ্ধা প্রদর্শিত, নিজাপেক্ষ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি অসূয়া এবং স্বয়ং পরাজিত হইলে শোক প্রকাশিত হয়। এজন্য ঐহিক এবং পারলৌকিক কর্ম্মদ্বারা অর্জ্জিত ভোগ সুখ অনিত্য ও অসুখপ্রদ জানিয়া বাস্তব কল্যাণলাভেচ্ছু ব্যক্তি সদ্গুরুপাদাশ্রয় করিবেন—

তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥
—ভাঃ ১১।৩।২১

অর্থাৎ উত্তম শ্রেয়ো জিজ্ঞাসু ব্যক্তি শব্দব্রহ্ম বেদে ও বেদতাৎপর্য্যজ্ঞাপক মহাভারত, ইতিহাস, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি সচ্ছাস্ত্র সিদ্ধান্তে এবং পরব্রহ্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ ও উপশমাশ্রিত অর্থাৎ ক্রোধলোভাদির অবশীভূত সদ্গুরুপাদপদ্মের শরণাগত হইবেন। শাস্ত্রজ্ঞ না হইলে শিষ্যের সংশয়চ্ছেদনাভাবে গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধাশৈথিল্য আসিয়া যাইতে পারে। গুরুদেব পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ অপরোক্ষানুভবসমর্থ না হইলেও তাঁহার কৃপা সম্যক্ ফলবতী হয় না। যাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান নাই, কামক্রোধাদিও জয় হয় নাই এবং যিনি ভজন-পরায়ণ নহেন, তাদৃশ ব্যক্তি সদ্গুরুপদবাচ্য নহেন। মুণ্ডক শ্রুতিও 'তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্' বাক্যে ঐরূপ সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের নির্দ্দেশ দিতেছেন। 'কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥" — এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বাক্যেও কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তৃত্বকেই সদ্গুরুলক্ষণ বলা হইয়াছে। কৃষ্ণস্বরূপতত্ত্ব, কৃষ্ণশক্তিতত্ত্ব, কৃষ্ণরসতত্ত্ব, কার্ষ্ণতত্ত্বজ্ঞতা—কৃষ্ণকার্ষ্ণস্বরূপের সাক্ষাদনুভূতি বা সাক্ষাৎকার লাভই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তৃত্ব। শ্রীভগবদ্গীতাও 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' বাক্যে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিরূপ ত্রিবিধ সমিধসহ গুরুপাদপদ্মে উপসন্ন হইবার পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ গুরুপাদপদ্মে কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণ সম্বন্ধেও শ্রীপ্রবুদ্ধ বাক্য উদ্ধার করিয়া কহিতেছেন—

"তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥"
—ভাঃ ১১।৩।২২

অর্থাৎ "শ্রীগুরুদেবকে নিজের হিতকারী বান্ধব এবং পরমারাধ্য শ্রীহরিস্বরূপ জানিয়া নিরন্তর নিষ্কপটভাবে তাঁহার অনুগমন পূর্ব্বক যে সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে আত্মপ্রদ শ্রীহরি পরিতুষ্ট হন, সেই সকল ভাগবতধর্ম্ম অবগত হইবে।"

পরমারাধ্য শ্রীপ্রভুপাদ লিখিতেছেন—

"ভাগবতধর্ম্মশিক্ষকের নিকট হইতে ভাগবতগুরুর সন্ধান পাওয়া যায়। ভাগবতধর্ম্মশিক্ষক **ভাগবতধর্ম্ম শ্রীনামভজন** শিক্ষা দিয়া জীবকে অন্তঃকরণ-শুদ্ধিরূপ প্রয়োজনফল লাভ করান।"

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর গম্ভীরায় শ্রীস্বরূপ-দামোদর ও শ্রীরায়-রামানন্দের কণ্ঠধারণ করিয়াও এই নামসঙ্কীর্ত্তনকেই পরম উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন সুতরাং ইহাই ভাগবতধর্ম্ম—

"হর্ষে প্রভু কহে, শুন স্বরূপ রামরায়।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥" (চৈঃ চঃ)

কিন্তু যে চারিটী গুণে গুণী হইয়া নাম গ্রহণ করিলে নামে শীঘ্র শীঘ্র প্রেমোদয় হয়, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণ করাইতেছেন—

"যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তাহার লক্ষণ শ্লোক শুন স্বরূপ রামরায়॥"
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণ যে পথ অবলম্বন করিয়া পরম কল্যাণলাভের আদর্শ সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই পথেরই অনুসরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য, তাহাতেই পরম শ্রেয়ো লাভ হইয়া থাকে এবং তাহাতে কখনও সন্তপ্ত হইতে হয় না। ইহাকেই শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনং নামক চতুর্থ ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া জানাইয়াছেন, স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপবর্জ্জিতঃ।
অনবাপ্ত শ্রমং পূর্ব্বে যেন স প্রতস্থিরে॥"

বকরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নোত্তরে মহারাজ যুধিষ্ঠিরও বলিয়াছিলেন —'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ॥'

কলি ক্রমশঃই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। "প্রথম কলিতে হইল 'ভবিষ্য' আচার।" অপরং বা কিং ভবিষ্যতি—কে জানে! শ্রীমদ্ভাগবতে—(ভাঃ ১২।২।২৯) কথিত হইয়াছে—

"বিষ্ণোর্ভগবতো ভানুঃ কৃষ্ণাখ্যোঽসৌ দিবং গতঃ।
তদাবিশৎ কলির্লোকং পাপে যদ্রমতে জনঃ॥"

অর্থাৎ 'ভগবান্ বিষ্ণুর কৃষ্ণসংজ্ঞক শুদ্ধসত্ত্বময়-বিগ্রহ যেকালে বৈকুণ্ঠ গমন করিয়াছেন, সেই সময় হইতেই কলিযুগ পৃথিবী মধ্যে প্রবিষ্ট এবং তন্নিবন্ধন জনগণ পাপাসক্ত হইয়াছে।'

[এস্থলে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর টীকার ব্যাখ্যা করিতেছেন—যেকালে মঘানক্ষত্রে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভানুঃ অর্থাৎ কিরণ-রূপ বৈকুণ্ঠনাথ দিবং গতঃ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন। কৃষ্ণাখ্যঃ ভানুঃ অর্থাৎ কৃষ্ণত্বেন আসম্যক্ খ্যাতির্যস্য স ভাতীতি ভানুঃ শুদ্ধসত্ত্বাত্মকো দেহ ইতি স্বামিচরণাঃ অর্থাৎ কৃষ্ণস্বরূপে সম্যক্ খ্যাতি যাঁহার তিনি, দীপ্তি পান—এই অর্থে ভানুঃ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ শুদ্ধসত্ত্বময় বিগ্রহ, ইহা শ্রীল স্বামিপাদও বলিয়াছেন।]

"যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশান্নাস্তে রমাপতিঃ।
তাবৎ কলির্বৈ পৃথিবীং পরাক্রান্তুং ন চাশকৎ॥"
ভাঃ ১২।২।৩০

অর্থাৎ রমাপতি শ্রীকৃষ্ণ যে-কাল পর্য্যন্ত পাদপদ্মযুগল-দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া অবস্থিত ছিলেন, ততকাল কলিযুগ ভূতল আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

"যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ॥"
—ভাঃ ১২।২।৩৩

অর্থাৎ "যে দিবস যে ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠগত হইয়াছেন, সেই দিবস সেই ক্ষণেই কলিযুগ পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইহা পুরাবৃত্তজ্ঞ পুরুষগণ বলিয়া থাকেন।"

কিন্তু ঐ ১২।৩ অধ্যায়ের শেষাংশে উক্ত হইয়াছে, কলি নানা দোষের আকর অর্থাৎ আশ্রয়স্থল হইলেও এই যুগের একটি মহাগুণ আছে যে, মানবগণ কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতেই সর্ব্বদোষ মুক্ত হইয়া পরমপুরুষ ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারেন। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, চিন্তাদ্বারা মানবগণের হৃদয়স্থ হইলেই, মানবগণের কলিকৃত যাবতীয় দোষ হরণ করিয়া থাকেন। সত্যযুগে ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা এবং দ্বাপরযুগে অর্চ্চন দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে একমাত্র শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন হইতেই তৎসমুদয় ফল লাভ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ 'নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন'। এইজন্য গুণজ্ঞ সারগ্রাহি মহাজনগণ এই কলির বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন, যেহেতু এক নামসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই কলিকালে সর্ব্বস্বার্থ অর্থাৎ পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে। প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ। বুদ্ধিমান্ ভক্তজন সেই প্রেমধনকেই একমাত্র লভ্য বলিয়া বিচার করিয়া থাকেন। সদ্‌গুরুও জীবকে সেই পরামর্শই প্রদান করিয়া থাকেন। এইজন্যই স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ও বলিয়া থাকেন—"মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্।"
হঃ ভঃ বিঃ ১ ২৮

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ মদভিজ্ঞং ও মদাত্মকং শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন—"মাম্ অভিতো ভক্তবাৎসল্যাদি মাহাত্ম্যানুভবপূর্ব্বকং জানাতীতি তথা তম্, অতএব ময়ি আত্মা চিত্তং যস্য তং বহুব্রীহৌ কঃ।" অর্থাৎ যিনি মদীয় ভক্তবাৎসল্যাদি মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া আমাকে সম্যক্‌রূপে জানিয়াছেন—পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, অতএব যিনি মদাত্মক অর্থাৎ যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা আমাতেই সন্নিবিষ্ট। এইরূপ মদভিজ্ঞ মদাত্মক

প্রশান্ত চিত্ত ('ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলেই অশান্ত। কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত॥') গুরুরই উপাসনা করিবে। মুণ্ডক শ্রুতিও 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ' বাক্য দ্বারা এইরূপ শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ পরব্রহ্ম কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সদ্গুরু-চরণাশ্রিত পুরুষই ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারেন ভগবান্‌কে জানেন, এইরূপ বলিয়াছেন।

বিষ্ণুস্মৃতিতে সদ্গুরু লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, যিনি শিষ্যের নিকট হইতে পরিচর্য্যা, যশঃ ও ধনাদি কামনা করেন, তিনি গুরুপদের উপযুক্ত নহেন। যিনি কৃপাসিন্ধু (পরম দয়ালুতাবশতঃ স্বতঃই—কেবল লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য নহে, লোকহিতরত), সুসম্পূর্ণ (অর্থাৎ সর্ব্বসদ্গুণসম্পন্ন, শ্রীভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি বিদ্যমানা, তাঁহাতে সকল সদ্গুণ বিরাজিত এবং পূর্ণবস্তু কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করেন বলিয়া তাঁহাতে কোন অপূর্ণতা বা অভাব বোধ থাকিতেই পারে না), সর্ব্বসত্ত্বোপকারক (শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী প্রচার দ্বারা সর্ব্বভূতের পরম হিতকারী বান্ধব), নিস্পৃহ (একমাত্র পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমধন স্পৃহা ব্যতীত যাঁহাতে চতুর্ব্বর্গাদির কোন স্পৃহাই নাই), সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, সর্ব্বসংশয় সংচ্ছেত্তা, অনলস অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই যিনি ভগবদ্ভজনতৎপর, তিনিই 'গুরু' নামে অভিহিত।

আমাদের পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম অনন্তকল্যাণ-গুণবারিধি। শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের অভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ—পরম প্রিয়তম নিজজন তিনি, তাঁহাতে তাঁহাদের (অর্থাৎ গৌরকৃষ্ণের) সকল গুণই নবনবায়মান বৈচিত্র্যের সহিত সঞ্চারিত। ঔদার্য্য ও মাধুর্য্যলীল সেব্য ভগবানের সেবক-প্রকাশরূপে, তাঁহার সেব্য সেবামাধুর্য্যে নিত্য-নবনবায়মান চমৎকারিতা বিরাজিত।

শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত — শ্রীরাধাভাববিভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে গম্ভীরায় স্বীয় অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীস্বরূপরামানন্দসহ অহর্নিশ বিপ্রলম্ভরসাবেশে "কাঁহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন। কাঁহা যাউ কাঁহা পাউ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ। ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক।" —(চৈঃ চঃ ম ২।১৫-১৬) বলিয়া ক্রন্দনের রহস্য প্রভুপাদই বুঝিয়াছিলেন, তাই এই গানটি ছিল প্রভুপাদের অত্যন্ত প্রিয়। এই গানটি শুনিয়া প্রভুপাদ অপূর্ব্ব ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন, চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইত। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী পাদ প্রোক্ত—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

["ওহে দীনদয়ার্দ্রনাথ, ওহে মথুরানাথ, কবে তোমাকে দর্শন করিব। তোমার দর্শনাভাবে আমার কাতর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। হে দয়িত, আমি এখন কি করিব।"]

—শ্লোকেরই ইহা অনুধ্বনি। শ্রীমন্মহাপ্রভু চটক-পর্ব্বতকে সাক্ষাৎ গিরিরাজ গোবর্দ্ধন দর্শন করিতেন। উপবনোদ্যানকে দেখিতেন সাক্ষাৎ বৃন্দাবন; নীলাম্বুধিকে দেখিতেন—সাক্ষাৎ নীল যমুনাজল, তাই শ্রীল প্রভুপাদের সমুদ্রতট ও চটকপর্ব্বতে এত প্রীতি, সেখানে করিলেন—শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্থাপন। মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদগণ স্থান—সাতাসনমঠাদি, নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের স্থান সিদ্ধ বকুলাদি, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর স্থান টোটা গোপীনাথ প্রভৃতি সমস্তই গম্ভীরার নিকটবর্ত্তী। তাই পরমারাধ্য প্রভুপাদেরও ভজনস্থান হইয়াছে চটক-পর্ব্বতে। শ্রীরূপ-রঘুনাথবাণী—'প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্,' 'নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্'—হইয়াছে তাঁহার শ্রীগোবর্দ্ধন পূজায় মন্ত্রস্বরূপ। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্দিরে শ্রীবলরাম-সুভদ্রাসহ শ্রীজগন্নাথ দর্শনকালে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহবিহ্বলা শ্রীরাধারাণীর বহুদিন পরে কুরুক্ষেত্রে স্যমন্তপঞ্চকে কৃষ্ণদর্শনজনিত মহাভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেন। গরুড়স্তম্ভের পশ্চাদ্ভাগস্থ তলভূমিতে যে নিম্ন খাল ছিল, তাহা মহাপ্রভুর প্রেমাশ্রুজলে পূর্ণ হইত। গৌরনিজজন পরমারাধ্য প্রভুপাদও গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে বিপ্রলম্ভরসাবিষ্ট হইয়া অশ্রুভারাক্রান্ত নেত্রে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর লেখনী আস্বাদন করিতেন—

"যে কালে দেখি জগন্নাথ, শ্রীরাম-সুভদ্রা-সাথ,
তবে জানি, আইলাম কুরুক্ষেত্র।
সফল হৈল জীবন, দেখিলু পদ্মলোচন,
জুড়াইল তনু-মন-নেত্র॥"
"হা হা কাঁহা বৃন্দাবন, কাঁহা গোপেন্দ্রনন্দন,
কাঁহা সেই বংশীবদন॥
কাঁহা সে ত্রিভঙ্গঠাম, কাঁহা সেই বেণুগান,
কাঁহা সেই যমুনাপুলিন।
কাঁহা সে রাসবিলাস, কাঁহা নৃত্য-গীত-হাস,
কাঁহা প্রভু মদনমোহন॥"

"হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনৈকবন্ধো,
হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম,
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২য় পঃ

—'হে নাথ, তুমি কবে আবার আমাকে দর্শন দিবে?' ইহা বলিতে বলিতে প্রভুপাদ অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। তাই শ্রীজগন্নাথক্ষেত্র ছিল তাঁহার জীবাতু স্বরূপ। শ্রীজগন্নাথপাদ-সান্নিধ্যেই তাঁহার আবির্ভাব স্থান। প্রত্যব্দ বঙ্গদেশ হইতে ছুটিয়া ছুটিয়া আসিতেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদন-ক্ষেত্র নীলাচলে শ্রীনীলাদ্রিনাথকে দর্শন করিতে। অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের কএকদিবস পূর্ব্বেও প্রভুপাদ দর্শন করিয়াগিয়াছেন তাঁহার প্রিয়তম জগন্নাথকে।

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরই 'হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ' বাক্যের সার্থকতা সম্পাদনার্থ কালপ্রভাবে লুপ্তপ্রায় তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য তাঁহার নিজজনকে সেই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে প্রকট করাইয়াছেন।

আজ জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম অমৃতময়ীবাণী অশেষ বিশেষে বিস্তার করিয়াছেন। 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' পত্রিকা তাঁহারই সেই বাণীর অনুকীর্ত্তনপরায়ণা হইয়া বিশ্বমঙ্গল বিধায়িনী।

আমরা শ্রীপত্রিকার গ্রাহক অনুগ্রাহকবর্গ—সকলকেই আমাদের হার্দ্দ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। সকলেই প্রসন্ন হউন।

ওঁ স্বস্তিনো গৌরবিধুর্দধাতু
ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ

পরিশেষে আমরা এই শ্রীপত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা—পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পরম প্রিয়তম নিজজন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের শ্রীচরণে ভূয়োভূয়ঃ দণ্ডবৎ প্রণতি ও চিরকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন-পূর্ব্বক এই শ্রীপত্রিকার প্রশস্তি-কীর্ত্তনমুখে তাঁহার সেবায় ক্রমবর্দ্ধমানা আনুরক্তি প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহারই অত্যদ্ভুত গুরুসেবানিষ্ঠা, গুর্ব্বানুরক্তি, গুরুসেবাচেষ্টায় স্থৈর্য্য ধৈর্য্য অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়-ফলে আজ আমরা প[illegible]মারাধ্য প্রভুপাদের চিরাভীপ্সিত আবির্ভাব-স্থলীতে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের পরম মঙ্গলময়ী ১০৪তম আবির্ভাব-তিথিপূজা বা শ্রীশ্রীব্যাসপূজার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইতেছি। মনে হয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার দুর্ঘট-ঘটন-বিধাত্রী মহীয়সী কৃপাশক্তি তাঁহাতে সঞ্চার পূর্ব্বক তাঁহাকে দিয়াই আজ এই অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব করাইলেন। তিনি সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন।

সম্বন্ধজ্ঞান ও গৌরকথা

শ্রীনিত্যানন্দ-চরিত

[মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, বিদ্যারত্ন]

(১২)

বস্তুরূপে ও শক্তিরূপে চরাচরে এক—অখণ্ড—অব্যয়—অদ্বয়জ্ঞানই প্রতিষ্ঠিত। তদ্ব্যতীত বস্তু সম্বন্ধে অন্যপ্রকার ধারণা মায়ামাত্র। এই তত্ত্ববস্তুই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দে গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবতে শব্দিত বা কথিত।

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"
(ভাঃ ১।২।১১)

আবার ভগবত্তার যতপ্রকার Conception (ধারণা) হইতে পারে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ Conception (ধারণা)-ই যে চরম, তাহা 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' বাক্যে জগদ্গুরু শ্রীবেদব্যাসমুনি শ্রীমদ্ভাগবতে বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া তারস্বরেই ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও তাঁহার অমরলেখনী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন,—

"অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বরূপশক্তি রূপে তাঁর হয় অবস্থান॥"

এহেন মূল সূত্রে উদাসীন হইলেই জীব চৈতন্যগত-অণু-স্বতন্ত্রতা-বশতঃ কখনও দেব, কখনও মনুষ্য, কখনও তির্য্যগাদি যোনিতে শ্রীভগবানের অনন্ত অদ্ভুত জড়ৈশ্বর্য্যের মধ্যে পতিত হইয়া তত্তদভিমানে কালের সুদীর্ঘ মেয়াদ বৃথাই অতিবাহিত করে। ইহাই ভগবানের বিমুখমোহিনী মায়ার অঘটন-ঘটনপটীয়সী মহীয়সী শক্তি!

অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছায় স্বীয় তটস্থা জীবশক্তি ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি দ্বারা জীব ও জগদ্রূপে পরিণত হইলেও তাঁহার স্বরূপের কোন প্রকার বিকৃতি হয় না; যেমন সুবর্ণ, কুণ্ডল ও বলয়াদিরূপে পরিণত হইলেও সুবর্ণস্বরূপে তাহা অবিকৃতই থাকে, তদ্রূপ। সুবর্ণ আহরণকারিগণ কুণ্ডল ও বলয়াদি আকারে সুবর্ণমাত্রই দর্শন করিলেও রুচিসম্পন্ন সূক্ষ্ম শিল্পিগণ সুবর্ণশক্তির বিবিধ প্রকাশে (বিবিধ কারুকার্য্য দর্শনে) বিমুগ্ধ হইয়া যান। সুবর্ণ-শক্তির বিবিধ প্রকারের মধ্যেও সুবর্ণের অবিকারত্ব যেমন স্বতঃসিদ্ধ, তদ্রূপ ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তি অনন্ত জীব ও অনন্ত জগৎ প্রকাশ করিয়া স্বরূপে অবিকৃতই থাকেন। এমন কি, এই ব্রহ্মবস্তু ও তদীয় শক্তিসমূহের রূপ চিদচিদ্ ভূমিকায় পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতিভাত হইলেও সুসূক্ষ্মদ্রষ্টৃগণের নিকট তাহা অদ্বয়জ্ঞান-বিঘাতকরূপে প্রতীত না হইয়া অদ্বয়জ্ঞানের পুষ্টিকারকরূপেই বৃত হইয়া থাকেন। "সৃষ্ট্যাদিক কার্য্য তাঁ'র লীলার সহায়।" (চৈঃ চঃ)। শক্তির সহিত বস্তুর চিন্ত্য ভেদ কিছুই নাই, আবার চিন্ত্য অভেদও কিছুই নাই, যাহাকিছু ভেদাভেদ সকলই অচিন্ত্য সংজ্ঞাপ্রাপ্ত। প্রকৃতির পারের বস্তু মাত্রেই অচিন্ত্য লক্ষণ-সম্পন্ন এবং অচিন্ত্য বস্তুতে মনোধর্ম্মজাত তর্কেরও কোনও যোজনা নাই।

গঙ্গা পরিবেষ্টিত শ্রীগৌরধাম—নবদ্বীপমণ্ডল। ষোল-ক্রোশ পরিধি তাঁহার। গঙ্গাবক্ষে নবদল পদ্মের ন্যায় শোভা ও সৌরভ বিস্তার করিয়া শ্রীনবদ্বীপ অর্থাৎ নয়টি দ্বীপ বিরাজিত। মধ্যস্থলের দ্বীপটীর নাম অন্তর্দ্বীপ। তন্মধ্যে শ্রীমায়াপুর পদ্মের কর্ণিকার সদৃশ দীপ্তি পাইতেছেন। শ্রীগৌরজন্মস্থলী মহাযোগপীঠ তথায়ই আবিষ্কৃত শ্রীধামের অফুরন্ত শোভা ও সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যেই শ্রীগৌরপারিষদগণের নিবাসভূমি। শ্রীশচীর অঙ্গন, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীগদাধর-অঙ্গন, শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবন, শ্রীধর-অঙ্গন, শ্রীনন্দন আচার্য্যের ভবন ইত্যাদি বহু ভক্তাবাস প্রভুলীলানুকূলরূপে পরস্পর পরস্পরকে সান্নিধ্য রাখিয়াই শোভা পাইতেছেন। তন্মধ্যে শ্রীনন্দন আচার্য্য-ভবনটীর মহিমা কিছু বিলক্ষণ। সেখানে বৈকুণ্ঠপুরুষগণও সময়ে সময়ে 'লুকোচুরি' খেলা

খেলিয়া থাকেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর তথায় ভক্তার্ত্তি-বর্দ্ধন করতঃ অজ্ঞাতবাস করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুও নিজ প্রভু পরীক্ষণে তথায় লুক্কায়িত ছিলেন, আবার শ্রীমন্‌নিত্যানন্দ প্রভুও তথায়ই অতীব গূঢ়রূপে সম্প্রতি অবস্থান করিতেছেন। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালেই তিনি ত্যক্তগৃহ অবধূত। ভারতের তীর্থ সমূহ পর্য্যটন করিয়া তিনি শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভবিজয় করিয়াছেন। শ্রীনন্দন আচার্য্যের গৃহে তাঁহার অবস্থিতির কথা সকলের অজ্ঞাত হইলেও সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদ্রষ্টা শ্রীগৌরহরির নিকট তাহা পরিজ্ঞাত। শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের গৌরলীলা প্রকাশের শুভসময় আগতপ্রায় বুঝিয়াই তাঁহার প্রকাশ বিগ্রহ শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর তথায় শুভাগমন হইয়াছে। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় তাঁহার অমৃতময়ী লেখনী শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা-বর্ণন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"নন্দন আচার্য্য মহাভাগবতোত্তম।
দেখি' মহাতেজোরাশি যেন সূর্য্যসম॥
মহা অবধূত-বেশ প্রকাণ্ড শরীর।
নিরবধি গম্ভীরতা দেখি' মহাধীর॥
অহর্নিশ বদনে বলয়ে কৃষ্ণনাম।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় চৈতন্যের ধাম॥
নিজানন্দে ক্ষণে ক্ষণে করয়ে হুঙ্কার।
মহামত্ত যেন বলরাম অবতার॥

কোটিচন্দ্র জিনিয়া বদন মনোহর।
জগতজীবন হাস্য সুন্দর অধর॥

মুকুতা জিনিয়া শ্রীদশনের জ্যোতিঃ।
আয়ত অরুণ দুই লোচন সুভাতি॥

অজানুলম্বিত ভুজ সুপীবর বক্ষ।
চলিতে কোমল বড় পদযুগ দক্ষ॥

পরম কৃপায় করে সবারে সম্ভাষ।
শুনিলে শ্রীমুখবাক্য কর্ম্মবন্ধ নাশ॥

আইলা নদীয়াপুরে নিত্যানন্দ-রায়।
সকল ভুবনে জয়-জয়-ধ্বনি গায়॥"

—চৈঃ ভাঃ মঃ ৩য় ১২৪-১৩২

মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিত ও হরিদাসকে উক্ত মহাপুরুষের অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা সমুদয় নবদ্বীপের ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার কোন খোঁজ পাইলেন না দেখিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বয়ং ভক্ত-গোষ্ঠীসহ তাঁহার সন্ধানে গিয়া সরাসরি শ্রীনন্দন আচার্য্যের ভবনে উঠিলেন। সকলে দর্শন করিলেন,—

"বসিয়াছে এক মহাপুরুষ-রতন।
সবে দেখিলেন—যেন কোটিসূর্য্যসম॥
অলক্ষিত-আবেশ বুঝন নাহি যায়।
ধ্যান-সুখে পরিপূর্ণ হাসয়ে সদায়॥
মহাভক্তিযোগ প্রভু বুঝিয়া তাঁহার।
গণসহ বিশ্বম্ভর হৈলা নমস্কার॥"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ৩য়, ১৭৭-১৭৯

শ্রীমন্নিত্যানন্দও নিজ প্রাণপতি শ্রীগৌরচন্দ্রকে চিনিতে পারিলেন,—

"বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি যেন মদন সমান।
দিব্য গন্ধ মাল্য দিব্য বাস পরিধান॥
কি হয় কনকদ্যুতি সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে চান্দের সাধ লাগে॥"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ৩য়, ১৮২-১৮৩

ভক্তগণের প্রচুর জয়ধ্বনির মধ্যে এতাদৃশ দুই পুরুষরতন শ্রীগৌর-শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীনন্দন আচার্য্যের ভবনে মিলিত হইলেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য ইহাই যে, বিষয়মদান্ধ চক্ষু পরতত্ত্ব চিনিতে ত' পারেই না, এমনকি শুদ্ধভক্ত্যাশ্রয়ীর নিকটও শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব অতিগূঢ়—অগম্য ও অপার। কেবল মহাপ্রভু শ্রীগৌর-সুন্দর যাঁহাদিগকে চিনাইয়া দেন, তাঁহারাই মাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারেন, অন্যে নহে,—

"বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখায় যারে, সে দেখিতে পারে॥"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ৩য়, ১৭১

এখন হইতে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ একত্রই অবস্থান করেন, একত্রই সঙ্কীর্ত্তন করেন। প্রায় সময় উভয়ের শ্রীবাস-গৃহেই বসতি। ক্রমশঃ শ্রীবাস-ভবন হইল ভক্ত-ভগবানের মিলন-মন্দির-সঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থলী। এইস্থানেই,

এই আঙ্গিনাতেই পুত্রশোক বিস্মৃত হইয়া শ্রীবাস গৌর-নিত্যানন্দসহ উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়াছেন, এই আঙ্গিনাতেই শ্রীগৌরহরি শ্রীবাসের মৃতপুত্র-মুখে তত্ত্বোপদেশ শুনাইয়া শ্রীবাসের পরিজনবর্গের শোক-শাতন করিয়াছেন। এইস্থানেই শ্রীবাসের ব্যাসপূজা অনুষ্ঠানে শ্রীমন্নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা করিয়া তাঁহার গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করিয়াছেন, এই আঙ্গিনাতেই সাতপ্রহরিয়াভাবের প্রকাশে বিষ্ণুখট্টায় উপবিষ্ট শ্রীগৌরহরির মহাভিষেক সম্পাদিত হইয়াছে, শ্রীনিত্যানন্দ অনন্তাবেশে প্রভুর সিংহাসন-রচনা ও শ্রীবাসপণ্ডিত মস্তকোপরি ছত্র ধারণ করিয়াছেন এবং এই আঙ্গিনাতেই ভক্তগণ নিজ নিজ সিদ্ধ ভাবানুযায়ী ভগবানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লীলার মূর্ত্তি সমূহের প্রকাশ একই গৌরবিগ্রহে দর্শন করিয়াছেন। এইমত শ্রীধাম-মায়াপুরে বহু লীলারঙ্গে চব্বিশ বৎসর অতীত হইলে মহাপ্রভু কাটোয়ায় গিয়া শ্রীকেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-ভবন হইয়া প্রভু পুরীর পথে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে শ্রীমদ্ নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত এবং মুকুন্দ দত্ত চলিলেন। সকলে চলিতে চলিতে পুরীর অদূরে কমলপুরে আসিয়া তথায় ভার্গীনদীতে স্নান করিবার সময় শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসদণ্ডটী ধারণ করিয়া রহিলেন। প্রভু কপোতেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিতে শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে নিত্যানন্দ প্রভু উক্ত দণ্ডটীকে তিনখণ্ড করিয়া ভার্গীনদীতে ভাসাইয়া দিলেন। এদিকে কমলপুরে অবস্থানকালেই অদূরবর্ত্তী শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির নয়নপথে আসায় শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহাতিশয্যে বহু নৃত্যগীত প্রকাশ করতঃ প্রেমাবেশে ক্রন্দন করিতে করিতে, নাচিতে নাচিতে এবং হুঙ্কার করিতে করিতে একেবারে আঠারনালা পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিলেন। তথায় আসিয়া প্রভু কিছুটা বাহ্যদশা প্রকাশ করিয়া শ্রীমন্ নিত্যানন্দ হস্তে ভার্গীতীরে প্রদত্ত তদীয় সন্ন্যাসের দণ্ডটি প্রার্থনা করিলে,—

"নিত্যানন্দে কহে প্রভু 'দেহ মোর দণ্ড'।
নিত্যানন্দ বলে,—দণ্ড হৈল তিনখণ্ড॥
প্রেমাবেশে পড়িলা তুমি, তোমারে ধরিনু।
তোমাসহ তেঁহ দণ্ড-উপরে পড়িনু॥
দুই জনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হইল।
সেই দণ্ড কাঁহা পড়িল, কিছু না জানিল॥
মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হইল খণ্ড।
যে উচিত হয়, মোর কর তাহা দণ্ড॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য, ৫ম, ১৪৮-১৫১

ইহা শ্রবণ করতঃ শ্রীগৌরসুন্দর বাহ্যতঃ দুঃখিত হইলেন। পরম গম্ভীর এই দণ্ডভঙ্গলীলার অন্তর্নিহিত ভাব একমাত্র শ্রীগৌর-নিত্যানন্দে অভেদ দর্শনকারী তদীয় অন্তরঙ্গ ভক্তই বুঝিলেন। দণ্ড ভঙ্গ করিয়া শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমাবতারী শ্রীগৌরহরির অতিমর্ত্ত্য মর্য্যাদাই জগতে খ্যাপন করিলেন। প্রথমতঃ চতুর্দ্দশ ভুবনপতি শ্রীগৌরহরির অন্য সন্ন্যাসীর ন্যায় ন্যূনাধিকার প্রদর্শনের আবশ্যকতা নাই জানিয়া নিত্যানন্দ-স্বরূপ উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেন। দ্বিতীয়তঃ কায়, মন ও বাক্যকে শ্রীভগবৎসেবায় দণ্ডিত, নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্যই সন্ন্যাসীরা ত্রিদণ্ড ধারণ করেন। শঙ্কর সম্প্রদায়ে জীবব্রহ্মৈক্য প্রদর্শনার্থ একদণ্ড ধৃত হইয়া থাকে। 'এতাং সমাস্থায়'—এই ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গীতি গানকারী মহাপ্রভুর একদণ্ডের মধ্যে যে ত্রিদণ্ড অনুস্যূত আছে, তাহা প্রদর্শনার্থ নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর দণ্ডটিকে তিনখণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। বিধিমার্গে এই প্রকার প্রচেষ্টার মধ্যে অবশ্যই মহদপরাধ সঞ্চার করিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু অনুরাগ পথে ইহা হইতে প্রেমই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

"দণ্ডভঙ্গলীলা এই—পরম গম্ভীর।
সেই বুঝে, দুঁহার পদে যাঁর ভক্তি ধীর॥"

—চৈঃ চঃ ম ৫।১৫৮

বিধিমার্গে যাহা মর্য্যাদা ও শোভা বর্দ্ধন করে, অনুরাগপথে স্থল বিশেষে তাহা কখনও কদাকার এবং মর্য্যাদার হানিকারকও হইতে পারে।

শ্রীভগবান্‌কে বিধি নিষেধের অধীন করিয়া দেখিবার মধ্যে কোন প্রেমপর্য্যায়ের কথা নাই, পরন্তু তাহাতে ন্যূনাধিক আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছার কথাই থাকিয়া যায়। ভগবান্‌কে বিধিনিষেধের অতীত স্বচ্ছন্দবিহারীরূপে দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইলে প্রেমানন্দ লাভ হয়।

শ্রীগৌরমনোঽভীষ্ট প্রপূরণার্থে পাষণ্ডদলনবানা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তখন বঙ্গদেশে প্রচার করিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকট করতঃ তিনি চোর, ডাকাত, পতিত পাষণ্ডিদিগকেও তাঁহার শ্রীচরণ-কমলে আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী করিতেছেন। তাঁহাকে 'সন্ন্যাসী' জ্ঞানে সকলে সম্ভ্রম করিলেও তাঁহার বাহ্য বেশভূষা এবং অবস্থানাদিতে কিছু বিলক্ষণ ভাব-ভঙ্গী ছিল, যাহা ত্যক্তাশ্রমী সন্ন্যাসীর পক্ষে অযশস্কর, অশোভনীয় ও অশাস্ত্রীয়; যেমন,—সন্ন্যাসী হইয়া অঙ্গে সুবর্ণ, হীরা, মুক্তাদি অলঙ্কার ধারণ, কাষায় বস্ত্র ত্যাগ করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান ও শূদ্রের আবাসে অবস্থান ইত্যাদি। এই সকল বিধি বহির্ভূত আচরণ লক্ষ্য করিয়া বহু শাস্ত্রজ্ঞ-সাত্বতজনও নিত্যানন্দ চরিত্রের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে জনৈক নবদ্বীপবাসী মহাপ্রভুর সমাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ পুরীতে গিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সকাশে নিত্যানন্দ-চরিত্র লইয়া অবাঞ্ছনীয় সমালোচনা করিলে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—উন্নত অধিকারীর কোন অশাস্ত্রীয় আচরণ লক্ষ্যীভূত হইলেও তাহাতে কোনপ্রকার কটাক্ষপাত করিতে নাই বা সমালোচনার অবকাশ দিতে নাই, অথবা তাঁহার চরিত্রের কোন অনুকরণও করিতে নাই। তাহাতে সমালোচনাকারীর বা অনুকরণকারীর আশু অমঙ্গল হয়।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বরাট্ বস্তু। উত্তম অধিকারীর দেহে সেই স্বরাট্‌বস্তু অনুক্ষণ অবস্থিত থাকিয়া বিহার করেন। সুতরাং উত্তম অধিকারীর সকল আচরণই কৃষ্ণ-সুখতাৎপর্য্যপর। ইহা একমাত্র অকৃত্রিম উত্তম অধিকারীতেই সম্ভব। রুদ্রই কালকূট পান করিয়া নীলকণ্ঠ নাম ধারণ করিতে পারেন, অপরের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। দৃষ্টান্তস্থলে মরীচিপুত্র প্রচেতোগণের অসুরযোনি লাভের ভাগবতবর্ণিত বৃত্তান্ত অনুবর্ণনে মহাপ্রভু বলেন,—শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভু স্বরাট্‌পুরুষ বা আশ্রয়াভিমানযুক্ত বিষয়-বিগ্রহ—ভগবান্। যদি বাহ্যতঃ দেখা যায়, তিনি মদিরা এবং যবনী স্পর্শ করিতেছেন, যাহা অত্যন্ত বেদনিন্দিত ও লোক-নিন্দিত, তথাপি তিনি ব্রহ্মাদিরও বন্দ্য, ইহাতে সংশয়ের কোন অবকাশ নাই। শ্রীগৌরসুন্দরে পরম আস্থাবান্ সুকৃতিব্রাহ্মণ তচ্ছ্রবণে নিত্যানন্দ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া শ্রীনবদ্বীপ প্রত্যাবর্ত্তনান্তে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ-চরণে নিজকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ নিস্তার লাভ করিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বর্ণিত অপর একটী ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াও আমরা শ্রীনিত্যানন্দ-চরিত্র অনুধাবনে কিছু তৎপর হইতে পারি। এক সময়ে উক্ত গ্রন্থের লেখক শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর পূর্ব্বাশ্রম কাটোয়া প্রদেশে নৈহাটীর নিকট ঝামটপুরে অহোরাত্র-সংকীর্ত্তনে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীমীনকেতন রামদাস নিমন্ত্রিত হইয়া শুভাগমন করিলে সমুপস্থিত সকলে তাঁহাকে অভ্যর্থনাদির দ্বারা যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদান করিলেন। কিন্তু তথাকার শ্রীবিগ্রহের মুখ্য পূজারী গুণার্ণব মিশ্র নিত্যানন্দে অশ্রদ্ধাহেতু অভ্যুত্থানাদির দ্বারা রামদাসের যথাযোগ্য সম্মান করেন নাই। শ্রীমন্ নিত্যানন্দে অশ্রদ্ধাই ইহার কারণ অনুভব করিয়া রামদাস উক্ত পূজারী ব্রাহ্মণকে দ্বিতীয় রোমহর্ষণ-সূত বলিয়া উপহাস করিলে কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভ্রাতা ক্ষুভিত হইয়া তাঁহার সহিত অনেক বাদানুবাদ করেন। কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভ্রাতার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুতে আস্থা থাকিলেও শ্রীনিত্যানন্দে বিশ্বাসের অভাব থাকায় শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ শ্রীরামদাস স্বীয় প্রভু নিত্যানন্দে অনাদর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তথায়ই বংশী ভগ্ন করতঃ তথা হইতে প্রস্থান করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হেতু কবিরাজ গোস্বামীর ভ্রাতার অমঙ্গল ও অধঃপতন হইল। এই ঘটনায় কবিরাজ গোস্বামী প্রভু নিজ ভ্রাতাকে সমর্থন না করিয়া তাঁহাকে পাষণ্ড ও ভণ্ডআদি বাক্যের দ্বারা প্রচুর তিরস্কার করিলেন। ভক্তের প্রতি অপমান লক্ষ্য করিয়া তিনি নিজ

ভ্রাতাকে ভর্ৎসনা করায় পরম দয়াল শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার এই সামান্য গুণ গ্রহণ পূর্ব্বক সেই রাত্রেই তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন প্রদান করতঃ প্রিয় সম্ভাষণে নির্ভয় করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বমঙ্গল-ফলপ্রদ শ্রীধাম-বৃন্দাবনে গমনের জন্য আদেশ দিলেন। এই বৃত্তান্তটি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর অমৃতময়ী লেখনীতে এবম্প্রকার বর্ণনা আছে :—

"ভাইকে ভর্ৎসিনু মুঞি, লঞা এইগুণ।
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন॥
নৈহাটী-নিকটে 'ঝামটপুর' নামে গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ-রাম॥
দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজপাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে॥
'উঠ' 'উঠ' বলি মোরে বলে বার বার।
উঠি' তাঁ'র রূপ দেখি' হৈনু চমৎকার॥
শ্যাম-চিক্কণ কান্তি, প্রকাণ্ড শরীর।
সাক্ষাৎ কন্দর্প, যৈছে মহামল্ল-বীর॥
সুবলিত হস্ত, পদ, কমল-লোচন।
পট্ট বস্ত্র শিরে, পট্ট বস্ত্র পরিধান॥
সুবর্ণ-কুণ্ডল কর্ণে, স্বর্ণাঙ্গদ-বালা।
পায়েতে নূপুর বাজে, কণ্ঠে পুষ্পমালা॥
চন্দনলেপিত অঙ্গে তিলক সুঠাম।
মত্তগজ জিনি' মদ-মন্থর পয়ান॥
কোটী চন্দ্র-জিনি' মুখ উজ্জ্বল-বরণ।
দাড়িম্ব-বীজ-সম দন্তে তাম্বূল-চর্ব্বণ॥
প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া গম্ভীর বোল বলে॥
রাঙ্গা-যষ্টি-হস্তে দোলে যেন মত্ত সিংহ।
চারিপাশে বেড়ি' আছে চরণেতে ভৃঙ্গ॥
পারিষদগণে দেখি' সব গোপবেশে।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহে সবে সপ্রেম আবেশে॥
শিঙ্গা বাঁশী বাজায় কেহ, কেহ নাচে গায়।
সেবক যোগায় তাম্বূল, চামর ঢুলায়॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের দেখিয়া বৈভব।
কিবা রূপ, গুণ, লীলা—অলৌকিক সব॥
আনন্দে বিহ্বল আমি, কিছু নাহি জানি।
তবে হাসি' প্রভু মোরে কহিলেন বাণী॥
আরে আরে কৃষ্ণদাস না করহ ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ, তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়॥
এত বলি' প্রেরিলা মোরে হাতসান দিয়া।
অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লঞা॥
মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে।
স্বপ্ন ভঙ্গ হৈল, দেখি' হঞাছে প্রভাতে॥
কি দেখিনু, কি শুনিনু, করিয়ে বিচার।
প্রভু-আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার॥
সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন॥"

—চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৮০—১৯৯

এই শ্রীবৃন্দাবনে বসিয়াই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু অদ্বিতীয় গ্রন্থরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রকাশ করেন।

পূর্ব্ব মহাজন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও তদনুগমনে গাহিয়াছেন :—

"ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীসুত হইল সেই।
বলরাম হইল নিতাই।"

আমরা সঙ্কর্ষণ ও কারণ-গর্ভ-ক্ষীর-বারিশায়িগণ এবং শেষের অংশী শ্রীনিত্যানন্দ বা বলদেব প্রভুকে শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর কড়চা-ধৃত শ্লোকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করি—

"সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু॥"

[সঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ যাঁহার অংশ ও কলা, সেই নিত্যানন্দরাম আমার শরণস্বরূপ হউন।]

শ্রীচৈতন্য বাণী-স্তব

বন্দনা করি তোমার চরণ
শ্রীচৈতন্য-বাণী।
তোমারে মোদের শিরোচূড়ামণি
বলিয়া আমরা মানি॥
তোমার বাণীর স্নিগ্ধ পরশ
লেগেছে হৃদয়ে যার।
সেই পাইয়াছে মহা-সম্পদ
বিপুল হর্ষ তার॥
শ্রীচৈতন্য বিলায়েছে যথা
প্রেমসুধা ধরাতলে।
তেমনি তোমার মধুময় বাণী
প্রচারিত মহীতলে॥
রাজনীতির নাহিক গন্ধ
নাহিক অর্থনীতি।
তোমাতে র'য়েছে কেবল মাত্র
গৌরের গুণ-গীতি॥
যাহার কর্ণে সেই গীতধ্বনি
করিয়াছে পরবেশ।
নাহিক তাহার মনের দীনতা
নাহিক পাপের লেশ॥
আজি বিশ্বের চারিদিকে হেরি
অশান্তি-তাণ্ডব।
সাধুজন-কথা, সাধু-মনোভাব
পায় সেথা পরাভব॥
জগৎবাসীর দুঃখ নেহারি
কৃষ্ণ গৌরবেশে।
আসিয়া জগতে শিক্ষা দানিল
কল্যাণ হয় কিসে॥
ডাকদিয়া সব জগৎবাসীরে
বলিল উচ্চরবে।
সকল ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ছাড়ি'
হরিনাম কর সবে॥

অন্য ধরম সাধনে কদাপি
পরম কল্যাণ নাই।
কেবল আনিবে মানসে দুঃখ
অধিক কষ্ট পাই॥
ভোগেও যেমন র'য়েছে দুঃখ
ত্যাগেও র'য়েছে তাহা।
গ্রহণ করিও শ্রীহরি-সেবায়
অনুকূল হয় যাহা॥
জগদ্‌ব্যাপার সবই নশ্বর
তাহাতে যতন করি।
কি ফল পাইবে বলত, যখন
ডুবিবে জীবন-তরী॥
মানব জনম সহজে মিলে না
বহু সাধনায় মিলে।
পেয়েছ যখন, কর সার্থক
হরিভজনের বলে॥
শ্রীভগবানের নিত্য-সেবক
স্বরূপেতে জীব হয়।
তাঁহারই সেবা জীবের কৃত্য
ইহাই শাস্ত্রে কয়॥
ভুক্তি-মুক্তি- বাঞ্ছা ছাড়িয়া
করিলেই হরিনাম।
সকল বিপদ দূরে যাবে স'রে
পূরিবে মনস্কাম॥
ভগবৎ-প্রেম জীব প্রয়োজন
ভক্তিযাজনে পাই।
মুক্তি-সিদ্ধি- সাধনে কখনো
তাহার প্রাপ্তি নাই॥
গৌরহরির এইসব বাণী
করিয়াছ বিস্তার।
অষ্টাদশ- বর্ষারম্ভে
জানাই নমস্কার॥

—শ্রীবিভুপদ পণ্ডা

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখাৰ্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখাৰ্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস তালিকা-সমন্বিত এই ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী গণিত হইয়া শ্রীগৌর আবির্ভাব তিথি—১০ চৈত্র (১৩৮৪), ২৪ মার্চ্চ (১৯৭৮) তারিখে প্রকাশিত হইবেন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। ভিক্ষা—'৮০ পয়সা। ডাকমাশুল অতিরিক্ত '২৫ পয়সা।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা .৭০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, .৭০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, .৮০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, .৭০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, .৮০
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,, ,, ১২.৫০
(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ১.৫০
(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১.০০
(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, .৫০
(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, .৬২
(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১.২৫
(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00
(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৬.০০
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ,, ১.৫০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১.৫০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১০.০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .২৫
(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২.০০
অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ২.৫০
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২.০০

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থানঃ— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয়ঃ—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১৮শ বর্ষ * চৈত্র — ১৩৮৪ * ২য় সংখ্যা

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা)

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৮শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র, ১৩৮৪ | ২য় সংখ্যা
৫ বিষ্ণু, ৪৯২ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ চৈত্র, বুধবার; ২৯ মার্চ্চ, ১৯৭৮

দশা

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

দশা বা অবস্থা কাল ও আধারে প্রযুক্ত হইয়া ভিন্ন অর্থ লক্ষ্য করে। ফলিত জ্যোতিষে লগ্নদশা, হরগৌরীদশা, যোগিনীদশা ও ঋক্ষদশা চারি প্রকার দশা অবতারণা করিয়া মানবের ফলাফল নির্ণয় করে। প্রাকৃত জগতে মর্ত্ত্যজীব গ্রহ-দশায় বা গ্রহ-বিপাকে ভিন্ন ভিন্ন ফল লাভ করে। গ্রহদশায় ত্রিংশোত্তরী, বিংশোত্তরী, অষ্টোত্তরী প্রভৃতি দশার কথা ফলিত জ্যোতিষী সর্ব্বদাই আলোচনা করেন। দুর্ব্বিপাক বা দুর্দ্দশা জীবের ক্লেশ উৎপন্ন করে, সুবিপাক বা সুদশা ইন্দ্রিয়তর্পণাদি সুখ ভোগ করায়।

জীবের দশা প্রাকৃত জগতে কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। তটস্থ-শক্তিজাত-জীব প্রাকৃত রাজ্যে বিচরণ-কালে বিভিন্ন দশাগ্রস্ত হন। জীবের কর্ম্ম অনাদি। অচিদ্রাজ্যে ভ্রমণকালে কর্ম্ম অনাদি হইলেও উহা বিনাশী বা অবস্থান্তর-যোগ্য। নিত্য বিষয় বিগ্রহ হরির উদ্দেশে অপ্রাকৃত সেবোন্মুখ জীব যে নিত্যকর্ম্ম হরিসেবা অবিমিশ্র আত্মার করিয়া থাকেন, মিশ্রভাবাপন্ন মনের কর্ম্ম ও দেহের কর্ম্ম হরির উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইলেই উহাই আত্মনিত্যকর্ম্ম। উহা প্রপঞ্চে বিনাশধর্ম্মবিশিষ্ট দৃষ্ট হইলেও আত্মার নিত্য চেষ্টারূপ কর্ম্ম অনাদি ও নিত্য। অনিত্য বস্তু সম্বন্ধে নিযুক্ত হইলে অনাত্ম মন ও দেহ যে অনিত্য কর্ম্ম করেন, তাহা বিনাশী। যেকালে জীব অনিত্য প্রপঞ্চে নশ্বর কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তখনই তাঁহার দশা পরিবর্ত্তিত হয় আর নিত্য আত্মার নিত্য কর্ম্ম হরিসেবায় নিযুক্ত হইলে অনিত্য ভিন্ন ভিন্ন দশা তাঁহাকে গ্রাস করিতে পারে না। বদ্ধাবস্থায় অচিদ্রাজ্যে একদশা হইতে অন্য দশায় বদ্ধ জীব পাতিত হন। আবার নিত্য হরিসেবাময় রাজ্যে মুক্ত পার্ষদ জীব কৃষ্ণ-সেবায় নিত্যকাল নিযুক্ত।

বদ্ধ জীব প্রাকৃত রাজ্যের প্রদেশ বা স্থান বিশেষে পতিত হইয়া বিভিন্ন দশা লাভ করেন। দশা-বিপাকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরিত হন। শুদ্ধ মুক্ত নাম-পরায়ণ জীব নিত্যকাল গোলোকে বাস করেন এবং বৈকুণ্ঠের শিরোভাগ গোলোকে বাস করিয়া নিত্য কৃষ্ণসেবায় নিত্যানন্দময় থাকেন। পাত্রবর মুক্তজীব বৈকুণ্ঠস্থ দেশ কালের দশায় সচ্চিদানন্দময়। প্রাকৃত রাজ্যে বদ্ধজীব ত্রিগুণাত্মক রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন দশায় লক্ষিত হন। জড়জগতে দশাকে পাক বা বিপাক বলে। অপ্রাকৃত জগতে নিত্যাবস্থানকে পাক বা দশা

শব্দে অভিহিত করা হয় না। পচতি পরিণমতি ইতি পাকঃ। নিত্যজগতে কালগত পরিণাম ও দেশগত সঙ্কীর্ণতার হেয় দশা নাই। সেখানে সকলই উপাদেয় ও নিত্য।

পারমার্থিকগণ প্রাপঞ্চিক দর্শনে তিন প্রকার দশার উল্লেখ করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্য অষ্টাদশ ৭৭।৭৮—

"তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্ব্বকাল।
অন্তর্দ্দশা, বাহ্যদশা, অর্দ্ধ বাহ্য আর॥
অন্তর্দ্দশায় কিছু ঘোর কিছু বাহ্যজ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত অর্দ্ধবাহ্য নাম॥"

শ্রুতি বলেন :—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্‌ ।"

অর্থাৎ প্রাকৃত রাজ্যে বাহ্যদশায় জীব যে বেদ অধ্যাপনা করেন, যে তীক্ষ্ণ মেধা দ্বারা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, বাহ্য বিচারে মর্ত্ত্যগুরুর নিকট যে বেদ অধ্যয়ন করেন তদ্দ্বারা আত্মা লভ্য হন না। তাদৃশ প্রতীতি-মাত্রই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির বৈচিত্র্য দর্শন। তদ্দ্বারা অনাত্ম বিচার আসিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞান মার্গে দেহ ও মনের ক্রীড়া-পুত্তলি করাইয়া দেয়। কিন্তু অপ্রাকৃত আত্মবস্তু যখন অপ্রাকৃত জীব-আত্মাকে দর্শন দেন, সেইকালে আত্মদর্শন ঘটে এবং সেবোন্মুখ চিত্তেই "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"—এই শ্রীগৌর-সুন্দরের উক্তি উপলব্ধ হয়। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পাঠ উদ্ধার করিয়া আমরা সজ্জন পাঠক-গণকে অনুশীলন করিতে অনুরোধ করি। অন্ত্য ১৮।৮০—

"কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে।
একসখী সখীগণে দেখায় সে রঙ্গে॥
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে এক মেলি'।
যমুনার জলে মহা রঙ্গে করে কেলি॥
পুনরপি কৈল স্নান, শুষ্ক বস্ত্র পরিধান,
রত্ন মন্দিরে কৈল আগমন।
বৃন্দা কৃত সম্ভার, গন্ধ পুষ্প অলঙ্কার,
বন্য বেশ করিল রচন।
সঙ্গে লইয়া সখীগণ, রাধা করিল ভোজন,
দু'হে কৈল মন্দিরে শয়ন॥
হেনকালে মোরে ধরি', মহাকোলাহল করি',
তুমি সব ইহা লইয়া আইলা।
কাঁহা যমুনা বৃন্দাবন, কাঁহা কৃষ্ণ গোপীগণ,
সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা॥

অন্ত্য ১৭শ:—

"আচম্বিতে শুনে প্রভু বেণু গান।
ভাবাবেশে প্রভু তাঁহা করিলা প্রয়াণ॥
বেণু শব্দ শুনি' আমি গেলাম বৃন্দাবন।
দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সঙ্কেতে বেণু নাদে রাধা গেলা কুঞ্জঘরে।
কুঞ্জেরে গেলা কৃষ্ণ কেলি করিবারে॥
তাঁর পাছে পাছে আমি করিনু গমন।
তাঁর ভূষণ ধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ॥
হেন কালে তুমি সব কোলাহল করি'।
আমা ইহা লইয়া আইলা বলাৎকার করি'॥
শুনিতে না পাইনু সে অমৃতসম বাণী।
শুনিতে না পাইনু বেণু মুরলীর ধ্বনি॥"

মহাভাগবতগণের তিন প্রকার দশা শ্রীগৌরসুন্দর লোকশিক্ষার জন্য প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাভাগবতের প্রারম্ভে বাহ্যদশা। অপ্রাকৃত জ্ঞানোদয়ে আত্মস্বরূপ উপলব্ধিতে সেব্য দর্শন ও সেবা চেষ্টায় সেইকালে বাহ্য দশার বা ভগবানের বহিরঙ্গ সৃষ্টির অনুভূতি নাই। নিজের দেহ ও মন হরিবিমুখ অচিদ্‌ রাজ্যে যে অচিৎ চেষ্টা করে, তাদৃশ কোন চেষ্টাই তাঁহার নাই। তখন মহাভাগবতের দিব্যজ্ঞান সমুদিত হইয়াছে। তখন আর স্থাবর জঙ্গম দৃষ্টি নাই, তখন আর প্রতাপ-রুদ্রতনয় পুরুষোত্তমের উপলব্ধি নাই, তখন আর অর্চ্চা বিগ্রহ শ্রীজগন্নাথ দেবের উপলব্ধি নাই। কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ মহাভাগবতের দশা প্রদর্শন করিবার জন্য স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যস্ত। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ভক্তি-যোগ সমাধিতে অবস্থিত হইয়া যে অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-

লীলা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা যখন বর্ণন করিবার জন্ত শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ প্রকাশ করেন, তখন তাঁহার অর্দ্ধবাহ্য দশা ছিল। শ্রীগৌরসুন্দর অর্দ্ধবাহ্য-দশায় মহাভাগবত দামোদর স্বরূপকে যে ভজন প্রণালী উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই রূপানুগগণের একমাত্র সম্পত্তি। রূপানুগ বলিলে ত্রিবিধ অধিকারস্থিত রূপানুগ বুঝাইলেও মহাভাগবত অধিকারে সেই সকল শ্রবণের সুষ্ঠুতা আছে। 'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ' ও 'অনুগ্রহায় ভক্তানাম্' শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীজীব প্রভুপাদ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীকল্যাণকল্পতরুতে "কেন মোর দুর্ব্বলা লেখনী নাহি সরে" প্রভৃতি বাক্যদ্বারা এবং কনিষ্ঠ ও মধ্যম অধিকারিগণের দুর্ব্বিপাক হইতে মুক্ত করিবার জন্ত "আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে" প্রভৃতি কবিতা-দ্বারা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। বাহ্যদশায় কনিষ্ঠ অধিকারের শ্রবণ-যোগ্য বিষয়, মধ্যম অধিকারের শ্রবণযোগ্য বিষয় ও মহাভাগবতাধিকারের শ্রবণযোগ্য বিষয় ভিন্ন। অধিকার বিচার না করিয়া আমরা ভজনপথে অগ্রসর হইলে আমাদের মঙ্গল হয় না। ভাগবত বলিয়াছেন:—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ॥

বাহ্যদশায় ত্রিবিধ অধিকার সুতরাং মহাভাগবতভক্তাভিমান কনিষ্ঠ ও মধ্যম অধিকার থাকাকালে করা কর্ত্তব্য নহে। কনিষ্ঠ ও মধ্যম অধিকারে অনর্থ থাকে, সুতরাং যে যে প্রকার অনর্থ থাকে, তৎ তৎপ্রকার অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্তই অধিকারোচিত ক্রম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। অধিকারও বাহ্য-দশায় ত্রিবিধ। বাহ্যদশায় দিব্য জ্ঞানের অনুশীলন আংশিকমাত্র হইয়া থাকে। সুতরাং ক্রমপন্থাও অধিকারের প্রয়োজনীয়তা আছে।

(শ্রীসজ্জনতোষণী ২২শ বর্ষ ২৯৪ পৃষ্ঠা)

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(অপরাধ)

প্রঃ — অজ্ঞাতসারে অসৎসঙ্গ করা কি অপরাধ নহে?

উঃ—"আপনারা না জানিয়াও অসাধুসঙ্গ করিলে ভক্তির নিকট অপরাধী হইতেছেন।"

—'বৈষ্ণব-নিন্দা', সঃ তোঃ ৫।৫

প্রঃ—অপরাধের সর্ব্বাধিক গুরুত্ব কেন?

উঃ—"বৈষ্ণব-জীবের অনাদর ও অসম্মান করিলে অপরাধ হয়। পাপসমূহ সামান্ত প্রায়শ্চিত্তেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু অপরাধ সহজে যায় না। পাপ—স্থূল ও লিঙ্গশরীরনিষ্ঠ। আর অপরাধ—জীবের আত্মনিষ্ঠ পতন-বিশেষ। অতএব যাঁহারা ভগবদ্ভজন করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে অপরাধ হইতে বিশেষ আশঙ্কা থাকা আবশ্যক।" —'বৈষ্ণব-নিন্দা', সঃ তোঃ ৫।২

প্রঃ—অপরাধ কাহাকে বলে?

উঃ—"সাধু ও ঈশ্বরের প্রতি (পাপ, পাতক, মহাপাতকাদি) কৃত হইলে তাহাদিগকে 'অপরাধ' বলে। অপরাধ—সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও বর্জ্জনীয়।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

প্রঃ—অপরাধ থাকিতে কি কৃষ্ণপ্রেম হয়?

উঃ—"বহুজন্ম কৃষ্ণ ভজি' 'প্রেম' নাহি হয়।
অপরাধ-পুঞ্জ তার আছয়ে নিশ্চয়॥
অপরাধ শূন্ত হ'য়ে লয় কৃষ্ণ নাম।
তবে জীব কৃষ্ণপ্রেম লভে অবিরাম॥"

—নঃ মাঃ ১ম অঃ

প্রঃ—ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধী কাহারা?

উঃ—"ঈর্ষা, দ্বেষ, দম্ভ অথবা প্রতিষ্ঠাশাদি ভক্তি-বাধক প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে-সকল লোক পরের কথা আলোচনা করেন, তাঁহারা ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধী॥" —'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

প্রঃ—মধ্যমাধিকারীর কিরূপে বৈষ্ণবাপরাধ হয়?

উঃ—"মধ্যম-বৈষ্ণব হইতেই শুদ্ধবৈষ্ণবের গণনা। তিনিই বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-বিচারের অধিকারী; কেননা, শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবাই তাঁহার প্রয়োজন। বৈষ্ণবাবৈষ্ণব বিচার পরিত্যাগ করিলে মধ্যম বৈষ্ণবের বৈষ্ণবাপরাধ হয়।" —'সাধুনিন্দা', হঃ চিঃ

প্রঃ—'বৈষ্ণবাপরাধ' অপেক্ষা অধিক অপরাধ আছে কি?

উঃ—"বৈষ্ণব-অবমাননা অপেক্ষা আর অধিক অপরাধ জীবের পক্ষে সম্ভব হয় না।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ২।৬

প্রঃ—বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারিগণের পরীক্ষা কোথায়?

উঃ—"যিনি জাতিবুদ্ধি করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের অধরামৃত-সেবনে পরাঙ্মুখ হন, তিনি সমবুদ্ধিরহিত কপট ব্যক্তি; তাঁহাকে 'বৈষ্ণব' মধ্যে গণনা করা যায় না। যে-সকল লোক জাত্যভিমান করে, মহোৎসবের অধরামৃতই তাহাদের পরীক্ষার স্থল।"

—প্রেঃ প্রঃ ৭ম প্রঃ

প্রঃ—বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করা অনুচিত কেন?

উঃ—"যদি আত্মবঞ্চনাকে ভয় করেন, তবে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিবেন না।"

—'বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি', সঃ তোঃ ৯।৯

প্রঃ—কোন্ কোন্ দোষ ধরিয়া নিন্দা করিলে বৈষ্ণব-নিন্দা হয়?

উঃ—"যিনি বৈষ্ণবে জাতিদোষ, কাদাচিৎক অর্থাৎ প্রমাদাগত দোষ, নষ্টপ্রায়-দোষ ও শরণাগতির পূর্ব্ব-চরিত দোষ ধরিয়া বৈষ্ণবকে নিন্দা করেন, তিনি বৈষ্ণব-নিন্দক; তাঁহার কখনও নামে রুচি হইবে না। যিনি শুদ্ধভক্তির আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি শুদ্ধ-বৈষ্ণব। পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার দোষ কথঞ্চিৎ তাঁহাতে লক্ষিত হইতে পারে; তাঁহার অন্য কোন দোষের সম্ভাবনা নাই। —'সাধুনিন্দা', হঃ চিঃ

প্রঃ—ভক্তি-লাভের সহজ উপায় কি?

উঃ—"বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধনাম-পরায়ণ সাধুর পদধূলি দেহে ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে।"

—'অন্যশুভকর্ম্মে নামের তুল্যজ্ঞান', হঃ চিঃ

প্রঃ—বিষ্ণুমন্দিরে কাহাকে প্রণাম করিলে সেবাপরাধ হয়?

উঃ—"দেব (বিষ্ণু)-মন্দিরে বিষ্ণু-দেবতা ভিন্ন অন্য কাহাকেও অভিবাদন করিবেন না, কেবল স্বীয় গুরুদেবকে অবশ্য করিবেন।"

—'সেবাপরাধ', হঃ চিঃ

প্রঃ—কৃষ্ণসংসারটি কিরূপ?

উঃ—"কৃষ্ণসংসারে কোনপ্রকার শাঠ্য নাই, সম্পূর্ণ সরলতা বর্ত্তমান, সেখানে অপরাধ নাই।"

—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

প্রঃ—সদ্গৃহস্থের কিরূপ ব্যক্তিকে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য?

উঃ—"তাদৃশ অবৈধ ভিক্ষাব্যবসায়ীদিগকে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া গৃহস্থগণ অপরাধ করিতেছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে। এখন সমাজসংস্কারের সময় এই কুপ্রথাটি রহিত করা চাই। তাহা হইলে সদ্গৃহস্থের অবস্থা ভাল হইবে, উপযুক্ত ভিক্ষুকের দুঃখ নাশ হইবে এবং সংসারের সাধারণ উন্নতি হইবে। 'অপাত্রে দীয়তে দানং তদ্দানং তামসং বিদুঃ'—এই ভগবদ্বাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক সকলেই সুপাত্রে দান করুন।"

—'মুষ্টিভিক্ষা', সঃ তোঃ ৬।৩

প্রঃ—সর্ব্বসাধারণের নিকট রস-গান শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা কি অপরাধ নহে?

উঃ—"শ্রীরাধাগোবিন্দের শৃঙ্গার-লীলার গীত ও শ্রবণ, উভয়ই প্রধান উপাসনা ও নিত্য-ভজন। এই ভজন-লীলা সর্ব্বসাধারণের নিকট গান করা অনুচিত ও অপরাধ। 'আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা-তথা' —এই আচার্য্য-বাক্য বিশ্বাস করিলে অর্থ-ব্যবসায়ী গায়কদিগের মুখে রস-গান শ্রবণ করা অপরাধ হইয়া উঠে।"

—'ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

প্রঃ—কদাচিৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধ দুরাচার দেখিয়া বৈষ্ণবের নিন্দা করা কি নামাপরাধ নহে ?

উঃ—"বৈষ্ণব-শরীরে কর্ম্মগতিকে যে-কিছু অভদ্র দেখা যায়, তাহাকে 'অভদ্র' মনে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। বৈষ্ণবের স্মৃতি-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কোন বিশেষ দুরাচার দেখিলেও তাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া মানিতে হইবে, নতুবা নামাপরাধ হইবে।"

—'কুটীনাটী', সঃ তোঃ ৬।৭

প্রঃ—সেবাপরাধের ভাগী কে কে ?

উঃ—"সেবাপরাধগুলি শ্রীবিগ্রহসেবা-সম্বন্ধেই ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি সেবা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি অপরাধ, যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন ও যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে যান, তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকগু অপরাধ এবং সকলের পক্ষে কতকগুলি অপরাধ নির্দ্দিষ্ট আছে; তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।" —'সেবাপরাধ', হঃ চিঃ

প্রঃ—বত্রিশটি সেবাপরাধ কি কি ?

উঃ—"পাদুকা-সহিত যায় ঈশ্বর-মন্দিরে।
যানে চড়ি' যায় তথা স্বচ্ছন্দ-শরীরে।
উৎসবে না সেবে, আর প্রণতি না করে।
উচ্ছিষ্ট অশৌচ-দেহে বন্দন আচরে॥
এক হস্তে প্রণাম, সম্মুখে প্রদক্ষিণ।
দেবাগ্রে প্রসরে' পদ, হয় বীরাসীন॥
দেবাগ্রে শয়ন, আর ভক্ষণ করয়।
মিথ্যা কথা, উচ্চভাষা-জল্পনাদি-চয়॥
নিগ্রহানুগ্রহ, যুদ্ধ, অভক্তি, রোদন।
ক্রূরভাষা, পরনিন্দা, কম্বলাবরণ॥
পরস্তুতি, অশ্লীলতা, বায়ুবিমোক্ষণ।
শক্তিসত্ত্বে গৌণ উপচারের যোজন॥
দেবানিবেদিত দ্রব্য-ভক্ষণ স্বীকার।
কালোদিত ফলাদির অনর্পণ আর॥
অগ্রভুক্ত অবশিষ্ট খাদ্য-নিবেদন।
দেবপ্রতি পৃষ্ঠ করি' সম্মুখে আসন॥
দেবাগ্রে অন্যের অভিবাদন, পূজন।
গুরুপ্রতি মৌন, নিজ-স্তোত্র-আলোচন॥
দেবতা-নিন্দন—এই দ্বাত্রিংশ প্রকার।
সেবা-অপরাধ মহাপুরাণে প্রচার॥"

—'সেবাপরাধ', হঃ চিঃ

প্রঃ—অপরাধ কি কি ও তাহাদের লক্ষণ কি ?

উঃ—"অপরাধ বহুবিধ হইলেও প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত হয়—**বৈষ্ণবাপরাধ**, **সেবাপরাধ** ও **নামাপরাধ**। বৈষ্ণবাপরাধ যথা স্কান্দে,—

"হন্তি, নিন্দন্তি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্ নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥"

বৈষ্ণবের হনন করা, নিন্দা করা, দ্বেষ করা, অভিনন্দন না করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং বৈষ্ণব দর্শনে হর্ষযুক্ত না হওয়া—এই ছয়টি অপরাধে জীবের মহাপতন হয়। কোন ভজন-প্রয়াসীর যেন এই অপরাধ না হয়। সেবা-অপরাধ শ্রীমূর্ত্তিসেবা-সম্বন্ধেই বিচার্য্য। নামাপরাধ—দশবিধ।"

—'বিশুদ্ধ ভজন', সঃ তোঃ ১১।৭

প্রঃ—ভাগবত-ব্যবসায়টি পরিত্যাজ্য কেন ?

উঃ—"এ ব্যবসায়টী (ভাগবত-পাঠ) সহসা পরিত্যাগ কর। তুমি রস-পিপাসু; রসের নিকট আর অপরাধ করিবে না। 'রসো বৈ সঃ' (তৈঃ আঃ ২।৭)—এই বেদ-বাক্যে রসই কৃষ্ণ-স্বরূপ। শরীর নির্ব্বাহের জন্য শাস্ত্রোক্ত অনেক প্রকার ব্যবসায় আছে, তাহাই তুমি অবলম্বন কর। সাধারণের নিকট ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ গ্রহণ করিবে না। যদি রসিক শ্রোতা পাও, তবে বেতন বা দক্ষিণা না লইয়া পরমানন্দে ভাগবত শ্রবণ করাইবে।" —জৈঃ ধঃ ২৮শ অঃ

প্রঃ—হরিনাম-বিক্রয়ী কি অপরাধী নহে ?

উঃ—"জীবিকা-নির্ব্বাহের অন্যান্য অনেক উপায় আছে; তাহাই অবলম্বন করিয়া সে-কার্য্য নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। * * হরিনাম বিক্রয় করিয়া পয়সা সংগ্রহ করা ও সেই পয়সাকে সংসার নির্ব্বাহের বৃত্তি-স্বরূপ মনে করা নিতান্ত অন্যায় ও ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য। ইহাতে নামদাতা ও শ্রোতা উভয়েরই প্রেম-ফল-লাভের সম্ভাবনা থাকে না, প্রত্যুত পাপ সঞ্চিত হইয়া থাকে। পয়সা হরিনামের মূল্য নয়। একমাত্র

শ্রদ্ধাই ইহার মূল্য, অতএব শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক নাম কীর্ত্তন ও শ্রবণ করাই সকলের উচিত।”

—‘টহল’, সসজ্জিনী সং তোঃ ৮।৮

প্রঃ—ধামাপরাধিগণের চেষ্টা, পরিচয় ও পরিণাম কিরূপ ?

উঃ—“কতকগুলি লোক স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে এবং ঈর্ষা-বশতঃ শ্রীমায়াপুরের উন্নতি-সাধনের নানা-প্রকার ব্যাঘাত উৎপন্ন করিতেছিলেন। তাঁহারা সেই ধামের উন্নতি দেখিয়া সম্প্রতি হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। দুই একজন নিতান্ত ঈর্ষা-পরবশ হইয়া এখনও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পত্রিকায় দুই এক কথা বলিতেছেন। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকেও অতিশীঘ্র দমন করিবেন, সন্দেহ নাই। * * * আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বহুদিন হইতে শ্রীমায়াপুরের যাথার্থ্য গোপন করিয়া কতকগুলি লোক কনক কামিনী সঞ্চয়ে যত্নবান্ ছিল। যে মুহূর্ত্তে শ্রীমায়াপুরের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইতে লাগিল, সেই মুহূর্ত্তেই ঐসকল কলির চেলা নানা আকারে এবং নানা কৌশলে ধামের মাহাত্ম্য গোপন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু পরমেশ্বর ও তাঁহার সত্য—অজেয়, এই দুই বৎসরের মধ্যে কলির চেলাদিগের মুখে কালিচুণ পড়িয়াছে; ভক্ত-জগৎ আর তাহাদিগের কথা বিশ্বাস করেন না। সুতরাং নিজে নিজেই তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতেছে। কলির কি খেলা! অমা-বস্যাকে পূর্ণিমা বলিয়া প্রকাশ করিয়া, তাহাতে তাহা-দের ক্রিয়া আরম্ভ করিল! কিন্তু লোকে সহসা তাহাদিগের কার্য্য চিনিতে পারিয়া চতুর্দ্দিকে তাহাদিগের প্রতি হাস্য করিতেছে। এখন সর্ব্বলোকেই বুঝিতে পারিয়াছে যে, শ্রীধাম-মায়াপুরই শ্রীনবদ্বীপের চূড়ামণি পীঠ।”

—‘নববর্ষে বিগত বর্ষের আলোচনা’, সং তোঃ ৮।১

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ-প্রশস্তি

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মকর্ম্ম যেমন অলৌকিক, তদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদেরও জন্মকর্ম্ম তদ্রূপ অলৌকিক। তিনি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে পিতৃত্বে এবং শ্রীশ্রীভগবতী দেবীকে মাতৃত্বে বরণ করিয়া সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সন্নিকটে ‘নারায়ণছাতা’র সংলগ্ন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের হরিকীর্ত্তন-মুখরিত বাসভবনে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের (১২৮০ বঙ্গাব্দ, ১৭৯৫ শকাব্দ) ৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘটিকার পর আবির্ভূত হন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীজগন্নাথ-দেবের পরাশক্তি শ্রীবিমলাদেবীর নামানুসারে শিশুর নাম রাখিয়াছিলেন—শ্রীবিমলাপ্রসাদ।

শিশুর আবির্ভাবের ছয়মাস পরে শ্রীপুরীধামে রথ-যাত্রা মহোৎসব উপস্থিত হন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ইচ্ছায় সেবার সেই রথ শ্রীল ঠাকুরের বাসভবনের দ্বারদেশে দিবসত্রয় অবস্থান করেন। ঠাকুর ঐ তিন-দিনই শ্রীজগন্নাথ-সম্মুখে অহোরাত্র শ্রীহরিকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উহার মধ্যে একদিন মাতৃ-ক্রোড়স্থ শিশু হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথদেবের পাদ-পদ্ম স্পর্শ করেন ও তাঁহার গলদেশের একটি প্রসাদী মাল্য টানিয়া লন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাপ্রসাদান্নদ্বারা শিশুর অন্ন-প্রাশন-সংস্কার সম্পাদন করেন। তদবধি আজীবন ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত তাঁহাকে আর অন্য কিছু গ্রহণ করিতে হয় নাই। আবির্ভাবের পর শ্রীল প্রভুপাদ মাতৃদেবীর সহিত দশমাস নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতি অল্প বয়স হইতেই বাল-সুলভ চাপল্য ছাড়িয়া ভগবদ্ভজনে আগ্রহ দেখা যাইত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীরামপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালে হাইস্কুলের সপ্তমশ্রেণীর বালক প্রভুপাদের অত্যাগ্রহে ঠাকুর শ্রীপুরীধাম হইতে তুলসী মালিকা আনাইয়া তাঁহাকে হরিনাম ও শ্রীনৃসিংহ-মন্ত্ররাজ প্রদান করেন। প্রভুপাদকে খুব আগ্রহের সহিত মন্ত্রজপাদি করিতে দেখা যাইত। ইং ১৮৮১ সালে কলিকাতা রামবাগানে 'ভক্তিভবন' নামক গৃহের ভিত্তি-খননকালে মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে একটি অখণ্ড কূর্ম্মমূর্ত্তি শালগ্রাম পাওয়া যায়। পরমারাধ্য প্রভুপাদ ঐ শ্রীমূর্ত্তির সেবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহাকে ঐ মূর্ত্তিপূজার মন্ত্র ও পূজাবিধি শিখাইয়া দেন। প্রভুপাদ তিলকাদি সদাচার গ্রহণ পূর্ব্বক বিশেষ যত্নের সহিত যথাবিধি ঐ শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিতেন। এখনও সেই মূর্ত্তি ভক্তিভবনে বিরাজিত আছেন ও সেবিত হইতেছেন।

বাল্যাবস্থা হইতেই মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় প্রুফ-সংশোধনাদি বহুকার্য্যে প্রভুপাদ বেশ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। গণিত জ্যোতিষ-শাস্ত্রেও অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার অভূতপূর্ব্ব প্রতিভা ও পারদর্শিতা প্রদর্শিত হয়। তারকেশ্বর লাইনের শিয়াখালা গ্রামের মহেশচন্দ্র চূড়ামণি, আলোয়ার নিবাসী পণ্ডিত সুন্দর-লাল প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণের নিকট তিনি গণিত জ্যোতিষ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। শৈশবকাল হইতেই তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া গুরুবর্গ তাঁহাকে শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী নামে অভিহিত করেন। পরে ১৯১৮ সালে তিনি যখন ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষ গ্রহণ করেন, সেই সময়ে তিনি পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী নামে অভিহিত হন। 'শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস' নামেও তিনি আত্মপরিচয় প্রদান করিতেন।

সংস্কৃত ভাষায় প্রভুপাদ বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। বৈদিক পণ্ডিত পৃথ্বীধর শর্ম্মার নিকট তিনি সিদ্ধান্তকৌমুদী ও বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। চারিসম্প্রদায়ের দর্শনশাস্ত্র তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন।

১৮৯৭ সালে ভক্তিভবনে তিনি সারস্বতচতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তৎকালে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার নিকট জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। উক্ত শ্রীসারস্বতচতুষ্পাঠী হইতে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 'জ্যোতির্ব্বিদ্', 'বৃহস্পতি' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের বহু প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদকে কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ে জ্যোতিষশাস্ত্রের চেয়ার দিতে চাহিয়া-ছিলেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ ঐ সকল আলোচনায় বীতস্পৃহ হইয়া কএকবৎসর ত্রিপুরারাজভবনে থাকিয়া রাজগ্রন্থাগারে শাস্ত্রানুশীলন করেন। পরে শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের সহিত কিছুকাল গয়াকাশীপ্রয়াগাদি তীর্থভ্রমণান্তে শ্রীধামমায়াপুরে আসিয়া অদ্ভুত বৈরাগ্যময় জীবনযাপনাদর্শ প্রদর্শন করেন।

সাত্বত স্মৃতিবিধানানুসারে প্রভুপাদ নিয়মিতভাবে কঠোর বৈরাগ্যের সহিত চাতুর্ম্মাস্যব্রত-পালনাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সজ্জনতোষণী মাসিক পত্রে ও কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'নিবেদন'-নামক সাপ্তাহিকপত্রে তাঁহার সুন্দর সুন্দর পারমার্থিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। প্রভুপাদ ১৯০০ সালে 'বঙ্গে সামাজিকতা' নামক একখানি সমাজ ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধীয় বহু তথ্য ও গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

১৮৯৭ সালে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীধাম-নবদ্বীপান্তর্গত গোদ্রুমদ্বীপে সরস্বতী-তটে 'স্বানন্দসুখদকুঞ্জ' নামক নিজের একটি ভজনকুঞ্জ স্থাপন করেন। তথায় শ্রীল প্রভুপাদ ১৮৯৮ সালের শীতকালে শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী নামক এক অতিমর্ত্ত্যচরিত্র পরমহংস বিরক্ত মহাপুরুষের দর্শন লাভ করিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন। পরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশানুসারে ১৯০০ সালের মাঘ মাসে তাঁহার নিকট হইতে ভাগবতী দীক্ষা লাভ করেন।

শ্রীশ্রীরাধাভাববিভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভরসা-স্বাদনস্থল নীলাচলে এবং শ্রীনীলাদ্রিনাথ শ্রীজগন্নাথে শ্রীগৌরকরুণাশক্তি শ্রীল প্রভুপাদের প্রগাঢ় অনুরাগ

ছিল। তিনি প্রায়ই পুরীধামে আসিয়া ভজন সাধন করিতেন। ১৯০০ সালের মার্চ্চ মাসে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদসহ বালেশ্বরের নিকটবর্ত্তী রেমুণায় ক্ষীর-চোরা গোপীনাথ দর্শন করতঃ ভুবনেশ্বর, সাক্ষী-গোপাল হইয়া প্রভুপাদ পুরীধামে গমন করেন। এই সময় হইতে তাঁহার পুরীর সহিত সম্পর্ক বিশেষ ঘনীভূত হয়। তিনি তদানীন্তন সাব্ রেজিষ্ট্রার জগবন্ধু পট্টনায়ক প্রমুখ সজ্জনগণের আগ্রহে সুপ্রাচীন সাতাসন মঠের অন্যতম শ্রীগিরিধারী আসনের সেবা-ভার গ্রহণপূর্ব্বক তথায় কিছুকাল ভজন সাধন করেন। ইংরাজী ১৯০২ সালে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের সমাধির সন্নিকটে 'ভক্তিকুটী' নামক একটি ভজনকুটীর নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। এই সময়ে কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর উক্ত ভজনকুটীরের নিকটস্থ জমিতে তাঁবুতে বাস-কালে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ইচ্ছানুসারে শ্রীল প্রভুপাদ এই সময়ে তাঁহার সম্মুখে নিয়মিতভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণে বহু বিশিষ্ট শ্রোতৃ সমাবেশ হইত, তদ্দর্শনে এক শ্রেণীর মাৎসর্য্য পরায়ণ ব্যক্তি নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থাপিত করিতে লাগিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহাকে শ্রীধাম-মায়াপুরে গিয়া নির্জ্জনে ভজন করিতে বলেন। প্রভুপাদ নবদ্বীপ মণ্ডলে আসিলে ঠাকুর তাঁহাকে শ্রীল বংশী দাস বাবাজী মহারাজের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন।

পুরীধামে অবস্থানকালে পুরীর গোবর্দ্ধনমঠের মঠাধীশ শ্রীমধুসূদন তীর্থ মহারাজের সহিত প্রভুপাদের অনেক শাস্ত্রীয় বিচার হইয়াছিল। তীর্থ স্বামীজী তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। ঐ সময়ে সমাধি মঠের শ্রীবাসুদেব রামানুজ দাস, শ্রীদামোদর রামানুজ দাস, এমার মঠের শ্রীরঘুনন্দন রামানুজ দাস, জমায়েৎ সম্প্রদায়ের পাপড়িয়া মঠের শ্রীজগন্নাথ দাস, স্বর্গদ্বারের ছাতার ওঁকারজপী বৃদ্ধতাপস, মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্র, বড় হরিশ বাবু (হরিশচন্দ্র বসু) উকিল, গঙ্গামাতা মঠের শ্রীবিহারী দাস পূজারী, রাধাকান্ত মঠের অধিকারী শ্রীনরোত্তম দাস, শ্রীঅনন্ত চরণ মহান্তী প্রভৃতি তদানীন্তন বহু বিশিষ্ট সজ্জনগণ-সহ প্রভুপাদের পরিচয় হয়। তাঁহাদের সহিত প্রায়ই তাঁহার ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ আলোচনা হইত।

১৯০৪ সালের জানুয়ারী মাসে প্রভুপাদ সীতাকুণ্ড, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন, ডিসেম্বর মাসে পুরীতে গমন করেন, ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারীমাসে দাক্ষিণাত্যের সিংহাচল, রাজমহেন্দ্রী, মাদ্রাজ, শ্রীপেরে-ম্বেদুর, তিরুপতি, কাঞ্জিভেরাম, কুম্ভকোণম্, শ্রীরঙ্গম্, মাদুরা প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শনপূর্ব্বক কলিকাতা হইয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করেন। শ্রীপেরেম্বেদুরে গমন-কালে এক রামানুজীয় ত্রিদণ্ডিস্বামীর নিকট হইতে প্রভুপাদ বৈদিক ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-বিধির তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। বঙ্গদেশে প্রভুপাদই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীরামানুজাচার্য্য ও তাঁহার সম্প্রদায় সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখেন। ১৮৯৮ সাল হইতে প্রভুপাদ সজ্জনতোষণী পত্রিকায় শ্রীনাথমুনি, শ্রীযামুনাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্য-গণের ভুবনপাবনচরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে থাকেন। শ্রীরামানুজ ও মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের বহু মৌলিক-গ্রন্থ প্রভুপাদ বিশেষ যত্নের সহিত অনুশীলন করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থানপূর্ব্বক ১৯০৫ সাল হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মঙ্গলময়ী বাণী প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করেন। এই সময়ে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ঠাকুর-হরিদাসের আনুগত্যে প্রত্যহ নিয়মিত-ভাবে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করিতে করিতে শতকোটি মহামন্ত্র গ্রহণ-ব্রত উদ্‌যাপন করেন।

১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে শ্রীল প্রভু-পাদ শ্রীমায়াপুর চন্দ্রশেখর-ভবনে একটি ভজনভবন নির্ম্মাণ করতঃ তথায় শ্রীরাধাকুণ্ডতট-বিচারে নিরন্তর ভগবদ্ভজন করিতে থাকেন।

১৯১১ সালে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোহ-ভীষ্টানুসারে শ্রীল প্রভুপাদ মেদিনীপুর জেলায় বালি-ঘাই নামক স্থানে অনুষ্ঠিত মহাসভায় গোপীবল্লভপুরের

পণ্ডিতপ্রবর বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী মহাশয়ের সভাপতিত্বে ও সেই সভায় উপস্থিত বৃন্দাবনের পণ্ডিতপ্রবর মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়ের অনুরোধে 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব' নামক একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা করেন। পরবর্ত্তি সময়ে ঐ প্রবন্ধটি 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত' নামে একটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২১ মার্চ্চ প্রভুপাদ কাশিমবাজার সম্মিলনীতে গমন করতঃ তথায় শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের আদর না দেখিয়া চারিদিবসকাল উপবাসান্তে শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৯১৪ সালে ২৩ শে জুন শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিলে ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীভাগবতপ্রেম শ্রীমায়াপুর ব্রজপত্তনে স্থানান্তরিত হয় ও তথা হইতে বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৯১৫ সালের ১৪ই জুন শ্রীমায়াপুর-ব্রজপত্তনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীল প্রভুপাদকৃত অনুভাষ্য-রচনা সমাপ্ত হয়।

১৯১৫ সালে ১৭ই নভেম্বর উত্থান একাদশী তিথিতে শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামিমহারাজ নিত্যলীলা প্রবেশ করেন। পর পর দুই মহাপুরুষের অপ্রকট-লীলায় প্রভুপাদ খুবই বেদনাক্লিষ্ট হইলে একদিন রাত্রে যোগপীঠে স্বপ্নসমাধিযোগে প্রভুপাদ পঞ্চতত্ত্ব ও তদনুবর্ত্তী ঐ দুই মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া এবং তাঁহাদের শ্রীমুখে আশ্বাসবাণী প্রাপ্ত হইয়া আশ্বস্ত হন এবং মহোদ্যমে সেবাকার্য্য করিতে থাকেন।

১৯১৮ সালে ৭ই মার্চ্চ শ্রীগৌরজন্মবাসরে শ্রীল প্রভুপাদ বৈদিকবিচারে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসগ্রহণলীলা প্রকাশ করেন এবং শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যভবনে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও শ্রীচৈতন্য মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মঠই আকর মঠরাজ, উহারই শাখাসমূহ শ্রীগৌড়ীয় মঠ নামে প্রসিদ্ধ হয়। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকটকালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ৬৪টি মঠ বা প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিয়া যান।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর হইতেই শ্রীল প্রভুপাদ দ্বিগুণ উৎসাহে প্রবল উদ্যমে বিভিন্নস্থানে পাঠ, বক্তৃতাদিদ্বারা প্রচারকার্য্য এবং মঠমন্দিরাদি সংস্থাপনকার্য্য করিতে থাকেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্রীপুরুষোত্তমধামের প্রতি প্রভুপাদের বিশেষ অনুরাগ লক্ষিত হইত। ঐ বৎসরই ২রা জুন প্রভুপাদ ২৩জন ভক্তসহ কলিকাতা হইতে পুরী যাত্রা করেন। সাউরী, কুয়ামারা প্রভৃতি স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া প্রভুপাদ রেমুণায় শ্রীগোপীনাথ দর্শন ও বালেশ্বর শ্রীহরিভক্তিপ্রদায়িনী সভায় 'শিক্ষাষ্টক' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বালেশ্বরের স্থানীয় সাব্‌ডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব গৌরশ্যাম মহান্তী প্রমুখ সজ্জনগণ প্রভুপাদকে অভিনন্দিত করেন। কটকের দেওয়ান-বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্রের বিশেষ প্রার্থনায় প্রভুপাদ তদীয় ভবনে অবস্থান-পূর্ব্বক হরিকথা প্রচার করেন। তথা হইতে ক্রমশঃ পুরীধামে উপস্থিত হইয়া ভক্তিকুটীতে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলের বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করেন।

ঐ সালের জুন মাসে পুরীর ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর ও তাৎকালিক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট অটলবিহারী মৈত্র মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুরের শশিভবনের প্রাঙ্গণে একটি বিরাট্ সভায় প্রভুপাদ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পুরীর শ্রীমন্দিরের শ্রীচৈতন্যপাদ-পীঠসম্বন্ধে প্রভুপাদ কএকটি শ্লোকাত্মক স্তব রচনা করিয়াছিলেন।

'হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ' অর্থাৎ উৎকল হইতেই সমস্ত পৃথিবীতে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হইবে—এই ব্যাস-বাক্য সার্থক করিবার জন্য প্রভুপাদ ১৯২২ সালের ৯ই জুন তারিখে ভক্তিকুটীতে শ্রীপুরুষোত্তমমঠ প্রতিষ্ঠা ও শ্রীগৌরবিগ্রহ প্রকাশ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগমনে শ্রীগুণ্ডিচামার্জ্জনলীলা, পুরুষোত্তমধাম পরিক্রমা ও অনবসর-কালে আলালনাথে গমন করেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব প্রবর্ত্তন করেন এবং নিজজন দ্বারা কটক, বারিপদা, কুয়ামারা,

উদালা, কপ্তিপদা ও নীলগিরি প্রভৃতি স্থানে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করান।

পরমারাধ্য প্রভুপাদ ১৯৩১ সালে ১২ই জুলাই আলালনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌড়ীয়নাথ শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ ও ১৭ই জুলাই ময়ূরভঞ্জের মহারাজের আনুকূল্যে সংগৃহীত জমিতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। পরে তথা হইতে কটকে শুভবিজয় করিয়া তত্রত্য শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

১৯৩২ সালে ৪ঠা ডিসেম্বর পুরী শ্রীরাধাকান্ত মঠের পণ্ডিত শ্রীবিশ্বম্ভর ব্যাকরণতীর্থ বেদান্তশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট বিভিন্ন বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের তথ্য শ্রবণ করেন।

১৯৩৩ সালে ৩রা জুলাই শ্রীল প্রভুপাদ ভুবনেশ্বরে ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রকাশ এবং শ্রীচৈতন্য-বাণী কীর্ত্তনোৎসব সম্পাদন করেন।

১৯৩৪ সালের ২০শে এপ্রিল শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা হইতে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে যাত্রা করেন।

১৯৩৪ সালে ১৪ই মে পুরীর সংস্কৃত কলেজের আয়ুর্ব্বেদবিভাগের অধ্যাপক শ্রীআনন্দ মহাপাত্র কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ, ১৮ই মে প্রাচীন ঔপন্যাসিক শ্রীসতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২০শে মে এমার মঠের মহান্ত শ্রীগদাধর রামানুজ দাস ও শ্রীহনুমান খুঁটিয়া, ২১শে মে রায়সাহেব শ্রীযুত গৌরশ্যাম মহান্তী ও শ্রীরাধাশ্যাম মহান্তী, ২৩শে মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জুনাকর, ২৪শে মে রেবতীনাথ চট্টোপাধ্যায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেট রায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ দত্ত বাহাদুর, ২রা জুন বোধনা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগিরিজা-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ৭ই জুন রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্র নাথ মিত্র প্রভৃতির নিকট প্রভুপাদ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

১৯৩৫ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী শ্রীল প্রভুপাদের একষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাবতিথিপূজা তাঁহার আবির্ভাব স্থান শ্রীপুরুষোত্তমধামে চটকপর্ব্বতে অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ উপলক্ষে মাননীয় পুরীরাজ গজপতি শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রদেব বাহাদুরের সভাপতিত্বে একটি মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তৎপরদিবস শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে সকলে শ্রীপুরুষোত্তমধাম পরিক্রমা করেন এবং তদুপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদ একটি অভিভাষণ প্রদান করেন।

১৯৩৬ সালে উৎকলে সপ্তাহব্যাপী কৃষ্ণকীর্ত্তনোৎসব সম্পাদিত হয়। ২৯শে মার্চ্চ হইতে শ্রীল প্রভুপাদ পুরীধামে চটক-পর্ব্বতে অবস্থানপূর্ব্বক তথায় সাধুনিবাস ও শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমন্দির প্রকাশ এবং বহু শিক্ষিত ভক্তের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

১৯৩৬ সালে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট লীলার দুইমাস পূর্ব্বে ২৩শে অক্টোবর তারিখে প্রভুপাদ শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভুকে বিলাতে ও মার্কিণদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের ভার প্রদান করিয়া লণ্ডনে প্রেরণের প্রাক্কালে তাঁহাকে গোমতী, গণ্ডকী ও গোবর্দ্ধন-শিলা অর্চ্চার অর্চ্চনোপদেশ এবং কলিকাতা সারস্বতশ্রবণসদনে একটি অভিভাষণ প্রদানপূর্ব্বক ২৪শে অক্টোবর তারিখে প্রভুপাদ পুরী যাত্রা করেন। পুরী ছিল যেন তাঁহার জীবাতুস্বরূপ।

তিনি শ্রীপুরীধামে অভিন্ন-গিরিগোবর্দ্ধন চটকপর্ব্বতে শ্রীমধ্বজন্মোৎসব ও শ্রীরূপরঘুনাথ-কথিত মন্ত্রদ্বারা গোবর্দ্ধন-পূজোৎসব এবং নিজপ্রভু শ্রীল গৌরকিশোর দাস-গোস্বামিপ্রভুর বিরহ-মহোৎসব সম্পাদন করিলেন এবং প্রত্যহ অপূর্ব্ব ভাবাবেশে হরিকথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সকলকেই সাবধান করিয়া বলিতেন—'আপনারা নিষ্কপটে হরিভজন করিয়া নি'ন, আর অধিক দিন নাই।' তিনি শ্রীরূপের 'প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাং' এবং শ্রীরঘুনাথের 'নিজনিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্'—এই কএকটি বাক্য অনুক্ষণই উচ্চারণ করিতেন। এই দুইটি স্তবই শ্রীগোবর্দ্ধনপূজার মন্ত্রস্বরূপ। পূজ্যপাদ শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রভুপাদাজ্ঞানুগমনে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজাকালে অন্যান্য স্তবের সহিত ঐ দুইটি স্তব বিশেষভাবে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

পরমারাধ্য প্রভুপাদ ৭ই ডিসেম্বর প্রাতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন

পূর্ব্বক ২৩শে ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে তাঁহার শেষ বাণী শুনাইয়া ১৯৩৬ ডিসেম্বরের শেষ দিনের রাত্রিশেষে অর্থাৎ ১৯৩৭ সালের ১লা জানুয়ারী প্রত্যুষে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের নিশান্তলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ মুখে যাহা বলিতেন, কাজেও তাহাই করিতেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই শ্রীকৃষ্ণস্মরণ ব্যতীত তাঁহার অতিমর্ত্ত্য আদর্শে অন্য কিছু লক্ষিত হয় নাই। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তনে, প্রবন্ধনিবন্ধাদি লিখনে, শ্রীমহামন্ত্র নামগ্রহণে এবং শ্রীভগবানের রূপ-গুণ-লীলা-স্মরণে তাঁহার নিখিল কাল যাপিত হইত। সুসিদ্ধান্ত প্রচারদ্বারা কুরাদ্ধান্ত-ধ্বান্ত অপসারণে তাঁহাকে অক্লান্তভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে দেখা গিয়াছে। তাঁহার প্রকটকালে বাংলা হিন্দী ইংরাজী অসমিয়া ও উৎকল ভাষায় মাসিক পাক্ষিক সাপ্তাহিক ও দৈনিক ছয়খানি পারমার্থিক পত্র পূর্ণ উদ্যমে প্রচারিত হইয়াছে। প্রেস্ বা মুদ্রণযন্ত্রকে প্রভুপাদ বলিতেন 'বৃহৎ মৃদঙ্গ'। প্রেসের সকল কার্য্যই প্রভুপাদ উত্তমরূপেই জানিতেন। প্রভুপাদের প্রকটকালে ৬।৭টি প্রেসে দিবারাত্র গ্রন্থ ও পত্রিকাদি মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের শিক্ষাগুলি শ্রীমূর্ত্তির মাধ্যমে প্রচার করিবার জন্য প্রভুপাদ স্থানে স্থানে পারমার্থিক প্রদর্শনী উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরনাম ও গৌরধাম-মহিমা প্রচার করিবার জন্য প্রভুপাদ প্রত্যব্দ শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা মহাসমারোহে পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাও মহোদ্যমে পরিচালিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাকালে প্রভুপাদ প্রত্যব্দ গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন ও রথাগ্রে নর্ত্তন কীর্ত্তনাদি শ্রীগৌরানুগমনে মহা-সমারোহে সম্পাদন করাইয়াছেন।

জীবমাত্রেরই স্বরূপধর্ম্ম কৃষ্ণদাস্য, মনুষ্যমাত্রেরই ভক্তিতে অধিকার আছে,—ইহাই দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম বলিয়া প্রভুপাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। প্রাকৃত দেহ মনের সংকীর্ণ-ধর্ম্মে আবদ্ধ থাকিয়া জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম কৃষ্ণ-দাস্যে উদাসীন হওয়া কখনই সচ্ছাস্ত্রসিদ্ধান্ত নহে, ইহা প্রভুপাদ তারস্বরে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা দীক্ষা আচারসহ প্রচারই ছিল প্রভুপাদের লক্ষ্যীভূত বিষয়। তাঁহারই কৃপায় আজ জগতে অশেষ বিশেষে কৃষ্ণকীর্ত্তন বিঘোষিত হইতেছে। তাঁহারই অসীম কৃপাপ্রভাবে তাঁহারই কৃপাশক্তি শ্রীপাদ মাধব গোস্বামী মহারাজ সহস্রাধিক ভক্তসঙ্গে আজ (ইং ২৮।২।৭৮) শ্রীল প্রভুপাদের পুরীধামস্থিত আবির্ভাবপীঠে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহামহোৎ-সব অনুষ্ঠান করিলেন। এতদুপলক্ষে তথায় ২৬ ফেব্রুয়ারী হইতে ২ মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী মহাসভার অধিবেশনে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিতকথা আলোচিত হইয়াছে।

সেবকাধম—

শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী

শ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতী স্তুতি

জয় প্রভুপাদ জয় প্রভুপাদ জয় প্রভুপাদ জয়।
জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব জয়॥ ধ্রু
এস এস ভাই সবে মিলি গাই শ্রীগুরুচরণ মহিমা।
যাঁহার কৃপায় সর্ব্বসিদ্ধি হয় ঘুচে যায় মনকালিমা॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন এই শাস্ত্রবাণী।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন আপনি॥
গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ নাহি করে ত্রাণ।
কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু করেন পালন॥
অতএব সাধুগণ বিশেষ যতনে।
গুরুর প্রসাদ-সিদ্ধি করেন সাধনে॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু পতিতপাবন।
অপরাধ ক্ষমি' মোরে সেবা কর দান॥
জয় শ্রীভক্তিবিনোদ জয় সরস্বতী।
বিনোদ-বৈভব বলি' যাঁর হয় খ্যাতি॥
শ্রীচৈতন্য-বাণী-মূর্ত্তি প্রভুপাদ জয়।
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত যিঁহ স্থাপন করয়॥
তব আবির্ভাব-পীঠ প্রকাশিত হৈল।
যাহা দেখি' আমাদের আনন্দ বাড়িল॥
সদা তব নাম গানে হই তৎপর।
দাস যাযাবর মাগে দাও এই বর॥

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'

1. Place of publication :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
2. Periodicity of its publication :	Monthly
3 & 4. Printer's and Publisher's name :	Sri Mangalniloy Brahmachary
Nationality :	Indian
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
5. Editor's name :	Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj
Nationality :	Indian
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
6. Name & address of the owner of the newspaper :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26

I, Mangalniloy Brahmachary, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 29. 3. 1978

Sd. MANGALNILOY BRAHMACHARY
Signature of Publisher
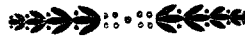
প্রকৃত সাম্যবাদ ঈশ্বরভিত্তিক

[মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, বিদ্যারত্ন]

বিশ্ববাসিসহ বিশ্ব কোনদিনই খতিয়ানের বাহিরে নহে। কিন্তু বিধাতার খতিয়ান যতই উচ্চ হউক না কেন, অসদ্গণের নিকট তাহা সর্ব্বদাই অপর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক এক ব্যক্তি সঞ্চয় করিলে তাহাতে অন্যের কষ্ট হইবেই। আর যাহারা সঞ্চয় করিবে তাহারাও যে তাহা রক্ষা করিতে পারিবে তাহা নহে, পরন্তু তাহা রোগাদি বিবিধ আকারে বাহিরে নির্গত হইবেই। তাহাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত সঞ্চয়ে নিজেকে ত' বঞ্চিত হইতেই হইবে, অপরকেও বঞ্চনা করিতে হইবে। ইহাকেই বলে পাপ—সামাজিক পাপ, ব্যক্তিগত পাপ। বদ্ধজীব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যত বড় উচ্চ পদবীযুক্ত হউক না কেন, অসদ্বিষয়ে আবেশের ফলে তাহার নিকট হইতে কোন নিরপেক্ষ বিচার আশা করা যায় না।

সমবণ্টনের সূত্রই সাম্যবাদের মূল সূত্র। কিন্তু তজ্জন্য এমনই ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন, যিনি বা যাঁহারা বিষয়-নিরপেক্ষ অথচ দয়ালু—পরদুঃখদুঃখী। এই জাতীয় ব্যক্তিত্ব একমাত্র অদ্বয়জ্ঞানে বা ভগবদ্ভক্তিতেই সিদ্ধি লাভ করে। জড় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বিষয়-নিরপেক্ষতা সম্ভবই নহে, তাহা যতই যাগ-যোগ-তপঃ-ধর্ম্ম-জ্ঞানাদি-চেষ্টাযুক্ত হউক না কেন, যত নৈতিকতাপূর্ণই হউক না কেন। পরন্তু ভগবান্‌কেই বস্তুবিচারে একমাত্র ও অদ্বিতীয় বস্তুজ্ঞানে চরাচরের সকল কিছুই তদন্তর্গত বা তদীয় বিচারিত হইলে যাবতীয় জড়ীয় আপেক্ষিকতা-দোষের হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে অর্থাৎ জড়বিষয়াপেক্ষা-রহিত নিত্যজীবন লাভ হইবে। এতদপেক্ষা বিষয় নির্মুক্তির অন্য কোন উপায় এপর্য্যন্ত স্বীকৃত হয় নাই, হইতেও পারে না। ''সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥" গীঃ ৯।২৯ শ্লোকের প্রথম চরণটীতে পূর্ণবস্তুর স্বভাবসিদ্ধ লক্ষণ প্রকাশিত থাকিলেও অর্থাৎ ভগবান্‌কে বিষয় নিরপেক্ষ বলিয়া বোধ হইলেও শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের অর্থে অতীব সাধারণ জ্ঞানেও ভগবান্‌কে সম্পূর্ণ বিষয়াপেক্ষাযুক্ত বলিয়াই যেন মনে হয়, যেন আপাত বিরোধপর একটা কিছু। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। গম্ভীরভাবে বিষয়বস্তুটির অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে, 'ময়ি তে' শ্লোকাংশের অর্থে যাঁহারা ভক্তিসহকারে ভগবানের ভজন করেন, তাঁহাদেরও মধ্যে ভগবানের ন্যায় বিষয়নিরপেক্ষতাগুণ আসিয়া পৌঁছিলে, তদনন্তর "তেষু চাপ্যহম্" শ্লোকাংশে ভগবান্‌কে ভক্তের বা ভক্তির আপেক্ষিকতার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে, যাহা বাস্তবতঃই ভগবৎ-সুখকর। ভক্তির অধীনতা বা ভক্তের অধীনতা অর্থই স্বাধীনতা। ইহাতে স্বরাট্ বস্তুর স্বারাজ্য বিস্তারে কোনই হানি হয় না; পরন্তু শ্লোকটীতে ভগবানের নিত্যলীলা তৎপরতাই (eternal pastimesই) পূর্ণ মাত্রায় অনুভবের বিষয় হয়। তজ্জন্যই শ্লোকটী পরিপূর্ণ ও পরম প্রেমময়। পরন্তু বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য যে, এই শ্লোকটীর প্রয়োগ একমাত্র ভগবান্ ও জড় বিষয়-নিরপেক্ষ শুদ্ধ প্রেমময় মহাভাগবতের ক্ষেত্রেই মাত্র শুভফল প্রদান করে, জীবকোটীতে উহার প্রয়োগে বিশেষ অশুভফল বিস্তার করিতেছে ও করিবে অর্থাৎ ইহাতে বিষয়াপেক্ষা বর্দ্ধিত হইবে বই কমিবে না। কারণ, তটস্থাখ্য জীবে বিষয়নিরপেক্ষতা গুণ স্বভাবসিদ্ধ নহে, উহা কেবল ভগবদ্ভজন-সিদ্ধগুণ বিশেষ। "সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে। কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ, সকলি সঞ্চারে॥"

(চৈঃ চঃ মঃ) ২২।৭২

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

(ভাঃ ৫।১৮।১২)

উপরি উক্ত ভাগবতের শ্লোকটীর ন্যায় "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" গীতোক্ত শ্লোকটী বা এই জাতীয় শ্লোক সমুদয় যাহা অপ্রাকৃত বিষয়-বিগ্রহ শ্রীভগবানেই মাত্র প্রযোজ্য, তাহা জীবকোটীর উপর আরোপ করিতে নাই, করিলে নিত্য অশুভই উৎপাদন করিবে, কেবল জড় বিষয়ানুবন্ধই লাভ হইবে অর্থাৎ পুত্র-বিত্ত-কলত্র-প্রজা-শিষ্যানুবন্ধই মাত্র লাভ হইবে, শ্রীভগবানে অমল প্রেম লাভ হইবে না। এইজন্য মহাভাগবত-স্বরূপ হইয়াও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের প্রকাশক লোক-শিক্ষক জগদ্গুরু শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লোক শিক্ষণার্থে অতীব দৈন্যভরে নিজকে জীব-কোটীর অন্তর্ভুক্ত বিচার করতঃ উক্তি করিয়াছেন—

"পুরীষের কীট হইতে মুঞি যে লঘিষ্ঠ।
জগাই মাধাই হইতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ॥
মোর নাম যেই লয়, তার পাপ হয়।
মোর নাম যেই শুনে তার পুণ্য ক্ষয়॥
এমন নির্ঘৃণ্য মোরে কেবা দয়া করে।
এক নিত্যানন্দ বিনা জগৎ-মাঝারে॥"

বিবিধ দিক চিন্তা করিয়া দেখিলে, শুদ্ধ ভক্তিমান্ ব্যক্তিই একমাত্র সাম্যবাদাশ্রয়ী হইয়া সাম্যবাদ

প্রচারে সমর্থ হইতে পারেন, অন্যে নহে। এই সাম্যবাদের বাণীই বিশ্বে আবহমানকাল হইতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণও শ্রীভগবদ্ভক্তির আশ্রয়ে এই বাণীই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই বাণীর মধ্যে প্রেম, মৈত্রী ও ভালবাসার বীজই মাত্র বিদ্যমান। যদিও তন্মধ্যে জড়-জাড্য কাটাইয়া উঠিবার মত কিছু Revolution (বিপ্লবও) রহিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা জড়াভিনিবেশ হইতে আদৌ উত্থিত নহে, পরন্তু জড়াভিনিবেশ কাটাইবার জন্যই। জড়াভিনিবেশ জীবের চিত্তে দম্ভ, দর্প, অভিমানাদি বিশৃঙ্খলময় জীবনকেই মাত্র আহ্বান করে, পরন্তু উপরি উক্ত সাম্যবাদের বাণী পদে পদে জীবহৃদয়ে দৈন্যই (humbleness) আনয়ন করে, যাহা সর্ব্বতোভাবে প্রপঞ্চ নিবারক এবং প্রেমবর্দ্ধক। এই চিৎ-সাম্যবাদের বাণীই সদা দুঃখভারাক্রান্ত বিশ্বে একমাত্র প্রচার্য্য। এহেন সাম্যবাদের বাণী কোন সময়ে শ্রীঅম্বরীষ, শ্রীপ্রহ্লাদাদি রাজচক্রবর্ত্তিগণের ক্ষত্রিয়বেশে, কখনও শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্কাদি যুগাচার্য্যগণের সন্ন্যাসবেশে, কখনও শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীগৌরচন্দ্র আদি সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎ-স্বরূপে প্রচারিত হইয়াছে, বর্ত্তমানেও হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এই সাম্যবাদের বাণী সার্ব্বকালীক, সর্ব্বাশ্রয়ী এবং অপরিবর্ত্তনশীল। এই জাতীয় সাম্যবাদেরই আমরা গ্রাহক বা সেবক নাপর।

ƎƎƎ:0:Ɛ€€€

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপুরীধামস্থ আবির্ভাব-পীঠে চতুরধিকশততম আবির্ভাব-পূর্ত্তি-তিথি-পূজা মহোৎসব

অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভআবির্ভাবস্থলী সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দিরের নিকটস্থ গ্রাণ্ড রোডের পার্শ্ববর্ত্তী নারায়ণছত্র সংলগ্ন ভবনটী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একান্ত অনুগ্রহে তৎপ্রিয়তম শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ তাঁহার সুদীর্ঘকালব্যাপী প্রযত্নের ফলে বিগত ১৯৭৩ সালের ১৩ই জুলাই পুরী দক্ষিণপার্শ্ব মঠাধীশের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি' ন্যায়ানুসারে ঐ ভবনে কতকগুলি ভাড়াটিয়া থাকায় তাহাদিগকে উঠাইতে পূজ্যপাদ মাধব মহারাজজীকে পঞ্চবর্ষকালব্যাপী বহু উদ্বেগ ভোগ করিতে হইয়াছে। পরিশেষে গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীজগন্নাথ দেব স্বয়ং ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবরূপে সকল বিঘ্ন বিদূরিত করিয়া ঐ স্থানটির সম্পূর্ণ সেবাধিকার তাঁহাকে প্রদান করায় পূজনীয় মহারাজ বিশেষ ক্ষিপ্রতার সহিত যে কক্ষটিতে পরমারাধ্য প্রভুপাদ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই কক্ষ ও তৎ সংলগ্ন অন্যান্য স্থানের সম্ভবমত যথাযোগ্য সামান্য সামান্য সংস্কার ও চূণকামাদি সম্পাদন পূর্ব্বক ঐ ভবনের সম্মুখে একটি বিরাট্ প্যাণ্ডেল করিয়া তথায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ১০৪তম আবির্ভাবপূর্ত্তিতিথিপূজা বা শ্রীশ্রীব্যাসপূজামহোৎসব মহাসমারোহে সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবকক্ষটি কিয়ৎপরিমাণে সংস্কৃত ও সুসজ্জিত করিয়া আপাততঃ তথায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজিউর সেবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে বিরাট্ মন্দির, নাট্যমন্দির, সেবকখণ্ডাদি

নির্ম্মাণের বহু পরিকল্পনা আছে। পূজ্যপাদ মহারাজ মহোল্লাসে **সকল** সতীর্থকে এবং স্বীয় **গৃহস্থশিষ্য** ও **শ্রদ্ধালু সজ্জন সাধারণকে** এই উৎসবে যোগদানার্থ আহ্বান করায় ভারতের বিভিন্ন **প্রান্ত** হইতে **প্রায়** সহস্র সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বাণপ্রস্থ ভক্ত ও সজ্জন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠে শুভাগমন করেন। সুদূর সাগরপারের পাশ্চাত্ত্যদেশসমূহ হইতেও কতিপয় ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তত্রত্য কক্ষসমূহে **প্রায়শঃ** ত্যাগী **মঠবাসিগণের** এবং দুধওয়ালা, বাগাড়িয়া ও গোয়েঙ্কা ধর্ম্মশালায় অন্যান্য সকলের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। অনেককে বাড়ীভাড়া করিয়াও থাকিতে হইয়াছে। ভোগরন্ধনাদির ব্যবস্থা শ্রীল প্রভুপাদের ভবনেই হইয়াছিল। পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজের চরণাশ্রিত শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবকক্ষ, তৎসম্মুখস্থ ও পার্শ্বস্থ চত্বর ও প্রাঙ্গণ এবং বাহিরের প্যাণ্ডেলটি বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র ও মাল্যাদি দ্বারা সুন্দররূপে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। অন্তঃপ্রাঙ্গণস্থ মণ্ডপ ও কক্ষসমূহ এবং বহিঃপ্রাঙ্গণস্থ বিশাল সভামণ্ডপ বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুশোভিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। ওড়িষ্যার ভক্তিমান্ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট সজ্জন ও রাজন্যবর্গ প্রায় সকলেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতি আপ্রাণ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিপূজা বাসর— এবার ১৫ই ফাল্গুন পঞ্চমীতিথি চতুর্থী বিদ্ধা থাকায় তৎপরদিবস ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৮৪, ইং ২৮ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ মঙ্গলবার শুদ্ধা কৃষ্ণা পঞ্চমীতেই শ্রীব্যাস-পূজাবাসর নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ১৪ই ফাল্গুন, ২৬ শে ফেব্রুয়ারী রবিবার হইতে ১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী মহোৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

১৩ই ফাল্গুন, ২৫ শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব কক্ষের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সন্ধ্যারাত্রিকের পর একটি সভার অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় প্রথমে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও তৎপর আচার্য্যদেব স্বয়ং শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমাসূচক সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের পূর্ব্বে ও পরে কীর্ত্তন হয়।

শ্রীমঠের সম্মুখস্থ বিশাল সভামণ্ডপে ২৬ শে ফেব্রুয়ারী হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় মহাসভার অধিবেশন হইয়াছে। পঞ্চদিবসীয় সভার **বক্তব্যবিষয়** ছিল যথাক্রমে (১) **শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীজগন্নাথদেব এবং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর উদারলীলা**, (২) **বিশ্ব-সমস্যা সমাধানে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অবদান**, (৩) **শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পূতচরিত্র ও শিক্ষাবৈশিষ্ট্য**, (৪) **মনুষ্য সভ্যতার ভিত্তি—ঈশ্বরবিশ্বাস** এবং (৫) **কলিযুগে ভাগবতধর্ম্ম ও শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের সর্ব্বোত্তমতা।**

সভার উদ্বোধক—প্রথম দিবস ১৪ই ফাল্গুন সভার উদ্বোধন করিয়াছিলেন—ওড়িষ্যা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি **শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র মহোদয়।**

পঞ্চদিবসীয় সভার **সভাপতিত্ব** করিয়াছেন যথাক্রমে—(১) কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি —**শ্রীবিমল চন্দ্র বসাক**, (২) পুরীস্থিত সামন্ত চন্দ্রশেখর কলেজের অধ্যক্ষ **শ্রীত্রিলোচন মিশ্র**, (৩) শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ প্রাচ্যাদর্শনানুশীলন-সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ —পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ**, (৪) ওড়িষ্যা 'সমাজ' পত্রিকার সম্পাদক— **শ্রীরাধানাথ রথ** এবং (৫) **শ্রীএস্, এন্, রথ, আই-এ-এস্, কালেক্টর পুরী।**

প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে — (১ম দিবস) **ডক্টর শ্রীবংশীধর পণ্ডা** (ওড়িষ্যার খ্যাতনামা শিল্পপতি), (৩য় দিবস) **শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায়**— য়্যাড্‌ভোকেট, কলিকাতা এবং (৪র্থ দিবস) **শ্রীনারায়ণ মিশ্র**,—য়্যাড্‌ভোকেট, পুরী।

বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন—(১ম দিবস) পণ্ডিত **শ্রীরঘুনাথ মিশ্র**, প্রাক্তন এম্-এল্-এ, (৩য় দিবস) পুরী

পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন চেয়ারম্যান—**শ্রীবামদেব মিশ্র**।

পঞ্চমদিবসীয় অধিবেশনের **মুখ্যবক্তা** ছিলেন—ওড়িষ্যা রাজসরকারের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী—**শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র**।

পঞ্চদিবসীয় উৎসবের দ্বিতীয় দিবস ২৭ শে ফেব্রুয়ারী সোমবার সকাল ৭ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠস্থিত শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ হইতে বহু ভক্ত সমভিব্যাহারে এক বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহ শ্রীপুরুষোত্তমধাম পরিক্রমায় বাহির হইয়া প্রথমে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে পতিতপাবন শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবোদ্দেশ্যে প্রণতিজ্ঞাপনপূর্ব্বক শ্রীশ্বেতগঙ্গা, শ্রীগঙ্গা-মাতামঠ—শ্রীসার্ব্বভৌম ভবন, শ্রীরাধাকান্ত মঠ—গম্ভীরা, সিদ্ধবকুল, নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের সমাধিমন্দির, সমুদ্র, শ্রীভক্তিকুঠী, শ্রীপাদ সিদ্ধান্তী মহারাজ ও শ্রীপাদ সন্ত মহারাজের মঠ, শ্রীপুরুষোত্তম মঠ ও তত্রস্থ শ্রীল প্রভুপাদের ভজনকুটীর, শ্রীটোটাগোপীনাথ, শ্রীযমেশ্বর মহাদেব প্রভৃতি বন্দনা করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবৃন্দসমভিব্যাহারে বিরাট্ সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রাসহ শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দিরের অন্তর্মণ্ডলে মূল মন্দির বারচতুষ্টয় পরিক্রমা করতঃ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রা-জিউ ও চক্রবেরের অন্যান্য শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও প্রণাম করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই দিবস শ্রীজগন্নাথমন্দির-প্রদক্ষিণকালে শ্রীপাদ সন্ত মহারাজ ভাবাবেশে বহু আখর সংযোগে মহাজনপদাবলীকীর্ত্তন-দ্বারা ভক্তবৃন্দের প্রচুর সুখবিধান করিয়াছিলেন।

১৬ই ফাল্গুন, ইং ২৮।২।৭৮ শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে দিবারাত্রব্যাপী কীর্ত্তন, অর্চ্চন, পুষ্পাঞ্জলিপ্রদান, মহাপ্রসাদ বিতরণ, বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তনমুখে রাত্রিজাগরণাদি অনুষ্ঠানসহ মহামহোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে।

প্রভাতে মঙ্গলারতি, ঊষঃকীর্ত্তন ও পাঠাদি হয়, অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবকক্ষে শ্রীল আচার্য্য-দেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক ও পূজাভোগরাগাদি সম্পাদন করেন। শ্রীব্যাসপূজার পদ্ধতি অবলম্বনে যথাবিধি (১) শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক (শ্রীকৃষ্ণ ও চতুর্ব্যূহ), (২) শ্রীব্যাস-পঞ্চক (শ্রীবেদব্যাস, পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্তমুনি), (৩) শ্রীবৈয়াসকিপঞ্চক বা আচার্য্যপঞ্চক (শ্রীশুকদেব, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বা-দিত্যাচার্য্য), (৪) শ্রীসনকাদিপঞ্চক (চতুঃসন ও শ্রীবিষ্বক্-সেন), (৫) শ্রীগুরুপরম্পরাপঞ্চক (অস্মদীয় সম্প্রদায়-কর্ত্তা ব্রহ্মা, দীক্ষাগুরু, পরমগুরু, পরাৎপরগুরু ও পর-মেষ্ঠী গুরু) এবং একান্তিনাং গৌড়ীয়বৈষ্ণবাশ্রিতানাং তত্ত্বপঞ্চকং অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীভাগবত-গুরুপরম্পরা পূজাও করা হয়। সহস্রাধিক ভক্তের পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের স্থান শ্রীআবির্ভাবপীঠস্থ মন্দিরে সঙ্কুলান হইবে না বলিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে সভামণ্ডপে শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের জন্য একটি বিচিত্রবস্ত্র ও পুষ্পমাল্যাদিবিমণ্ডিত উচ্চাসন রচনা করিয়া তথায় তাঁহার বৃহৎ আলেখ্যার্চ্চা সংস্থাপন পূর্ব্বক মহাসংকীর্ত্তনমুখে বিশেষ পূজাবিধান করতঃ পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রার্থনানুসারে শ্রীপাদ বন মহারাজ প্রথমে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি বিধানপূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। অতঃপর অন্যান্য সতীর্থ ও তাঁহাদিগের শিষ্যশিষ্যাগণ যথাক্রমে অঞ্জলি প্রদান করিয়া প্রভুপাদের শ্রীঅর্চ্চা পরিক্রমা করেন। বলা বাহুল্য উচ্চ সংকীর্ত্তনমুখেই অর্চ্চন ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদানাদি যাবতীয় কৃত্য সম্পা-দিত হয়। সংকীর্ত্তনধ্বনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের মুহুর্মুহুঃ জয়গানে শ্রীশ্রীজগন্নাথধামের আকাশ-বাতাস মুখরিত হইতে থাকে। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গজগন্নাথানুগ্রহে 'হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ'—এই শ্রীব্যাসবাক্যের সার্থকতা অনুভব করিতে করিতে ভক্তবৃন্দ আজ পরমানন্দসমুদ্রে নিমগ্ন হন। অতঃপর সমবেত ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসা-দান্নদ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। ভক্তবৃন্দের জয়ধ্বনি-মুখে প্রসাদ সম্মানের দৃশ্যও অতীব রমনীয়—ভাষা দ্বারা অবর্ণনীয়। সান্ধ্য সভার অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিতকথা কীর্ত্তিত হয়। সভা-মণ্ডপে শ্রীব্যাসপূজা বা শ্রীগুরুপাদপদ্ম পূজারম্ভের

প্রাক্কালে পূজ্যপাদ বন মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্যচরিত সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ কথা বলেন।

১লা মার্চ্চ প্রাতেও সভার অধিবেশন হয়। এই প্রাতঃকালীন সম্মেলনে ভাষণ দান করেন—পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসুব্রত পরমার্থী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীযশিশেখর দাসাধিকারী। শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পিত লিখিত ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি পাঠ করেন—পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা (সংস্কৃত শ্লোকাকারে রচিত), ডাঃ শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী (বাংলা গদ্যে লিখিত) এবং শ্রীযশোদা দাসাধিকারী (উৎকল ভাষায় পদ্যছন্দে লিখিত)। তিন জনেরই লেখা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

ঐ ১লা মার্চ্চ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠে সাধুনিবাসের এবং পাটনা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীহরিহর মহাপাত্র সংকীর্ত্তনভবনের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। শিলান্যাসাদি আনুষ্ঠানিক কৃত্যে সহায়তা করেন—শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ এবং বৈষ্ণবহোম ও বাস্তুহোমাদি সম্পাদন করেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। এই সকল মাঙ্গলিক কৃত্যও উচ্চ সংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সমুপস্থিত ভক্তবৃন্দকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মিষ্ট প্রসাদদ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

পঞ্চদিবসীয় ধর্ম্মসভায় বিভিন্ন দিবসে ভাষণ দিয়াছিলেন—শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব—ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, পূজ্যপাদ আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, উক্ত শ্রীমঠের যুগ্মসম্পাদক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভুবনেশ্বর ইস্কন কেন্দ্রের ডিরেক্টর শ্রীভাগবতদাস ব্রহ্মচারী (আমেরিকা), শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ ইস্কন কেন্দ্রের সভ্য শ্রীপ্রদ্যুম্ন দাসাধিকারী প্রভৃতি।

পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব ও শ্রীল বন মহারাজ প্রত্যহই সারগর্ভ ভাষণ দান করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ সকলকেই আনন্দদান করিয়াছেন। পূজ্যপাদ যাযাবর মহারাজ শেষদিনে আসিয়া যোগদান করেন। পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্ শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীমদ্ পরমহংস মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ অসুস্থতানিবন্ধন এই শুভানুষ্ঠানে যোগদান করিতে না পারায় পত্রদ্বারা তাঁহাদের মনোবেদনা জ্ঞাপন করেন।

এতদ্ব্যতীত উপস্থিত ছিলেন—পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ,শ্রীমদ্ রাসবিহারীদাস বাবাজী মহারাজ (শ্রীবৃন্দাবন), শ্রীমদ্ ভক্তি শ্রীরূপ সজ্জন মহারাজ (উদালা), শ্রীমদ্ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী (শ্রীবৃন্দাবন), শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রপন্ন দণ্ডী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ বোধায়ন মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রবোধ মুনি মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীমদ্ গিরিধারী দাস বাবাজী মহারাজ (উদালা) প্রভৃতি।

উপস্থিত বিশিষ্ট সজ্জনগণের মধ্যে সলিসিটার শ্রীনন্দদুলাল দে (কলিকাতা), শ্রীমেদিনীন্দ্র লাল মিত্র (শান্ত বাবু) — শ্রীপাদ বন মহারাজের শিষ্য, শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায় (অবসরপ্রাপ্ত গভর্ণমেণ্ট অডিটার), ডাঃ শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর কুইলা, এম্-বি, বি-এস্, শ্রীব্যোমকেশ সরকার (P. A. to Finance Minister, W. B.), শ্রীবিজয় রঞ্জন দে (P. W. D. Engineer),

শ্রীবিনয় ভূষণ দত্ত (Retd. Rly Asst Commercial Superintendent) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠের জমী সংগ্রহ ও গৃহ নির্ম্মাণাদি সেবাকার্য্যে এবং শ্রীমঠের বিভিন্ন সেবাকার্য্যে নিম্নলিখিত ভক্ত সজ্জনগণ বিভিন্নভাবে সহায়তা করিয়াছেন :—

শ্রীপ্রহ্লাদ রায় গোয়েল—দিল্লী, শেঠ শ্রীহীরালালজী—দিল্লী, শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুর—লুধিয়ানা, শ্রীমতী শান্তি মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা, শ্রীকৃষ্ণা রেড্ডী হায়দরাবাদ, ডাক্তার শ্রীসুনীল কুমার আচার্য্য—আসাম, শ্রীমতী সরসীবালা বিশ্বাস—সাহেবরামপুর (মুর্শিদাবাদ), শ্রীসহদেব দাসাধিকারীর জননী—কলিকাতা, শ্রীগুরুদাস সাহা—ঐ, শ্রীমতী দীপালী গাঙ্গুলী—ঐ, শ্রীকিরণবালা মজুমদার—ঐ, শ্রী ডি প্রামাণিক (ডেপুটী কোল কণ্ট্রোলার)—ঐ, শ্রীযুক্তা কুন্তা দেবী—দেরাদুন, শ্রীমতী কমলা পাল—বড়িশা ইত্যাদি।

আমাদের সতীর্থ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজও স্বয়ং শ্রীমঠে শুভাগমনপূর্ব্বক আমাদিগকে নানাভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরে নগরসংকীর্ত্তনে এবং সভাস্থলে বিভিন্নদিনে কীর্ত্তন করিয়া আনন্দ দান করেন—পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ এবং তাঁহার গৃহস্থ শিষ্যবৃন্দ, শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ দেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীমোহিনী মোহন দাসাধিকারী ও শ্রীউপানন্দ দাসাধিকারী প্রভৃতি।

শ্রীমঠের সমর্পিতাত্ম সেবকগণ সকলেই কায়মনোবাক্যে সেবা করিয়া উৎসবটির সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য সম্পাদন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রচুর কৃপাশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। স্থানাভাবে 'সকল ভক্তের নাম প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। বিশ্বতশ্চক্ষু কমলনয়ন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব তাঁহাদের সকলেরই অন্তর বাহির দর্শন করিয়া তাঁহাদের সেবানুরূপ ফল প্রদান করিবেন। তিনি যে কৃতজ্ঞ, সমর্থ ও বদান্য।

আধুনিক বস্তুবাদের মূল্যায়ন

আধুনিক বস্তুবাদীরা দেহকে বাস্তব, দেহের ইন্দ্রিয়সমূহকে বাস্তব এবং ইন্দ্রিয়সমূহের অনুভূত বিষয়গুলির বাস্তবজ্ঞানে মূল্যায়ন করিয়া থাকেন। যুক্তিবাদী মানুষ যুক্তিকে অবলম্বন করিয়াই মূল্যায়ন করিবেন, নতুবা বিজ্ঞব্যক্তিগণের দ্বারা উহা সমাদৃত হইবে না। পক্ষপাতদুষ্ট একদেশিক বিচারে সত্য অনুভূত হয় না। আশা করি তথাকথিত বস্তুবাদিগণ একদেশিক বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক (unprejudiced হইয়া) বিচার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইবেন। যে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহের উপর ভিত্তি করিয়া পরিদৃশ্যমান জগৎ অনুভূত, সেই ভিত্তির কাঠামো অত্যন্ত দুর্ব্বল। সুকোমল মাংস নির্ম্মিত ইন্দ্রিয়সমূহ যে কোন সময়ে নাশযোগ্য। চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ জীবদ্দশাতেই নাশযোগ্য। মৃত্যুর পর ইন্দ্রিয়াদিসহ দেহাবয়ব ধ্বংস হইয়া যায়, পঞ্চভূতে বিলীন হয়। আমাদের স্থূল দর্শনে ইন্দ্রিয়সমূহের কোনও অস্তিত্বই আর থাকে না। অতএব এই ধ্বংসযোগ্য ইন্দ্রিয়সমূহের উপর ভিত্তি করিয়া যে জগৎ অনুভূত হইতেছে, তাহার মূল্য কতটুকু? চক্ষুরিন্দ্রিয় থাকাকাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন রঙ্গীন বস্তুর দর্শন, প্রাকৃতিক দৃশ্য, পর্ব্বত-বৃক্ষাদি, পশুপক্ষী আদি, সুন্দর-অসুন্দর রূপ-দর্শন প্রভৃতি বিচিত্র প্রকারের দর্শন অনুভূত হইয়া থাকে। চক্ষুরিন্দ্রিয় নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল দর্শনের কোনও অস্তিত্ব আর থাকে না। যতক্ষণ কর্ণ আছে, ততক্ষণ সুমধুর গান, কর্কশ শব্দ প্রশংসা বা তিরস্কার

ইত্যাদির মূল্য। যাহার শ্রবণশক্তি নষ্ট হইয়াছে, তাহার নিকট শব্দের বিচিত্র ভাবের কোনও অর্থ বা অস্তিত্ব থাকে না। রসনেন্দ্রিয়ের যোগ্যতা নষ্ট হইলে বিভিন্ন প্রকারের আস্বাদনের অনুভব নষ্ট হয়। ঘ্রাণশক্তি নষ্ট হইলে সুঘ্রাণ-কুঘ্রাণের পার্থক্য অনুভূত হয় না। ত্বকের স্পর্শশক্তি লুপ্ত হইলে কোমল ও কঠিন বস্তুর অনুভবশক্তি অন্তর্হিত হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের যোগ্যতা নষ্ট হইলে সঙ্গে সঙ্গে তদনুভূত সমস্তই নষ্ট হয়, স্থূল অনুভবের কোনও গরিমাই তখন আর থাকে না। সুতরাং বিচার বিশ্লেষণে ক্ষণভঙ্গুর ইন্দ্রিয়ের উপর ভিত্তি করিয়া যে অনুভব, সেই অনুভবের মূল্যায়ন কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র স্থূল শরীরের জীবিতাবস্থায় উহার কার্য্যকারিতা অনুভূত হয়।

স্থূল ইন্দ্রিয়ের অনুভব যখন স্তব্ধ, স্বপ্নে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ে তখন সব কিছুই সাক্ষাদ্‌ভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। স্বাপ্নিক অবস্থায় আমরা দেখি, শুনি, চলি ও কথা বলি। সূক্ষ্মভাবে ইন্দ্রিয়গুলি তখন ক্রিয়া করে এবং মনে হয় যেন সাক্ষাদ্‌ভাবে সব করা হইতেছে। বাহ্য ইন্দ্রিয় নিদ্রিত হইলেই স্বপ্নে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া জাগ্রতের ন্যায় কার্য্য করে। ইন্দ্রিয়ের বাহ্যানুভব থাকা পর্য্যন্ত স্বপ্ন হয় না। স্বপ্ন ভঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুগুলি সত্য বলিয়াই প্রতীত হয়। স্থূল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া স্তব্ধ থাকাকালে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াশীলতার যে অনুভব, তাহা স্থূল ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরযোগ্য নহে' স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়াশীল এবং সূক্ষ্ম বলিয়া স্থূল ইন্দ্রিয়ের ন্যায় ধ্বংসযোগ্যও নহে।

নিদ্রিতাবস্থায় সর্ব্বক্ষণ স্বপ্নই দেখিবে এমন নয়, স্বপ্ন ছাড়াও নিদ্রা হয়, তাহাকে গাঢ়নিদ্রা বা সুষুপ্তি বলে। সুষুপ্তিকালে স্থূল ও সূক্ষ্মভাবে ইন্দ্রিয়ের অনুভব থাকে না। স্থূল-সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের নিষ্ক্রিয় অবস্থাতেও ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকে যে জন্য জাগরণের পর অনুভব হয় 'আজ সুনিদ্রা হইয়াছে'। স্থূল-সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বন্ধ থাকা অবস্থায় যাহা থাকে, তাহা স্থূল সূক্ষ্মের কারণ কেবল বোধস্বরূপ একটী তত্ত্ব বলা যাইতে পারে। সুষুপ্তির উপরেও কোন কিছুর অনুভব-বিষয়ে মানুষের প্রবেশ নাই। মানুষের চিন্তা-শক্তি ও বিচারশক্তির দৌড় সুষুপ্তি পর্য্যন্ত।

আধুনিক বস্তুবাদিগণ আরোহপন্থাবলম্বনে বিচার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পন্থাতেই বিচার বিশ্লেষণ করা হইতেছে। আরোহপন্থাবলম্বনে সুষুপ্তি পর্য্যন্ত আসিয়া ক্ষান্ত হইয়া ঔৎসুক্যবশতঃ মূল্যায়ন পরিপ্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে—"জৈবস্বরূপে এই প্রকার কোনও স্থিতি আছে কি যে, তাহার স্বরূপটি অবিনাশী ? অবিনাশী স্বরূপের ইন্দ্রিয়সমূহও ত' অবিনাশী ? আণবিক বোমাও যে-সকল ইন্দ্রিয়কে ধ্বংস করিতে অসমর্থ, সেই ইন্দ্রিয়সমূহের অনুভব কি বাস্তব ?

(ক্রমশঃ)
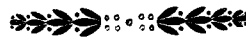
বোলপুরে ধর্ম্মসম্মেলন

বোলপুর নিবাসী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুরক্ত সজ্জনগণের বিশেষ উদ্যোগে প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও বোলপুর রেল ময়দানে সুবৃহৎ সভামণ্ডপে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শুভ উপস্থিতিতে গত ২৭ ফাল্গুন, ১১ মার্চ্চ শনিবার হইতে ৩০ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ্চ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত চারিটী বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। **ডক্টর হরিপদ চক্রবর্ত্তী** (অধ্যাপক, বিশ্বভারতী), **ডক্টর শিবনারায়ণ ঘোষাল** (অধ্যাপক, বিশ্বভারতী) এবং **ডাঃ চপলকুমার চট্টোপাধ্যায়** যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হন। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য্য **ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য্য** প্রথম অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় প্রত্যহ অভিভাষণ প্রদান করেন শ্রীল আচার্য্যদেব এবং 'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ। এতদ্ব্যতীত

বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ ও শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি, এস্-সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন। প্রথম তিন দিবসের সভায় বক্তব্য বিষয় ছিল যথাক্রমে **'ঈশ্বর-বিশ্বাসের উপকারিতা'**, **'ভাগবত-ধর্ম্মের সর্ব্বোত্তমতা'** এবং **'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন'**। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও শ্রীউপানন্দ দাসধিকারী প্রভু প্রত্যহ সভায় সুমধুর পদাবলী কীর্ত্তন এবং নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

২৮ ফাল্গুন, ১২ মার্চ্চ রবিবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় রেলময়দান হইতে একটি নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান পথ পরিভ্রমণ করেন। উৎসবকালীন প্রথম তিন দিন রেল ময়দানে সভামণ্ডপে ঊষঃকাল হইতে সান্ধ্য সম্মেলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এবং সম্মেলনের পর রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বিভিন্ন নাম-সংকীর্ত্তনদল মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন করেন।

৩০ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ্চ মঙ্গলবার বেলা ১০ ঘটিকায় পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে বোলপুর সহরের নিকটবর্ত্তী রাইপুরগ্রামস্থ 'শ্রীগৌরাঙ্গ মঠ' দর্শনার্থ যাত্রা করেন। উক্ত মঠের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ সতীর্থ শ্রীল আচার্য্যদেবকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে নানাভাবে তাঁহার তর্পণ-বিধান করেন। শ্রীপাদ পরমার্থী মহারাজ, শ্রীপাদ রাসবিহারী-দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীপাদ ইন্দুপতি প্রভুও ঐ দিবস প্রাতে পূজ্যপাদ ভাগবত মহারাজের দর্শনলাভার্থ তাঁহার রাইপুরস্থ মঠে গমন করিয়াছিলেন। তিনি সতীর্থজ্ঞানে তাঁহাদিগকেও যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন। শ্রীল ভাগবত মহারাজ তাঁহার কোন সতীর্থ গুরুভ্রাতাকে দর্শন করিবামাত্র হৃষ্টচিত্তে সতীর্থগণের প্রতি তাঁহার আপন-জ্ঞান ও স্নেহময় ব্যবহার বড়ই চিত্তাকর্ষক। শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় ঐ দিনই শ্রীল আচার্য্য-দেবের সহিত বোলপুর চলিয়া আসেন। অবশিষ্ট বৈষ্ণবত্রয় তথায় ত্রিরাত্র যাপন করতঃ তথা হইতে শ্রীধামমায়াপুর আসিয়া পরিক্রমায় যোগদান করেন।

শ্রীল ভাগবত মহারাজ নিজকৃত ভাষ্যসহ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদের ভাষ্যসম্বলিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন। শুনিয়াছি আদিলীলার মুদ্রণ সমাপ্ত হইয়াছে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-পীঠস্থ শ্রীমন্দিরাদি নির্ম্মাণকল্পেও শ্রীল ভাগবত মহারাজ সতীর্থ শ্রীল মাধব মহারাজকে যথাসাধ্য সহায়তা করিবেন জানিয়া আমরা পরম আনন্দ লাভ করিলাম।

উক্ত ১৪ মার্চ্চ মঙ্গলবার রেলময়দানস্থ সভামণ্ডপে মাধ্যাহ্নিক ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনের পর অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। মহোৎসবের পর সান্ধ্য সম্মেলনে শ্রীল আচার্য্যদেব উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী-সমীপে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন।

সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপ্রণতপাল দাসাধি-কারীর বিনীত আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব তদীয় সতীর্থ ও পার্ষদবৃন্দসহ তাঁহার গৃহে ২৯শে ফাল্গুন পূর্ব্বাহ্ণে শুভপদার্পণ করিলে তিনি সপরিবারে শ্রীহরি-সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীল আচার্য্যদেবের ও তদীয় সতীর্থগণের শ্রীপাদপদ্মে ভক্ত্যর্ঘসহ পূজাবিধানপূর্ব্বক আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন। সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তাদ্বয় শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য ও শ্রীরাখাল ভট্টা-চার্য্যের বিশেষ আহ্বানে উক্ত দিবস রাত্রিতে সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাদের গৃহেও শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন।

অধ্যাপক শ্রীসুধীরকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীপ্রণতপাল দাসা-ধিকারী, শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য, শ্রীরাখাল ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুবোধ কুমার সাহা, শ্রীসুধীর কৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীমেজর সিং, শ্রীদয়াল চন্দ্র সাহা, শ্রীমধুসূদন রায়, শ্রীনিত্যানন্দ রায় প্রভৃতি বোলপুর নিবাসী সজ্জন-বৃন্দের সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬ ৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ। স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস তালিকা-সমন্বিত এই ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী গণিত হইয়া শ্রীগৌর আবির্ভাব তিথি—১০ চৈত্র (১৩৮৪), ২৪ মার্চ্চ (১৯৭৮) তারিখে প্রকাশিত হইবেন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। ভিক্ষা—'৮০ পয়সা। ডাকমাশুল অতিরিক্ত '২৫ পয়সা।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা .৭০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, .৭০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, .৮০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, .৭০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, .৮০
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,, ,, ১২.৫০
(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ১.৫০
(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১.০০
(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, .৫০
(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, .৬২
(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত —শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১.২৫
(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00
(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৭.০০
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — — ,, ১.৫০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১.৫০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদগীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১০.০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .২৫
(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২.০০
অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ২.৫০
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২.০০

দ্রষ্টব্য:— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :– কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১৮শ বর্ষ * বৈশাখ — ১৩৮৫ * ৩য় সংখ্যা

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়
মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

৪। শ্রীবিভূপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০১
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা)
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৮শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ, ১৩৮৫ | ৩য় সংখ্যা
৬ মধুসূদন, ৪৯২ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ বৈশাখ, শনিবার; ২৯ এপ্রিল, ১৯৭৮

কর্ম্মীর কাণাকড়ি

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

মানবের অধিষ্ঠানে ত্রিবিধ সত্তার অবস্থান। মানবের স্থূলদেহ, তাঁহার মন ও তিনি স্বয়ং দেহী। এই দেহীটী অবিমিশ্র চেতন। তাঁহার মন স্বয়ং চেতন হইলেও অচিৎএর ধারণায় সর্ব্বদা ব্যস্ত এবং তাঁহার স্থূল দেহটী বিশুদ্ধ অচিৎ।

চিন্ময় দেহীর বা জীবাত্মার আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দুইটী মত দেখিতে পাই। একটী নির্ব্বিশেষপর জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদত্ব মূলক, অপরটী আত্মার নিত্য সবিশেষ-ধর্ম্মে সেব্য-সেবক-ভাবে অন্যোন্যাশ্রিত। দেহ ও মনের কবল হইতে যে সময় আত্মা মুক্ত হন, তখন তিনি নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর অথবা নিত্য হরিসেবাময়। যেকালে মানবের দেহ ও মনের অধিষ্ঠান সুপ্রবল হইয়া অনাত্মবিচারে প্রমত্ত, সেকালে তিনি জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের কোন কথায় আদর করিতে পারেন না। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি তাঁহাকে অশান্তিময় রাজ্যে প্রক্ষিপ্ত করে। আত্মা বা দেহী অনিত্য ফল কামনা করেন না বা করিতে অসমর্থ। অনাত্ম-প্রতীতি প্রবল হইয়া আত্মধর্ম্মের বিপর্য্যয়ে নশ্বর দেহ ও মনকে 'আত্মা' বলিয়া সনাক্ত করে, ইহাই জীবের বিবর্ত্ত বা ভ্রান্তি। শক্তির পরিণামফলে নশ্বর ধর্ম্ম দেহ ও মনে পরিদৃষ্ট হয়, ইহাই আত্মার বিবর্ত্ত ভাব।

অনাত্ম দেহ বা মন ফলভোগ করে। নিত্য হরিসেবার ক্রিয়াগুলিকেও কর্ম্মফলের অন্যতম জ্ঞান করে। বাস্তবিক হরিসেবা কখনও দেহ ও মনের কর্ম্ম-জাতীয় চেষ্টা নহে। বাহ্যদর্শনে সমত্বের উপলব্ধি হইলেও একত্বের নিদর্শন নহে। দেহ ও মন লইয়া যাঁহারা বিব্রত, তাঁহাদের কর্ম্মপথ ব্যতীত অন্য গতি নাই। তাঁহারা আত্মাকেও দেহ ও মনের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করেন, সুতরাং হরিসেবাকেও একটি কর্ম্ম-বিশেষ জ্ঞান করেন। জড়কর্ম্মের সহিত হরিসেবার পার্থক্য এই যে, জড় কর্ম্ম নশ্বর এবং কর্ত্তার উদ্দেশে ফল প্রসব করে, কিন্তু হরিসেবা নিত্য ও হরিপ্রেম আনয়ন করে। কর্ম্মের ফল সুখ দুঃখ মিশ্রিত, হরি-সেবনের ফল সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ হরির নিত্য আনন্দ। হরির আনন্দ অনন্ত, জীবের কর্ম্মফল অনন্ত বাধাময়-দুঃখরাহিত্য-ধর্ম্মযুক্ত।

কর্ম্মী দুই শ্রেণীর, কুকর্ম্মী ও সৎকর্ম্মী। সত্ত্বগুণে জীব সৎকর্ম্মপর হ'ন, রজস্তমোগুণে তিনিই অসৎ বা কুকর্ম্মপর হ'ন। সৎকর্ম্মপর দেহ ও মন দয়া-বিশিষ্ট,

অসৎকার্য্যতৎপর প্রবৃত্ত অহঙ্কারী জীব পরহিংসাপর। স্বীয় স্বার্থসাধনে প্রমত্ত হইয়া নিজ রজস্তমোগুণ দ্বারা নানা কদর্য্য-কার্য্যে আমরা দেহ ও মনকে নিযুক্ত হইতে দেখি। তাদৃশ কুকার্য্য পোষণের জন্য তাঁহাদের অসংখ্য যুক্তি অবতারিত হয়, পরিশেষে তাণ্ডব নৃত্য করিয়া কুকর্ম্ম হইতে সংযত হন ও পুণ্যময় সাত্ত্বিক কর্ম্মীদিগের দ্বারা লাঞ্ছিত ও দণ্ডিত হন। যে কাল পর্য্যন্ত জীব দেহ ও মনের দ্বারা চালিত হইয়া কুকার্য্যে নিরত হন, তদবধি তাঁহার যথেচ্ছাচারিতা সুপ্রবল থাকে। যথেচ্ছাচার প্রশমনের জন্য সত্ত্বগুণের আবাহন কর্ম্মবীরের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহার কুপ্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে তিনি রজস্তমো গুণকে পরিত্যাগ করিবার পরিবর্ত্তে গোপনে তাদৃশ গুণদ্বয়ের সাবধানে সেবা করিয়া থাকেন। এরূপ ঘৃণিত কার্য্য সদ্‌গুণের নামে প্রচলিত থাকিলেও উহা যে সত্ত্বগুণের ক্রিয়া নহে, তাহা জানিতে আর কাহারও বাকী থাকে না।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনাফলে আমরা জানিতে পারি যে, প্রবৃত্তি ও অহঙ্কারবশে জীব সত্ত্বগুণ হইতে পরিভ্রষ্ট হন, কিন্তু তিনি সর্ব্বদা সত্ত্বগুণেই অধিষ্ঠিত। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুইটীই সত্তার নিত্য ধর্ম্মের প্রতিযোগী, কিন্তু তাঁহারা স্ব স্ব নিত্যত্ব সংরক্ষণে অসমর্থ। অনিত্য গ্রহণ বা অনিত্য সত্তার বিলোপ সাধন, উভয়েই নশ্বর ধর্ম্ম বিশিষ্ট। তাহাদের দ্বারা নিত্য বৈকুণ্ঠবস্তু পরিপুষ্ট হইতে পারে না। রজস্তমঃ পরিহার করাই সৎকর্ম্মপর ব্যক্তির ধর্ম্ম। যেখানে তাহার বিপত্তি ও প্রতিকূল যুক্তি দ্বারা অনিত্য-গ্রহণ-প্রবৃত্তি, সেইখানেই অসৎ কুকর্ম্মিগণের রঙ্গক্ষেত্র। কুকর্ম্মবীরদিগের মুখে আমরা শুনিয়া থাকি যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের চতুর্থাশ্রমের উপযোগিতা নাই। চতুর্থাশ্রমী বলিতে গেলে নিবৃত্তজীবনবিশিষ্ট ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করা হয়। তাঁহারা তিন ভাগে বিভক্ত—কর্ম্মসন্ন্যাসী, জ্ঞানী ও ভক্ত। জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়েই ত্যক্তকর্ম্ম, কেননা দেহ বা মনের চাঞ্চল্যে উভয়েই ব্যস্ত নহেন। কর্ম্মসন্ন্যাসী বিরক্ত হইয়া ফলভোগ হইতে সুদূরে বাস করেন, তাঁহার বাসনায় কর্ম্মের কোনপ্রকার অশান্তি নাই, সুতরাং শান্তিময় জীবনই তাঁহার লক্ষ্য। জ্ঞানী বলেন, কর্ম্মসন্ন্যাসের অবস্থা নশ্বরধর্ম্মে আবদ্ধ, সুতরাং নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানই জ্ঞানীর লক্ষ্য। ভগবদ্‌ভক্ত বলেন, ভেদজ্ঞানময় জ্ঞানী নির্ভিন্ন হইবার বাসনায় অশান্ত মাত্র; তাঁহার বৃত্তিমাত্রই তাঁহার উদ্দেশ্যকে ধ্বংস করিতেছে। নিত্য হরিসেবাপরায়ণতাই সন্ন্যাসের চরম লক্ষ্য। তাদৃশ হরিসেবককেই ভক্ত বলে, তিনি জড়ের সকল আশা ভরসা ছাড়িয়াছেন, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানের ফল্গুতা উপলব্ধি করিয়াছেন, সুতরাং বদ্ধাবস্থায় ভোগ বা বদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত হইবার প্রয়াস উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রপন্ন ভক্তই প্রকৃত সম্যক্ ও নিঃসংশয়রূপে বিষয় ত্যাগ করিতে সমর্থ।

সন্ন্যাসী বলিলে ইহাই বুঝায় যে, যিনি বিষয়-সেবায় ক্লান্ত হইয়া তাহার ফল্গুতা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং জগতের জন্য তাঁহার বিবেচনায় প্রচুর কার্য্য করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার সঞ্চিত বিষয়ের ফল লাভ করিয়া যে অবস্থায় অবস্থিত, তাহা কুকর্ম্মী শিশুর গর্হণের বিষয় নহে। কোন কুকর্ম্মী কর্ম্মবীর নামে পরিচিত হইয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তন্তুবায়গণের শ্রমলভ্য ফলসকল অন্যায়রূপে উপভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে তন্তুবায়গণের শ্রমসিদ্ধ ফল হইতে বঞ্চিত করা কর্ম্মবীরগণের কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই শিশু কুকর্ম্মবীর জানেন না যে, কর্ম্মালানে কর্ম্মক্লান্ত মহাবীরগণই তাঁহাদের নিজ শ্রমসিদ্ধ ফলস্বরূপে পেনসন্ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের সঞ্চিত সমাজ-ক্রোড়ে রক্ষিত বিত্ত হইতে তন্তুবায়গণ অন্নজলাদি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের জন্যই জীর্ণবাসসমূহ প্রস্তুত করিয়া দেয়, সন্ন্যাসিসম্প্রদায় তন্ত্রীদিগের কেবল সেবা হইয়া তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া সমাজের স্কন্ধে চাপিয়া থাকেন না। যদি অপবাদকারী কুকর্ম্মী সম্প্রদায় বলেন যে, উপার্জ্জিত বিত্ত উপার্জ্জনকারীর কার্য্যে না লাগিয়া দুর্ব্বৃত্ত সমাজে বাটওয়ারা হউক এবং উপার্জ্জনকারী পুনরায় সন্ন্যাস ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তন্তুবায়ের টানা পড়েন লইয়া ব্যস্ত হউন, তাহা হইলে নির্ব্বুদ্ধিতার চরমসীমা আর কি হইতে পারে!

নৈতিকহিসাবে ধরিতে গেলেও ত্যাগীসম্প্রদায়ের দ্বারা গৌণভাবে সমাজ যে ফল লাভ করেন, তাহার পরিমাণে তাহাদিগকে অন্নজীর্ণবাসাদি প্রদান করা সমাজের অধিক ব্যয়সাধ্য বলিয়া সন্তপ্ত হইতে হইবে না। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।'

দেহ ও মনের উদ্দাম চেষ্টায় যাহাদের বুদ্ধি প্রতিহত হইয়াছে, সেই জ্ঞানহীন কর্ম্মবীর সম্প্রদায়ের মুর্খতা অপনোদন করিবার জন্য কোন চেষ্টাই করিও না।

তন্তুবায়ের মোক্তারগণকে আমরা বলি যে, তাঁহারা তন্তুবায়সম্প্রদায়ের নির্ব্বুদ্ধিতা বিবর্দ্ধনের জন্য স্বীয় নির্ঘৃণ্য কাম চেষ্টায় মত্ত না হন, সেই মোক্তারগণ চতুর্থাশ্রমের প্রতিকূলে যে খাজা বোকার যুক্তি লইয়া মুর্খতা করিবেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে কেহই বুদ্ধিমান মনে করিবে না। যদি সভ্য সমাজে কর্ম্মের প্রচণ্ডতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইত, তাহা হইলে জ্ঞান ও ভক্তি-পথ পৃথিবীর চিত্রপট হইতে এতদিন মুছিয়া যাইত। কর্ম্মবীরের প্রাপ্যফলই সন্ন্যাস অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগ। জড়জগতের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, মৃত্যু এবং নিষ্ফল বলিয়া অবস্থাদ্বয়ের অধিষ্ঠান আছে, উহাই কি ত্যাগের বা সংন্যাসের উৎকৃষ্ট আদর্শ নহে? বিষয়-ভোগের সঙ্কোচকেই সংন্যাস বলে। যে বিষয় নিত্যকাল ভোগ করিতে পারা যায় না, যে বিষয়টী অমৃত নহে, তাহাকে বিষ বলিয়া নির্ব্বিষয়ী সম্প্রদায় আখ্যা দিয়াছেন।

নির্ব্বিষয়ী বা সন্ন্যাসীকে বিষয়যুক্ত বলিলেই সমাজ-সেবক বলা হয়। সমাজ-সেবক মাত্রেই সমাজের ন্যূনাধিক ফল লাভের যোগ্য। সুতরাং কুকর্ম্মবীরের ভণ্ড সন্ন্যাসীদিগের জীর্ণবাস বঞ্চিত করিবার প্রয়াস নিজযুক্তি দ্বারাই খণ্ডিত হইল আর প্রকৃত ত্যাগীর আবর্ত্তিত যন্ত্রিকাঘূর্ণনে বাধা দেওয়া তন্তুবায় মোক্তার-গণের নির্ব্বুদ্ধিতার চরমসীমা। এইরূপ চিন্তাস্রোত কোনও কর্ম্মবীরের বুদ্ধিতে স্থান পাওয়া উচিত নহে। ইহা পাশববলের ক্রীড়া মাত্র। বিনিময়ে দ্রব্যাদি বিক্রয় বা পরিশ্রমের জন্য শ্রমজীবীর প্রাপ্য দিবার প্রদ্ধতি যেকাল পর্য্যন্ত সভ্য মানবসমাজে আদরে গৃহীত হইবে, তৎকালাবধি চতুর্থাশ্রমীর ব্যয়ভারপীড়িত-সমাজ তাহাদিগের প্রয়োজনীয়তা ও সম্মান দিতে প্রস্তুত থাকিবেন।

বিরক্ত হরিপরায়ণগণ সমাজের কিরূপ মঙ্গলকারী, তাহা আসক্ত বিষয়ী তাঁহার সংকীর্ণ বিচারেও বুঝিয়া লইতে পারেন। তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা বা হিংসা করা বিরক্তের ধর্ম্ম নহে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের গীতটী এবিষয়ে তাঁহাদিগের কুপ্রবৃত্তি দমনের ঔষধি-স্বরূপ কার্য্য করিতে পারে।

"গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেম রতন ধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।
আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।
গৌর কীর্ত্তন রসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া॥"

(শ্রীসজ্জনতোষণী ২২শ বর্ষ ১৬৫ পৃষ্ঠা)
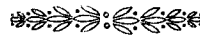
শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(বৈষ্ণব-নিন্দা)

প্রঃ—শুদ্ধবৈষ্ণবনিন্দা কর্ণে আসিলে কি কর্ত্তব্য? বৈষ্ণব-নিন্দক গুরুব্রুবের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে?

উঃ—"বৈধভক্তগণ ভগবন্নিন্দা ও ভাগবত-নিন্দার অনুমোদন বা সহায়তা করিবেন না। যদি কোন সভায় সেইরূপ নিন্দা হইতে থাকে, তবে যোগ্যতা

থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিবেন। যেখানে প্রতিবাদের ফল না হইবে, সেখানে বধিরের ন্যায় থাকিবেন, তাহাতে কর্ণপাত করিবেন না। যোগ্যতা না থাকিলে, তৎক্ষণাৎ সে-স্থান পরিত্যাগ করিবেন। **যদি গুরুদেবের মুখেও ঐরূপ নিন্দা শুনা যায়, তাঁহাকেও বিনীতভাবে তজ্জন্য সতর্ক করিবেন। যদি তিনি নিতান্তপক্ষে বৈষ্ণবদ্বেষী হন, তখন তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য উপযুক্ত পাত্রকে গুরুত্বে বরণ করিবেন।"**

—চৈঃ শিঃ ৩।৪

প্রঃ—বৈষ্ণবনিন্দা-শ্রবণে কি অসুবিধা হয়?

উঃ—"সাধক কৃষ্ণনিন্দা ও বৈষ্ণবনিন্দা কর্ণে শুনিবেন না। যেখানে সেরূপ নিন্দা হয়, সেখান হইতে চলিয়া যাওয়াই উচিত। যাহাদের হৃদয় দুর্ব্বল, তাহারা লোকাপেক্ষায় কৃষ্ণ-বৈষ্ণবনিন্দা শুনিয়া ক্রমে ভক্তি হইতে চ্যুত হন।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

প্রঃ—সাধুনিন্দা সর্ব্বাধম অপরাধ কেন?

উঃ—"যে-সকল সাধু একমাত্র নামের আশ্রয় করিয়াছেন এবং সমস্ত কর্ম্ম, ধর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিন্দা করিলে বৃহদ্ অপরাধ হয়; কেননা, যাঁহারা নামের যথার্থ মাহাত্ম্য জগতে বিস্তার করিতেছেন, তাঁহাদের নিন্দা হরিনাম সহিতে পারেন না। নামাপরায়ণ সাধুদিগের নিন্দা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদিগকেই 'সর্ব্বোত্তম সাধু' বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে নাম কীর্ত্তন করিলে নামের শীঘ্র কৃপা হয়।"

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

প্রঃ—সাধুনিন্দার ফলে কি হয়?

উঃ—"সিদ্ধান্ত করিয়া সাধু-বৈষ্ণবের সম্মান ও অসাধুর সঙ্গ ত্যাগ অবশ্য অবশ্য করিবেন। সাধু-বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে হৃদয়ে কখনও নামতত্ত্বের উদয় হইবে না।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা', সঃ তোঃ ৫।২

প্রঃ—ছয়প্রকার বৈষ্ণবাপরাধ কি কি ও তদনুষ্ঠাতার ফল কি?

উঃ—"যে মূঢ় ব্যক্তি মহাত্মা বৈষ্ণবের নিন্দা করে, সে তাহার পিতৃলোকের সহিত মহারৌরব-নামক নরকে পতিত হয়। যে বৈষ্ণবকে হনন করে, নিন্দা করে, বিদ্বেষ করে, বৈষ্ণবকে দেখিয়া অভিনন্দন করে না, ক্রোধ করে বা বিমর্ষ হয়, তাহার পক্ষে এই ছয়টি গর্হিত আচার তাহার পতনের কারণ হয়।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা', সঃ তোঃ ৫।২

প্রঃ—বৈষ্ণবনিন্দা শ্রবণে কি ফল হয়?

উঃ—"যে-স্থলে ভগবানের বা বৈষ্ণবের নিন্দা হইতেছে, যিনি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া না যান, তিনি সমস্ত সুকৃতি হইতে চ্যুত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হন।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা', সঃ তোঃ ৫।২

প্রঃ—শুদ্ধবৈষ্ণবের কোন নিন্দা হইতে পারে কি?

উঃ—"যদি পাপের আদর দেখা যায়, তবে তাহাকে বৈষ্ণব-মধ্যে পরিগণিত করা যায় না। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবেরও পাপ ও পুণ্যে রুচি থাকে না। যিনি শুদ্ধবৈষ্ণব হইয়াছেন, তাঁহার দোষ নাই; অতএব নিন্দাও নাই। যিনি তাঁহার নিন্দা করিবেন তিনি বৈষ্ণবের প্রতি মিথ্যা অপবাদই আরোপ করিবেন।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা', সঃ তোঃ ৫।২

প্রঃ—দুষ্টলোকগণ বৈষ্ণবের কি কি কথা লইয়া বিদ্বেষের সহিত নিন্দা করিয়া থাকে?

উঃ—"বৈষ্ণবের তিনপ্রকার কথা লইয়া দুষ্ট লোকে বিদ্বেষপূর্ব্বক আলোচনা করিতে পারে। শুদ্ধভক্তির উদয় হইবার পূর্ব্বে সেই ব্যক্তির যে-সকল দোষ ছিল, তাহা দুষ্ট লোকের একপ্রকারে আলোচ্য হয়। ভক্তির উদয় হইলে দোষ-সমূহ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। বিনষ্ট হইতে হইতে যে-কিছু-কাল অতিবাহিত হয়, সেই সময়ে তাঁহার অবশিষ্ট দোষের বিষয়ে দুষ্ট লোকে দ্বিতীয় প্রকারে আলোচনা করিয়া থাকে। দুষ্টলোকের তৃতীয় প্রকারে আলোচ্য বিষয় এই যে, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের দোষে স্পৃহা না থাকিলেও কখনও দৈবাৎ কোন নিষিদ্ধাচার উপস্থিত হয়। সেই দোষ বৈষ্ণবে কখনই স্থায়ী হয় না। তথাপি দুষ্ট লোকে ঐ দোষের আলোচনা করিয়া ভীষণ বৈষ্ণব-নিন্দার দোষে পতিত হয়।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা', সঃ তোঃ ৫।২

প্রঃ—বৈষ্ণবের চরিত্র আলোচনায় কিরূপ সতর্কতা অবলম্বনীয়া ?

উঃ—"বৈষ্ণবের ভক্তি-উদয়ের পূর্ব্বে যে-সমস্ত দোষ ছিল, তাহা সদুদ্দেশ্য ব্যতীত কখনই আলোচনা করিবেন না। পূর্ব্ব-দোষের ক্ষয়াবশিষ্ট দোষ লইয়া বৈষ্ণবকে নিন্দা করিবেন না।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা', সঃ তোঃ ৫।৩

প্রঃ—সদুদ্দেশ্য ব্যতীত বৈষ্ণবের পূর্ব্বতন, কাদাচিৎক ও নষ্টপ্রায়-দোষ আলোচ্য কি ?

উঃ—"নিসর্গপ্রায় যে-সকল সুদুরাচার ভক্তি জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে আসিতেছে, তাহা দিন-দিন ভক্তিবলে খর্ব্ব হইয়া স্বল্পকালের মধ্যেই নষ্ট হইয়া পড়ে। তাহা লইয়া সদুদ্দেশ্য ব্যতীত আলোচনা করিলে বৈষ্ণবনিন্দার অপরাধ হয়। দৈবাৎ আপতিত যে দোষ, তাহা দেখিয়াও বৈষ্ণবকে নিন্দা করিবে না।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা', সঃ তোঃ ৫।৫

প্রঃ—বৈষ্ণবের কোন্ কোন্ দোষ সমালোচনা করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হইয়া থাকে ?

উঃ—"দৈবোৎপন্ন দোষের সদুদ্দেশ্য ব্যতীত আলোচনা করিলে বৈষ্ণব-নিন্দার অপরাধ হয়। মূল-কথা এই যে, বৈষ্ণবের মিথ্যাপবাদ ও পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার (প্রাগুৎপন্ন, ক্ষয়াবশিষ্ট ও দৈবোৎপন্ন) দোষ লইয়া আলোচনা করিলে নামাপরাধ হয়, তাহাতে নাম-স্ফূর্ত্তি হয় না। নাম-স্ফূর্ত্তি না হইলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা', সঃ তোঃ ৫।৫

প্রঃ—সদুদ্দেশ্য ব্যতীত পরচর্চ্চা কি বাঞ্ছনীয়া ?

উঃ—"সদুদ্দেশ্যের সহিত যে পরদোষের আলোচনা, তাহা শাস্ত্রে নিন্দিত হয় নাই। সদুদ্দেশ্য—তিন প্রকার ; যে-ব্যক্তির পাপ লইয়া আলোচনা করা যায়, তাহাতে যদি তাহার কল্যাণ উদ্দিষ্ট হয়, তবে সেই আলোচনা শুভ। জগতের মঙ্গল-সাধনের জন্য যদি পাপীর পাপ আলোচনা করা যায়, তবে তাহা শুভকার্য্যের মধ্যে গণিত"। —'বৈষ্ণবনিন্দা', সঃ তোঃ ৫।৫

প্রঃ—সাধু-মহিমা-জ্ঞাপনার্থ অসাধুর চরিত্র আলোচনা করিলে কি বৈষ্ণবনিন্দা হয় ?

উঃ—"শিষ্য গুরুদেবকে বৈষ্ণব নির্দ্দেশ করিতে প্রার্থনা করিলে গুরুদেব শিষ্যের ও জগতের মঙ্গলকামনায় অসদাচারীদিগকে অবৈষ্ণব বলিয়া সাধু-বৈষ্ণবের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সাধু-বৈষ্ণবের পদ আশ্রয় করিবার অভিপ্রায়ে অসৎ ধর্ম্মধ্বজী লোককে পরিত্যাগ করাতে সাধুনিন্দা বা বৈষ্ণবাপরাধ হয় না।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা', সঃ তোঃ ৫।৫
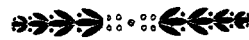
বঙ্গীয় নববর্ষের শুভাভিনন্দন

বঙ্গীয় কালগণনায় ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ সমাপ্ত হইয়া ১৩৮৫ বঙ্গাব্দের শুভারম্ভ সূচিত হইল। ৪৯২ গৌরাব্দের ২২ বিষ্ণু এবং ইংরাজী ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল শনিবার শ্রীবাসন্তী অষ্টমী—শ্রীঅন্নপূর্ণা পুজাবাসরে ১৩৮৫ সালের বৈশাখ মাসের শুভারম্ভ (১লা বৈশাখ) ঘোষিত হইয়াছে। আমরা আমাদের শ্রীচৈতন্যবাণী-পত্রিকার গ্রাহক গ্রাহিকা পাঠক পাঠিকাগণকে এবং আমাদের যাবতীয় শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবান্ধবগণকে অদ্যকার শুভদিনে বঙ্গীয় নববর্ষের শুভাভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। 'সর্ব্বে সুখিনো ভবন্তু'। অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদের শান্তিপাঠাবৃত্তিমুখেও আমরা সমগ্র বিশ্বের শান্তি প্রার্থনা করিতেছি :—

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ। স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি ন স্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

[অর্থাৎ হে ভগবচ্ছক্ত্যাহিত শক্তিশালিন্ দেবতাগণ, কর্ণসমূহের দ্বারা আমরা (গুরু-শিষ্য-সম্প্রদায়) যেন ভগবদ্‌ভজনানুকূল বাক্য শ্রবণ করিতে পারি; হে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা যজমানপালক দেবগণ, চক্ষুর দ্বারা আমরা যেন ভগবদ্‌ভজনানুকূল মঙ্গলময় শ্রুতিপ্রতিপাদ্য বিষয়—ভগবদুপাসনার অনুকূল বিষয় দর্শন করি, দৃঢ় ও অবিকল অঙ্গ অর্থাৎ হস্তপদাদি অবয়ব এবং শরীরের সহিত যুক্ত হইয়া অর্থাৎ দৃঢ় অঙ্গ ও শরীর লইয়া শ্রীভগবানের স্তবে নিরত থাকিয়া আমরা যেন ভগবদুপাসনাযোগ্য পরমায়ু প্রাপ্ত হই।

বৃদ্ধশ্রবাঃ ইন্দ্র অর্থাৎ মহৎকীর্ত্তি যাঁহার, সেই অসমোর্দ্ধ-ঐশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বর আমাদিগের (গুরু ও শিষ্য) কল্যাণবিধান করুন। বিশ্ববেদাঃ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, পূষা অর্থাৎ পোষক, সূর্য্য অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞানপ্রকাশক শ্রীহরি আমাদিগের কল্যাণ বিধান করুন অর্থাৎ নির্ব্বিঘ্নে শ্রুতিজ্ঞান সম্পাদন করুন। অরিষ্ট নেমিঃ অর্থাৎ অকুণ্ঠিত চক্রধার—যাঁহার চক্রধার কুত্রাপি কুণ্ঠিত হয় নাই, সেই বিষ্ণুরথ অথবা বিষ্ণুবাহন শ্রীগরুড়দেব আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন—শ্রীবিষ্ণুর যজনকারী আমাদিগকে কল্যাণময় গন্তব্যস্থলে লইয়া চলুন। বৃহস্পতিঃ—বাক্‌পতি বা বুদ্ধির অধিপতি দেবগুরু আমাদিগকে শ্রুতির পঠনপাঠনে ও বোধে শক্তি প্রদান করিয়া আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন। ভগবদ্‌বিভূতি-স্বরূপ সকল-দেবতাই আমাদের শ্রুতিপাঠে কল্যাণ দান করুন। ওঁ অর্থাৎ হে ভগবন্ পরমাত্মন্! আমাদের ত্রিবিধ তাপ ও যাবতীয় ভজনবিঘ্নের উপশান্তি হউক।]

ঋগ্বেদে কৃষ্ণোপনিষদেও শান্তিপাঠ এইরূপঃ—

"ওঁ স্বস্তি নো গোবিন্দঃ স্বস্তি নোঽচ্যুতানন্তৌ স্বস্তি নো বাসুদেবো বিষ্ণুর্দধাতু। স্বস্তি নো নারায়ণো নরো বৈ, স্বস্তি নঃ পদ্মনাভঃ পুরুষোত্তমো দধাতু॥ স্বস্তি নো বিশ্বক্‌সেনো বিশ্বেশ্বরঃ, স্বস্তি নো হৃষীকেশো হরির্দধাতু। স্বস্তি নো বৈনতেয়ো হরিঃ, স্বস্তি নোঽঞ্জনাসুতো হনূর্ভাগবতো দধাতু॥ স্বস্তি স্বস্তি সুমঙ্গলৈকেশো মহান্ শ্রীকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দঘনঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরো দধাতু॥"

[অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ অচ্যুত অনন্ত বাসুদেব বিষ্ণু নর নারায়ণ পদ্মনাভ পুরুষোত্তম বিশ্বেশ্বর বিশ্বক্‌-সেন, হৃষীকেশ হরি, বিনতানন্দন গরুড়, শ্রীহরি, অঞ্জনানন্দন পরমভক্ত হনূমান্ আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন। সর্ব্বসুমঙ্গলের একমাত্র ঈশ্বর, সচ্চিদানন্দঘন, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর মহান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন।]

বৃহদ্‌বিষ্ণুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, বিষ্ণুযামল, রুদ্রযামল, গোপালতাপনী, সম্মোহনতন্ত্র, বিষ্ণুরহস্য, নারদীয়পুরাণ, নারসিংহপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র সর্ব্বত্রই মঙ্গলাচরণে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মকেই সকলমঙ্গলনিলয় বলিয়া জানাইয়াছেন—

মঙ্গলায়তনং কৃষ্ণং গোবিন্দং গরুড়ধ্বজম্।
মাধবং পুণ্ডরীকাক্ষং বিষ্ণুং নারায়ণং হরিম্॥
বাসুদেবং জগন্নাথমচ্যুতং মধুসূদনম্।
তথা মুকুন্দানন্তাদীন্ যঃ স্মরেৎ প্রথমং সুধীঃ।
কর্ত্তা সর্ব্বত্র সুতরাং মঙ্গলস্যানন্ত কর্ম্মণঃ॥

অনন্তকল্যাণগুণবারিধি—সকল মঙ্গলনিলয় ভগবৎ-পাদপদ্মে আমাদের রতিমতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই নিখিলবিশ্বব্রহ্মাণ্ড তথা অনন্তকোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল আত্মাই সেই এক অদ্বিতীয় পরাৎপর পর-মাত্মার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বন্ধযুক্ত জানিয়া সকলের প্রতিই আমাদের যথাযোগ্য প্রীতি সম্বর্দ্ধিত হউক, হিংসা-দ্বেষমাৎসর্য্যাদি যাবতীয় অভদ্র—কলুষরাশি আমাদের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হউক, আমরা যেন সর্ব্বক্ষণ পরস্পরের হিতচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া সর্ব্বকারণ-কারণ সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্নেহভাজন হইতে পারি, ইহাই আমাদের অদ্যকার শুভদিনে সর্ব্বহৃদয়ের সুদৃঢ় শুভসংকল্প হউক। স্বপরভেদবুদ্ধিজনিত স্বার্থান্ধতা মানুষকে মনুষ্যত্বহীন করিয়া ফেলে। স্ব+অর্থ অর্থাৎ আত্মার প্রয়োজন—পরমাত্মা শ্রীভগবানে প্রগাঢ় প্রীতি ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। যেখানে প্রীতি সেখানেই সেবা অর্থাৎ প্রিয়বস্তুর সুখসাধনচেষ্টা আপনা

হইতেই আসিয়া পড়ে, ইহারই নাম ভক্তি—ভজ্+ক্তি—প্রীতি মূলা বা প্রীতিগর্ভা সেবাচেষ্টা। "হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ" অর্থাৎ যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা কখনও পরপীড়ক হইতে পারেন না। শ্রীহরি সর্ব্বব্যাপক, তাঁহাতে প্রীতিরও সুতরাং সর্ব্বব্যাপকতা স্বতঃসিদ্ধ। হরিকে ভালবাসিব, কিন্তু হরির জীবগুলিকে ভালবাসিব না বা আপন পর ভেদবুদ্ধিরত হইয়া কতক শত্রু কতক মিত্র জানিব, ইহা কখনও হরিকে ভালবাসিবার নিদর্শন নহে। তবে হরিবহির্ম্মুখ বা হরির প্রতি উদাসীন জীবগণের প্রতি অন্তরে হরির জন-জ্ঞানে আত্মীয়তা বোধ থাকিলেও তাহাদের শোচনীয় ব্যবহারের জন্য মর্ম্মাহত হইয়া তাহাদিগকে হরিসেবোন্মুখ করাইবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ অদ্যাবধি শ্রীহরিবর্ষে অবস্থানপূর্ব্বক তদারাধ্য শ্রীনৃসিংহদেবের মন্ত্র জপ করিয়া তচ্চরণে এইপ্রকার প্রার্থনা জানাইতেছেন—

"স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাং
ধ্যায়ন্তু ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া।
মনশ্চ ভদ্রং ভজতাদধোক্ষজে
আবেশ্যতাং নো মতিরপ্যহৈতুকী॥"

—ভাঃ ৫।১৮।৯

[অর্থাৎ সর্ব্বজগতের মঙ্গল হউক। দুর্ম্মতি খলপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ জগতের অমঙ্গলের হেতুভূত খলস্বভাব ক্রোধাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুমতি লাভ করুক। প্রাণিসকল বুদ্ধিযোগে পরস্পরের মঙ্গল চিন্তা করুক। তাহাদিগের মন ভদ্র অর্থাৎ জড়বিষয়াসক্তির উপশমাদি বিষয়ক মঙ্গল ভজনা করুক অর্থাৎ চিন্তা করুক এবং আমাদিগের বুদ্ধি নিষ্কামা হইয়া অধোক্ষজ শ্রীহরিতে প্রবিষ্ট হউক।]

কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত কখনও জীবের বুদ্ধি শুদ্ধ হয় না। চিত্তের মালিন্য—স্ব-পর-ভেদবুদ্ধিজনিতসঙ্কীর্ণতা—লঘুতা দূরীভূত হইয়া 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' রূপ উদারবুদ্ধি জাগে না। কলিযুগপাবনাবতারী মহাবদান্য গৌরহরির অনর্পিতচর পরমদুর্ল্লভ ব্রজপ্রেমবিতরনরূপ মহৌদার্য্যলীলা-প্রকটাবতারে Party-politics (দলগত রাজনীতি) বা party-spirit (দলগত মনোভাব) প্রভৃতি সঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিয়া পরমপ্রেম সম্পদে বঞ্চিত হইবার চিত্তবৃত্তি পোষণ মনুষ্যসমাজের অতীব অমঙ্গলসূচক। রাজকুমার প্রহ্লাদ অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য-পুত্র ষণ্ডামর্কের স্ব-পর-ভেদবুদ্ধিমূলা রাজনীতিশিক্ষাকে কখনই বহুমানন করিতে পারেন নাই—

"ন সাধু মনসা মেনে স্বপরাসদ্গ্রহাশ্রয়ম্"।

—ভাঃ ৭।৫।৩

অধুনা দলগত সঙ্কীর্ণমনোবৃত্তি অত্যন্ত প্রবলা হইয়া মনুষ্যসমাজকে খুবই বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। পরস্পরের সুখদুঃখে সহানুভূতি আজ এক ভয়াবহ বিপরীত আকার ধারণ করিয়া পরের সুখে দুঃখ ও দুঃখে সুখ অনুভব করাইতেছে! এক একটি ব্যক্তিগত জীবনের দৈনন্দিন জীবিকা-সংস্থানোপযোগী অবশ্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য ক্রমেই অসম্ভব পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতেছে! তাহার উপর রাষ্ট্রের প্রশাসন বিভাগ, রেলষ্টীমার প্রভৃতি যানারোহন বিভাগ, ডাকবিভাগ, শিক্ষাবিভাগ, মুদ্রণবিভাগ, পূর্ত্তবিভাগ, চিকিৎসাবিভাগ—কৃষিশিল্প-বাণিজ্যাদি সকল বিভাগই অধুনা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহাদের চাকরী বা কোন প্রকারে কিছু অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা আছে, তাঁহারা যেমন করিয়া হউক কৃষ্ণের দয়ায় দুটি গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া লইতেছেন, কিন্তু যাঁহাদের চাকরী নাই বা কোন প্রকার নির্দ্ধারিত আয়ের ব্যবস্থা নাই, তাঁহারা ত' কাঁদিয়াও কূলকিনারা পাইতেছেন না। মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে যে কত অকালমৃত্যু ঘটিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঔষধপথ্য জুটাইতে না পারিয়া—বিনা চিকিৎসায় অর্দ্ধাশনে—অনশনে কতলোক যে প্রাণ হারাইতেছে, তাহার কোন হিসাব নিকাশ নাই। ইহার উপর ভেজালের দৌরাত্ম্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। উপযুক্ত মূল্য দিয়াও খাঁটি জিনিষ পাইবার কোন উপায় নাই। মানুষের চিত্তবৃত্তি এত নিম্নগামনী হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা আর ভাষা দ্বারা বর্ণনযোগ্য নহে। চুরি ডাকাইতি, মিথ্যাভাষণ,

জালজুয়াচুরী, নরহত্যা, লাম্পট্যাদি ত' বেপরোয়াই চলিতেছে! শতচেষ্টায়ও কাহারও শান্তিতে বাস করিবার উপায় নাই।। মহাভারত শান্তিপর্ব্বে (৭৫।৩১-৩২ শ্লোঃ) লিখিত আছে—

"নারীণাং ব্যভিচারাচ্চ অন্যায়াচ্চ মহীক্ষিতাম্।
বিপ্রাণাং কর্ম্মদোষাচ্চ প্রজানাং জায়তে ভয়ম্॥
অবৃষ্টির্মারকো দোষঃ সততং ক্ষুদ্ভয়ানি চ।
বিগ্রহশ্চ সদা তস্মিন্ দেশে ভবতি দারুণঃ॥"

অর্থাৎ নারীগণের ব্যভিচার দোষ, রাজগণের (রাজধর্ম্ম-বিগর্হিত) অন্যায় আচরণ এবং ব্রাহ্মণগণের কর্ম্মদোষ (অর্থাৎ অধ্যয়ন অধ্যাপনা দান প্রতিগ্রহ যজনযাজনাদি ক্রিয়ায় নিষ্কপট আচরণ-কার্পণ্য) প্রজাগণের ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে।

উহা হইতে রাজ্যে অনাবৃষ্টি, মহামারী, সর্ব্বদা ক্ষুধার যন্ত্রণা ও ভয়ের প্রাদুর্ভাব হয়। সেই দেশে অনবরত দারুণ যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই থাকে।

অনেকে দেশের দশের শান্তির নিমিত্ত পৌরাণিক রাজগণের ন্যায় যাগযজ্ঞাদির ব্যবস্থা দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু শাস্ত্র বলিতেছেন—বিষ্ণ্বর্পিতো নিষ্কামো ধর্ম্ম এব যজ্ঞ উচ্যতে। ধর্ম্ম বিষ্ণ্বর্পিত হইলেও কৃষ্ণেতর বিষয়কামনাকে উদ্দেশ্য করিয়া কৃত হইলে তাহা বন্ধনের কারণ হইয়া যায়, তজ্জন্য মুক্তসঙ্গঃ অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত (গীঃ ৩।৯) হইয়া যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিবার কথা শাস্ত্রে আছে। কিন্তু সেরূপ অধিকারী যাজ্ঞিক খুবই বিরল।

মুণ্ডকশ্রুতি বলিতেছেন—

"প্লবা হ্যেতে, অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥"

অর্থাৎ হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা—এই চারিজন প্রধান ঋত্বিক্, ইঁহাদের প্রত্যেকেরই তিনজন করিয়া সহায়ক—এই দ্বাদশজন ঋত্বিক্ এবং ভক্তিমান্ যজমান ও ভক্তিমতী তৎপত্নী—এই অষ্টাদশ যজ্ঞনির্ব্বাহক পুরুষকে আশ্রয় করিয়া যে যজ্ঞকর্ম্মসকল অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কেবল যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় তাদৃশ যজ্ঞরূপ প্লব অর্থাৎ তরণী ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে আদৌ দৃঢ় নহে। ঐ অষ্টাদশ পুরুষাশ্রিত কর্ম্ম ভগবদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া উহা অপকৃষ্ট। যেসকল অবিবেকিব্যক্তি উহাকেই শ্রেয়ঃ অর্থাৎ চরমকল্যাণলাভের উপায় বলিয়া সমাদর করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যু-সঙ্কুল সংসারাবর্ত্তে পতিত হয়।

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ

অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ-সাধুসঙ্গরাহিত্যহেতু তত্ত্বজ্ঞানাভাবে ইহারা অবিদ্যাস্বরূপ কামকর্ম্মাদিতে রত থাকিয়া সুষ্ঠু বুদ্ধি না থাকা সত্ত্বেও আপনাদিগকে বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করে এবং এক অন্ধ অপর এক অন্ধ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া যেমন উভয়ে কণ্টকাকীর্ণ গর্ত্তাদিতে পতিত হইয়া কষ্ট পায়, সেইরূপ ইহারাও বারম্বার জরামরণাদি অনর্থসঙ্কুল সংসারাবর্ত্তে পতিত হইয়া সংসারেই গমনাগমন করিতে থাকে। (জঙ্ঘন্যমানাঃ অর্থাৎ জরামরণাদি নানানর্থরাশি-প্রপীড়িত হইয়া, পরিযন্তি অর্থাৎ পরিভ্রমণ করে।)

এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস নামসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞরূপ সুদৃঢ় নৌকাশ্রয়েরই পরামর্শ দিয়াছেন :—

'যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।'
'সেই ত' সুমেধা আর কলিহত জন।
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন॥'
'অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥'

সংকীর্ত্তনযজ্ঞাশ্রিত ব্যক্তিই সুমেধা বা সুবুদ্ধিমান্।

'নামবিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম—এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥'
'হর্ষে প্রভু কহে—শুন স্বরূপ রাম রায়।
নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরমউপায়॥
নামসংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থনাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ, কাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥'
'প্রভু কহে, কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥'

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরহরি—এই নামভজনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন বলিয়া জানাইয়াছেন।

'ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥'

'হরের্নাম' শ্লোক ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গেও মহাপ্রভু জ্ঞান, যোগ, তপস্যাদি কর্ম্ম নিবারণ পূর্ব্বক শ্রীনামকেই একমাত্র গতি বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদগণ সকলেই নামকেই একমাত্র জীবাতু করিয়াছেন। নামসংকীর্ত্তনকেই একমাত্র সাধন এবং সাধ্য বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং অদ্যকার শুভদিনে আমাদের শ্রীনামভজনই সর্ব্বমূল শুভসঙ্কল্প হউক। শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি সকলেই একবাক্যে আমাদিগকে নামাশ্রয়েরই পরামর্শ প্রদান করিতেছেন—

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥"

"যায় সকল বিপদ্　　　　ভক্তিবিনোদ
বলেন যখন ওনাম গাই॥"

শুভ বৈশাখ মাস জীবগণের নানা মঙ্গল সাধক হইলেও সকল মঙ্গল মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল স্বরূপ জানিতে হইবে এই শ্রীনাম। শাস্ত্র তারস্বরে বলিতেছেন—

"মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥"
(হঃ ভঃ বিঃ ১১শ বিঃ ধৃত স্কন্দপুরাণবাক্য)

[অর্থাৎ এই হরিনাম সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গলস্বরূপ, মধুর হইতে সুমধুর, নিখিলশ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্যফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধায় কিম্বা হেলাসহকারেও মানব যদি একবারও কৃষ্ণনাম প্রকৃষ্ট রূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।]

অন্য শুভক্রিয়ার সহিত নামকে সমান জ্ঞান করিলে নামের চরণে মহা অপরাধ হইয়া পড়িবে। বৈশাখাদি মাসের তীর্থস্নান, দানাদি কোন শুভক্রিয়ার সহিতই নামকে তুলনা করিতে হইবে না। নামের মহিমা অসমোর্দ্ধ।

সর্ব্বসুমঙ্গলময় নামই আমাদের একমাত্র আশ্রয়-স্থানীয়া হউন।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

সম্বন্ধজ্ঞান ও গৌরকথা

শ্রীঅদ্বৈত-চরিত

[মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, বিদ্যারত্ন]

(১৩)

দুঃস্থ আত্মীয়ের ন্যায় বদ্ধজীবকুল ভগবান্ শ্রীহরির খাসমহল গোলোক-বৈকুণ্ঠের বহির্দ্বারে মায়াপ্রকটিত ব্রহ্মাণ্ড যেখানে—সেখানে কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু—বিবিধ দুঃখ কষ্টের মধ্যে অসংলগ্ন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। এমতাবস্থায় বদ্ধজীবকুলকে লক্ষ্য করিয়া পরদুঃখদুঃখী সাধুগণ ভগবৎ-সম্বন্ধজ্ঞানে তাঁহাদের দুঃখ

বিমোচনের প্রচেষ্টা করিয়া থাকেন। সেই প্রচেষ্টা কোন কৃত্রিম বা আনুমানিক অথবা তাৎকালিক উপশমপ্রদ অথবা উপসর্গীয় (Symptomatic) ব্যবস্থাপত্র নহে, পরন্তু তাহা সর্ব্বৈব মৌলিক (Fundamental) নিত্য নিরাময় প্রদ, নিত্য সুখদ ও নিদানগত (Pathological) ব্যবস্থা পত্র।

অন্যের দুঃখ বিমোচনের নাম দয়া। সেই দয়ার প্রকার-ভেদ বহু, দয়ালু ব্যক্তির সংখ্যাও বহু এবং বিবিধ পর্য্যায়ের দয়ার পাত্রও বহু। সমাজজীবনে অন্নদাতা, বস্ত্রদাতা, কন্যাদাতা, বিদ্যাদাতা ও হাসপাতালদাতা আদি ছোটবড় করিয়া বহুবিধ দাতার সমাবেশ পরিদৃষ্ট হইলেও সকলেই একে অন্যের তাৎকালিক উপশমতাই মাত্র আনয়ন করিতে পারেন, কিন্তু নিত্যকল্যাণ কেহই দান করিতে পারেন না। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়, যেমন কোন অন্নদাতা অন্নদানের দ্বারা ক্ষুধার্ত্তব্যক্তির কেবল তাৎকালিক ক্ষুধাই নিবৃত্তি করিতে পারেন, কেননা, পরমুহূর্ত্তেই ত' তাঁহার পুনরায় ক্ষুধার উদ্রেক হইবে। এইমত হাসপাতাল দানের দ্বারা ব্যাধির সাময়িক উপশম হইলেও পুনরায় ব্যাধির আক্রমণ ত' হইবেই; এক প্রকারে না হইয়া অন্যপ্রকারে হইবে, আবার ব্যাধিতে মৃত্যু না হইলেও দৈব-দুর্ঘটনায় মৃত্যু হইবেই। 'সর্ব্বতো মৃত্যুঃ' ঠেকাইবার শক্তি আছে কার? তখন অন্নদাতা অন্নের থালি হাতে লইয়া, বস্ত্রদাতা হাতে বস্ত্র লইয়া, হাসপাতালদাতা অভিজ্ঞডাক্তারগণসহ হাসপাতাল লইয়া অধোবদনে দণ্ডায়মান থাকিবেন। দাতার গরিমা তখন কোথায় থাকিবে? তখন হতাশ হইয়া 'দেহটী ভাসায়ে জলে গৃহে ফিরে যাবে—আপনার'। (ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)। কাজেই ইহা হইতে সুস্পষ্ট হয় যে, এই নশ্বর দেহটীকে কেন্দ্র করিয়াই জগতের লোকের দাতার সজ্জা, দানের অভিমান। যাহার মর্য্যাদা মৃত্যু পর্য্যন্তই চরম। আবার এই সকল অভাব-অনটন, দুঃখ-শোক, জন্ম-মৃত্যু আদি দর্শনে অন্য একপ্রকার দয়ালু লোকের উত্থান দেখা যায়। তাঁহারা বলেন, সকলই প্রকৃতির খেলা। মনই সমস্ত দুঃখের কারণ। প্রকৃতি হইতেই মনের উদ্ভব এবং মনেই যাবতীয় সঙ্কল্প বিকল্প ও তজ্জনিত সুখ-দুঃখঃ। দেহধারন ও দেহত্যাগাদি কেবল চঞ্চল মনেরই ক্রিয়ামাত্র; দেহের কোন পৃথক্ সত্তা নাই। কাজেই মনটীকে প্রকৃতিতে বিলীন করিতে পারিলেই সমূহ সমস্যার সমাধান হইবে। ইঁহাদের মতে আত্মার কোন স্বতন্ত্র স্বীকৃতি নাই, তবে যতদিন মন আছে, কামনা-বাসনা আছে, তৎসহ জন্মান্তরও আছে। তাঁহারা বলেন, বেদ বিশ্বাস বা ঈশ্বর বিশ্বাসের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। কেবল মনটীকে প্রকৃতিতে বিলীন করিবার জন্যই কতকগুলি প্রাদেশিক নীতি—যেমন, 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' ইত্যাদি পালনের প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহাতে মন প্রতিক্রিয়া-রহিতাবস্থায় নির্ব্বাণ লাভ করে অর্থাৎ প্রকৃতিতে বিলীন হয়। এই মতটীকে বৌদ্ধমত বলে। প্রতিক্রিয়াশীল মনকে প্রকৃতিতে বিলীন করা বা মনের অস্তিত্ব রহিত করাই ইঁহাদের চরম মতবাদ। এইমত কপিল, পাতঞ্জলি, গৌতম, কনাদ, জৈমিনী আদি বেদবাদী পূর্ব্বমীমাংসকগণও হস্ত সম্প্রসারিত করিয়া যেন কত দরদীবন্ধুর ন্যায় জীবকুলের দুঃখ নিবৃত্তির জন্য ধাবমান্ হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ মতে ভুক্তি-মুক্তি আদি যাজ্ঞা করিয়া দুঃস্থ জীবকুলকে তদ্‌বিষয়ে অধিকতর লোভান্বিত করতঃ নানাবিধ ফাঁদে জড়াইয়া বারংবার কষ্টই দিয়াছেন। তদনন্তর চিন্মাত্রবাদী বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী আচার্য্য শঙ্করেরও আগমন হইয়াছে। তাঁহার আগমনটী অধিকতর মারাত্মক হইয়াছে। তিনি সর্ব্বতোভাবে নিজকে বেদবাদী সন্ন্যাসীর সজ্জায় সজ্জিত করিয়া মুখে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতেই জীবের সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর হইয়াছেন। তিনি বেদের প্রকৃত মহাবাক্য 'প্রণব'কে গোপন করতঃ পাণ্ডিত্য প্রতিভায় 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি' আদি প্রাদেশিক বাক্য চতুষ্টয়কে মহাবাক্যের রূপ দিয়া চিন্মাত্রবাদে জীবকুলকে মুক্তি সুখ প্রদান করিতে গিয়া তাঁহাদিগকে চিরতরে তাঁহাদের (জীবকুলের) নিজ নিজ অস্তিত্বের উপরই সন্দিহান করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার 'জগন্মিথ্যাত্ববাদ' ও 'জীবব্রহ্মৈক্য-

বাদ' জীবকুলের অধিকতর শোচনীয় অবস্থা আনয়ন করিয়াছে। এবম্প্রকার বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবিচার বেদ অমান্যকারী বৌদ্ধের নাস্তিক্য বিচারকেও অতিক্রম করিয়াছে। ইহা অধিকতর ছলনাপূর্ণ। "বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক। বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥" (চৈঃ চঃ মধ্য, ৬।১৬৮)

এই প্রকারে দুঃখী জীবগণ একের পর এক জটিল চক্রের মধ্যে হাবুডুবু খাইতে থাকিলে দয়াময় ভগবান্ সর্ব্বপ্রকারের জটিল চক্র ভেদ করতঃ দীন আত্মীয়-গণের (মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ) (গীঃ ১৫।৭) দুঃখমোচনের জন্য চারিটী সাত্বত-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণকে পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়া এবং তাহাতেও পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া পরিশেষে কলির প্রথম সন্ধ্যায় প্রেমের পসরা লইয়া সপরিকরে নিজেই আসিলেন এবং অকাতরে সর্ব্বত্র প্রেম দান করিলেন। 'উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়'। 'শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে' ভেসে যায়'। জীবের সর্ব্ব দুঃখ দূর হইল। তাই ভক্তকবি গান ধরিয়াছেন,—

"কে যাবি কে যাবি তোরা ভবসিন্ধুপার।
ধন্য কলি যুগেরে চৈতন্য অবতার॥
আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে অদান খেয়া বয়।
কড়িপাতি নাহি লাগে অমনি পার হয়॥
হরিনামের তরীখানি শ্রীগুরু কাণ্ডারী।
সংকীর্ত্তন কেরোয়াল দু'বাহু পসারি॥
সর্ব্ব জীব উদ্ধার হল প্রেমের বাতাসে।
লোচন পড়িয়া রইল করমের দোষে॥"

"শিব বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে ধন,
জগতে ফেলিল ঢালি।
কাঙালে পাইয়া, খাইল লুটিয়া,
বাজাইয়া করতালি॥"

(প্রেমানন্দ ঠাকুর)

অর্থাৎ, এই যাত্রায় পতিত পাষণ্ডী আদি করিয়া সকলেই প্রেমের বাতাসে উদ্ধার লাভ করিলেন।

এই প্রেম প্রচার উদ্দেশ্যেই শ্রীগৌরহরি তাঁহার শুভ বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বেই নিজ প্রিয়তম জন মহাবিষ্ণুর অবতার জগৎকর্ত্তা শ্রীমৎ অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুকে প্রপঞ্চে প্রেরণ করেন। কলিতে জীবের দুর্গতি দেখিয়া শ্রীমৎ অদ্বৈত বহু ক্রন্দন করিলেন। তিনি গঙ্গাজল তুলসীদলে অর্চ্চনমুখে হুঙ্কার ক্রন্দন করিতে করিতে পরম আর্ত্তিসহকারে প্রভুকে জগদ্বাসীর সকল দুঃখ নিবেদন করিলে কলির প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ধামসহ প্রপঞ্চে আগমন করিলেন।

'অবতীর্ণৌ স-কারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১।৩)

[করুণাময় (ঔদার্য্যবিগ্রহ), (অচিন্ত্যশক্তিবলে) মধ্যমাকার, নিত্যস্বরূপ, সর্ব্বনিয়ন্তা, প্রপঞ্চে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ-নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে আমি ভজনা করি।]

কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽহসৌ মহীতলে।
ভাগীরথীতটে পুণ্যে ভবিষ্যতি শচীসুতঃ॥

(ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ড)

[এই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর কলির প্রথম সন্ধ্যায় ধরণীতলে পরম পবিত্র ভাগীরথীতটে শ্রীশচীনন্দনরূপে আবির্ভূত হইবেন।]

"অদ্বৈতের লাগি মোর এই অবতার।
মোর কর্ণে বাজে আসি' নাড়ার হুঙ্কার॥"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।২৯৭)

শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্বের বিচার কিছু জটিল হইলেও প্রণি-ধানযোগ্য। এখানে 'নাড়া' শব্দে মহাপ্রভু শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়াছেন। 'নাড়া' শব্দের কোন আভিধানিক অর্থ পাওয়া না গেলেও 'নার' শব্দে জীবসমষ্টিকে বুঝায়, ইহা সুস্পষ্ট। "নার-শব্দে কহে সর্ব্বজীবের নিচয়। অয়ন-শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয়॥" (চৈঃ চঃ আঃ ২।৩৮)। অতএব এস্থলে, শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্যের প্রতি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রিয় সম্ভাষ হইতেই মাত্র 'নারায়ণ' শব্দের অর্দ্ধ উচ্চারণে 'নারা' হইয়াছে জানিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য 'নারায়ণ' ব্যতীরিক্ত অন্য কিছুই নহে। অতএব উচ্চারণভেদেই মাত্র 'নারা' শব্দ 'নাড়া' হইয়াছে। ইহা জীবসমূহের

আশ্রয়রূপে অবস্থিত প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুকেই লক্ষ্য করে। অথবা 'নরভূজলায়নাৎ' শব্দের অর্থে 'নরাৎ পরমাত্মনঃ উদ্ভূতাঃ যে অর্থাঃ চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বানি তথা নরাৎ জাতং যৎ জলং তদয়নাৎ যঃ প্রসিদ্ধঃ আদি পুরুষাবতারঃ কারণোদকস্থঃ নারায়ণঃ ……॥' (চৈঃ চঃ আঃ ২।৩০ অনুভাষ্য) এই বিচারে প্রভুর উক্তি মতেও শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য মহাবিষ্ণুর অবতার-রূপেই প্রতীত হইতেছেন। এতদ্ব্যতীত পুনশ্চঃ অপর এক সময়ে মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীবাস পণ্ডিত অদ্বৈত প্রভুকে শুক-প্রহ্লাদসম বলিয়া প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু ক্রোধে শ্রীবাসকে এক চড় মারিয়া তাঁহাকে অদ্বৈত-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন।

"প্রভু বলে,—'শ্রীবাস, কহ ত' আমারে।
কিরূপ বৈষ্ণব তুমি বাস' অদ্বৈতেরে॥'
মনে ভাবি' বলিলা শ্রীবাস মহাশয়।
'শুক বা প্রহ্লাদ যেন মোর মনে লয়॥'
অদ্বৈতের উপমা প্রহ্লাদ-শুক যেন।
শুনি' প্রভু ক্রোধে শ্রীবাসেরে মারিলেন॥
পিতা যেন পুত্রে শিখাইতে স্নেহে মারে।
এইমত এক চড় হৈল শ্রীবাসেরে॥
'কি বলিলি, কি বলিলি পণ্ডিত-শ্রীবাস!
মোহার নাড়ারে কহ শুক বা প্রহ্লাদ!!
যে শুকেরে 'মুক্ত' তুমি বল সর্ব্বমতে।
কালিকার বালক শুক নাড়ার আগেতে॥
এত বড় বাক্য মোর নাড়ারে বলিলি।
আজি বড় শ্রীবাসিয়া মোরে দুঃখ দিলি॥
এত বলি' ক্রোধে হাতে ছিপযষ্ঠি লৈয়া।
শ্রীবাসেরে মারিবারে যান খেদাড়িয়া॥'
* * * *
প্রভু বলে,—"অহে শ্রীনিবাস মহাশয়।
মোহার নাড়ারে এই তোমার বিনয়॥
শুক আদি করি' সব বালক উহার।
নাড়ার পাছে সে জন্ম জানিহ সবার॥'
অদ্বৈতের লাগি' মোর এই অবতার।
মোর কর্ণে বাজে আসি' নাড়ার হুঙ্কার॥"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।২৮২-২৯৭)

এখানেও শ্রীগৌরহরির উপদেশের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যকে কোন অবস্থাতেই ভক্ত-কোটীর অন্তর্গত বলিতে হইবে না, পরন্তু তিনি বিষ্ণু-কোটীর অন্তর্গত ইহাই স্মরণ রাখিতে হইবে। মায়ার দুইটী রূপ একটী নিমিত্ত, অপরটী উপাদান। মায়া নিমিত্ত হেতু, উপাদান—প্রধান। মহাবিষ্ণুও দুইটী রূপ প্রকাশ করতঃ একটীর দ্বারা মায়াতে ঈক্ষণ করেন, যাহাতে প্রকৃতি ক্ষুভিতা হন এবং অপরটীর দ্বারা তিনি প্রকৃতিতে উপাদান সংযোগ করেন, যাহাতে ব্রহ্মাণ্ডগণ প্রকাশিত হন। মহাবিষ্ণুর এই দ্বিতীয় স্বরূপটীই অদ্বৈত-তত্ত্ব। অতএব পুরুষ হইতে কিছু মাত্র ভেদ নাই, কেবল দেহমাত্রই ভেদ। এইজন্যই অদ্বৈত নাম। এই উপাদান অংশে প্রতিফলিত রূপটীকে শিবতত্ত্ব বলা হইয়াছে। কিন্তু এই শিবতত্ত্ব নীললোহিত আদি করিয়া একাদশ রুদ্রতত্ত্ব নহেন, পরন্তু ইহা পরিষ্কার সদাশিব তত্ত্ব যাঁহার ছায়া-রূপে একাদশ রুদ্র মায়িক সৃষ্টিতে অবস্থান করিতেছেন। পুনশ্চঃ শিব অর্থে মঙ্গল হয়। শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্যের অপর নাম 'মঙ্গল' বলিয়াও উক্ত হইয়াছে।

"জগৎ-মঙ্গল অদ্বৈত, মঙ্গল-গুণধাম।
মঙ্গল চরিত্র সদা, 'মঙ্গল' যাঁর নাম॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৬।১২)

আবার এই অদ্বৈতাচার্য্য ভক্তির শিক্ষক বলিয়া আচার্য্য নামেও অভিহিত এবং তাঁহাকে ভক্তাবতারও বলা হয়। এই ভক্তির অসমোর্দ্ধত্ব শিক্ষা দিতে গিয়া তিনি যবনকুলোৎপন্ন নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর মহাশয়কে অসমোর্দ্ধ মর্য্যাদা প্রদান করতঃ সাত্বত-শাস্ত্র-সম্মত ভক্তির মহিমা জগতে খ্যাপন করিয়া পরম নিরপেক্ষতাই প্রদর্শন করিয়াছেন। এক শ্রাদ্ধ দিবসে অদ্বৈত ভবনে বহু ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিলেও আচার্য্য গোসাঞি শ্রাদ্ধপাত্রটী নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর মহাশয়কে অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণ-গুরুজ্ঞানে ভক্ষণের জন্য অর্পণ করিলে ঠাকুর হরিদাস কিছুটা ভয় ও সঙ্কোচ পাইয়া বলিয়াছিলেন, (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অন্ত্য ৩।২১৭, ২১৮)—

"মহা-মহা-বিপ্র এথা কুলীন-সমাজ !
আমারে আদর কর, না বাসহ লাজ !
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে পাই ভয়।
সেই কৃপা করিবা—যাতে তোমার রক্ষা হয়॥"

অর্থাৎ শ্রীহরিদাসের এবম্প্রকার উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, এখানে কুলীনবিপ্রের সমাজ এবং বিশেষ বিশেষ ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধদিবসে নিমন্ত্রিত হইয়া তোমার গৃহে ভোজনের জন্য আগমন করিয়াছেন। এই অবস্থায় মাদৃশ যবনকে স্নেহ করিয়া এতটা মর্য্যাদা দিলে আগত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ যদি না খাইয়াই প্রস্থান করেন, তবে তোমার মর্য্যাদা লাঘব হইবে। কাজেই এমন কিছু কার্য্য কর, যাহাতে সকল দিকই রক্ষা হয়। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের এই প্রকার উক্তি শ্রবণে লোকশিক্ষক শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য শাস্ত্র-সম্মত নিরপেক্ষ বিচার প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন,—

আচার্য্য কহেন,—"তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব, যেই শাস্ত্রমত হয়॥
তুমি খাইলে হয় কোটি-ব্রাহ্মণ ভোজন।
এতবলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইলা ভোজন॥"
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।২১৯-২২০)

এখানেও শ্রীঅদ্বৈতবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, বিষ্ণু-সেবায় প্রীতিযুক্ত ব্যক্তি যেকোন বংশে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাহাতে বিষ্ণুভক্তির ত্রুটি হয় না। সকল শাস্ত্রই বৈষ্ণবকে জাতি-কুল-ক্রিয়া-ধনমদে মত্ত ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানেন। জীবের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু 'কৃষ্ণপ্রেমা'। সেই প্রেমে অধিকার হইলে জাগতিক বিচারের নীচতা, স্বল্পতা ও বিপর্য্যয় অন্তরায় হয় না। "অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥" (ভাঃ ৩।৩৩।৭)। "ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥" (হঃ ভঃ বিঃ ১০ম ৯১)

ইত্যাদি বহু প্রমাণ-বাক্য এতৎপ্রসঙ্গে স্মরণীয় ও চিন্তনীয়। এইরূপে অপর একটি ক্ষেত্রেও শ্রীঅদ্বৈত-চরিত্রে পরম নিরপেক্ষতাই পরিলক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার ছয়টি পুত্র—(১) অচ্যুত, (২) কৃষ্ণ, (৩) গোপাল, (৪) বলরাম, (৫) স্বরূপ, (৬) জগদীশ। তন্মধ্যে প্রথম তিনজন শ্রীঅদ্বৈতানুগত্যে শ্রীগৌরানুগ্রহ লাভ করতঃ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব সমাজের পরম আশ্রয়-স্বরূপ হইয়াছেন। এই তিনজনের মধ্যে শ্রীঅচ্যুতানন্দের শাখাই প্রধান। কিন্তু পরবর্ত্তী তিনজন দৈব পরতন্ত্র হইয়া আচার্য্য-উপদিষ্ট মত হইতে স্বতন্ত্র মত কল্পনা করতঃ অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বিচার করিয়া শ্রীগৌর-বিমুখ মায়াবাদী হইয়া পরিশেষে আচার্য্য কর্ত্তৃকই পরিত্যক্ত হইয়াছেন। ইঁহারা অদ্বৈতসন্তান হইলেও অবৈষ্ণব এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ বহির্ভূত। এইরূপ বিবিধ ক্ষেত্রে পরম নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের পবিত্রতা সংরক্ষণ করিয়াছেন। আচার্য্য চরিত্র পরম গম্ভীর, পরম উদার ও পরম স্নেহময়রূপেই পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মে দুঃস্থ জীবকুল ভীমভবার্ণবে পতিত অবস্থায়ও পরম-আশ্রয় লাভ করিয়াছেন এবং নিত্যজীবন লাভ করতঃ শ্রীহরির অন্তরঙ্গ-জনরূপে পরিগণিত হইয়াছেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকৃত শ্লোকদ্বয়ে আমরা শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্যকে প্রণাম করতঃ তাঁহার কৃপা-ভিক্ষা করিতেছি :—

"মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ১।১২)

"অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ১।১৩

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে পরিচালিত শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহ পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয়পার্ষদবর শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সেবানিয়ামকত্বে এবৎসর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মুল শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ হইতে পরিচালিত শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম মহামহোৎসব নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরই তদ্ভক্তিবিঘ্নবিনাশন পরমকরুণাময় ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীনৃসিংহপাদপদ্মরূপে সকল বিঘ্ন বিপত্তি অপসারিত করিয়াছেন।

গত ২৩ গোবিন্দ (৪৯১ গৌরাব্দ), ৩ চৈত্র (১৩৮৪), ১৭ মার্চ্চ (১৯৭৮) শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধামদনমোহন জিউর সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীমন্দিরপরিক্রমা কীর্ত্তনমুখে সমাপ্ত হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ সুললিতকণ্ঠে শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ বিশাল নাট্যমণ্ডপে বহুক্ষণ যাবৎ উদ্দণ্ডনর্ত্তনকীর্ত্তনমুখে অধিবাস কীর্ত্তনোৎসব সম্পাদন করেন। শ্রীশ্রীগুরু-পরম্পরা-পঞ্চতত্ত্ব-শ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীধাম-শ্রীনাম ও ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের শতসহস্র সমবেত কণ্ঠে উচ্চস্বরে জয়গানে শ্রীমঠের গগন পবন মুখরিত হইতেছিল। ভক্তহৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস ভাষাদ্বারা অবর্ণনীয়। জয়গান সমাপ্ত হইলে শ্রীভগবান্ ও শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে দণ্ডবৎপ্রণতিবিধানান্তর নাট্যমন্দিরে সভার শুভাধিবেশন হয়। প্রথমে শ্রীল আচার্যদেব ভক্তিগদগদকণ্ঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীশ্রীবিগ্রহ, শ্রীনাম, শ্রীধাম ও ধামপরিক্রমণেচ্ছু ভক্তবৃন্দকে বন্দনা করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবান্ ও ভগবন্নামধামমহিমা বর্ণনমুখে পরিক্রমার উদ্দেশ্য ও অবশ্যপালনীয় নিয়মাবলী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ হিন্দী ভাষায় এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ বঙ্গ ভাষায় ভাষণ দান করেন। তৎপর শ্রীল আচার্যাদেবের শুভেচ্ছায় শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ প্রত্যহ পরিক্রমাকালে নিত্যপাঠ্য পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্যগ্রন্থের ১ম হইতে ৩য় অধ্যায় পর্য্যন্ত পাঠ করেন। সভার উদ্বোধন ও উপসংহার-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন—শ্রীমদ গিরি মহারাজ। প্রথম অধিবাসের দিনেই সংখ্যাধিক যাত্রিসমাগম হয়। বৈদ্যুতিক আলোক-সরবরাহের অব্যবস্থায় যাত্রিগণের আহার-বাসস্থানাদির ব্যবস্থা সম্পর্কে মঠকর্ত্তৃপক্ষগণকে ও তৎসহ যাত্রিগণকেও খুবই অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে।

১৮ই মার্চ্চ, ৪ঠা চৈত্র শনিবার হইতে পরিক্রমার শুভারম্ভ সূচিত হয়। প্রথম দিবস—আত্মনিবেদনাখ্য-ভক্ত্যঙ্গযজনস্থল অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব আমাদিগকে লইয়া বারচতুষ্টয় শ্রীমন্দির পরিক্রমা করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাল্কী স্বয়ং স্কন্ধে ধারণপূর্ব্বক যাত্রা করাইয়া দেন। অনন্তর বলিষ্ঠ ভক্তগণ পাল্কী স্কন্ধে বহন করিতে করিতে বিরাট্ সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রাসহ প্রথমে শ্রীনন্দনাচার্য্যভবনে গমন করেন। তত্রত্য ভক্তবৃন্দ পরমাদরে মহাপ্রভুর ভোগরাগ ও আরাত্রিক বিধান করেন। অতঃপর তথা হইতে মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দসহ ইস্কন্ শ্রীমায়াপুরচন্দ্রোদয়-মন্দির হইয়া শ্রীযোগপীঠস্থ শ্রীমন্দিরে শুভবিজয় করেন। তথায় তাঁহার

ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদিত হয়। পরিক্রমা-কারী ভক্তবৃন্দ শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে কীর্ত্তন-মুখে মূলমন্দির বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নিম্ববৃক্ষ, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, শ্রীশচীমাতা ও শ্রীশিশু নিমাইমন্দির, শ্রীতুলসীকুঞ্জ তথা শ্রীক্ষেত্রপাল শিবমন্দিরে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া শ্রীনৃসিংমন্দির বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ করেন এবং স্তব-স্তুতিপাঠমুখে ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেব ও শ্রীগৌর গদাধরপাদপদ্মে প্রণতিজ্ঞাপনপূর্ব্বক তথা হইতে শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীমন্দিরে আসিয়া শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ ও প্রণতি বিধান করতঃ মূলমন্দির প্রাঙ্গণে উপবেশন করেন। প্রথমে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব আবেগভরে শ্রীমায়াপুর মহিমা কীর্ত্তন করিলে তাঁহার শুভেচ্ছানুসারে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীধাম-মাহাত্ম্য পাঠ করেন। শ্রীমদ্ গিরি মহারাজের কীর্ত্তন খুবই হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। শ্রীমদ্ হৃষীকেশ মহারাজও মধুর স্বরে ধামমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমরা তথা হইতে শ্রীশ্রীবাসঅঙ্গনে যাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাল্কী শ্রীমন্দিরালিন্দে বিরাজ করেন। শ্রীমন্দিরের পূজারী মহাপ্রভুর পূজা ও আরতি বিধান করেন। শ্রীমন্দির বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ করা হইলে নাটমন্দিরে উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন হয়। এখানেও গিরি মহারাজ আত্মহারা হইয়া কীর্ত্তন করেন, শ্রীল আচার্য্যদেবের ইঙ্গিতানুসারে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীধাম-মাহাত্ম্য পাঠ করেন। শ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত ভবন ও শ্রীগদাধর অঙ্গন-মাহাত্ম্য এস্থান হইতেই বলিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর আমরা শ্রীঅদ্বৈতমন্দির ও শ্রীগদাধর মন্দিরে প্রণতিজ্ঞাপনপূর্ব্বক শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পদাঙ্কানুসরণে সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রাসহ শ্রীচৈতন্য মঠে যাই। তথায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভজনস্থলী ভক্তিবিজয় ভবনে প্রণতিজ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহার সমাধিমন্দিরে উপ-নীত হই। পূজারী পরমাদরে পাল্কীস্থিত শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের যথাবিধি পূজা ও আরাত্রিক বিধান করেন। আমরা কীর্ত্তনমুখে চারিবার সমাধিমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রীমন্দিরালিন্দে উপবেশন করি। শ্রীল আচার্য্য-দেবের ইচ্ছানুসারে শ্রীগুরুমহিমাসূচক স্তবস্তুতি ও পদা-বলী পাঠকীর্ত্তন করা হয়। আমরা এস্থান হইতে ক্রমশঃ পরমারাধ্য পরমগুরুদেবের সমাধিমন্দির প্রদক্ষিণ ও তথায় প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যমঠের মূলমন্দির বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ করতঃ আচার্য্যচতুষ্টয়সহ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী জিউকে প্রণতি জ্ঞাপন করি। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাল্কী মূলমন্দিরালিন্দে বিরাজ করেন। পূজারীজী যথাবিধানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পূজা ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করেন। অবিদ্যাহরণনাট্য-মন্দিরে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের ইচ্ছায় অনেকক্ষণ-যাবৎ নৃত্য-কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর আমরা এখান হইতে মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীমুরারি গুপ্তভবনে যাই, তথায় শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ ও প্রণতিজ্ঞাপনপূর্ব্বক শ্রীহনুমদবতার শ্রীমুরারিগুপ্ত ঠাকুরের মহিমা কীর্ত্তন করা হয়। আমরা এস্থান হইতে বরাবর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করি। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীমন্দি-রাভ্যন্তরে নিজ নিজ সিংহাসনে আরোহণ করিলে মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি বিহিত হয়। ভক্তবৃন্দও মহাপ্রসাদ সম্মানান্তে বিশ্রাম করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর সভার অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব প্রথমে ভাষণ প্রদান করেন। অদ্য আত্মনিবেদনাখ্য মুখ্য ভক্ত্যঙ্গের কথা আলোচিত হয়। শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ হিন্দীভাষায় উহা হিন্দীভাষাভাষী শ্রোতৃবৃন্দকে বুঝাইয়া দেন, শ্রীল হৃষীকেশ মহারাজও ভাষণ দেন। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীধাম মাহাত্ম্য হইতে অন্তর্দ্বীপমাহাত্ম্য পাঠ করেন। শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ ও শ্রীউপানন্দ দাসাধিকারী পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

১৯শে মার্চ্চ পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস—শ্রবণাখ্য ভক্ত্যঙ্গ যজন-স্থল শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা। পরিক্রমণার্থী সহস্রাধিক ভক্ত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ পূর্ব্বদিবসের ন্যায় প্রাতঃ ৬॥ ঘটিকায় পরিক্রমায় বাহির হন। প্রথমে শিবের ডোবা হইয়া মহাপ্রভুর ঘাটে যাওয়া হয়। তথায় শ্রীপুরী মহারাজ ধাম-মাহাত্ম্য পাঠ করেন। মাইক্রোফোনের (Microphone) ব্যবস্থা থাকায় সক-লেই তাহা শ্রবণ করিতে পারিয়াছিলেন। এস্থান

হইতেই মাধাইএর ঘাট (অর্থাৎ জগাই-মাধাই উদ্ধার-স্থান), বারকোণাঘাট ও নগরিয়া ঘাটের কথা পাঠ করা হয়। অতঃপর আমরা ভক্তকবি শ্রীজয়দেবের ভিটায় প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক কিছুদুর অগ্রসর হইয়া একস্থানে থামি এবং গঙ্গানগর উদ্দেশে প্রণাম করি। পুরী মহারাজ ধাম-মাহাত্ম্য হইতে গঙ্গানগর, বল্লাল-দীঘিকা ও বল্লালঢিপি প্রভৃতির কথা শুনান, তথা হইতে আমরা আরও কিছুদুর অগ্রসর হইয়া একস্থানে শ্রীসীমন্তিনীদেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জ্ঞাপন করি। পুরী মহারাজ ধাম-মাহাত্ম্য হইতে শ্রীসীমন্তদ্বীপ-কথাপ্রসঙ্গে শ্রীসীমন্তিনীদেবীর কথা পাঠ করিয়া শুনান। পার্ব্বতী দেবী এস্থানে শ্রীগৌরপদধূলি সীমন্তে ধারণ করিয়া 'সীমন্তিনী' নামে খ্যাতা হইয়াছিলেন। এস্থান হইতে আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতুলালয় বিল্বপুষ্করিণী বা বেল-পুকুরে যাই। তথায় শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সেবিত বলিয়া কথিত শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহকে প্রণাম করিয়া আমরা বৃক্ষতলে উপবেশন করি। উক্ত শ্রীবিগ্রহের সেবাইতগণের পক্ষ হইতে স্থানীয়সজ্জন শ্রীযুক্ত শান্তি বাবু নুতন শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ ও সেবৌজ্জ্বল্য সম্পাদনার্থ যাত্রিসাধারণের নিকট সেবানুকূল্য প্রার্থনা করেন। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ধাম-মাহাত্ম্য পাঠ করিলে শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বাংলাভাষায় ও শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ হিন্দী ভাষায় ভাষণ দান করেন। এস্থানে আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য চতুঃ-সনের নিকট যুগলমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ ও শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ কীর্ত্তন করেন। পরিক্রমার যাত্রিগণ এস্থানে অনেক ডাব বেল কমলা কদলী প্রভৃতি ফল বৈষ্ণবসেবার্থ দান করেন। এস্থান হইতে আমরা শোনডাঙ্গা যাই, তথায় একস্থানে প্রত্যব্দ যাত্রিগণের জন্য কিছু জল-যোগের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। তাহা গ্রহণানন্তর আমরা শরডাঙ্গা শ্রীজগন্নাথ মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হই। পথিমধ্যে একটি বৃহৎ আমবাগানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা হয়, তথায় পুরী মহারাজ মেঘার চরা ও শর-ডাঙ্গা বা শবরপল্লীস্থ শ্রীজগন্নাথ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। শরডাঙ্গা জগন্নাথমন্দিরে শ্রীবলরাম শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগ-ন্নাথদেবের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। আমরা শ্রীমন্দির বারচতুষ্টয় পরিক্রমা করি। সেবাইত শ্রীযুত ফটিক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিছুক্ষণ শরডাঙ্গায় শ্রীজগন্নাথ-দেবের আবির্ভাব সম্বন্ধীয় কথা কীর্ত্তন করেন। মন্দির সম্মুখে একটি ছোট নাট্যমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার প্লাষ্টার চূণকাম প্রভৃতি কার্য্য এখনও বাকী আছে। আমরা এখান হইতে শ্রীধর অঙ্গনে যাই, তথাকার মন্দিরের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। সেখানে চোর ডাকাতের উপদ্রবে কোন সেবক থাকিতে পারে না। পরিক্রমায় কএকদিনের জন্য দিবাভাগে ভগ্নমন্দিরে ভক্তরাজ শ্রীধরের মূর্ত্তি আনিয়া রাখা হয় মাত্র। পুরী মহারাজ ধাম-মাহাত্ম্য পাঠ করেন। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ হিন্দীভাষায় স্থান-মাহাত্ম্য সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন। শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ একটি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অতঃপর এস্থান হইতে আমরা ভক্ত চাঁদকাজীর সমাধি-প্রাঙ্গণে গমন পূর্ব্বক তথায় প্রায় ৫০০ পাঁচ শত বৎসরের সুপ্রাচীন গোলোক চাঁপা বৃক্ষ দর্শন, প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করি। পুরী মহারাজ ভক্ত কাজী সাহেবের মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্তির কথা ধাম-মাহাত্ম্য হইতে পাঠ করেন। অতঃপর এস্থান হইতে আমরা শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক প্রসাদ সেবনান্তে বিশ্রাম করি। সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর নাটমন্দিরে সভার অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব অদ্য শ্রবণাখ্য ভক্ত্যঙ্গ সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ও শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজেরও ভাষণ হইয়াছিল। শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ ও উপানন্দ দাসাধিকারী কীর্ত্তন করেন।

২০শে মার্চ্চ পরিক্রমার তৃতীয় দিবস একাদশী— কীর্ত্তনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ-যজন-স্থল গোদ্রুম দ্বীপ ও স্মরণাখ্য ভক্ত্যঙ্গ-যজন-স্থল মধ্যদ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীগোদ্রুম-দ্বীপের দ্রষ্টব্য স্থান—সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দসুখদকুঞ্জ, আম্রঘট্ট বা আমঘাটা, সুবর্ণবিহার, হরিহরক্ষেত্র, মহাবারাণসী, দেবপল্লী প্রভৃতি ; মধ্যদ্বীপ বা মাজিদার দ্রষ্টব্যস্থল— সপ্তর্ষিভজনস্থলী, নৈমিষারণ্য, ব্রাহ্মণ-পুষ্কর, উচ্চহট্ট বা

হাটডাঙ্গা প্রভৃতি। আমরা পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় প্রাতে শ্রীমঠের মূল মন্দির পরিক্রমণান্তে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তি-বিচার যাযাবর মহারাজ ও পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজের মঠ-মন্দিরে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া শ্রীক্ষেত্রপাল শিবমন্দিরে আসি। তথায় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক আমরা শ্রীসরস্বতী তটে খেয়াঘাট উপনীত হই। প্রায় দুইসহস্র যাত্রীর পার হইতে অনেক সময় লাগিয়া যায়। সকল যাত্রীকে পার করাইয়া পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব পার হন। আমরা সুরভিকুঞ্জে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে উপস্থিত হই। তথায় শ্রীল আচার্য্য দেবের আনুগত্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সমাধি মন্দির বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ করি এবং প্রদক্ষিণ-কালে শ্রীমন্দির মধ্যস্থ এক সিংহাসনে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি এবং অপর সিংহাসনে তদারাধ্য শ্রীগৌরগদাধর শ্রীমূর্ত্তি, ঐ সমাধি মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য পূজ্যপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দির এবং উত্তর পার্শ্ববর্ত্তী শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের ভজন কুটীতে প্রণতি জ্ঞাপন করি। সমাধি মন্দিরের পূর্ব্বদিকে দ্বিতল গৃহটি শ্রীশ্রীল ঠাকুরের ভজনকুটী, পরমারাধ্য প্রভুপাদও এস্থানে থাকিয়া ভজন করিয়াছেন। আমরা সেই ভজনকুটীকেও পরমাদরে বন্দনা করি। নাটমন্দিরে বসিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তিরসপ্লুত চিত্তে শ্রীকুঞ্জ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন এবং তদিচ্ছানুসারে পুরী মহারাজ ধামমাহাত্ম্য পাঠ এবং শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ ও শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ কীর্ত্তন করেন। এস্থান হইতে বরাবর সুবর্ণবিহার গৌড়ীয় মঠে যাওয়া হয়। পথিমধ্যে আম্রঘট্ট বা আমঘাটার মাহাত্ম্য স্মরণ করা হয়। এস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু বারমাস প্রত্যহ তাঁহার কীর্ত্তনসঙ্গী ভক্তবৃন্দকে সদ্যোজাত সুমিষ্ট পক্কাম্র ভোজন করাইয়া-ছিলেন। এইঘটনা চৈঃ চঃ আদি ১৭শ পঃ ৭৯-৮৮ পয়ার হইতে দ্রষ্টব্য। সুবর্ণবিহার মঠে পৌঁছিয়া সত্যযুগের ভক্ত সুবর্ণসেন রাজার মাহাত্ম্য পাঠ করা হয়। ইনিই গৌরাবতারে পরমভক্ত বুদ্ধিমন্ত খান, ইনি শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-পরিণয়োৎসবের সকল ব্যয়ভার স্বেচ্ছায় স্বানন্দে বহন করিয়া নিজেকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন। এস্থান হইতে আমরা বরাবর দেবপল্লী শ্রীনৃসিংহমন্দিরে গমন করি। তথায় শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীনৃসিংহস্তুতি কীর্ত্তনমুখে বারচতুষ্টয় শ্রীমন্দির পরিক্রমা করি। শ্রীনৃসিংহদেবের সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গণে স্বয়ং আচার্য্যদেব অনেকক্ষণ যাবৎ ভক্তবৃন্দসহ নৃত্য-কীর্ত্তন করেন। অতঃপর তিন্তিড়ীবৃক্ষতলে সভার অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তিগদ্‌গদ কণ্ঠে ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহপাদপদ্মে ভজনবাধা অপসারিত করিয়া শুদ্ধভজনে রতি প্রার্থনামূলে একটি সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীধামমাহাত্ম্য ও শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ হইতে শ্রীনৃসিংহ-কথা পাঠ করেন। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ সহজবোধ-গম্য সুস্পষ্ট হিন্দীভাষায় বক্তৃতা দেন। অতঃপর অনুকল্প করিয়া আমরা শ্রীহরিহরক্ষেত্রে গমন করি। পরিক্রমাকারি ভক্তবৃন্দের অনেকেই শ্রীনৃসিংহদেবকে শ্রীল আচার্য্যদেবের মাধ্যমে পূজা দেন। আচার্য্যদেব ফলমূলাদি ও পরমান্ন ভোগের ব্যবস্থা করেন। একাদশী থাকায় পরমান্ন প্রসাদ পরদিবসের জন্য রাখিয়া দিয়া দ্বাদশী দিবসে তাহা সকল ভক্তকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। যাহা হউক হরিহরক্ষেত্রে পৌঁছিলে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীধামমাহাত্ম্য হইতে হরিহর-মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া এস্থান হইতেই মধ্যদ্বীপ বা মাজিদার উদ্দেশ্যে প্রণতিজ্ঞাপনপূর্ব্বক তৎস্থান-মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া শুনাইয়া দেন। সময়াভাব বশতঃ সেস্থানে যাওয়া সম্ভব হয় না। এস্থান হইতে আমরা অলকানন্দার জল মস্তকে ধারণ করতঃ বরাবর শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানে যাত্রা করি। রাত্রে তথায় প্রতিদিবসের ন্যায় সভার অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব কীর্ত্তন ও স্মরণাখ্য ভক্ত্যঙ্গের কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ তাহা হিন্দী ভাষায় বুঝাইয়া দেন। পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও হায়দরাবাদাদি স্থানের ভক্তগণের জন্য হিন্দীভাষায় বলিবার প্রয়োজন হয়।

২১ শে মার্চ্চ পরিক্রমার চতুর্থদিবস—পাদসেবনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ যজনস্থল শ্রীকোলদ্বীপ পরিক্রমা। পরিক্রমার দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবস শ্রীমন্মহাপ্রভু বাহির হন নাই,

শ্রীমন্দিরেই সেবিত হইতেছিলেন। অদ্য তিনি ভক্তবৃন্দকে লইয়া কোলদ্বীপ যাত্রা করেন। পার ঘাটে খেয়া পারের দৃশ্য শ্রীচৈতন্যভাগবত বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থোল্লিখিত মহাপ্রভুর প্রকটলীলাকালের স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। বিবিধ বিচিত্র বাদ্যধ্বনিসহ শতশত সম্মিলিত কণ্ঠে জয় জয় ও হরি হরি ধ্বনি জল-স্থল-অন্তরীক্ষ মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল। বহু যাত্রী পার হইতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। আমরা পারঘাট হইতে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া একস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাল্কীসহ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করত সকলে একত্র হইয়া লই। পরে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ প্রথমে প্রৌঢ়ামায়া বা পোড়ামাতলায় উপস্থিত হই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীভবতারিণী মায়ের মন্দিরালিন্দে বিরাজ করেন। আমরা তাঁহার শ্রীচরণান্তিকে উপবেশন করি। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের ইঙ্গিতানুসারে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ কোলদ্বীপ মহিমা পাঠ করিলে আচার্য্যদেব একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর তথায় আমরা ভবতারিণীমাতা, প্রৌঢ়ামায়া মাতা ও ভবতারণ শিবস্থানে কৃষ্ণভক্তিপ্রার্থনামূলে প্রণতিজ্ঞাপনপূর্ব্বক তথা হইতে অগ্রসর হইয়া শ্রীদেবানন্দগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্দিরালিন্দে পূজিত হন। সন্ধ্যা হইয়া যাওয়ায় আমরা ক্ষিপ্রতার সহিত মূল মন্দিরের শ্রীবিগ্রহগণকে প্রণাম করিয়া নিত্যধামপ্রাপ্ত সতীর্থ শ্রীপাদ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের সমাধিমন্দিরে প্রণতি জ্ঞাপন করতঃ বিদ্যানগরাভিমুখে অগ্রসর হই। বিদ্যানগর হাই স্কুলের প্রধানশিক্ষক শ্রীযুত পরেশ চন্দ্র গোস্বামী মহাশয় ও স্থানীয় সজ্জনগণের সৌজন্যে আমরা বিদ্যামন্দিরেই স্থান পাইয়াছিলাম। বিদ্যানগরে পৌঁছিবার মুখে একটু বৃষ্টি নামে। মহাপ্রভুর পাল্কী বৃষ্টি আরম্ভের পূর্ব্বেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়াছিলেন। সামান্য বৃষ্টি বলিয়া যাত্রিগণের বিশেষ কিছু অসুবিধা হয় নাই। রাত্রি ৮।৮৷৷টার মধ্যেই আমরা পৌঁছিয়া গিয়াছিলাম। বিশাল বিদ্যামন্দির, প্রায় দুই সহস্র যাত্রীর স্থান সঙ্কুলান হইয়া গেল। পূর্ব্ব হইতেই ডাইনামোর (Dynamo) বন্দোবস্ত থাকায় যাত্রিগণকে আলোর অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। এদিকে গোশকটযোগে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে সকলের বিছানাপত্র আসিয়া পড়ে। যথাসময়ে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সন্ধ্যারাত্রিক সম্পাদিত হইলে বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে সভার অধিবেশন হয়। শ্রীমদ্ গিরি মহারাজের সুললিত কীর্ত্তন শ্রবণে যাত্রিগণের পথশ্রম প্রশমিত হইয়া যায়। অতঃপর পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব পাদসেবনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ বর্ণন-মুখে কোলদ্বীপের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। মহামন্ত্র কীর্ত্তন-মুখে সভা ভঙ্গ হয়।

২২ মার্চ্চ পরিক্রমার পঞ্চমদিবস—অর্চ্চনাখ্যভক্ত্যঙ্গযজনস্থল শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ আজ আর পরিক্রমায় বাহির হন নাই। বিদ্যামন্দির মধ্যস্থ একটি প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে তাঁহাদের সেবাপূজা যথাবিধি পরিচালিত হইতে থাকে। আমরা তাঁহাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া প্রাতঃ ৬৷৷ ঘটিকায় বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ পরিক্রমায় বাহির হই। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব একটু পরে বাহির হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-গদাধরমন্দিরে যোগদান করেন। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ অসুস্থতাবশতঃ অদ্য পরিক্রমায় বাহির হইতে পারেন নাই, বিদ্যালয়েই বিশ্রাম করেন। আমরা প্রথমে সমুদ্রগড়ে উপস্থিত হই। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ তথায় শ্রীধাম-মাহাত্ম্য হইতে সমুদ্রগড়ের মাহাত্ম্য পাঠ করেন। শ্রীমদ্ গিরি মহারাজের "জনম সফল তার কৃষ্ণ দরশন যার ভাগ্যে হইয়াছে একবার"—এই পদাবলী কীর্ত্তনে সকলেই মুগ্ধ হন। এস্থানে ধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া আমরা শ্রীগৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ ভবনে শ্রীগৌর-গদাধর মন্দিরে যাই। শ্রীমন্দির বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ করতঃ আমরা মন্দির প্রাঙ্গণে বসি। শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ 'কবে আহা গৌরাঙ্গ বলিয়া' এই পদাবলী গান করিলে পুরী মহারাজ স্থান-মাহাত্ম্য পাঠ করেন। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব বাংলা ও হিন্দীতে উহা বুঝাইয়া বলেন। আমরা সকলে শ্রীগৌরগদাধরের মিষ্টান্ন প্রসাদ পাই। অতঃপর তথা হইতে আমরা বরাবর শ্রীসার্ব্বভৌম গৌড়ীয় মঠে আসি। এই মঠটি স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমন্দির বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ করতঃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী জিউকে প্রণাম করিয়া আমরা এস্থান হইতে নিকটবর্ত্তী

শ্রীসার্ব্বভৌমভবনে গমন করি, তথায় সংস্কৃত-মন্দিরে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ দর্শন ও প্রণাম করিয়া আমরা কল্পবৃক্ষতলে আসি এবং তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণান্তে তাঁহার সুশীতলছায়ায় উপবেশন করি। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ মাহাত্ম্য পাঠ করেন। শ্রীমন্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজী উহা হিন্দীভাষায় বুঝাইয়া দেন। শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ কীর্ত্তন করেন। অতঃপর তথা হইতে আমরা বেলা প্রায় ১২॥ টায় বিদ্যানগর বিদ্যামন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করি। রাত্রিতে সভার অধিবেশন হয়। শ্রীউপানন্দ 'জয় জয় শ্রীগুরু প্রেমকল্পতরু' পদাবলী কীর্ত্তন করেন। শ্রীযজ্ঞেশ্বরদাসও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব অর্চ্চনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ প্রসঙ্গে ভজন ও অর্চ্চনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সুদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতার পর শ্রীল তীর্থ মহারাজ, শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজী ও শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ কিছু কিছু বলেন। বক্তৃতার পরেও কীর্ত্তন হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। সন্ধ্যায় একটু বৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাতে সভার কোন ক্ষতি হয় নাই।

২৩শে মার্চ্চ পরিক্রমার ষষ্ঠদিবস—বন্দনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ-যজনস্থল শ্রীজহ্নুদ্বীপ, দাস্যাখ্য ভক্ত্যঙ্গ-যজনস্থল শ্রীমোদদ্রুম দ্বীপ এবং সখ্যাখ্য ভক্ত্যঙ্গ-যজনস্থল শ্রীরুদ্রদ্বীপ-পরিক্রমা। বিদ্যানগর হইতে শ্রীধাম মায়াপুর প্রত্যাবর্ত্তন পথে একদিনেই এই দ্বীপত্রয় পরিক্রমা হইয়া যায়। আমরা প্রাতঃকৃত্য স্নান আহ্নিকাদি ক্ষিপ্রতার সহিত সমাপনান্তে সকাল ৬॥ ঘটিকার পূর্ব্বেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাল্কীর অনুগমনে বিদ্যানগর বিদ্যামন্দির হইতে যাত্রা করিয়া জহ্নুদ্বীপ বা জান্নগরে একটি বটতলায় আসিয়া বসি। পুরী মহারাজ শ্রীধাম মাহাত্ম্য হইতে জহ্নুদ্বীপ-মাহাত্ম্য পাঠ করিলে আমরা তথা হইতে উঠিয়া ক্রমশঃ মোদদ্রুম দ্বীপ বা মামগাছি গ্রামাভিমুখে অগ্রসর হই। তথায় আমরা প্রথমে শ্রীল শার্ঙ্গ মুরারি ঠাকুরের শ্রীপাটে প্রবেশ করি। তথায় সুপ্রাচীন বকুল বৃক্ষতলস্থিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌরগদাধর, শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের সেবিত শ্রীরাধামদনগোপাল, শ্রীশার্ঙ্গ মুরারি ঠাকুরের সেবিত শ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ দর্শন ও বন্দন করিয়া আমরা তথা হইতে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাটে গমন করি। তথায় সিংহাসনের এক প্রকোষ্ঠে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের সেবিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দ এবং অপর প্রকোষ্ঠে শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও বন্দন করি। মন্দিরের অলিন্দ ঘেরা থাকায় মহাপ্রভুর পাল্কী মন্দির-সমক্ষে নিম্নভূমিতে রাখা হইয়াছিল। *শ্রীশার্ঙ্গ মুরারি ঠাকুরের* শ্রীপাটে মহাপ্রভুর পাল্কী মন্দিরালিন্দেই বিরাজ করিয়াছিলেন ও পূজিত হইয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের ইঙ্গিতানুসারে পুরী মহারাজ শ্রীধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থ হইতে মোদদ্রুম দ্বীপ মাহাত্ম্য পাঠ করিলে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব হিন্দীভাষায় স্থানমাহাত্ম্য বুঝাইয়া দেন। শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ একটি কীর্ত্তন করেন। আমরা তথা হইতে যাত্রা করতঃ বৈকুণ্ঠপুর হইয়া মহৎপুর বা অপভ্রংশ ভাষায় মাতাপুর গমন করি। বৈকুণ্ঠপুর এখন গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত। মাতাপুরে যেস্থানে প্রত্যহ বসা হয়, আমরা সেই কীর্ত্তন-বিশ্রামস্থলে মহাপ্রভুর পাল্কী রাখিয়া তাঁহার পাদপ্রান্তে সকলে উপবেশন করি। পুরী মহারাজ বৈকুণ্ঠপুর ও মহৎপুর মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া শুনান। বৈকুণ্ঠপুর আচার্য্য শ্রীরামানুজের এবং মহৎপুর শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের তপস্যা স্থান। মহৎপুরে পঞ্চপাণ্ডবও আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। গৌরধামে আসিয়া সকলেই গৌরকৃপা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্থানীয় জনসাধারণ এই মাতাপুরকে বর্ত্তমানে মাধাইপুর বলিয়া পরিচয় দান করেন। বস্তুতঃ মাধাইএর ঘাট বা জগাইমাধাই উদ্ধারস্থান পরপারে—শ্রীধাম মায়াপুরের পারে অবস্থিত। অতঃপর আমরা তথা হইতে নিদয়ার ঘাটে যাই। খেয়ার নৌকার অল্পতা নিবন্ধন এবং স্রোতোবেগাধিক্যবশতঃ নৌকাকে অনেক ঘুরিয়া পাড়ি দিতে হয় বলিয়া পার হইতে ৩ ঘণ্টার অধিক সময় লাগিয়া গেল। আমরা প্রায় ৯॥ টায় ঘাটে পৌঁছিয়াছিলাম। যাহা হউক আমরা পার হইয়া পূর্ব্বপারের ঘাটে স্নানাদি করিয়া রুদ্রদ্বীপ যাত্রা করিলাম। কিন্তু আবার ইদ্রাকপুরের খাল পার হইতে হইল। ইহাতেও অনেক সময় লাগিয়া গেল। দুই স্থানে পার হইবার জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে ১০ পয়সা (৬+৪)

করিয়া দিতে হইয়াছে। রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিয়া আমরা কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির বার-চতুষ্টয় প্রদক্ষিণ করতঃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউকে প্রণাম করিয়া আম্রবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাল্কীর নিকট উপবেশন করি। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ রুদ্রদ্বীপ-মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর প্রশ্নোত্তর ও ফলশ্রুতি প্রভৃতিও পাঠ করতঃ শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যের আদ্যোপান্ত পাঠ সমাপ্ত করেন। এই রুদ্রদ্বীপে আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী রুদ্রকৃপাবলে গৌরভজন করতঃ গৌরকৃপা লাভ করিয়াছিলেন। এস্থান হইতে ভরদ্বাজমুনির আরাধনা ও গৌরকৃপাপ্রাপ্তির স্থান ভরদ্বাজটিলা বা ভারুইডাঙ্গা গ্রামের মাহাত্ম্যও পাঠ করিয়া দেওয়া হয়। শ্রীধামমাহাত্ম্য রচয়িতা শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে এবং তৎসহ তদভিন্ন বিগ্রহ পরমারাধ্য শ্রীলপ্রভুপাদ ও তন্নিজজন পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক আমরা পরমোল্লাসে ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করি। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ নিজ নিজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভক্তবৃন্দ চামরাদি ব্যজন করতঃ সুশীতল পানক নিবেদনপূর্ব্বক শীঘ্র শীঘ্র বিবিধ উপচারবৈচিত্র্য সমন্বিত উত্তমান্নভোগ নিবেদন করেন। মহোল্লাসে ভোগারতি কীর্ত্তন হইতে থাকে। আরতির পর প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। অদ্য পরম ভাগবত বদান্যবর শ্রীপরেশ চন্দ্র রায় মহাশয় এই উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রচুর কৃপাভাজন হইয়াছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, পরেশবাবু শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-পীঠেও কিছু সেবা করিবার সঙ্কল্প লইয়াছেন। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায়ই মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদিত হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবনসদন বিশাল নাটমন্দিরে মহতী সভার অধিবেশন হয়। অদ্য শ্রীগৌরাবির্ভাব-পৌর্ণমাসী তথা শ্রীরাধামদনমোহনজিউর হিন্দোল যাত্রার অধিবাস কীর্ত্তনোৎসব। দোলোৎসবের অধিবাস দিবস চাঁচর বা বহ্ন্যুৎসব হইয়া থাকে। চাঁচর চর্চ্চরী শব্দ হইতে জাত। শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধে ৩৪শ অধ্যায়ে লিখিত আছে — একসময়ে অর্থাৎ হোলিপূর্ণিমায় (ব্রজযোষিতাং মধ্যগৌ ইতি হোলিকাক্রীড়ায়াং তথৈব ব্যবহার ইতি বৈষ্ণবতোষণী—শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকা দ্রষ্টব্য।) শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রজরমণীগণের মধ্যগত হইয়া রাত্রিকালে বনবিহার করিতেছিলেন, এইসময়ে শঙ্খচূড় নামক একটি কুবেরানুচর আসিয়া গোপাঙ্গনাগণকে উত্তরদিকে পরিচালিত করায় অবলাগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকেন। রামকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অভয় দান করিতে করিতে শালবৃক্ষ হাতে লইয়া মহাবেগে সেই গুহ্যকাধমের নিকট অগ্রসর হন, তখন সে ভয়ে স্ত্রীগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ধাবমান হইলে কৃষ্ণ তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হন। বলরাম স্ত্রীগণের রক্ষক-স্বরূপে তথায় অবস্থান করিতে থাকেন। কৃষ্ণ সেই অসুরকে ধরিয়া এক মুষ্ট্যাঘাতেই তাহাকে বধ করতঃ তাহার শিরঃস্থিত দীপ্তিময় মণি গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা অগ্রজ বলদেবকে অর্পণ করেন।

কোন কোন স্থানে আবার মেঢ্রাসুর বধের কথা আছে। মেঢ্র অর্থাৎ মেড়া বা ভেড়া। মেড়ার অপভ্রংশ নেড়া, এজন্য আমাদের দেশে নেড়াপোড়ার একটি প্রথা চলিয়া আসিতেছে। আবার কেহ বলেন—হোরি বা হোলী হিরণ্যকশিপুর ভগ্নী, তাহার গাত্র কখনও অগ্নি স্পৃষ্ট হইবে না বলিয়া সে একটি বর পাইয়াছিল। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে পোড়াইয়া মারিবার জন্য তাঁহাকে কোলে করিয়া অগ্নিকুণ্ড মধ্যে বসিয়া থাকিবার যুক্তি ভগ্নীকে দিলে হোরি যেমন প্রহ্লাদকে কোলে লইয়া জতুগৃহের মত একটি তৃণাবৃত গৃহে বসিল, অমনি সেই গৃহে অগ্নিসংযোগ করা হইলে অগ্নি আজ আর হোরিকে ছাড়িলেন না। হোরি বাপরে মারে করিতে করিতে সেই জ্বলন্ত তৃণাবর্ত্ত গৃহের বাহির হইয়া পড়িল। অগ্নিদেব প্রহ্লাদের অঙ্গে কোন তাপ লাগিতে দিলেন না। প্রহ্লাদ সেই অগ্নিকুণ্ডে বসিয়াও নিশ্চিন্ত মনে পরম সুখে তাঁহার প্রভু শ্রীহরির পাদপদ্ম স্মরণ করিতে লাগিলেন। বহ্ন্যুৎসবকালে একটি তৃণের ঘর বুড়ীর ঘর বলিয়া নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেই বুড়ীর ঘরে আগুন দিবার প্রথাও চলিয়া আসিতেছে। হোলাকা—বসন্তোৎসব, হোলী সেই 'হোলাকা' শব্দজাত ইহাও অভিধানাদিতে দেখা যায়। যাহাই হউক বহ্ন্যুৎসব কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণতাৎপর্য্যপর অনুষ্ঠান জ্ঞানে ভক্তগণ তাহাতে আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। এই দিবস কৃষ্ণকে হিন্দোলারোহণ করাইয়া আবীর — ফল্গু, ফাগু বা ফাগ নিবেদন করা হইয়া থাকে। এজন্য এই দোলোৎসবকে ফল্গূৎসবও বলা হয়।

(ক্রমশঃ)

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ·৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।
স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস তালিকা-সম্বলিত এই ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী গণিত হইয়া শ্রীগৌর আবির্ভাব তিথি—১০ চৈত্র (১৩৮৪), ২৪ মার্চ্চ (১৯৭৮) তারিখে প্রকাশিত হইয়াছেন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। ভিক্ষা—·৮০ পয়সা। ডাকমাশুল অতিরিক্ত ·২৫ পয়সা।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) **প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা**—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ·৭০
(২) **শরণাগতি**—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, ·৭০
(৩) **কল্যাণকল্পতরু** ,, ,, ,, ,, ·৮০
(৪) **গীতাবলী** ,, ,, ,, ,, ·৭০
(৫) **গীতমালা** ,, ,, ,, ,, ·৮০
(৬) **জৈবধর্ম্ম** ,, ,, ,, ,, ১২·৫০
(৭) **মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)**—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ১·৫০
(৮) **মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ)** ঐ ,, ১·০০
(৯) **শ্রীশিক্ষাষ্টক**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ·৫০
(১০) **উপদেশামৃত**—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ·৬২
(১১) **শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত**—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১·২৫
(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00
(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — **শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়** — — ভিক্ষা ৭·০০
(১৪) **ভক্ত-ধ্রুব**—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — — ,, ১·৫০
(১৫) **শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার**—ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১·৫০
(১৬) **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১০·০০
(১৭) **প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর** (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, ·২৫
(১৮) **একাদশীমাহাত্ম্য** — — — ,, ২·০০
অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—
(১৯) **গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস** — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ২·৫০
(২০) **শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য** — — ,, ২·০০

দ্রষ্টব্য:— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১৮শ বর্ষ * জ্যৈষ্ঠ — ১৩৮৫ * ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোল্লি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা)

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

'চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।"

১৮শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫ | ৮ ত্রিবিক্রম, ৪৯২ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার; ৩০ মে, ১৯৭৮ | ৪র্থ সংখ্যা

সজ্জন—দক্ষ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

বিষয়বিরক্ত সজ্জন সাধারণের দৃষ্টিতে কর্ম্মারম্ভ করেন না, তথাপি হরিসেবার সকল কার্য্যেই তাঁহার সর্ব্বতোভাবে দক্ষতা আছে। সৎকর্ম্মিগণ কার্য্যক্ষেত্রে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য যে পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন, তাদৃশ নিজ ভোগপরায়ণ দক্ষতা না দেখাইয়াও সজ্জন তদপেক্ষা দক্ষ। মায়াবাদী ব্রহ্মবিচারে যে-সকল অভিজ্ঞতাপ্রসূত যুক্তি ও বিচার প্রদর্শন করেন, তাহার অকিঞ্চিৎকরতা বুঝাইতে সজ্জন দক্ষ। সজ্জন অন্যাভিলাষী নহেন, কর্ম্মী নহেন বা জ্ঞানী নহেন। তিনি অন্যাভিলাষমুক্ত হইয়া, কর্ম্ম ও জ্ঞানাবরণ দ্বারা বিমুক্ত হইয়া, সর্ব্বদা অনুকূল ভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন করেন। কুকর্ম্মবীরের ন্যায় অসৎকার্য্যের প্রশ্রয় না দেওয়ায় অথবা পুণ্যময় কর্ম্মবীরের ন্যায় অবৈষ্ণবগণের উপকারে ব্যস্ততা প্রদর্শন না করায় তাঁহাকে কখনও অকর্ম্মণ্য বলা যায় না। তিনি নিজ কর্ম্মফলভোগ-পর কার্য্যের আবাহন না করিয়া অথবা বিষয়ে একেবারে নিমগ্ন না হইয়া জ্ঞানবৈরাগ্য সহিত কেবলা ভক্তিতে অবস্থিত হন, তাঁহাকেই অবৈষ্ণবগণ নৈষ্কর্ম্ম্য-বাদ বলেন। তিনি কৃষ্ণজ্ঞানে প্রোদ্ভাসিত হইয়া সর্ব্বদা সেবনোৎসুক। কৃষ্ণভক্তিতে দক্ষতা না থাকিলে তিনি কখনই কর্ম্মাবরণ ও জ্ঞানাবরণ উন্মোচনে দক্ষ হইতেন না। নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানরূপ কেবল জ্ঞান সজ্জনকে তাঁহার দক্ষতা নিবন্ধন পরাভূত করিতে পারে না।

সজ্জন বেদজ্ঞ ও শাস্ত্রকুশল। জড়ীয় প্রতিষ্ঠা ও পাপপুণ্য তাঁহাকে বাধ্য করিতে অসমর্থ। তিনি কর্ম্ম-বীরগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীর এবং জড়ীয় কর্ম্মবীরগণের কর্ম্মনৈপুণ্যে উদাসীন। এই সকলই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষতার পরিচয়। সজ্জন তৌর্য্যা-ত্রিকের সেবা করেন না; অথচ তিনি হরিসেবা করিতে গিয়া তৌর্য্যত্রিকে পরম কুশল। তাঁহার অপ্রাকৃত কবিত্বে সাধারণ কবিগণ পরাহত। তাঁহার পাণ্ডিত্যে জড়পণ্ডিতগণ পশ্চাৎপদ। জগতের অনেক প্রতিভাসম্পন্ন বিদ্বন্মণ্ডলীর জড়বিষয়ে কার্য্যতৎপরতা প্রচুর। কিন্তু দক্ষ সজ্জন তাহা হইতে বিরত এবং তিনি সংযমিগণের মধ্যে সর্ব্বোত্তম।

সজ্জনগণ নিজ দক্ষতার কথা জগৎকে জানান না বলিয়া সাধারণ ব্যক্তি তাঁহাদের গুণসমূহ দেখিতে

পায় না। কৃষ্ণকৃপাক্রমে দ্রষ্টার ভগবদ্ভক্তি হৃদয়ে জাগরূক হইলে তিনি সজ্জনের দক্ষতার পক্ষপাতী হন। অসৎকার্য্যে সজ্জনের প্রবৃত্তি নাই, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার দক্ষতা তাঁহার আছে। তিনি ভগবদ্বিদ্বেষী অসদ্ব্যক্তিকে উপেক্ষা করেন। তাদৃশ উপেক্ষা করিয়াই স্বীয় দক্ষতা জগতের আদর্শ রূপে প্রতিপন্ন করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার দাসগণ শ্রীহরিভক্তি প্রচারকার্য্যে কিরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বিদ্বৎসমাজে জানিবার আর বাকী নাই। বিদ্বেষী মায়াবাদিগণের কুযুক্তি খণ্ডন ও সাংসারিক জীবগণের ইন্দ্রিয়তর্পণপিপাসা ধ্বংস করিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীগদাধর পণ্ডিতাদি গোস্বামিগণ অভূতপূর্ব্ব দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রচার ফলেই আজ ভারতবর্ষে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিবার ন্যূনাধিক দুই কোটী লোক দেখা যাইতেছে। এই দুই কোটী লোকই যে শুদ্ধ বৈষ্ণব ও দক্ষ তাহা নহে, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সুদক্ষ তাঁহারাই শুদ্ধভক্তি-পথের আদর করেন এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থিত জীবমাত্রকেই বৈষ্ণব জানেন। পাণ্ডিত্যের প্রতিভায় শ্রীজীবপাদের নাম, কাব্যরচনায় শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রমুখ গোস্বামিগণের কথা, অসামান্য বিনয় প্রদর্শন কার্য্যে ও ভগবদ্ভক্তের সাহায্যকল্পে শ্রীপ্রতাপরুদ্রাদির নাম, শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মপ্রচারে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের গীতিগুলি এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম সংরক্ষণকার্য্যে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমিত চেষ্টা বৈষ্ণব-দক্ষতার পরিচায়ক।
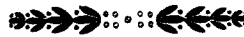
শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(মনোধর্ম্ম)

প্রঃ—বদ্ধজীবের ধ্যান মনের ধর্ম্ম কেন ?

উঃ—"ধ্যান—মনের ধর্ম্ম। মন যতক্ষণ শুদ্ধ চিন্ময় না হয়, ততক্ষণ ধ্যান কখনও চিন্ময় হইতে পারে না।"

—জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

প্রঃ—আত্মা, জগৎ ও মুক্তি-সম্বন্ধে মনোধর্ম্মীর ধারণা কিরূপ ?

উঃ—"কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আত্মা প্রথমে মনুষ্যাকারে এই স্থূল জগতে সৃষ্ট হইয়াছে ; সংসারের উন্নতিরূপ ধর্ম্ম-আচরণ করত ক্রমশঃ আত্মার উচ্চ-গতি হইবে—এই অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, এই জড়-জগৎ নরবুদ্ধি দ্বারা স্বর্গপ্রায় হইয়া পরমানন্দ-ধামস্বরূপ হইয়া উঠিবে। কেহ কেহ আত্মার দেহান্তর ঘটিয়া পরে নির্ব্বাণরূপ মোক্ষ হইবে—এরূপ স্থির করেন। এই সকল সিদ্ধান্ত অন্ধকর্তৃক হস্তীর আকার নিরূপণের ন্যায় বৃথা তর্কমাত্র। সারগ্রাহিগণ এই সকল বৃথা-তর্কে প্রবেশ করেন না ; যেহেতু নরবুদ্ধিদ্বারা এসকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয় না।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

প্রঃ—জড়-নিঃস্বার্থবাদ কি আকাশকুসুম-কল্পনা নহে ?

উঃ—"নিঃস্বার্থবাদের স্থিতি অসম্ভব। মিরাবোঁর নামে (Mirabeau) ভন্ হল্‌বাক্ (Von Holbach) 'সিষ্টেম্ অব্ নেচার্' (System of Nature) নামক যে গ্রন্থ ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে প্রচার করেন, সেই গ্রন্থে তিনি বিশেষ বিচারের সহিত লিখিয়াছেন যে, জগতে নিঃস্বার্থপরতাই নাই ; পরের সুখের দ্বারা আপনাকে সুখী করিবার কৌশলকেই আমরা ধর্ম্ম বলি। আমরাও দেখিতেছি যে, নিঃস্বার্থপরতা একটি আকাশকুসুমের

ন্যায় নিরর্থক বাক্য-বিশেষ। নিঃস্বার্থপরতার প্রয়োজন এই যে, অক্লেশে নিজ-সুখ সাধিত হয়। 'নিঃস্বার্থ' শব্দ শুনিলে অন্য স্বার্থপ্রিয় লোক তাহাতে শ্রদ্ধা করিলে আমার প্রিয় সাধন সহজে হইয়া উঠিবে। মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃভাব, বন্ধুতা ও স্ত্রী-পুরুষের প্রীতি কি নিঃস্বার্থপর? যদি ঐ সকল কার্য্যে নিজানন্দ না থাকিত, তাহা হইলে কেহই তাহা করিত না। কোন কোন ব্যক্তি আত্মানন্দ-লাভের জন্য নিজ-জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন।" —তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ৯-১২

প্রঃ—সয়তানের পৃথগ্ অস্তিত্ব স্বীকার করা উচিত কি?

উঃ—"'সয়তান' বলিয়া একটা অদ্ভুত ব্যাপার কল্পনা না করিয়া অবিদ্যা-তত্ত্বকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক।" —জৈঃ ধঃ ১১শ অঃ

সম্বন্ধজ্ঞান ও গৌরকথা

শ্রীবাস-চরিত

[মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, বিদ্যারত্ন]

(১৪)

দেহ, গৃহ, পুত্র, বিত্ত, কলত্রাদি করিয়া জীবের অনাদি সংসার। এই সংসারটী একটী তটিনীর ন্যায় এবং তন্মধ্যে পতিত জীবসমুদয় মীনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। জীবের ভোগোন্মুখ অনন্ত কামনা-বাসনাই সংসার-তটিনী-বক্ষের উপর অগণিত উর্ম্মিমালা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণও সংসার-প্রবাহকে তটিনীর সহিত এবং জীবকে মীনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তটিনী-প্রবাহের যেমন কোন শেষ নাই, তদ্রূপ সংসার-প্রবাহেরও কোন শেষ নাই এবং মীন যেমন কেবলমাত্র স্রোতঃপ্রবাহে প্রবাহিত হইবারই পাত্র নহে, পরন্তু সে ইচ্ছা করিলে স্রোতোগতির বিপরীত দিকেও অর্থাৎ উজানেও যাইতে পারে বা যায়, তদ্রূপ সদা পরিণামশীল, অসৎ, অচিৎ ও নিরানন্দময় দেহাদি সংসার-প্রবাহের মধ্যে জীব হাবুডুবু খাইলেও তাহার চিৎসত্তাগত অণুস্বাধীনতা বা অণুস্বতন্ত্রতা-বলে সে পরিণামশীল সংসার-স্রোতোগতির বিপরীতদিকে অর্থাৎ পূর্ণ সচ্চিদানন্দময়তার দিকেও অগ্রসর হইতে পারে। চঞ্চল, অনিত্য ও পরিণামশীল জড়বস্তুতে অভিনিবেশ ও একাত্মতাবোধই তাহার সমুদয় দুঃখের মূলীভূত কারণ এবং তাহা হইতেই সে উক্ত জড়-জাড্য সমূহ লাভ করিয়া জরা, মৃত্যু আদির মধ্যে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতে হইতে সংস্কার বশতঃ সহজে জড়ভাব কাটাইয়া উঠিতে পারে না। বস্তুতঃ জীব কোন জড়াংশ নহে, পরন্তু অদ্বয়-জ্ঞানাংশ; 'মমৈবাংশঃ' (গীতা) এবং তজ্জন্যই সে অজঃ, নিত্যঃ, সর্ব্বগতঃ, স্থাণুঃ, অচলঃ এবং সনাতনঃ। দেহ-প্রবাহই তাহার সংসার। দেহ-প্রবাহের আদি, মধ্য ও অন্ত্য সর্ব্বস্তরেই অর্থাৎ কৌমার, যৌবন, জরা তথা দেহান্তরাদির শত-সহস্র আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনের মধ্যেও জীবাত্মার গতি সর্ব্বদা অচঞ্চলই থাকে। সংসার-অতিক্রান্ত কোন প্রতিষ্ঠিত ভগবৎপ্রেমিক মহতের সেবা-সান্নিধ্য হইতেই মাত্র ইহা অনুভূতির বিষয় হয় এবং এই অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে তাহার মুক্তি লাভ হয়, অন্যথায় নহে। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে—

"রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
নচ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্।।"
—ভাঃ ৫।১২।১২

[হে রহূগণ, মহাজনের পদরজে অভিষেক বিনা ভগবদ্ভক্তি

তপস্যাদ্বারা, বৈদিক অর্চ্চনাদি দ্বারা, সন্ন্যাস-পালনদ্বারা, গার্হস্থ্যধর্ম্মপালনদ্বারা, বেদপাঠদ্বারা অথবা জল, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার উপাসনা দ্বারা কখনই লব্ধ হয় না।]

ভগবানের নিত্য পার্ষদগণ কখনও ব্রহ্মচারী, কখনও গৃহস্থ, কখনও বনচারী (বানপ্রস্থী) আবার কখনও সন্ন্যাসিরূপে লীলা করিয়া বিবিধ স্তরে পতিত জগজ্জীবকে উত্তোলনের জন্য প্রযত্ন করেন। বস্তুতঃ উক্ত ভগবৎ-পার্ষদগণ বর্ণাশ্রমগত কোন অবস্থার অধীন ত' নহেনই, অধিকন্তু সকলেই মায়াধীশ শ্রীহরির লীলানুচর ও মায়াপারের বস্তু।

পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম ভক্তাখ্য শ্রীবাস শ্রীহট্ট নিবাসী ব্রাহ্মণ। পণ্ডিত ইঁহাদের কৌলিক উপাধি। ইনি সপরিবারে নবদ্বীপ গমন পূর্ব্বক শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রর বাটীর সম্মুখে বাস করিতে থাকেন। জগন্নাথ মিশ্র ইঁহার সমবয়স্ক ও বাল্য বন্ধু। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রপঞ্চাবতরণের দিন হইতেই তিনি তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন এবং প্রীতি করিতেছেন। প্রভুও শিশুকাল হইতেই নিজপ্রিয় শ্রীবাসে মমতাযুক্ত। শ্রীবাস গঙ্গাস্নানে গেলে শ্রীবাসের আর্দ্রবস্ত্র, ফুলের সাজি বহন করিয়া প্রভু শ্রীবাসের গৃহ পর্য্যন্ত আনয়ন করেন। বালকের অহৈতুকী সেবাপ্রবৃত্তি দর্শনে শ্রীবাসও বালকের প্রতি স্নেহদৃষ্টি করেন। এইমতই দিন যায়। ক্রমশঃ বাল্য, শৈশব ও কৈশোর সফল করতঃ নিমাই সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। এখনও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে কৈশোরের কিশলয় শোভা করিয়া রহিয়াছে। এই বয়সেই তিনি নবদ্বীপের অদ্বিতীয় পণ্ডিতের মর্য্যাদাও লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি মিশ্রবর স্বধামে গমন করিয়াছেন। পিণ্ডদানের নিমিত্ত নিমাই গয়া গমন করিলেন। তথায় শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের সহিত সাক্ষাৎকারে প্রভুর হৃদয়ে কৃষ্ণ-প্রেমের অভিনব রূপ সম্প্রসারিত হইল। গয়া হইতে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, কিন্তু উন্মাদ-লক্ষণ। জননী শচীদেবী করিয়া নিমাইর আপ্তবর্গ সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এদিকে পাষণ্ডিগণেরও নানাপ্রকার মাৎসর্য্যপূর্ণ মন্তব্য আরম্ভ হইয়া গেল। প্রভুর কখনও বা বাহ্যজ্ঞান হয়, প্রায় সময়েই প্রলাপ। প্রভুকে দর্শন করিতে আসিলেন, শ্রীবাস। শুদ্ধভক্ত দর্শনে প্রভু মূর্চ্ছিত হইলেন। শ্রীঅঙ্গে প্রেমের অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার পরিলক্ষিত হইল। অতঃপর প্রভু বাহ্য পাইয়া শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি বুঝ, পণ্ডিত! তুমি মোর এ-বিধানে?
কেহ বলে,—মহাবায়ু, বান্ধিবার তরে।
পণ্ডিত! তোমার চিত্তে কি লয় আমারে?"
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২।১১১-১১২)

তখন শ্রীবাস পণ্ডিত হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"হাসি' বলে শ্রীবাস পণ্ডিত,—ভাল বাই!
তোমার যেমত বাই, তাহ আমি চাই॥
মহাভক্তিযোগ দেখি' তোমার শরীরে।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে॥"
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২।১১৩-১১৪)

প্রভু, শ্রীবাস মুখে এই কথা শ্রবণান্তর তাঁহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করতঃ বলিলেন,—

"সভে বলে,—'বায়ু', সবে আশংসিলা তুমি।
আজি বড় কৃতকৃতা হইলাঙ আমি॥
যদি তুমি বায়ু-হেন বলিতা আমারে।
প্রবেশিতাম আজি মুঞি গঙ্গার ভিতরে॥"
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২।১১৬-১১৭)

শ্রীবাস তখন প্রভুকে অধিকতর আশ্বাসন সহকারে বলিতে লাগিলেন,—

"শ্রীবাস বলেন,—যে তোমার ভক্তি-যোগ।
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি বাঞ্ছয়ে এ-ভোগ॥
সবে মিলি' এক ঠাঁ'ই করিব কীর্ত্তন।
যে-তে কেনে না বলে পাষণ্ডী-পাপিগণ॥"
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২।১১৮-১১৯)

অতঃপর শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবাস ভবনই হইল মুখ্য লীলাস্থলী বা ভক্ত ও ভগবানের স্বচ্ছন্দ কীর্ত্তন বিহারস্থলী।

শ্রীবাস অত্যন্ত সরল ও অত্যন্ত উদার। শ্রীবাস-পত্নী মালিনীদেবীও পরম স্নেহময়ী। শ্রীগৌরনিত্যানন্দে উভয়েরই প্রগাঢ় অপত্যস্নেহ বর্ত্তমান। শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু একসময়ে শ্রীবাস ভবনে অবধূত বেশে অবস্থান

করিলে শ্রীমালিনীদেবী পুত্রস্নেহে তাঁহার সর্ববিধ পরিচর্য্যাই করিয়াছেন। এমনকি শ্রীমন্ নিত্যানন্দকে বৃদ্ধা মালিনীদেবী পুত্রস্নেহে নিজ স্তন পানও করাইয়াছেন। শ্রীমন্ নিত্যানন্দ বহুবিধ দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিলেও পতি-পত্নীর স্নেহপ্রবণ-চিত্ত কখনও কোন অবস্থাতেই খর্ব্ব হয় নাই। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় তাঁহার শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে শ্রীমালিনী দেবীর শ্রীনিত্যানন্দ-বাৎসল্য-সম্বন্ধে এহেন পয়ারেরও অবতারণা করিয়াছেন

"নিত্যানন্দ দেখিলে তাঁহার স্তন ঝরে।
বাল্য ভাবে নিত্যানন্দ স্তন পান করে॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১১।৫৭)

শ্রীবাসের কতিপয় রাগমার্গীয় চেষ্টায় শ্রীহরিবিমুখ দুর্নৈতিক অথবা নৈতিক জন অসন্তুষ্ট হইলেও শ্রীহরি-অনুরাগীর তাহাতে উল্লাসই বর্দ্ধিত হইয়াছে। কৃষ্ণ-সেবায় মত্ত কীর্ত্তনকারী শ্রীবাসপণ্ডিত বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোতঃ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তিনি অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কার্য্য করেন নাই। সাধারণ ব্যক্তিগণ যেরূপ নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণে ব্যাঘাত হইলে ক্রোধে কম্পিত কলেবর হন, শ্রীবাস সেরূপ অহঙ্কারে কখনও চালিত হন নাই। তিনি সংকীর্ত্তনধর্ম্মী বলিয়া সংকীর্ত্তন বর্দ্ধনে নিজ পত্নী-পুত্র-আপ্ত-বিত্তাদি সমুদয় সুখকে তুচ্ছবোধ করিয়া এবং পরিশেষে তাহাদিগকে বিসর্জ্জন দিয়াও সংকীর্ত্তন-পিতা তথা সংকীর্ত্তন-সুখদাতা শ্রীগৌরহরির স্বার্থই সংরক্ষণ করিয়াছেন। শ্রীগৌর-হরির সুখ-স্বার্থ সংরক্ষণে শ্রীবাসের লোকাপেক্ষা বলিয়া কিছুই নাই; অঙ্গনে মৃতপুত্র পড়িয়া রহিয়াছে, সংকীর্ত্তনাবেশে শ্রীবাসের তাহাতে কোন ভ্রূক্ষেপই নাই, প্রভুর কীর্ত্তন দর্শনাভিলাষিণী হইলেও সংকীর্ত্তন-স্বার্থে বিঘ্নকারিণী, প্রভুর অননুমোদিতা, সংকীর্ত্তন-কক্ষ-মধ্যে 'ডোলমুড়ি' দিয়া গুপ্তাবস্থিতা, নিজপূজ্যা শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী হইলেও সংকীর্ত্তনাবেশে শ্রীবাস তাঁহাকে অন্যের অলক্ষ্যে কেশাকর্ষণ করতঃ কক্ষ মধ্য হইতে বহিষ্কার করাইয়া দিতেও কোন ইতস্ততঃ করেন নাই। সংকীর্ত্তন-ধর্ম্মের অনুকূল হইলে একটী ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র পিতলের বাটীও তাঁহার নিকট মহামূল্যবান সামগ্রী-বিশেষ, আবার সংকীর্ত্তনের বাধক হইলে তাঁহার নিকট রাজ-ভৃত্য বা রাজা বলিয়াও কিছুই নাই। এমনই বিষয়-নিরপেক্ষতা শ্রীবাসের! শ্রীভগবৎ-পার্ষদ ব্যতীত এইমত নিষ্ঠা, এইমত বিষয়-নিরপেক্ষতা কোন সাধক জীবে সম্ভব নহে। তজ্জন্যই 'শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ'-গ্রন্থে শ্রীবাসকে শ্রীনারদের অবতার-রূপেই অভিহিত করিয়াছেন।

প্রভু সন্ন্যাস করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, সদা সংকীর্ত্তন মুখরিত শ্রীবাস-আঙ্গিনা নীরব হইয়াছে। প্রত্যহ তথায় যে চাঁদের হাট বসিত, তাহা আর বসে না। শ্রীধামমায়াপুরের পথ-ঘাট তথা নবদ্বীপের দিকেও আর দৃষ্টিপাত করা যায় না। চারিদিকেই কেবল শূন্যতাবোধ! গঙ্গাবক্ষঃস্থিতা তরঙ্গমালারও আর তাদৃশ শোভা নাই। প্রভুর সন্ন্যাসে গঙ্গারও সৌভাগ্য-গর্ব্ব চূর্ণীকৃত হইয়াছে। তাই কুলু-কুলুনাদিনী আজ মলিনা, অধোবদনা—ধীর-মন্থর গতিতে নীরবে প্রবাহ-মানা! শ্রীধামের বৃক্ষ-লতা-পশু-পক্ষী আদি করিয়া সকলেরই অবস্থা তাদৃশাকার ধারণ করিয়াছে। সকলেই সর্ব্ববিধ চাঞ্চল্য পরিহার করিয়া নীরবে যেন কাহার কথাই চিন্তা করিতেছে, কাহাকে যেন অন্বেষণ করিতেছে; বিশেষতঃ পক্ষীকুল, বৃক্ষকুলের নীরবতা মুনিজনের নীরবতাকেও হার মানাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে গবাক্ষের পথে কুলবধূগণের পরস্পরের মিলন ও তাঁহাদের ম্লানমুখের কথোপকথন উদাস পথিকগণের দৃষ্টিকেও আকর্ষণ করিতে ছাড়িতেছে না! মহাযোগপীঠ শ্রীশচীর অঙ্গনের দিকে ত' দৃষ্টিপাত করাই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। স্নেহবৎসল হৃদয় শ্রীবাস প্রভুবিরহে শ্রীমায়াপুরে আর ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারিলেন না। তাই একটী নীরব মুহূর্ত্তে সকলের অলক্ষ্যে তিনিও মায়াপুর ত্যাগ করিয়া চিরতরে চলিয়া গেলেন। পরম নির্জ্জনস্থান কুমারহট্টে গিয়া গোষ্ঠীসহ বসতি করিলেন।

এদিকে কিছুদিবস অন্তরে প্রভুও পুরী হইতে মথুরা যাইবার উদ্যম করিয়া রামকেলি, তথা হইতে

'কানাইর-নাটশালা' পর্য্যন্তই আগমন করিলেন, আর অধিক অগ্রসর হইলেন না। কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে তথা হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈতাবাসে তিনি পুনরাগমন করিলেন। তথায় কতিপয় দিবস অবস্থানে বিরহসন্তপ্ত ভক্তগণকে নিজ কৃপাবারি সিঞ্চনে সঞ্জীবিত করিয়া তিনি শ্রীবাসভবনে কুমারহট্টে প্রস্থান করিলেন। প্রভুর আকস্মিক দর্শনে শ্রীবাস আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। প্রভু তথায়ও কতিপয় দিবস অবস্থান করিলেন। শ্রীবাসভবনে ভক্ত-ভগবানের পুনর্মিলন হইল; আবার সংকীর্ত্তন ধ্বনিতে গগন-পবন মুখরিত হইল।

শ্রীবাস অনন্যচিত্ত ও বিষয়াপেক্ষারহিত শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত; শ্রীগৌরহরি ভক্তবৎসল ও করুণাময়। শ্রীবাসচরিত্র জগতে প্রকাশিত হউক, জগতের কল্যাণ হউক, শ্রীভগবন্নির্ভরতা বর্দ্ধিত হউক ইহাই প্রভুর ইচ্ছা। তাই কুমারহট্টে শ্রীবাসমন্দিরে অবস্থান কালে একদিবস ছল করিয়া শ্রীগৌরহরি শ্রীবাসকে নিভৃতে ডাকিয়া তাঁহার ভগবন্নিষ্ঠা পরীক্ষণার্থ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। যথা, শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

প্রভু বলে,—"তুমি দেখি কোথাও না যাও।
কেমতে বা কুলাইবা, কেমতে কুলাও॥"
শ্রীবাস বলেন,—"প্রভু কোথাও যাইতে।
না লয় আমার চিত্ত কহিনু তোমাতে॥"
প্রভু বলে,—"পরিবার অনেক তোমার।
নির্ব্বাহ কেমতে তবে হইবে সবার?"
শ্রীবাস বলেন,—"যা'র অদৃষ্টে যা' থাকে।
সে-ই হইবেক, মিলিবেক যে-তে পাকে॥"
প্রভু বলে,—"তবে তুমি করহ সন্ন্যাস।"
'তাহা না পারিব মুঞি'—বলেন শ্রীবাস॥
প্রভু বলে,—"সন্ন্যাস গ্রহণ না করিবা।
ভিক্ষা করিতেও কা'রো দ্বারে না যাইবা॥
কেমতে করিবা পরিবারের পোষণ।
কিছুই ত' না বুঝি মুঞি তোমার বচন॥
এ-কালেতে কোথাও না গেলে না আইলে।
বটমাত্র কাহারেও আসিয়া না মিলে॥
না মিলিল যদি আসি' তোমার দুয়ারে।
তবে তুমি কি করিবা (?) বলহ আমারে॥"
শ্রীবাস বলেন হাতে তিন তালি দিয়া।
"এক, দুই, তিন এই কহিলুঁ ভাঙ্গিয়া॥"
প্রভু বলে,—"এক, দুই, তিন যে করিলা।
কি অর্থ ইহার বল কেন তালি দিলা?"
শ্রীবাস বলেন—"এই দঢ়ান আমার।
তিন উপবাসেও যদি না মিলে আহার॥
তবে সত্য কহোঁ ঘট বান্ধিয়া গলায়।
প্রবেশ করিমু মুঞি সর্ব্বথা গঙ্গায়॥"
এইমাত্র শ্রীবাসের শুনিয়া বচন।
হুঙ্কার করিয়া উঠে শচীর নন্দন॥
প্রভু বলে,—"কি বলিলে পণ্ডিত শ্রীবাস!
তোর কি অন্নের হইবে উপাস!
যদি কদাচিৎ বা লক্ষ্মীও ভিক্ষা করে।
তথাপিহ দারিদ্র্য নহিব তোর ঘরে॥
আপনে যে গীতাশাস্ত্রে বলিয়াছোঁ মুঞি।
তাহো কি শ্রীবাস, এবে পাসরিলে তুঞি॥
"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"
(গীতা ৯।২২)

যে-যে-জন চিন্তে' মোরে অনন্য হইয়া।
তা'রে ভিক্ষা দেও মুঞি মাথায় বহিয়া॥
যেই মোরে চিন্তে', নাহি যায় কারো দ্বারে।
আপনে আসিয়া সর্ব্বসিদ্ধি মিলে তা'রে॥
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—আপনে আইসে।
তথাপিহ না চায়, না লয় মোর দাসে॥
মোর সুদর্শন-চক্রে রাখে মোর দাস।
মহাপ্রলয়েও যা'র নাহিক বিনাশ॥
যে মোহার দাসেরেও করয়ে স্মরণ।
তাহারেও করোঁ মুঞি পোষণ-পালন॥
সেবকের দাস সে মোহার প্রিয় বড়।
অনায়াসে সে-ই সে মোহারে পায় দঢ়॥
কোন্ চিন্তা মোর সেবকের ভক্ষ্য করি'।
মুঞি যা'র পোষ্টা আছোঁ সবার উপরি॥
সুখে শ্রীনিবাস, তুমি বসি' থাক ঘরে।
আপনি আসিবে সব তোমার দুয়ারে॥"
—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫।৩৯-৬৪

অনন্যচিত্ত ভগবদ্ভক্তের ভগবৎ-সুখান্বেষণ ব্যতীত অপর কোন কৃত্য নাই, অপর কোন মৃগ্যও নাই। তজ্জন্য ভক্তবৎসল ভগবানেরও স্নেহসিক্ত উক্তি,—

নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥"
—ভাঃ ৯।৪।৬৪

[শ্রীভগবানের দুর্ব্বাসার প্রতি উক্তি,—হে ব্রাহ্মণবর! যাঁহাদের আমিই একমাত্র আশ্রয়, সেই সাধুগণ ব্যতীত আমি নিজ স্বরূপগত আনন্দ ও নিত্যা ষড়ৈশ্বর্য্য-সম্পত্তিরও অভিলাষ করি না।]

"নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্ব্বৈরং সমদর্শনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ॥"
(ভাঃ ১১।১৪।১৬)

[শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিলেন,—আমি ভক্তপদধূলি-দ্বারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে পবিত্র করিব, এইরূপ মনে করিয়া সর্ব্বদা নিস্পৃহ, মননশীল, শান্ত, বৈরভাবরহিত সমদর্শী ভক্তের অনুগমন করিয়া থাকি।]

আমরা ষট্তত্ত্ববিলাসী শ্রীগৌরহরির অন্যতম প্রকাশ-বিগ্রহ ভক্তাখ্য শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুর শ্রীচরণকমলে প্রণত হইয়া তাঁহার অহৈতুকী কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

আজ আমরা যে মহাপুরুষের শ্রীচরণকমলে ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করিবার জন্য এবং যাঁহার অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত-সুধা আলোচনা করিবার জন্য সম্মিলিত হইয়াছি, তিনি হ'লেন বিশ্ববিখ্যাত গৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী **শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ।** তিনি এই কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে আজ হ'তে ১০৪ বর্ষ পূর্ব্বে এই স্থানেই জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এইটিই তাঁর জন্মভিটা। আজ হইতে ১০৪ বর্ষ পূর্ব্বে তিনি যে গৃহাভ্যন্তরে কৃপাপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, আজ সেই গৃহেই তাঁহার শ্রীব্যাসপূজা সম্পন্ন হইতেছে। এতদুপলক্ষে সুদীর্ঘ ১০৪ বৎসর পরে সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশ হইতে তাঁহার আশ্রিত, আশ্রিতাশ্রিত এবং তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলা ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের নিজ নিজ অন্তরের অন্তস্তল হইতে আর্ত্তি জানাইয়া তদীয় শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের জন্য একত্র মিলিত হইয়াছেন। সুতরাং আজ আমাদের আনন্দের সীমা নাই। আমি এই তিথিবরাকে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছি। এই স্থানের ধূলায় অভিষিক্ত হ'তে পার্‌লে আমাদের জীবন ধন্য হ'য়ে যাবে।

তাঁর জন্ম-পরিগ্রহ-ব্যাপারটি একটি অলৌকিক ব্যাপার। জন্ম-পরিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার শ্রীঅঙ্গে স্বাভাবিক যজ্ঞোপবীতের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃদেব শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তৎকালে পুরীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকা অবস্থায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের তদানীন্তন তত্ত্বাবধায়ক ও প্রধান পরিচালক ছিলেন। শিশুর আবির্ভাবের ছয়মাস পরে সেইবৎসর রথযাত্রাকালে এই স্থানেই শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গৃহদ্বারের সম্মুখেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথখানি তিন দিবস ব্যাপিয়া আটকাইয়া থাকে। বহুচেষ্টা সত্ত্বেও রথখানি আর অগ্রসর হইতে পার্‌ল না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নেতৃত্বে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে তিন দিবসকাল শ্রীহরিকীর্ত্তনোৎসব হইল।

"বিশ্বম্ভর জগন্নাথে কে চালাইতে পারে ?
আপন ইচ্ছায় চলে করিতে বিহারে॥
ক্ষণে স্থির হঞা রহে, টানিলেহ না চলে।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় চলে, না চলে কারো বলে॥"
—চৈঃ চঃ মধ্য ১৩।১৩,২৮

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তখন ছয় মাসের শিশু। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মনে করিলেন,—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ দিয়া ঐ শিশুর অন্নপ্রাশন-কার্য্য সম্পাদন করিবেন, এই স্থির করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের মাতা-ঠাকুরাণী শ্রীযুক্তা ভগবতীদেবী একদিন শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া রথাগ্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, ছয়মাসের শিশু হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণালিঙ্গন এবং তাঁহার গলদেশ হইতে প্রসাদীমালা গ্রহণ করিলেন। শিশুর মুখে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ দিয়া অন্নপ্রাশন কার্য্য শেষ হইলে রথখানি হড় হড় করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্বরূপশক্তি শ্রীশ্রীবিমলা-দেবীর নামানুসারে শিশুর নাম রাখা হইল 'বিমলাপ্রসাদ'। পরবর্ত্তিকালে ১৯১৮ সালে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণান্তর তিনি 'শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী' নামে পরিচিত হন। "হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ" এই শাস্ত্রবাণীর সত্যতা রক্ষা করিবার জন্য এবং

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে '**মোর নাম**'॥" —চৈঃ ভাঃ

—এই গৌরবাণী সাফল্য মণ্ডিত করতঃ সমগ্র বিশ্বে 'গৌর-নাম' প্রচার করিবার জন্যই প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দরের ইচ্ছায় জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং কৃষ্ণের সহিত জীবের নিত্যসম্বন্ধ র'য়েছে; কিন্তু এ সম্বন্ধটি ভুলে যাওয়ার দরুণই জীবের এত অসুবিধা এসে গিয়েছে। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং কৃষ্ণ হ'য়েও জীবকে কৃষ্ণদাস্য ও কৃষ্ণানুশীলন-লীলা শিক্ষা দিবার জন্য নিজে ভক্তভাব অঙ্গীকার ক'রে জগতে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি বল্লেন—জীবের স্বরূপে হলো কৃষ্ণদাস্য; জীব ব্রাহ্মণ নয়, চণ্ডাল নয়, মূর্খ নয়, বিদ্বান্ নয়, স্ত্রী-পুরুষ নয়, জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁর নিত্য-পার্ষদ শ্রীরূপ-সনাতনাদিতে শক্তি সঞ্চার ক'রে তাঁদের মাধ্যমে সেই বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির কথা জগতে প্রচার ক'রলেন এবং নিজেও সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার ক'রে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে জগৎকে সেই প্রেমভক্তির বন্যায় প্লাবিত ক'রলেন। কালক্রমে মহাপ্রভুর সেই সুমহান্ শিক্ষা নানারকম উপধর্ম্মের দ্বারা আবৃত হ'য়ে পড়লে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর অত্যন্ত করুণাপরবশ হ'য়ে কৃষ্ণ-ভোলা জীবকুলকে পুনঃ কৃষ্ণদাস্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদের প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে জগতে প্রেরণ ক'রলেন। তাঁর প্রণাম-মন্ত্রে আমরা পাই—

"**শ্রীগৌরকরুণাশক্তি-বিগ্রহায় নমোঽস্তু তে**"

শ্রীগৌরসুন্দরের করুণাশক্তি বিগ্রহরূপে জগতে অবতীর্ণ হ'লেন। পরমারাধ্যতম প্রভুপাদ যখন শ্রীধাম-মায়াপুরে শতকোটি মহামন্ত্র নাম-যজ্ঞে দীক্ষিত হ'য়ে-ছিলেন, স্বপ্নে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁকে আদেশ ক'রলেন—'তুমি মায়াবদ্ধ জীবকুলকে কৃষ্ণদাস্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হরিকীর্ত্তন কর, জীবকুলকে হরিকথা শোনাও', তখন হ'তে তিনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাদেশে নির্জ্জন ভজনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ ক'রে সিদ্ধমহাত্মা শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের নির্দ্দেশে ভগবৎ-পার্ষদপ্রবর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক পুনঃ প্রকাশিত ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের লুপ্ত আবির্ভাব-ভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরের মহিমা জগতে প্রচার ক'রতে আরম্ভ ক'রলেন এবং তদনুকূলে শ্রীমায়াপুর ব্রজপত্তনে তাঁর ভজনস্থলরূপে 'শ্রীচৈতন্য মঠ' স্থাপন পূর্ব্বক সমগ্র বিশ্বে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করার জন্য সুদৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ ক'রলেন। কালক্রমে শ্রীগৌর-সুন্দরের শিক্ষা তথা শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা বাস্তব ধর্ম্মের কথা যখন জগতে-প্রায় লুপ্ত হ'তে চলেছিল, জড়বিজ্ঞানের রসে জীব যখন মজ্‌গুল হ'য়ে উঠেছিল, তখন তিনি সিংহবিক্রমে প্রচার ক'রলেন—

"পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে।
ভাগবত কহে, সব পরিপূর্ণ ছলে॥"

তিনি ছিলেন গৌরবাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ, তাঁহার বন্দনাতে আমরা দেখ্‌তে পাই—

"নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।"

শ্রীগৌরসুন্দরের করুণা তাঁহাতে মূর্ত্তি ধারণ করেছিলেন। মায়াবদ্ধ জীবের, শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ জীবের দুঃখ দেখে কাতর হয়ে শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু কেঁদে কেঁদে শ্রীগৌরসুন্দরকে জগতে প্রকট করেছিলেন। আবার শ্রীগৌরসুন্দরের করুণা বিতরণার্থ প্রভুপাদ জগতে অবতীর্ণ হ'য়ে জীব সত্য সত্য কৃষ্ণের দাস, জীব মায়ার দাস নয়, দেশের দাস নয়, স্ত্রী পুত্রের দাস নয়, কৃষ্ণসেবাই তার স্বরূপের ধর্ম্ম, এই শুদ্ধ সম্বন্ধ-বিজ্ঞান জগতে প্রচার করেছিলেন। তিনি কত মঠ-মন্দির, কত পত্রিকা, কত বক্তৃতা, কত সভা-সমিতির ব্যবস্থা করেছিলেন, তার ইয়ত্তা নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় তাঁর আচরিত ও প্রচারিত বাণী আজ সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হচ্ছে। আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভবিষ্যদ্‌বাণী করে গিয়েছিলেন—"অচিরেই পঞ্চাশ সহস্র নরনারী 'ভাগবত-ধর্ম্ম' আশ্রয় ক'রবেন," আজ সমগ্র বিশ্বে কৃষ্ণভক্তির কথা প্রচারিত হয়ে মহাজনের সেই বাণীর সত্যতা রক্ষা ক'রছে।

প্রভুপাদ ছিলেন, অমন্দোদয় দয়ানিধি। তাঁর দয়াতে কোন মন্দ উদয় করায় না, তিনি কোন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের কথা জগতে বিতরণ করেন নাই। তিনি কেবল শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়ার কথা বিতরণ করার জন্যই জগতে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন।

"চৈতন্য চন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"
—চৈঃ চঃ আঃ ৮।১৫

প্রভুপাদ বল্‌তেন—এই মায়া কবলিত জগৎ হ'তে একটি জীবকেও কৃষ্ণোন্মুখ কর্‌তে পার্‌লে প্রকৃত 'জীবে দয়া'-কার্য্য করা হ'ল। শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্যচরণে উৎসর্গীকৃত নিষ্কপট সেবকবৃন্দের গ্যালন-গ্যালন রক্ত ব্যয় করিয়াও যদি ভবকূপে পতিত একটি জীবকেও বাস্তব-সত্যের প্রতি উন্মুখ করান যায়, তাহা হইলে জগতের তথা কথিত অনন্তকোটি হাসপাতাল ও কূপ-খনন কার্য্য অপেক্ষাও অধিক দয়ার কার্য্য করা হইবে। এই অভাব রাজ্যে একটি জীবকেও তাহার নিত্য স্বভাবে বা ভগবদ্দাস্যে প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে পার্‌লে তার চিরকালের অভাব দূর হইবে।

"ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্ত-সর্ব্ব-পরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা॥"
(ভাঃ ২।৮।৬)

বহুদূর প্রদেশ হইতে বহুশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলে পথিক যেমন গৃহ ছেড়ে আর কোথাও যেতে চায় না, সেইপ্রকার শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণে আকৃষ্ট হইয়া যাঁহার অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি আর কখনও কৃষ্ণপাদপদ্ম পরিত্যাগ করিতে চান না।

"Back to Home & Back to God-Head" is the message of Gaudiya Math. প্রভুপাদ বলতেন,—"আমার কাছে কেহ যেন Return Ticket করে না আসেন। আমার কাছে আস্‌লে আমি তাঁকে আর বল্‌তে পার্‌ব না, আপনি মায়ার সংসারে ফিরিয়া যান, আমি এত বড় নিষ্ঠুর নই।" ইহাই ছিল প্রভুপাদের অবদানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

শ্রীল প্রভুপাদ ব'লতেন—"আপনারা মাংসদৃক্ না হয়ে বেদদৃক্ হ'তে চেষ্টা করুন। নিজের চেষ্টায় বা শাস্ত্রাদি শ্রবণ করেও ভগবদ্-বস্তুর সম্যক্ দর্শন হয় না। শ্রৌতপন্থাতে সদ্গুরুপরম্পরায় যে প্রণালীতে তত্ত্ব-বস্তু সৎসম্প্রদায়ের হস্তগত হইয়াছে, তাহারই নাম অবরোহপন্থা। অবরোহপন্থায়ই ভগবৎ-কৃপা অবতরণ করেন, আরোহপন্থায় বহুজন্ম সাধন করেও সেই সাধ্যবস্তু লাভ করা যায় না। শরণাগত হৃদয়ে ভগবান্ নিজ অপ্রাকৃত স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন (কঠ ১।২।২৩)—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো,
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

[এই পরমাত্মবস্তু বহু তর্ক মেধা বা পাণ্ডিত্য দ্বারা জানা যায় না। যখন জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপা যাজ্ঞা করেন, তখন তাঁহারই নিকট পরমাত্মা স্বয়ংপ্রকাশ তনু প্রকটিত করেন।]

এমন কি, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও নিজের চেষ্টায় ভগবান্‌কে জানিতে যাইয়া পরাভূত হইয়া বলিয়াছিলেন—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

(ভাঃ ১০।১৪।২৯)

[হে দেব, হে ভগবন্, যিনি আপনার পাদপদ্ম-যুগলের করুণাকণা মাত্র লাভ করিয়াছেন, একমাত্র তিনিই আপনার যথার্থ মাহাত্ম্য জানেন; তদ্ব্যতীত দীর্ঘকাল অনুসন্ধান করিয়াও কেহ তাহা জানিতে সমর্থ হন না।]

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠে তাঁহার ভজনস্থলীতে অবস্থানকালে একদিবস কয়েকজন সেবকসহ শ্রীমন্দিরের নিকট যাইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতেছিলেন, এমন সময় একজন সেবক তাঁহার ভূমিকা হইতে বলিয়া উঠিলেন—শ্রীমন্দিরের দরজাটি আর একটু প্রশস্ত হইলে শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে আরও সুবিধা হইত। অমনি শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়া উঠিলেন,—"আমি শ্রীমূর্ত্তি দেখে সুখী হওয়ার চেয়ে, শ্রীমূর্ত্তি আমাকে দেখে সুখী হলেন কিনা এই বিচারটা আসলেই ত' ভাল হয়।" আমি আমার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে বস্তু দর্শন কর্‌তে যাচ্ছি, তাহা সম্যক্ দর্শন নাও হ'তে পারে, কারণ আমার ইন্দ্রিয়গুলি ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা দোষে দুষ্ট, কাজেই আমার Defective ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে বস্তুর Ontological aspect আমার গোচরীভূত হয় না, আমরা কেবল বস্তুর Morphological aspectটাই আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে দর্শন করিতে পারি। তিনি বলতেন, আপনারা কাণ দিয়ে দর্শন করিতে শিখুন, অপ্রাকৃত বস্তু বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্য লইতে হইবে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষানুসারে কেবল মাত্র অনন্য কৃষ্ণভক্তির কথাই জগদ্বাসীকে উপদেশ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন শ্রীরূপানুগবর ভক্তিবিনোদ-ধারা সংরক্ষণকারী। তিনি বল্‌তেন, সকলের মঙ্গল ক'রতে হবে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা প্রচারের দ্বারা; পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণীর পসরা নিয়ে পরিভ্রমণ করতে হবে। দরকার হলে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্‌টাও ঘুর্‌তে হবে। নির্জ্জন ভজনের নাম করে নিজের ও পরের হিংসা-কার্য্য বর্ত্তমানে স্থগিত রাখা দরকার। প্রত্যেক মানুষের দরজায় একবার করে আঘাত করা দরকার। তাঁরা যদি নিষ্কপটে জিজ্ঞাসা করেন, কি করে প্রকৃত হরিভজন হয়, তখন বলতে হবে, একমাত্র ভক্তিবিনোদ-ধারাতেই শুদ্ধ হরিভজনের কথা অবস্থিত আছে। এই ভক্তিবিনোদ-ধারাকে শ্রৌতবাণী কীর্ত্তনের মধ্যে নিত্যকাল সঞ্জীবিত রাখ্‌তে হবে। সত্যকথা কীর্ত্তন বন্ধ হ'লে আমরা ভক্তিবিনোদ-ধারা হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে যাব। ভক্তির বিনোদন কর্‌তে হলে অভক্তির কোন কথার সহিতই গোঁজামিল দেওয়া চলে না, আর অভক্তির বিনোদন করতে হলে সমস্ত কথার সহিতই সায় দেওয়া চলে এবং গিল্টিকরা মিছাভক্তি এবং অনর্থকে ভক্তি ও পরমার্থ বলিয়া চালান যায়। ভক্তিবিনোদ-ধারা কোনপ্রকার অশুদ্ধতা ও কপটতার সহিত আপোস করিতে প্রস্তুত নহেন। সমগ্র জগৎও যদি সেই কপটতাকে সমাদরে বরণ করিয়া লয়, তথাপি ভক্তিবিনোদ-ধারা তাঁহার আদর্শকে কিছুতেই কোনরূপে লঘু করিতে প্রস্তুত নহেন। এই ভক্তিবিনোদ-ধারার মধ্য দিয়াই প্রকৃত রূপ-রঘুনাথানুগত আদর্শ সংস্থাপন করিয়াছেন প্রভুপাদ।

অতএব আমরা এই ভক্তিবিনোদ-ধারাতে অবস্থিত থেকে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কথা যত আলোচনা করিব, ততই আমরা মঙ্গল লাভ করিতে পারিব। আজিকার এই শুভ তিথিতে এই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের জীবন-চরিত যতই আমরা আলোচনা করিব, ততই আমাদের

চিত্ত পরিমার্জ্জিত হবে এবং ক্রমেই আমরা ব্রজের পথে অগ্রসর হতে পারব।

জড়বিষয়াসক্ত ক্ষুদ্র জীবাধম আমি, সুতরাং শ্রীগৌর-করুণাশক্তি পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের অবদান-বৈশিষ্ট্যের কথা বলিবার শক্তি, সামর্থ্য বা ভাষা আমার নাই; তবে তাঁহার নিজজন বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহারই অনুকীর্ত্তন করতঃ আত্মশোধনের প্রয়াস করিতেছি।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে আমরা দৃক্-দৃশ্য বিচার এবং প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ, অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত দর্শনের উত্তরোত্তর বৈশিষ্ট্যের কথা শ্রবণ করিয়াছি। প্রভুপাদ নাস্তিক্য-সংশয়-অজ্ঞেয়তাবাদ ও নির্ব্বিশেষবাদের ক্রমোৎকর্ষের কথা বলিয়া তদুপরি সবিশেষবাদের ক্রমবিকাশের (একলবাসুদেব-লক্ষ্মীনারায়ণ-সীতারাম-দ্বারকা-মথুরা-গোকুলেশকৃষ্ণ-রাধাকুণ্ডতটবিহারী রাধানাথ-কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্যের) কথা ব'লেছেন। নামভজনানন্দী—নামভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা-বিচারকারী প্রভুপাদ; অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদ্যনাবৃত অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনপর প্রভুপাদ; হরি-কথামৃত বিতরণকারী ভূরিদা প্রভুপাদ—জগজ্জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারকারী প্রভুপাদ; বিশ্বসমস্যা সমাধান-কারী প্রভুপাদ; আত্মেন্দ্রিয়তর্পণধিক্কার পূর্ব্বক কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণবিধানকারী প্রভুপাদ; শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপ্রচারামোদী প্রভুপাদ; গৌড়ীয় গৌরব ও গৌড়ীয় দর্শনের পরম রসচমৎকরিতা প্রদর্শনকারী প্রভুপাদ; শ্রীগৌরকরুণা-শক্তি প্রভুপাদ; শ্রীস্বরূপরূপানুগবর আচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ; শ্রীরাধানিত্যজন প্রভুপাদ; ভোগত্যাগ ও ত্যাগ-ত্যাগ-মন্ত্রশিক্ষাদাতা প্রভুপাদ; গৌড়পুর শ্রীমায়াপুরের পূর্ব্ব-গৌরব উদ্ধারকারী প্রভুপাদ; ফল্গুবৈরাগ্য নিষেধপূর্ব্বক যুক্ত-বৈরাগ্য প্রদর্শক প্রভুপাদ; দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপ্রচারক প্রভুপাদ; শ্রীগৌর-নাম-ধাম-কাম-সেবাদর্শ সংস্থাপক প্রভুপাদ; মাধুর্য্যপ্রধান-ঔদার্য্যলীল কৃষ্ণ ও ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যলীল গৌর-লীলারসচমৎকারিতা প্রদর্শক প্রভুপাদ; শ্রীরূপ-রঘুনাথানুগত্যের আদর্শ সংস্থাপক প্রভুপাদ; অর্চ্চন-প্রধান পঞ্চরাত্র ও কীর্ত্তনপ্রধান ভাগবতের সমন্বয়সাধক প্রভুপাদ; শ্রীগৌরকিশোর-ভক্তিবিনোদ-জগন্নাথ-মনোঽভীষ্ট সংস্থাপক প্রভুপাদ; চিজ্জড়-সমন্বয়-প্রয়াসের নিরাসক প্রভুপাদ ইত্যাদি—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবদান-বৈশিষ্ট্যের কথা শত-সহস্রমুখে বলিয়াও শেষ করিতে পারা যায় না। আপনারা প্রভুপাদের অবদান-বৈশিষ্ট্যের কথা তাঁহার নিজজনের এবং শ্রেষ্ঠজনের নিকট পরিষ্কাররূপে শ্রবণ ক'রেছেন এবং আরও শ্রবণ ক'রে ধন্য হ'বেন। প্রভুপাদের এইসব বাণী বেদের বাণী।

বেদকে যিনি বিস্তার করেন—তিনি বেদব্যাস। প্রভুপাদ ছিলেন ব্যাসের অবতার। তিনি ব'লতেন,—"আমরা কিছু জগতের কাঠ পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই। আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর পিয়ন মাত্র।" এই বাণী-বিলাস বা শব্দবিজ্ঞানই সমগ্র বিশ্বকে চালিত করিতেছে। শব্দ বন্ধ হইলেই বিশ্বচক্র বন্ধ হইয়া যায়। এই শব্দ-বিজ্ঞানের মাধ্যমেই জগতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি, সভ্যতা, স্বাধীনতা প্রভৃতি প্রচারিত রহিয়াছে। শব্দই পশু জগৎ হইতে মনুষ্য জগৎকে পৃথক্ রাখিয়াছে। শব্দ বন্ধ হইলে মানুষ মৃত, শব্দ বন্ধ হইলে মানুষের সহিত পশু বা অচেতনের কোন পার্থক্য নাই। অত্যন্ত সঙ্কুচিত চেতন হইতে যতই খণ্ডবিকচিত বা পূর্ণবিকচিত চেতন-জগতের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই শব্দ বা ভাষা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতররূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। শব্দ-সাহিত্য-ভাণ্ডার যাঁহাদের যত প্রচুর, তাঁহারা জগতে তত অধিক সভ্য, শিক্ষিত ও সভ্যজাতি বলিয়া আদরণীয় হন। শব্দ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের দূরদর্শন করাইতে পারে; শব্দ চক্ষু, নাসা, জিহ্বা, ত্বগাদি ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তুর বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতে পারে। শব্দ দূরের ঘটনা চিত্রিত করিতে পারে; শব্দ দূরের দৃশ্য মূর্ত্ত করিয়া দিতে পারে। শব্দ শর অপেক্ষা তীব্রতর হইয়া মর্ম্মে বিদ্ধ হয়। শব্দ তড়িৎ অপেক্ষা দ্রুততর বেগে শক্তি সঞ্চার করে। শব্দ হিংস্র পশুকে মুগ্ধ করে, ব্যথিতকে শান্ত করে, দুর্ব্বলকে সবল করে; শব্দ বিশ্বকে বিজয় করিতে পারে। শব্দই

বল, শব্দই শক্তি, শব্দই শক্তিমান্। আচার্য্য বা ব্যাস শব্দেরই প্রচারক। মন্ত্র—শব্দময়, দীক্ষা—শব্দময়ী। শব্দই বেদ, ভাগবত, পুরাণ। শব্দ প্রমাণই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ; আরাধ্যের মধ্যে শব্দই শ্রেষ্ঠ আরাধ্য। শব্দই সাধন, শব্দই সাধ্য; শব্দ-বিজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান। শ্রীল প্রভুপাদ ছিলেন সেই শব্দব্রহ্ম শ্রীচৈতন্যবাণীরই আদর্শ প্রচারকবর বা মূর্ত্তবিগ্রহ।

হে পতিতপাবন-শিরোমণি শ্রীগুরুদেব, হে অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণকারী শ্রীল প্রভুপাদ, আজিকার এই শুভতিথিতে আপনার শ্রীপাদপদ্মে একবিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন ছাড়া এ দীনের অর্ঘ্য দিবার আর কিছুই নাই। আপনার অহৈতুকী কৃপাই এ দীনাধমের একমাত্র ভরসা। আপনি কৃপা পূর্ব্বক এ জীবাধমের প্রতি প্রসন্ন হউন।

"যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

শ্রীব্যাসপূজা-বাসর, শ্রীধাম-পুরী
১৬ই ফাল্গুন, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ
২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ

শ্রীচরণের কৃপারেণুপ্রার্থী—
অযোগ্য সেবকাধম
শ্রীশ্যামসুন্দরদাস ব্রহ্মচারী

আধুনিক বস্তুবাদের মূল্যায়ন

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৩৯ পৃষ্ঠার পর]

ধরিয়া লইলাম জীবের অবিনাশী স্বরূপ আছে, শাস্ত্রীয় পরিভাষায় যাহার সংজ্ঞা—'আত্মা'। শরীর নাশ হইলেও আত্মার নাশ হয় না। শরীর গ্রহণের পূর্ব্বেও 'আত্মা' ছিল, শরীর ত্যাগের পরেও আত্মা থাকিবে। জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করতঃ নববস্ত্র পরিধানের ন্যায় দেহী আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করতঃ নূতন দেহ ধারণ করিয়া থাকে। 'আত্মা' অতীতে ছিল, বর্ত্তমানে আছে, পরেও থাকিবে।

উপরিউক্ত বিচারানুসারে জীবের পূর্ব্বজন্ম অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু বিশ্বে চারিশত কোটী মনুষ্যের মধ্যে এমন কোনও ব্যক্তিকে প্রমাণস্বরূপ পাওয়া যায় না যাহার পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ আছে। পূর্ব্ব জন্মের কিছু কিছু কথা বর্ণন করিতেছে কদাচিৎ এরূপ কোনও ব্যক্তি প্রমাণস্বরূপ পাওয়া গেলেও, দুই-জন্ম পূর্ব্বের কথা বলিতে পারে এইরূপ কোনও দৃষ্টান্তের কথা শোনা যায় না। শাস্ত্রে অবশ্য জড়ভরত মুনির দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে, যিনি পূর্ব্ব তিন জন্মের জ্ঞাতা ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান জগতে প্রত্যক্ষরূপে ইহার কোনও দৃষ্টান্ত শ্রুত বা দৃষ্ট হয় না।

জীবের পূর্ব্ব জন্ম স্বীকৃত হইলে, উক্ত জন্মে তাহার এক জাতীয় দেহ ধারণ, পিতা-মাতা কুটুম্ব প্রভৃতির সান্নিধ্য, অবশ্যই লাভ হইয়াছিল স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান জন্মে জীবের তদ্বিষয়ে কোনও প্রকার স্মৃতি নাই। ইহা দ্বারা সিদ্ধান্তিত হয় যে, বর্ত্তমান জন্মে যাহাদিগকে পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগিনী, পতি-পত্নী, পুত্র-কন্যা বলা হইতেছে, মৃত্যুর পর অন্য পরিবেশে পৌঁছিলে বর্ত্তমান প্রিয় সম্বন্ধগুলির কোনও স্মৃতিই আর তখন থাকিবে না। জগতে যে সম্বন্ধগুলি এখন আমাদের নিকট অত্যন্ত মূল্যবান্, দিবারাত্র যে সম্বন্ধগুলির চিন্তা আমাদের হৃদয়কে দখল করিয়া রহিয়াছে, দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সে-সমস্ত সম্বন্ধই বিলীন হইয়া যাইবে। সুতরাং এই অতীব নশ্বর সম্বন্ধগুলির জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম ও চিন্তা এবং উক্ত সম্বন্ধজনিত কর্ত্তব্যই একমাত্র কর্ত্তব্য—এইরূপ মনে করার মধ্যে বিজ্ঞতার অভাবই সূচিত হয়।

পূর্ব্ব জন্মের কথা যখন কিছুই স্মরণ হইতেছে না, তখন পূর্ব্ব জন্মাদি কিছুই ছিল না—এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত হয় কি? বর্ত্তমান জন্মে অতি শৈশবের

কথা আমাদের স্মরণ নাই, মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অবস্থা স্মরণ নাই, কি ভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি স্মরণ নাই, জন্মগ্রহণের পর মাতৃক্রোড়ে কি ভাবে ছিলাম তাহাও স্মরণ নাই, বহু কথাই আমাদের স্মরণ নাই, ইহাতে কি প্রমাণ হয় যে, সে সবের কোন অস্তিত্ব ছিল না? এইরূপ সিদ্ধান্ত সত্য নহে, যুক্তিসিদ্ধও নহে। বিস্মৃতিই বস্তুর নাস্তিত্ব-জ্ঞাপক নহে। বর্ত্তমান দেহের স্থিতিতেই দরিদ্র ব্যক্তির স্বপ্নে রাজদেহ ভজনাকালে যেমন তাহার পূর্ব্বাবস্থা এবং পরাবস্থা উভয়ের স্মৃতি থাকে না, তদ্রূপ বর্ত্তমান দেহভজনাকালে পূর্ব্বদেহ এবং পর দেহের কথা মনে থাকিবে না, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

ধরিয়া লওয়া যাউক জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমি হইলাম এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া যাইব; আমি পূর্ব্বেও ছিলাম না, পরেও থাকিব না। এইরূপ সিদ্ধান্ত কেবল আমার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নহে, সর্ব্ব জীব সম্বন্ধেই ইহা প্রযোজ্য। তাহারা পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও থাকিবে না। এখন জিজ্ঞাস্য—তবে জীবের মধ্যে অসংখ্য যোনিতে পার্থক্য দৃষ্ট হয় কেন? মনুষ্যের মধ্যে শরীরগত, মনোগত, চরিত্রগত ও গুণগত এত পার্থক্য দৃষ্ট হয় কেন? সকল মানুষ ও জীবের মধ্যে স্বভাবগত, মনোগত, দেহগত সাম্য নাই কেন? মানুষের মধ্যে দেখা যায় কেহ দেবতা হইতেও শ্রেষ্ঠ, কেহ বা পশু হইতেও অধম; কেহ চরিত্রবান্, কেহ চরিত্রহীন; কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ; কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র; কেহ স্বাস্থ্যবান্ কেহ রোগগ্রস্ত; কাহারও কণ্ঠস্বর মধুর, কাহারও কর্কশ; কেহ সুগায়ক, সুবাদক, কেহ বা তদ্‌বিপরীত; কেহ জন্ম হইতেই কতকগুলি গুণ ও সুলক্ষণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, কেহ বা জন্ম হইতেই কতকগুলি দোষ ও দুর্লক্ষণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই বিষমতার কি কোনই কারণ নাই?

যদি ভগবান্‌কে নাও মানি, প্রকৃতি মানি; তবে এই সব বিষমতার জন্য প্রকৃতি পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট হয় না কি? বস্তুতঃ প্রকৃতি কাহারও পক্ষপাতী নহে, প্রকৃতি নিরপেক্ষ।

জন্ম গ্রহণের পর বয়স বৃদ্ধি হইলে মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয় তাহার কারণ বলা যাইতে পারে—বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মের পার্থক্য-হেতু, কিন্তু ভূমিষ্ঠকালেই মনুষ্যের মধ্যে যে পৃথক্ অবস্থা দৃষ্ট হয়—'সু' বা 'কু' অবস্থা—ইহার কারণ কি? উহাকে কি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলস্বরূপ বলা যাইবে না? মানুষের মধ্যে কতকগুলি সংস্কারগত প্রবৃত্তি প্রথম হইতেই দেখা যায়। কাহারও মধ্যে স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, সংযম, গাম্ভীর্য্য, অহিংসা, পরোপকার প্রবৃত্তি প্রভৃতি গুণাবলী দৃষ্ট হয়। আবার কাহারও মধ্যে তদ্‌বিপরীত অস্থৈর্য্য, অধৈর্য্য, অসংযম, হিংসা, গাম্ভীর্য্য-হীনতা, পর-অনিষ্টসাধক-প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। এই প্রকার প্রকৃতিগত পার্থক্য কি বিনা কারণে অকস্মাৎ হইল?

উপরি উক্ত পর্য্যালোচনায় ইহাই সিদ্ধান্তিত হয়—যদিও পূর্ব্ব জন্মের কথা আমাদের স্মরণ নাই, তথাপি পূর্ব্ব জন্মে যে সকল কর্ম্ম আমরা করিয়াছি, তাহার দ্বারা মনের যে প্রবৃত্তিগত ভাব সংস্কাররূপে পরিণত হইয়াছে, উক্ত সংস্কার লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করি। স্থূলদেহ নষ্ট হইলেও সূক্ষ্মদেহ নষ্ট হয় না। সূক্ষ্মদেহে বা মনে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের প্রবৃত্তিগত সংস্কার থাকিয়া যায়। উহা পরবর্ত্তী জন্মে স্বাভাবিকভাবে ক্রিয়া করিয়া জীবের মধ্যে কর্ম্মের ও চরিত্রের পার্থক্য সৃষ্টি করে। যাঁহারা পূর্ব্ব জন্মে সুকর্ম্ম ও সুচিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারা পরবর্ত্তী জন্মে পবিত্র চিত্তবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। যাহারা কুকর্ম্ম ও কুচিন্তা করিয়াছে, তাহারা অপবিত্র চিত্তবৃত্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মগুলি হয়ত আমাদের পরবর্ত্তী জন্মে স্মরণ হইবে না, কিন্তু কর্ম্মের সু-প্রবৃত্তি বা কু-প্রবৃত্তি লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করিব। এইরূপ সিদ্ধান্তে পূর্ব্ব জন্মের স্বীকৃতি স্বভাবতঃ আসিয়া যাইতেছে।

আমি পূর্ব্বেও ছিলাম না, পরেও থাকিব না, ইহা মানিয়া লইলে জিজ্ঞাস্য এই—'আমার উদ্ভব তবে কোথা হইতে হইল'?

(ক্রমশঃ)

শ্রীপুরীধামে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-পীঠে শ্রীব্যাসপূজাকালে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের শাখা-কেন্দ্র উদ্বোধন উপলক্ষে

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অভিভাষণ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ-ভজন-ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সন্নিকটে গ্রাণ্ড রোডের উপরে বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয়মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্যতম **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** পূত আবির্ভাবস্থলীতে তাঁহার ১০৪তম শুভাবির্ভাবপূর্ত্তি-তিথিতে শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা মহোৎসব উপলক্ষে তদীয় প্রিয় অধস্তন ও পার্ষদ এবং নিখিলভারত শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের** সেবোদ্যোগে বিগত ১৪ ফাল্গুন (১৩৮৪), ইং ২৬ ফেব্রুয়ারী (১৯৭৮) রবিবার হইতে ১৮ ফাল্গুন, ২ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত পঞ্চ দিবসব্যাপী যে বিরাট্ ধর্ম্মসম্মেলনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, ঐ সময়ে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উক্ত আবির্ভাব-পীঠে বিগত ১৪ ফাল্গুন, ইং ২৬ ফেব্রুয়ারী রবিবার শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের একটি নূতন শাখা-কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হইয়াছে। উক্ত উদ্বোধন দিবসীয় সভার উদ্বোধক ওড়িষ্যা হাইকোর্টের মাননীয় **বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র মহোদয়** তাঁহার হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণে বলেন,—"ইহা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিলাম। বর্ত্তমানে দেশে বহু রাস্তা-ঘাট, বিশাল বিশাল অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে ও হচ্ছে, আকাশপথে বিচরণের ব্যাপক ব্যবস্থা হ'য়েছে, বহু প্রকার বৈজ্ঞানিক উন্নতি হ'য়েছে, তৎসত্ত্বেও আমরা কেহই সুখী নহি। বাহ্যে ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ হইলেও অভ্যন্তরে আমরা সকলেই অসুখী। আমার মনে হয়, ইহার কারণ সৃষ্টিকর্ত্তা হ'তে আমরা বহু দূরে সরে প'ড়েছি। ঈশ্বর বিশ্বাস নৈতিক জীবনের ভিত্তি, ঈশ্বরের আরাধনাতেই প্রকৃত শান্তি।

পুরীতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীব্যাসপূজাকালে তাঁহার অর্চ্চনরত শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, চামর ব্যজন করিতেছেন শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ
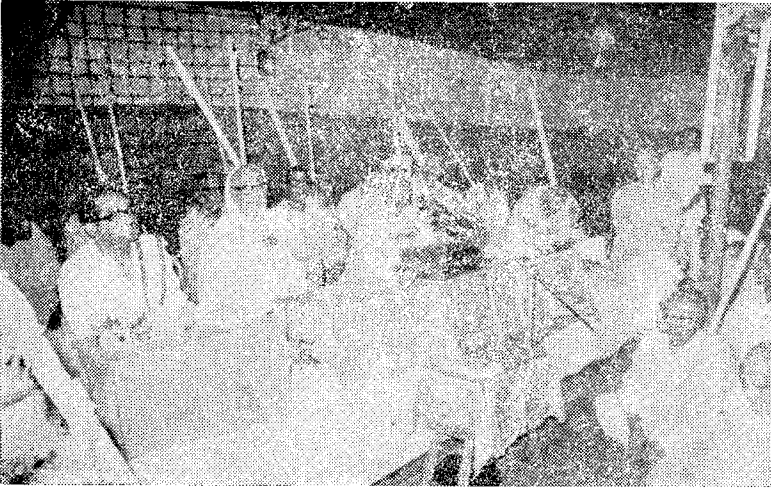
পুরীতে শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে প্রথম দিবসের ধর্ম্মসভার একটি দৃশ্য। ডানদিক হইতে সম্মুখের লাইনে—সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীবিমল চন্দ্র বসাক, শ্রীপাদ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, সভার উদ্বোধক মাননীয় বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র।

জড়বাদরূপ নাস্তিকতা, তথাকথিত **বৈজ্ঞানিক সভ্যতা** জগদ্বাসীকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত ক'রছে। আমাদের পূর্ব্ব মহাজনগণ যে রাস্তা দেখিয়ে গেছেন, সেই রাস্তা অবলম্বনেই আমাদের প্রকৃত মঙ্গল হবে। পরমপিতা পরমেশ্বরের প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য র'য়েছে, তা' বুঝাবার জন্যই এখানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের শাখাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে। আমার বিশ্বাস একদিন সমগ্র ভারতবর্ষে নহে, সমগ্র বিশ্বে এই প্রতিষ্ঠানের অসমোর্দ্ধ প্রভাব বিস্তৃত হবে; ইহা বিশ্বের সমস্ত মানুষের পবিত্র মিলনক্ষেত্ররূপে পরিণত হবে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ স্বামীজী মহারাজের প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই সফল হবে। আমাদের মৃত্যু হবে সত্য, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের মৃত্যু হবে না। উপস্থিত ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের প্রতি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আপনারা আপনাদের সামর্থ্যানুসারে এই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য ক'রবেন। আপনারা সকলে জয়যুক্ত হউন।"

কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় **বিচারপতি শ্রীবিমল চন্দ্র বসাক** সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও গৌড়ীয় মিশন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবস্থলীতে তাঁহার আবির্ভাবতিথি-পূজা উপলক্ষে ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদানের সৌভাগ্য লাভ ক'রে আমি নিজকে ধন্য মনে কর্‌ছি। তাঁহার আবির্ভাবের পর ইঁহার শৈশবকালীন অলৌকিক ঘটনাবলী হ'তেই আমরা জান্‌তে পারি যে,—ইঁনি একজন শক্তিশালী মহাপুরুষ। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষপাদ তাঁহার সুদীর্ঘ নিষ্ঠাযুক্ত প্রচেষ্টার দ্বারা তদীয় গুরুদেবের আবির্ভাবস্থানটী উদ্ধার সাধন করেছেন। ইহা খুবই গৌরবের কথা। আশা করি, এই আবির্ভাব-স্থানটীকে অবলম্বন ক'রে শ্রীল প্রভুপাদের আচরিত ও প্রচারিত প্রকৃত শিক্ষাসমূহ সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হবে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-স্থলীর স্মৃতিসংরক্ষণকল্পে বিশাল শ্রীমন্দির, সংকীর্ত্তনভবন, সাধুনিবাস, অতিথিভবন, গ্রন্থাগার ও দাতব্য চিকিৎসালয়াদি নির্ম্মাণের বিরাট্ পরিকল্পনা করেছেন।"

সভার প্রধান অতিথি **ডক্টর শ্রীবংশীধর পাণ্ডা** তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"বিজ্ঞানের একজন দীন অনুশীলনকারী ব্যক্তিরূপে আমার ধারণা বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। আমার মনে হয় না, একটী আর একটির সমুন্নতিতে বাধা সৃষ্টি ক'রছে। শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণার চরম পরিণতিতে একটী অধ্যাত্ম শক্তির (Spiritual Force) অস্তিত্ব স্বীকৃত হ'য়েছে। সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর হ'তেই

বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি উদ্ভূত। বৈজ্ঞানিক আবিস্কারসমূহ মনুষ্য সমাজের বহুমুখী সমুন্নতির বিধান ক'রেছে। কেবলমাত্র উহার অপ-প্রয়োগের দ্বারা অসুবিধার সৃষ্টি হ'য়েছে। উহাতে বিজ্ঞানকে দোষা-রোপ না ক'রে মানবকল্যাণের নিমিত্ত উহার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করাই বিজ্ঞতার পরিচায়ক। এতদ্ পরিপ্রেক্ষিতে মানবচরিত্রের সংশো-ধনের জন্য ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা অবশ্য অনুভূত হয় ইহা স্বীকার্য্য।"

প্রথম দিবসীয় সভার প্রধান অতিথি
ডক্টর শ্রীবংশীধর পাণ্ডা ভাষণ দিতেছেন

বিশিষ্ট অতিথি **পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র** তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"পরমেশ্বর শ্রীজগন্নাথ একমেবা-দ্বিতীয় তত্ত্ব। অদ্বয়জ্ঞানের তিনটি ভাব—ব্রহ্মত্ব, পরমাত্মত্ব ও ভগবত্তা শ্রীজগন্নাথস্বরূপে অভিব্যক্ত আছেন। ভক্তগণ নিজ নিজ ভাবানুরূপ শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করে থাকেন। অভিমান-রহিত শরণাগতের হৃদয়েই শ্রীজগন্নাথদেবের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য প্রকটিত হয়। মহারাজ প্রতাপরুদ্র (গজপতি) সমগ্র ওড়িষ্যা সাম্রাজ্যের একছত্র সম্রাট্ হয়েও নিরভিমানী ছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রাকালে তিনি পথমার্জ্জনের সেবা ক'রেছিলেন। আজকালকার শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সেবাভারপ্রাপ্ত Administrator-এর মধ্যে সে দৈন্য কোথায়? তাঁরা অভিমানে পূর্ণ, তা'তে জগন্নাথের সেবা হয় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একাধিকক্রমে ১৮ বৎসরকাল পুরীধামে থেকে শ্রীপুরু-ষোত্তমধামের, শ্রীজগন্নাথদেবের ও শ্রীকৃষ্ণনামের সর্ব্বোত্তমতার সম্বন্ধে আচরণ ক'রে দেখিয়ে গেছেন। আচার-রহিত ধর্ম্মে সুফল হয় না।"

শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার একটি দৃশ্য

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও
শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৬০ পৃষ্ঠার পর]

বৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণ তাঁহার ব্রজপরিকরগণকে লইয়া বসন্তোৎসব করিয়া থাকেন। বসন্ত পঞ্চমী অর্থাৎ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাবতিথি হইতে ব্রজে বসন্তোৎসব আরম্ভ হয়। তৎকালে তথায় বসন্তরাগে গীতালাপ হইতে থাকে। বাসন্তী রংএর বস্ত্রাদিও ধারণ করিতে দেখা যায়। এই সময়ে ব্রজের পাতায় লতায় মৃত্তিকায় বাসন্তী রংএর ছিটা (ফোঁটা বা কণা) দেখা যায়। আবার দোলোৎসবের সময়ে সর্ব্বত্র ফাগু রংএর ছিটাও দেখা যায়। অপ্রাকৃত ব্রজরসরসিক ভক্তবৃন্দ—

"ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জকুটীরে
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥"

[অর্থাৎ "হে সখি! বসন্তের সমাগমে মলয়সমীরণ সুকুমার লবঙ্গলতা-সংসর্গে পরম সুরভি হইয়াছে; কুঞ্জকুটীর মধুকর নিকরের ঝঙ্কার-মিশ্রিত কোকিল-কাকলীতে মুখরিত হইতেছে। বিরহিজনের সমধিক ক্লেশকর এই রসময় বসন্তে হরি কোন ভাগ্যবতী যুবতীর সহিত বিহার করিতেছেন এবং প্রেমভরে নৃত্য করিতেছেন।"]

—ইত্যাদি শ্রীগীতগোবিন্দ-পদাবলী বসন্তরাগে গান করিতে থাকেন।

আমাদের দেশে জড়রসরসিক অকালপক্ক হিন্দু নরনারীগণ এই অপ্রাকৃত লীলার অনুকরণে এমন উন্মত্ত হইয়া যান যে, তাহা সাধারণ শ্লীলতা বা শালীনতার সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক বীভৎস দৃশ্যের অবতারণ করে, এজন্য শ্রীধাম মায়াপুরের পারে রং খেলা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

সান্ধ্যসভার অধিবেশনে অধিবাস-কীর্ত্তনাদির পর পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব প্রথমে অভিভাষণ দান করেন। অতঃপর তাঁহার ইচ্ছানুসারে শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমন্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজী ক্রমশঃ ভাষণ দান করেন। "নববিধভক্ত্যঙ্গের পীঠস্বরূপ নবদ্বীপ-ধাম সাধুসঙ্গে পরিক্রমা করতঃ তাহার ফলস্বরূপে শ্রীশ্রীগুরুগৌর-কৃষ্ণপদারবিন্দে সমর্পিতাত্ম হইয়া তদ্ভজন-প্রবৃত্তির দৃঢ়তা জন্মিলে বা সাধনভজনে নবনবায়মান ক্রমবর্দ্ধমান অনুরাগের উদয় হইলেই আমাদের পরিক্রমার প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদিত হয়—'তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণ ভজন মনোহর।' ভক্তভাগবতের শ্রীমুখোচ্চারিত ভগবৎকথা শ্রবণ করিতে করিতেই সত্ত্ব অর্থাৎ অন্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ কামাদি কষায় রহিত হইয়া নির্ম্মল হয়, তখন আত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তি উন্মেষিত হয়। সেই ভক্ত্যুজ্জ্বল শুদ্ধ সত্ত্বেই ভগবদাবির্ভাব উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে। আমরা যেন বিশুদ্ধসত্ত্ব হইয়া সেই কলিযুগপাবনাবতারী সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর শ্রীভগবান্ গৌর হরিকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি। বহুকাল পরে আগামীকল্য সেই ফাল্গুনীপৌর্ণমাসী-বাসরে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ উপস্থিত হইয়াছে, নিজনামবিনোদিয়া গোরা গ্রহণচ্ছলে জগৎকে নামময় করিয়া সেই নামের মধ্যেই তাঁহার আবির্ভাবলীলা প্রকট করিয়াছিলেন। আমরাও যেন সেই গৌরসুন্দরের শিক্ষায় দীক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত নামানুরক্ত হইতে পারি, তাহা হইলেই আমরাও সেই 'নাম' মাধ্যমেই তাঁহার আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া ধন্য—ধন্যাতিধন্য—কৃতকৃতার্থ হইতে পারিব।"—শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখ হইতে এই সকল সারগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই লাভবান্ হন। কীর্ত্তনান্তে সভাভঙ্গ হয়। শ্রীমদ্ গিরি মহারাজের সুমধুর কীর্ত্তনে শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

৩০ গোবিন্দ, ১০চৈত্র, ২৪ মার্চ্চ শুক্রবার—**শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব পৌর্ণমাসী ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের দোলযাত্রা মহোৎসব।** ৪৯১ গৌরাব্দের শেষদিন অদ্য, আগামীকল্য হইতে ৪৯২ গৌরাব্দ আরম্ভ হইবে। বহুকাল পরে এবার শ্রীশ্রীগৌর-পূর্ণিমা-বাসরে সন্ধ্যায় পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণযোগ পড়ায় শ্রীধামমায়াপুরে এবার অগণিত তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু পুণ্যার্জ্জনকারীর সংখ্যাই অধিক, ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামনাশূন্য অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন-পরায়ণ শুদ্ধভক্ত-সংখ্যা খুবই অল্প। শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত শুদ্ধভক্তির সংজ্ঞাও সকলের জানা নাই। গ্রহণ-স্নান, গো-হিরণ্যাদি দান, যাগ-যজ্ঞ তপঃ হোমাদি অন্য শুভক্রিয়ার সহিত শ্রীগৌর-প্রবর্ত্তিত নামসংকীর্ত্তন-যজ্ঞ-মাহাত্ম্যকে কখনই সমতুল্য জ্ঞান করিতে হইবে না। করিলে, শ্রীনামের চরণে মহা অপরাধ সংঘটিত হইবে। শ্রীনামের মহিমা অতুলনীয়া। শ্রীব্রহ্মা-শিব-নারদাদির কা কথা, স্বয়ং শেষদেব—অনন্তদেবও তাঁহার অনন্তবদনে অনন্তকাল ধরিয়া শ্রীনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াও অন্ত পান না।

অদ্য শ্রীগৌর-পূর্ণিমা-শুভবাসরে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারতি দর্শন, শ্রীমন্দির পরিক্রমণ ও প্রভাতী কীর্ত্তনাদি প্রাত্যহিক ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইবার পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ আরম্ভ হয়। সারাদিন পারায়ণ চলিতে থাকে। ইহার মধ্যে কেহ কেহ বা একটু একটু ব্যাখ্যাও করিতেছিলেন। যতিধর্ম্মানুসরণক্রমে ক্ষৌরকর্ম্ম সমাপনান্তে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নানে যান। স্নানান্তে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীশ্রীক্ষেত্রপাল শিব পূজা করিয়া আসেন। শ্রীভগবানের পরম প্রিয়তম ভক্ত জগদ্‌গুরু শিবানুগ্রহ ব্যতীত কেহই শ্রীভগবন্নাম, ধাম ও স্বরূপের সাক্ষাৎকারলাভে বা তাঁহাদের চিন্ময় অনুভূতিলাভে সমর্থ হন না। তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদ লইয়া পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব শ্রীমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামদনমোহনজিউর অভিষেক, পূজা ও ভোগরাগাদি স্বহস্তে সম্পাদন করতঃ বহু দীক্ষা-প্রার্থী সজ্জনকে শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র ও মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের ইঙ্গিতক্রমে তৎপ্রিয় শিষ্য শ্রীমঠের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ অপরাহ্ন হইতেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ১৩শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের জন্মলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজও সূর্য্যাস্তের পর শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীগিরিধারী ও শালগ্রামে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের মহাভিষেক ও পূজা সম্পাদন পূর্ব্বক খুব ক্ষিপ্রতার সহিত সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার মধ্যেই ভোগরাগ ও আরাত্রিক সমাধা করেন। শ্রীতুলসী-আরাত্রিক কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির বারচতুষ্টয় পরিক্রমা করা হয়। অতঃপর শ্রীমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া গ্রহণ লাগিবার পূর্ব্বেই শীঘ্র শীঘ্র উপবাসী ভক্তবৃন্দকে অনুকল্প করাইবার ব্যবস্থা করা হয়। রাত্রি ৮টা ৩ মিনিট হইতে ১১-৪২ মিঃ পর্য্যন্ত গ্রহণের স্থিতিকাল। এই সময়ে আমাদের পারমার্থিক সভার কার্য্য চলিতে থাকে। কীর্ত্তনাদির পর প্রথমে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজকে কিছু বলিতে বলেন। তাঁহাদের বক্তৃতার পর শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং একটি নাতিদীর্ঘ সারগর্ভ ভাষণ দান করেন। সম্পাদক শ্রীল তীর্থ মহারাজ, যুগ্ম সম্পাদক—শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারীজীও ভাষণ দিয়াছিলেন। অতঃপর রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের দ্বিতীয় বর্ষের সাধারণ সভা, শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী-সভা ও শ্রীগৌড়ীয়-সংস্কৃতবিদ্যাপীঠের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়।

সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব নিম্নলিখিত সজ্জনগণকে তাঁহাদের গৌরপ্রিয় কার্য্যানুষ্ঠান জন্য শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদস্বরূপ নিম্নলিখিত ভক্তিসূচক উপাধি প্রদান করেন।

১। শ্রীলোকনাথ নায়ক—'সজ্জনসুহৃদ্'

২। শ্রীঅনঙ্গমোহন বনচারী—'সেবাকুশল'
৩। শেঠ সুন্দরমলজী (হায়দ্রাবাদ)—'ভক্তিসুন্দর'
৪। শেঠ বিলাসরায়জী (হায়দ্রাবাদ)—'ভক্তিপ্রিয়'
৫। শেঠ প্রহ্লাদ্‌রায়জী (হায়দ্রাবাদ)—'ভক্তিগৌরব'
৬। শেঠ মাতাদীনজী (হায়দ্রাবাদ)—'ভক্ত্যালোক'
৭। শ্রীকৃষ্ণা রেড্ডীজী (হায়দ্রাবাদ)—'ভক্তিসম্বন্ধ'
৮। শ্রীভবেশ নিয়োগী (গৌহাটী)—'সেবাকোবিদ'
৯। শ্রীউপেন্দ্র হালদার (গৌহাটী)—'ভক্তিসুধাকর'

অতঃপর সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত স্বধামগত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও গৃহস্থাশ্রমী ভক্তবৃন্দের জন্য আন্তরিক বিরহবেদনা প্রকাশ করেনঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ—ISKCON, ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব গোবিন্দ মহারাজ—শ্রীচৈতন্যমঠ, ৩। শ্রীপাদ নিত্যানন্দদাস ব্রজবাসী—কলিকাতা, ৪। শ্রীপাদ তীর্থপদ দাসাধিকারী—কলিকাতা, ৫। শ্রীরাধাকান্ত দাসাধিকারী—আনন্দপুর, ৬। শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্তী—তেজপুর, ৭। শ্রীমতী বিমলা চট্টোপাধ্যায় স্বামী—স্বধামগত সুধাকর চট্টোপাধ্যায়—কলিকাতা, ৮। শ্রীআদিকেশব দাসাধিকারী—গোয়ালপাড়া, ৯। শ্রীনারায়ণদাস শর্ম্মা—জলন্ধর, ১০। শ্রীশরৎকুমার নাথ—সুন্দলপুর আগিয়ানিবাসী, গোয়ালপাড়া, ১১। শ্রীমতী দৈব্যেশ্বরী দাস (শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারীজীর জননী,—বড়পেটা, আসাম)।

অনন্তর সেবানুকূল্য-বিধানকারী ও সেবানুকূল্য-সংগ্রহকারি ভক্তবৃন্দের নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রচুর ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

'শ্রীনবদ্বীপ-ধাম' পরিক্রমায় বিশেষভাবে সেবানুকূল্যকারি সজ্জনবৃন্দের মধ্যে নিম্নলিখিত সজ্জনদ্বয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

১। কলিকাতা-নিবাসী শ্রীপরেশচন্দ্র রায় ভক্তিভূষণ
২। ধানবাদ নিবাসী শ্রীযশোবন্ত রায় ওরা

উক্ত শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবের জন্য সেবানুকূল্য-সংগ্রহকারি সেবকগণের মধ্যে নিম্নলিখিত স্বামীজীত্রয় ও তৎসহকারি-ব্রহ্মচারিবৃন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, তৎসহকারী শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী ও শ্রীবংশীবদন ব্রহ্মচারী।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, তৎসহকারী শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীরাইমোহন ব্রহ্মচারী ও শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, তৎসহকারী শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী।

অতঃপর সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-স্থান উদ্ধারে নানাভাবে বিশেষ সাহায্যকারী নিম্নলিখিত বিশিষ্ট সজ্জনবৃন্দের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগের প্রতি প্রচুর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনমুখে অজস্র ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী তথা শ্রীশ্রীজগন্নাথপাদপদ্মে তাঁহাদের নিত্যকল্যাণ প্রার্থনা করেনঃ—

১। ওড়িষ্যা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি—শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র
২। পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র, কটক
৩। ওড়িষ্যা রাজ্য সরকারের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী—শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র
৪। শ্রীনারায়ণ চন্দ্র মিশ্র—য়্যাড্‌ভোকেট্, পুরী
৫। শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সেন—য়্যাড্‌ভোকেট্, পুরী

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব স্থানের জমি ও বাড়ী সংগ্রহে বিশেষ সহায়তাকারী সজ্জন—

১। ভক্তবর শ্রীপ্রহ্লাদ রায় গোয়েল (দিল্লী),
২। শেঠ শ্রীহীরালালজী (দিল্লী) মহোদয়দ্বয়কেও প্রচুর ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক শ্রীভগবচ্চরণে সগোষ্ঠী তাঁহাদের নিত্যকল্যাণ কামনা করেন।

ইহা ব্যতীত যাবতীয় শ্রীগৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের বিভিন্ন সেবা ও সেবানুকূল্য স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সকলের প্রতিই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং শ্রীশ্রীগৌর-পাদপদ্মে তাঁহাদের সকলেরই নিত্য কল্যাণ প্রার্থনা করা হয়।

সময়াভাববশতঃ শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী-সভার কার্য্য সংক্ষেপে সমাপ্ত করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-সংস্কৃতবিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ করা হয়। সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে উক্ত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী (বর্ত্তমানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ) বিদ্যাপীঠের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিয়া শুনান। তৎপর পূজ্যপাদ সভাপতি আচার্য্যদেব এই বিদ্যাপীঠ স্থাপনের মহদুদ্দেশ্য—পরাবিদ্যার্জ্জনদ্বারা মনুষ্য জীবনের প্রকৃত সার্থকতা-সম্পাদন-প্রসঙ্গে একটি সুন্দর সারগর্ভ ভাষণ দিয়া বিদ্যাপীঠের ক্রমোন্নতি সম্পর্কে অধ্যাপকবৃন্দের উৎসাহময়ী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রাত্রি প্রায় ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠ কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি মুখে সভার কার্য্য চলিয়াছিল। গ্রহণকালে আমাদের ভগবৎ-প্রসঙ্গেই কালাতিপাত করা হইয়াছে।

১ বিষ্ণু (৪৯২ গৌরাব্দ), ১১ চৈত্র (১৩৮৪), ২৫ মার্চ্চ (১৯৭৮) শনিবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথমিশ্রের আনন্দোৎসব। অদ্য হইতে ৪৯২ গৌরাব্দের শুভারম্ভ সূচিত হইল। শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় নামক শ্রীমন্মহাপ্রভুর একজন প্রিয় ভক্ত বলিয়াছিলেন—

"শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্ত ভব-ভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥"

[অর্থাৎ "ভব-ভীত ব্যক্তিসকল কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ বা মহাভারতকে ভজনা করুন, আমি (কিন্তু এই স্থানে) শ্রীনন্দেরই বন্দনা করি, যাঁহার অলিন্দে (বারান্দায়) পরমব্রহ্ম কৃষ্ণ খেলা করেন।]

ব্রজলীলার শ্রীনন্দমহারাজ এবং শ্রীযশোদাদেবীই শ্রীগৌরলীলায় শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীশচীদেবী -

"সেই ব্রজেশ্বর—ইঁহ জগন্নাথ পিতা।
সেই ব্রজেশ্বরী—ইঁহ শচীদেবী মাতা॥"

—চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২৯৪

বাৎসল্য-রসের যে সকল আশ্রয়বিগ্রহের বাৎসল্য-প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া বাৎসল্যরসের বিষয়বিগ্রহ-লীলাময় শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র বা গৌরচন্দ্র শ্রীধাম-বৃন্দাবনে বা শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া কত অলৌকিকী লীলা প্রকট করতঃ ভক্তগণকে সুখ দিয়াছেন, সেই ভক্তকৃপা ব্যতীত ভক্তপ্রেমবশ্য ভক্তাধীন ভগবান্‌কে পাইবার কি আর অন্য কোন উপায় থাকিতে পারে? তাই শাস্ত্র বলেন—'ভগবৎকৃপা ভক্তকৃপানুগামিনী।'

"ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্ত-শেষ—তিন সাধনের বল॥
এই তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬।৬০-৬১)

আজ পরমপূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠগৃহে আর আনন্দের সীমা নাই। গতকল্য কএকজন ভক্ত দিবারাত্র নিরম্বু উপবাসী ছিলেন, তাঁহারা এবং অন্যান্য ভক্তবৃন্দ সকাল সকাল স্নান-আহ্নিক-পূজা-পাঠাদি সমাপনান্তে পারণ করিয়া লন। এদিকে শ্রীমন্দিরেরও সকাল সকাল পূজা, ভোগরাগ ও ভোগারাত্রিকের ব্যবস্থা হইয়া যায়। অতঃপর প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। মঠাগত দ্বিসহস্রাধিক ও বহিরাগত সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারী প্রসাদ পাইতে থাকেন। প্রসাদের জয়গানে দিগ্-দিগন্ত ঝঙ্কৃত মুখরিত হইতে থাকে। এ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! পূজনীয় আচার্য্যদেব আজ কল্পতরু! কাহাকেও নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইতেছে না। এক এক বারে সহস্রাধিক ভক্তের পঙ্গত (পংক্তিভোজন) হইতেছে, এক পঙ্গত উঠিতে উঠিতেই আর এক পঙ্গত বসিয়া যাইতেছেন। এদিকে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখপদ্ম হইতেও অবিরত কৃষ্ণকথামৃতধারা প্রবাহিত হইতেছে। অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত এইরূপ প্রসাদ বিতরণ চলে। প্রসাদ পাইবার পর বহু যাত্রী ছল ছল নেত্রে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে বিদায় গ্রহণ করতঃ স্ব-স্ব গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

"বিদায় সময়ে প্রভু কহিলা সবারে।
প্রত্যব্দ আসিবা সবে গুণ্ডিচা দেখিবারে॥"

(চৈঃ চঃ ম ১।৪৮)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বিদায়দান-রীত্যনুসারে আচার্য্যদেবও "প্রত্যব্দ আসিবা সবে শ্রীধাম দেখিবারে" বলিতে বলিতে মধুর সম্ভাষণে বিদায়প্রার্থী ভক্তগণকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। অনেক যাত্রী অদ্য শ্রীধামে থাকিয়া গেলেন। ট্রেণেও অত্যন্ত ভিড়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠের নাটমন্দিরে সভার অধিবেশন হইল। নবরাত্রি শ্রীধামে বাস করিয়া শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবে যোগদান হইতে আমরা কি শিক্ষাসার গ্রহণে সমর্থ হইয়াছি, তদ্বিষয়েই শ্রীল আচার্য্যদেব ও তন্নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ প্রভৃতি ভাষণ দান করেন। শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব কৃপায় এবৎসর শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব নির্ব্বিঘ্নেই সুসম্পন্ন হইল।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস তালিকা-সমন্বিত এই ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী গণিত হইয়া শ্রীগৌর আবির্ভাব তিথি—১০ চৈত্র (১৩৮৪), ২৪ মার্চ্চ (১৯৭৮) তারিখে প্রকাশিত হইয়াছেন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। ভিক্ষা—'৮০ পয়সা। ডাকমাশুল অতিরিক্ত '২৫ পয়সা।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১৮শ বর্ষ * আষাঢ় — ১৩৮৫ * ৫ম সংখ্যা

শ্রীধাম
শ্রীচৈতন্য
মঠের

মায়াপুরস্থ
গৌড়ীয়
শ্রীমন্দির

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন ঃ ৪৬০০১
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন ঃ ৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা)
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৮শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ়, ১৩৮৫
১০ বামন, ৪৯২ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আষাঢ়, শুক্রবার; ৩০ জুন, ১৯৭৮ | ৫ম সংখ্যা

বৈষ্ণব ও ইতরস্মৃতি

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

ধর্ম্মশাস্ত্রের যে সকল বিধি অবলম্বন করিয়া জীবদ্দশায় ব্যবহারিক কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, সেই বিধি-সম্বলিত শাস্ত্রকে স্মৃতিশাস্ত্র বলে। ভক্তাভক্ত-ভেদে স্মৃতিশাস্ত্রও দ্বিবিধ। অপ্রাকৃত বিচার গ্রহণ না করিয়া জড়জ্ঞানে সামাজিক শৃঙ্খলতা রক্ষা করিবার জন্য বৈষ্ণবেতর স্মার্ত্তগণ ইতরস্মৃতি-বিধিগুলিকে বহুমানন পূর্ব্বক হরিবিমুখ সমাজ স্থাপন করিয়াছেন। সেই হরিবিমুখ সমাজের মধ্যে যাঁহারা ভগবদুন্মুখ, তাঁহারা কেবলমাত্র অভক্ত স্মার্ত্তের উপদেশ ও বিধিগুলি পালন করেন না। ভগবদ্ভক্তিবহির্ম্মুখ সমাজ সংখ্যায় প্রচুর হইলেও ভগবদুন্মুখ সমাজের উপর কোন প্রকার আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয় না। ইতর স্মার্ত্তগণ বলেন, ভগবদ্ভক্তির আদর না করিয়া শাস্ত্রীয় প্রাণহীন বিধিগুলিকে পালন করিলেই সৎকর্ম্মী বলিয়া খ্যাতি লাভ করা যাইতে পারে; কিন্তু পরমার্থিগণ তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারেন না। স্মার্ত্ত ও পরমার্থিরুচিক্রমে একই শাস্ত্র হইতে আচারগত পার্থক্য লক্ষিত হয়। শ্রীরঘুনন্দনাদি ব্যবহার কুশল স্মার্ত্তগণ তাঁহাদের নিজপ্রণীত নিবন্ধগুলিতে বৈষ্ণবগণের পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। আবার পারমার্থিক স্মার্ত্ত শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থে অবৈষ্ণবপর স্মৃতিবচন বৈষ্ণবের পালনীয় নহে, এরূপ মীমাংসা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভগবদ্‌বিমুখতার স্রোতঃ সমাজে প্রবলভাবে প্রবাহিত হইতে থাকায় বৈষ্ণবস্মৃতির আদর অনেকস্থলেই লক্ষিত হয় না। বৈষ্ণবস্মৃতির সমাদর সর্ব্বত্র না থাকায়, সমাজে উহার উপযোগিতা থাকিতে পারে না, এরূপ বিচার নির্ব্বোধ সমাজেই শোভা পায়। মানব যেকালে আপনাদিগকে ভগবদ্বহির্ম্মুখ ও অবৈষ্ণব মনে করেন, সেইকালেই তাঁহার বহির্ম্মুখ সমাজে অবস্থানের দৃঢ় প্রতীতি হয়। তিনি মনে করেন, বৈষ্ণবেতর স্মার্ত্তগণের প্রবল তাড়নার হস্ত হইতে তাঁহার রক্ষার আর উপায় নাই। বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট গৃহীতমন্ত্র হইয়া স্মার্ত্ত রঘুনন্দনাদির পদাবলেহন পুরুষপরম্পরাক্রমে তাঁহার কৌলিক পদ্ধতি। কিন্তু ইহা তাঁহার স্বরূপ-বিস্মৃতির ফল মাত্র। দীক্ষিত-বৈষ্ণব যখন দেখিবেন যে, অদীক্ষিত হরিবিমুখ-সমাজে আচার ব্যবহার তাঁহার পরমার্থবিরোধী এবং পরমার্থের অনুরোধে ব্যবহারিক জীবনকেও কৃষ্ণোন্মুখ করা আবশ্যক, তখন তাঁহার বৈষ্ণবস্মৃতির অনুসন্ধান আরম্ভ হইবে। যে কাল পর্য্যন্ত না তিনি পরমার্থে

অগ্রসর হ'ন, তৎকালাবধি তাঁহার ইতরস্মৃতির অনুগমন ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিভাত হইবে, কিন্তু আচার্য্যের অনুগমনে বদ্ধপরিকর হইলে সমাজের হিতৈষিগণ বৈষ্ণবস্মৃতির আদর করিতে শিখিবেন।

হায়, কি দুঃখের বিষয়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদিষ্ট শ্রীসনাতনগোস্বামি-লিখিত স্মৃতিশাস্ত্রের আদর আজ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-নামধারি সমাজে নাই! বৈষ্ণবের দাস বলিয়া পরিচয় দিয়া আমরা কুলাঙ্গারের কার্য্য করিবার জন্য বৈষ্ণবস্মৃতির প্রচলন উৎসাদন করিয়াছি। যাঁহারা বৈষ্ণবস্মৃতির পুনঃ প্রবর্ত্তনের প্রয়াস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে শত্রুজ্ঞান করিতেছি! শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামি-নির্ম্মিত বৈদিক পদ্ধতি অবলম্বনে যে সৎক্রিয়াসারদীপিকা গ্রন্থ স্মার্ত্তরঘুনন্দনের শতবর্ষ-পূর্ব্বে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজে সংরক্ষিত ছিল, তাহা এতদিন আচার্য্যের অভাবে বৈষ্ণবকুলের মধ্যে বদ্ধমঞ্জুষায় অজ্ঞাত ছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় বৈষ্ণব জগতে উহা প্রচার করিয়া শুদ্ধভক্তগণের যে অভাব দূর করিয়াছেন, তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের সহস্র বৎসর লাগিতে পারে। আবার শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছা হইলে বৈষ্ণবসমাজ নিজ নির্ম্মলতা রক্ষা করিবার জন্য উহাই নির্ব্বিবাদে প্রচলন করাইয়া লইতে পারেন। যে সময় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রপঞ্চে প্রকট হইয়াছিলেন, সেই সময় বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের চরম দুরবস্থার কাল। তিনি পরমার্থ ও হরিনাম প্রবর্ত্তন করাইয়া ছিলেন বলিয়া তাৎকালিক হরিনাম-বিরোধী সমাজ তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিতেও বিরত হয় নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ ও গৌরভক্তের ভক্তগণ বর্ত্তমান কালে বর্ণাশ্রমে সুষ্ঠুভাবে অবস্থিত হইয়া সেই শুদ্ধ হরিনাম গ্রহণ করিতে থাকুন। সমাজের প্রত্যেক ক্রিয়ার সহিত হরিবৈমুখ্য সংশ্লিষ্ট থাকিলে অনর্থজনিত হরিবিমুখ-প্রবৃত্তিক্রমে জীব জড়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িবেন। যদি সামাজিক প্রত্যেক ক্রিয়ায় হরিবৈমুখ্য অনাদৃত হইয়া হরিসেবন-প্রবৃত্তিমুখে শুদ্ধবর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বহুলভাবে পুনঃ সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে বৈষ্ণবস্মৃতির আদর আমরা অচিরেই দর্শন করিয়া প্রোৎফুল্ল হইব। মুখে হরিভক্ত আর প্রত্যেক কার্য্যে হরিবিমুখ ভাবপোষণ ও অন্তরের সহিত ইতর স্মৃতির আদর করিতে গেলে আমরা নিষ্কপটে বৈষ্ণবদাস্যে অধিষ্ঠিত হইতে পারিব না। নির্ব্যলীক না হইলে ভগবানের দয়া পাওয়া যাইবে না এবং শুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে না। বর্ণাশ্রমাতীত শুদ্ধ পারমহংস্য বৈষ্ণবধর্ম্ম, অশুদ্ধ বর্ণাশ্রম-প্রতীতির মধ্যে কখনই সাধিত হইবার নহে, একথা বিজ্ঞকুলের বিবেচ্য বিষয়। "অন্তরনিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার" এই বাক্যটীর বিকৃত অর্থ করিয়া অশুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অন্তরে পোষণ করিতে হইবে, এরূপ নহে। যাঁহারা নিষ্কপটে ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে শ্রীরূপপাদ একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা এই—

> "লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
> হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"

ভক্তির অনুকূল জীবন যাঁহারা যাপন করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারাই লৌকিক ও বৈদিক যাবতীয় ক্রিয়াবলী নিজ নিজ হরিসেবার অনুকূলেই স্বীকার করিবেন। তাঁহারা যে ব্যবহার লোকে স্থাপন করিবেন, উহা বৈষ্ণবের অন্তরনিষ্ঠার সহিত বিরোধী হওয়া উচিত নহে। যদি আজ আমরা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের আচার্য্য ও তদধীন সমাজকে ভগবদ্ভক্তির অনুকূলে শুদ্ধ-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে ভগবদ্ভক্তনামধারীর অন্তরনিষ্ঠায় গোলযোগ উপস্থিত হইত না। আজ বহির্ম্মুখ সমাজের ব্যবহার দেখিয়া অন্তর-নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবগণ পরম দুঃখে বাহ্য লোক-ব্যবহারের দৌরাত্ম্যের কথা লোকসমাজে জ্ঞাপন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যদি তাঁহারা অন্তরনিষ্ঠ না হইতেন, তাহা হইলে লোকব্যবহার, ভজনকারী-সমাজের অনুকূল হউক, এরূপ সদুদ্দেশ্য-বিশিষ্ট হইতেন না। হৃদয়ে নিষ্ঠা না থাকিলেই অর্থাৎ বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে নিষ্ঠার অভাব হইলেই লোকব্যবহারের বাহ্য হেয় দর্শন জীবকে কৃষ্ণনিষ্ঠ হইতে দেয় না। মহাভারতে দুর্য্যোধনোক্ত "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"

এই শ্লোকের দোহাই দিয়া কত না পাপ কার্য্যে অভক্ত জীবগণ অগ্রসর হইতেছেন! "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" শ্লোকের দোহাই দিয়া বৈষ্ণব-নামধারী কত শত ব্যক্তি দুরন্ত নরকপথে দিশাহারা হইতেছেন! "যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ" শ্লোকের তাৎপর্য্য বিস্মৃত হইয়া আমাদের ন্যায় নামধারী আচার্য্যগণ ভগবদ্ভক্তির পথে কণ্টকারোপণ করিতেছেন, যেহেতু বাহ্যে সাধারণ লোকের মধ্যে অসদ্ব্যবহার প্রচলিত আছে বলিয়া আপনাকে অন্তরনিষ্ঠ বলিয়া কপটতা সহকারে পরিচয় দিতে গিয়া কতই না পরমার্থের প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন! রাগানুগা ভক্তির নামে বিশৃঙ্খলতাই বাহ্য লোকাচারে পরিণত হইয়াছে এবং তাহাই পালনীয় জানিয়া ব্যভিচারী সম্প্রদায় নিজ নিজ অন্তরনিষ্ঠার পরিচয় দিতেছেন। বৈষ্ণব-সামাজিকগণ এই সকল কথা ধীরভাবে আলোচনা করতঃ বৈষ্ণবস্মৃতির অনুগমনে ভক্তিপথে অগ্রসর হউন—ইহাই আমাদের সবিনয় নিবেদন। আমাদিগকে অযথা আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের কোন কল্যাণ-লাভ ঘটিবে না। দেহ ও মনের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহারা আমাদের সুবিনীত বাক্যগুলি পর্য্যালোচনা করুন্।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(মায়াবাদ)

প্রঃ—মায়াবাদী কাহারা?

উঃ—"মায়াবাদী,—সমস্ত সদ্বিষয়ে যাহারা মায়া লইয়া বাদ উঠায়, ব্রহ্মকে মায়ার অতীত বলিয়া ঈশ্বরকে মায়াসঙ্গী করে এবং ঈশ্বরের অবতার-সকলের দেহকে 'মায়িক' বলে। জীবের গঠনে মায়ার কার্য্য আছে, অর্থাৎ জীবের সর্ব্বপ্রকার অহংবুদ্ধি মায়া-নির্ম্মিত,—এরূপ বলে; সুতরাং জীব মুক্ত হইলে, শুদ্ধজীব বলিয়া আর কোন অবস্থা থাকে না, এরূপ সিদ্ধান্ত করে এবং মুক্ত হইলে জীব ব্রহ্মের সহিত অভেদ হয়,—এরূপ শিক্ষা দেয়।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ আ ৭।২৯

প্রঃ—অদ্বৈতবাদ কি বেদের সার্ব্বদেশিক মত? অদ্বৈতবাদের জন্মভূমি কোন্‌টী?

উঃ—"বহুদিন হইতে 'অদ্বৈতবাদ' নামক একটী বাদ চলিয়া আসিতেছে। বেদের একদেশে আবদ্ধ হইয়া এই মতটী উদিত হইয়াছে; অদ্বৈতবাদ যদিও ভারতের বাহিরেও অনেক পণ্ডিত প্রচার করিয়াছেন, তথাপি ঐ মত যে ভারত হইতে সর্ব্বদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ হয় না। আলেক্‌জাণ্ডারের সহিত কয়েকটী পণ্ডিত ভারতে আসিয়া ঐ মত উত্তমরূপে শিক্ষা করেন, ইহা আংশিকরূপে তদ্দেশস্থ পণ্ডিতগণ নিজ-নিজ পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন।"

—তঃ সূঃ, ৩০ সূঃ

প্রঃ—মায়াবাদিগণ বৌদ্ধ অপেক্ষাও নিন্দনীয় কেন?

উঃ—"বৌদ্ধ শাক্যসিংহ বেদবিধি না মানায়, তাঁহাকে বৈদিক আর্য্যগণ নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করেন, কিন্তু মায়াবাদী বেদকে আশ্রয় করিয়া যে নাস্তিক্যবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধবাদ অপেক্ষা অধিকতর নিন্দনীয়; কেন না, স্পষ্ট শত্রু অপেক্ষা মিত্ররূপে সমাগত প্রচ্ছন্ন শত্রু অতিশয় ভয়ঙ্কর।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, ম ৬।১৬৮

প্রঃ—মায়াবাদীর ভাষ্য কি ব্যাসসূত্রের বিরুদ্ধ নহে?

উঃ—"ব্যাসের সূত্রে শুদ্ধভক্তিবাদ আছে। মায়াবাদী সেই সূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে পরব্রহ্মের চিন্ময়-বিগ্রহ অস্বীকৃত এবং জীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ সত্তাও অস্বীকৃত হওয়ায় তাহা শুদ্ধিভক্তি-তত্ত্বের অত্যন্ত বিরুদ্ধ।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৬।১৬৯

প্রঃ—জীবসত্তা কি ব্রহ্মবিবর্ত্ত হইতে পারে?

উঃ—"জীব নিত্যসিদ্ধ চিদ্বস্তু; জীবের প্রকৃত বন্ধন বা ক্লেশ নাই; কেবল দেহাত্মাভিমানরূপ বিবর্ত্ত-ভ্রমেই এত যন্ত্রণা হইতেছে। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান এবং শুক্তিতে রজত-জ্ঞান—এই দুইটি বিবর্ত্তের বৈদিক উদাহরণ। এই উদাহরণকে ভালরূপে বুঝিতে না পারিয়া মায়াবাদী জীবের সত্তাকেই ব্রহ্মবিবর্ত্ত বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। সদ্গুরুর কৃপায় যখন জীব জানিতে পারেন যে, ঐ দুইটী উদাহরণ জীবের সত্তা সম্বন্ধে বিহিত হয় নাই. কেবল জীবের স্থূল ও লিঙ্গ-দেহে যে আত্মবুদ্ধি তৎসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, তখন তিনি সুপথ দেখিতে পান।" —চৈঃ শিঃ ১।৬

প্রঃ—মায়াবাদী কিরূপে কৃষ্ণাপরাধী?

উঃ "যিনি মায়াবাদী, তিনি স্বরূপতঃ কৃষ্ণ-অপ-রাধী। তিনি বলেন যে, কৃষ্ণমূর্ত্তি, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ-লীলা—মায়িক। 'মায়িক' শব্দের অর্থ মায়ামিশ্রিত অর্থাৎ জড়ময়। মায়াবাদীর মতে,—"শুদ্ধতত্ত্ব—নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ, কার্য্য-উপরোধে সেই শুদ্ধতত্ত্ব মায়াকে আশ্রয় করিয়া রাম-কৃষ্ণাদি জড়ীয় শরীর স্বীকার করেন; শুদ্ধতত্ত্বের নাম—ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা চৈতন্য ও রাম-কৃষ্ণাদি মূর্ত্তি—জড়োদিত, রাম-কৃষ্ণাদি নামও জড়-শব্দাধীন এবং রাম-কৃষ্ণাদির বিলাসও জড়াশ্রিত। তবে জীবে ও রাম-কৃষ্ণাদিতে ভেদ এই যে, জীব কর্ম্মদোষে বা গুণে জড় শরীর পাইতে বাধ্য হন। কিন্তু চৈতন্য নিজ-ইচ্ছাতে জড় শরীর গ্রহণ করিয়া জগতে কার্য্য করেন এবং নিজ ইচ্ছামতে পুনরায় জড় শরীর ত্যাগ করেন। অতএব রাম-কৃষ্ণাদির নাম, স্বরূপ ও লীলা মায়ার আশ্রয় হইতেই হয়। যে-পর্য্যন্ত সাধক জ্ঞান লাভ না করেন, সে-পর্য্যন্ত রাম-কৃষ্ণাদির উপাসনা করিবেন। জ্ঞান-লাভ হইলে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, চৈতন্য—এইমাত্র জপ করিবেন, তখন আর রাম-কৃষ্ণরূপ জড়ীয় নাম ও ধ্যানে প্রয়োজন হয় না।" মায়াবাদী সুতরাং রাম-কৃষ্ণস্বরূপকে শুদ্ধতত্ত্ব অপেক্ষা হেয় জ্ঞান করেন। এইজন্যই মায়াবাদী—কৃষ্ণ-অপরাধী।"—'মায়াবাদী কাহাকে বলি'? সঃ তোঃ ৫।১২

প্রঃ—মায়াবাদীর কৃষ্ণকীর্ত্তন কি নামাপরাধ নহে?

উঃ—"মায়াবাদী সাধনকালে যে কৃষ্ণকীর্ত্তনাদি করেন, তাহাও অপরাধ। তাঁহার কৃষ্ণকীর্ত্তনে শুদ্ধ-ভক্তের অনুমোদন করা উচিত নয়। কেননা, তাঁহার সংসর্গে নামাপরাধই সম্ভব। মায়াবাদী যদিও কীর্ত্তনে অশ্রু-পুলকাদি ও অন্যান্য সাত্ত্বিকভাব প্রকাশ করেন, তাহা শুদ্ধ নয়; তাহা কেবল সাত্ত্বিকভাবাভাস প্রতি-বিম্ব-লক্ষণ অপরাধ-বিশেষ।"

—'মায়াবাদী কাহাকে বলি'? সঃ তোঃ ৫।১২

প্রঃ—মায়াবাদি-ভাষ্য ও বিচারাদি ভক্তমাত্রেরই অশ্রাব্য কেন?

উঃ—"যদিও তোমাদের চিত্ত কৃষ্ণনিষ্ঠ বলিয়া শঙ্করভাষ্যাদি শুনিয়া বিকৃত হয় না, তথাপি সেই মায়াবাদে 'ব্রহ্ম—চিৎস্বরূপ নিরাকার; এই জগৎ—মায়ামাত্র বা মিথ্যা; জীব বস্তুতঃ নাই,—কেবল অজ্ঞানকল্পিত এবং ঈশ্বরে মায়ামুগ্ধতারূপ অজ্ঞানই বিদ্যমান'—ইত্যাদি বিচার আছে। এই সকল কথা শুনিলে ভক্তের নিতান্ত দুঃখ হয়।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, অ ২।৯৮-৯৯

প্রঃ—নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদের মূল কোথায়?

উঃ "অজ্ঞান হইতে প্রাকৃতপূজা এবং অতিজ্ঞান হইতে নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদ। প্রাকৃত-পূজা দুই প্রকার—অর্থাৎ অন্বয়রূপে প্রাকৃতধর্ম্মকে ভগবজ্‌জ্ঞান এবং ব্যতিরেকভাবে ঐ ধর্ম্মে ভগবদ্বুদ্ধি। প্রাকৃতান্বয়-সাধকেরা ভৌমমূর্ত্তিকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করেন; প্রাকৃত-ব্যতিরেক-সাধকগণ প্রকৃতির ধর্ম্মের ব্যতিরেক ভাব-সকলকে ব্রহ্মবোধ করেন—ইঁহারাই নিরাকার, নির্ব্বিকার ও নিরবয়ব-বাদকে প্রতিষ্ঠা করেন।"

—'উপসংহার', কৃঃ সং

প্রঃ—জড়-তর্কনিষ্ঠা ও অতিজ্ঞানের ফল কি?

উঃ—"অতএব নিরাকার ও সাকার-বাদ, উভয়ই অজ্ঞানজনিত ও পরস্পর বিবদমান। জ্ঞানকে অতিক্রম করত যুক্তি তর্কনিষ্ঠ হইলে আত্মাকে নিত্য বলিতে চাহে না; এই অবস্থায় নাস্তিকতার উদয় হয়। জ্ঞান যখন যুক্তির অনুগত হইয়া স্ব-স্বভাব পরিত্যাগ করে,

তখন আত্মার নির্ব্বাণকে অনুসন্ধান করে, এই অতি-জ্ঞানজনিত চেষ্টা দ্বারা জীবের মঙ্গল হয় না।"

—'উপসংহার', কৃঃ সং

প্রঃ—থিয়সফিষ্ট্-মত কি অদ্বৈতবাদের প্রকারান্তর নহে?

উঃ—"আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যে থিয়সফিষ্ট্ মত প্রচারিত হইতেছে, তাহাও অদ্বৈতবাদ। পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ যে মতের পোষকতা করেন, তাহাতে বিচার-শক্তিরহিত ব্যক্তিগণ কাজে কাজেই অনুমোদন করিয়া থাকে। অস্মদ্দেশে দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র ও শঙ্করাদি তর্কপ্রিয় পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ ঐ মত সময়ে সময়ে কিছু কিছু ভিন্নাকারে বিস্তার করিয়াছেন। আজকাল বৈষ্ণবমত ব্যতীত অন্য সমস্ত মতই ঐ মতের অনুগত।"

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

প্রঃ—নাস্তিকতা ও নির্ব্বাণবাদ কি চেতনের অস্বাস্থ্যলক্ষণ নহে?

উঃ—"সভ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তিনি (জীব) যখন নানাবিধ বিদ্যার আলোচনা করেন, তখনই কুতর্কদ্বারা ঐ বিশ্বাসকে কিয়ৎপরিমাণে আচ্ছাদন করত হয় নাস্তিকতা, নয় অভেদবাদের অন্তর্গত নির্ব্বাণ-বাদকে মনে স্থান প্রদান করেন। ঐ সকল কদর্য্য বিশ্বাস কেবল অপ্রাপ্তবল চেতনের অস্বাস্থ্য-লক্ষণ, ইহাই বুঝিতে হইবে।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

প্রঃ—অতিজ্ঞান বা অভেদবাদ কি সদ্যুক্তির নিকট দাঁড়াইতে পারে?

উঃ—"সদ্যুক্তির দ্বারাও অতিজ্ঞান স্থাপিত হইতে পারে না। নিম্নলিখিত চারিটী বিচার প্রদত্ত হইল—

১। ব্রহ্মনির্ব্বাণই যদি আত্মার চরম প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা হইতে আত্মসৃষ্টি হইয়াছে, কল্পনা করিতে হয়; কেন না, তিনি এমত অসৎ সত্তার উৎপত্তি না করিলে আর কষ্ট হইত না। ব্রহ্মকে নির্দ্দোষ করিবার জন্য মায়াকে সৃষ্টিকর্ত্রী বলিলে ব্রহ্মেতর স্বাধীনতত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়।

২। আত্মার ব্রহ্ম-নির্ব্বাণে ব্রহ্মের বা জীবের কাহারও লভ্য নাই।

৩। পরব্রহ্মের নিত্য বিলাস-সত্ত্বে আত্মার ব্রহ্ম-নির্ব্বাণের প্রয়োজন নাই।

৪। ভগবচ্ছক্তির উদ্বোধনরূপ বিশেষ-নামক ধর্ম্মকে সর্ব্বাবস্থায় নিত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের সম্ভাবনা হয় না। তদভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ ও সংস্থানের অভাব হয় এবং ব্রহ্মের অস্তিত্বেও সংশয় হয়। বিশেষ পদার্থ 'নিত্য' হইলে আত্মার ব্রহ্মনির্ব্বাণ ঘটে না।"

—'উপসংহার' কৃঃ সং

চিত্তশুদ্ধি

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

পরমমঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মযুগলের অবিস্মরণ অর্থাৎ চিন্তনই মানবগণের যাবতীয় অমঙ্গল বিনাশ করিয়া প্রকৃত মঙ্গল বিস্তার করিয়া থাকে, চিত্তের প্রকৃত শুদ্ধি সম্পাদন করে, পরমাত্মা শ্রীহরিপাদপদ্মে ভক্তির উদয় করায় এবং বিজ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান বিকশিত করিয়া দেয়।

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥" (ভাঃ ১২।১২।৫৫)

['চ শং' স্থানে 'শমং' পাঠান্তরও দেখা যায়, তথায় 'শমো মন্নিষ্ঠতা-বুদ্ধেঃ' এইরূপ ভগবদুক্তিবশতঃ 'মঙ্গল

বিস্তার করিয়া থাকে' স্থলে 'ভগবন্নিষ্ঠা বুদ্ধির উদয় করাইয়া থাকে' এইরূপ ব্যাখ্যা বলাইয়া লইতে হইবে।]

চিত্তের উপাস্য ও অধিষ্ঠাতা—শ্রীভগবান্ বাসুদেব, চিত্তের বৃত্তিও অন্বেষণাত্মিকা, সুতরাং "সো আত্মা অন্বেষ্টব্যঃ" এই বেদবাক্যানুসারে চিত্ত যতক্ষণ বাসুদেবানুসন্ধানরত থাকিবে, ততক্ষণই সে পরম শুদ্ধ। কিন্তু যে-স্থলে চিত্ত কিছু সময়ের জন্য বাসুদেবানুসন্ধান, কিছু সময়ের জন্য যদি অন্যকোন অবান্তর ফললাভাকাঙ্ক্ষায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে শুদ্ধ বলা যাইবে না। চিত্ত ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিলাভাকাঙ্ক্ষায় ছুটিলে তাহার শুদ্ধতা থাকে না।

শ্রীভগবদ্গীতার ১৭।১৬ শ্লোকে মনঃপ্রসাদত্ব (চিত্তের প্রসন্নতা), সৌম্যত্ব (সরলতা), মৌন, আত্মবিনিগ্রহ (মনঃসংযম) ও ভাবসংশুদ্ধি (ব্যবহারে কপটতা বর্জ্জন)—এই সকলকে মানসিক তপস্যা বলিয়া কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্ম্মযোগাদি অনাবৃত্ত বা অবিমিশ্র এবং অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনরূপ শুদ্ধভক্তিপূত হইলেই চিত্ত প্রকৃত শুদ্ধ হইতে পারে।

শ্রীভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতম্।
গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে॥"
—ভাঃ ৩।২৫।১৫

অর্থাৎ "হে মাতঃ, চিত্তই জীবাত্মার বন্ধন এবং মুক্তির কারণ, যেহেতু ঐ চিত্ত জড় বিষয়ে (চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক্ -এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শ—এই পঞ্চ বিষয়) আসক্ত হইলেই জীবের বন্ধন উপস্থিত হয় এবং পরমপুরুষ শ্রীভগবানে অনুরক্ত হইলেই তাহার মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।"

সুতরাং চিত্ত শ্রীভগবানে ভক্তিভাবযুক্ত হইলেই তাহার প্রকৃত শুদ্ধি সম্পাদিত হয়।

দেবগণ দ্বারকায় আসিয়া ভগবৎপাদপদ্ম বন্দনা করিতে করিতে বলিতেছেন—

"শুদ্ধির্নৃণাং ন তু তথেড্য দুরাশয়ানাং
বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়নদানতপঃক্রিয়াভিঃ।
সত্ত্বাত্মনামৃষভ তে যশসি প্রবৃদ্ধ-
সচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রবণসম্ভৃতয়া যথা স্যাৎ॥"
—ভাঃ ১১।৬।৯

অর্থাৎ "হে জগদ্বন্দনীয়, হে পুরুষোত্তম, ভবদীয় বিমল-কীর্ত্তি-শ্রবণজনিতা প্রকৃষ্টা শ্রদ্ধাদ্বারা সাধুগণের যেরূপ বিশুদ্ধি লাভ হয়, বিষয়বাসনাসক্ত মনুষ্যগণের উপাসনা, বেদার্থশ্রবণ, অধ্যয়ন, দান এবং তপস্যাদ্বারা তাদৃশী বিশুদ্ধি লাভ হয় না।"

বিদ্যাদি-দ্বারা অন্তঃকরণ গর্ব্বাদি-কলুষিত হইয়া পড়ে, এজন্য বলা হইয়াছে—'সাত্বত ভক্তগণের নিকট শ্রুতভগবদ্‌যশঃকথা দৃঢ়া শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া জীবহৃদয়ের প্রকৃতপ্রস্তাবে নির্ম্মলতা বিধান করে।'
(শ্রীল প্রভুপাদ)

সাধুসঙ্গে শ্রীভগবচ্চরণচিন্তনই 'অশুভাশয়ধূমকেতু' স্বরূপ (ভাঃ ১১।৬।১০) অর্থাৎ জড় বিষয়-বাসনাসমূহের দাহক অনলস্বরূপ হইয়া থাকে।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকের সর্ব্বপ্রথমেই চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জনকারী শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনেরই বিশেষভাবে জয়গান করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিলেন—"সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন। **চিত্তশুদ্ধি,** সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম॥ কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন। কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥" শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিলেন—"চিত্তদর্পণ-পরিমার্জ্জনকারী। কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় চিত্তবিহারী॥" অবশ্য এস্থলে নিরপরাধে মুখ্য নামোচ্চারণের আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপেই চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি সংঘটিত হইয়া থাকে, শুদ্ধনামোচ্চারণের সাক্ষাৎফল—প্রেম।

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের বিদগ্ধমাধব নাটকের মঙ্গলাচরণে কৃষ্ণনামমাধুর্য্যাস্বাদনসূচক নিম্নলিখিত শ্লোকটি পড়িয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইলেন, অপূর্ব্ব নাম-মাহাত্ম্য-শ্রবণে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরও ঐ শ্লোকার্থ শতমুখে প্রশংসা করিতে করিতে প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।

চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥"

অর্থাৎ 'কৃষ্ণ' এই দুইটি বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানি না; দেখ, যখন (নটীর ন্যায়) তাহা তুণ্ডে (মুখে) নৃত্য করে, তখন বহু তুণ্ড (মুখ) পাইবার জন্য রতি বিস্তার (অর্থাৎ আসক্তি বর্দ্ধন) করে; যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে (অঙ্কুরিত হয়), তখন অর্ব্বুদ কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়; যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে (সঙ্গিনীরূপে) উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে।

শ্রীকৃষ্ণ তদীয় প্রিয়তম ভক্ত উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন চ সম্যক্ পুনাতি হি ॥
কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুদ্ধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ ॥"

—ভাঃ ১১।১৪।২২-২৩

"সত্য, দয়া, ধর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান—ইহারা মদ্ভক্তি-রহিত মানবচিত্তকে নিশ্চয়ই সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ করিতে পারে না। রোমহর্ষ, চিত্তের দ্রবভাব এবং আনন্দ-অশ্রুকলা ব্যতীত ভক্তির আবির্ভাব অবগত হওয়া যায় না। এইরূপ ভক্তির আবির্ভাব ব্যতীতও চিত্ত বিশুদ্ধ হয় না।"

"যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি
ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয়
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্ ॥"

—ভাঃ ১১।১৪।২৫

অর্থাৎ "সুবর্ণ যেরূপ কেবলমাত্র অগ্নিসন্তাপেই অন্তর্ম্মল পরিত্যাগ এবং স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ধারণ করে, মানবগণের চিত্তও সেইরূপ একমাত্র মদীয় ভক্তিযোগেই কর্ম্মবাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাপ্রেমের আবির্ভাবহেতু পূর্ণ-সেবাপদ্ধতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

"যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথা-শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসম্প্রযুক্তম্ ॥"

"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥"

—ভাঃ ১১।১৪।২৬-২৭

অর্থাৎ "উক্ত চিত্ত মদীয় পুণ্যচরিত শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারা যে পরিমাণ বিশুদ্ধি লাভ করে, অঞ্জন-প্রয়োগ-যুক্ত চক্ষুর ন্যায় ততই সূক্ষ্মবস্তু অর্থাৎ অধোক্ষজ-তত্ত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হয়।"

"(জড়) বিষয় চিন্তাশীল পুরুষের চিত্ত বিষয়ের প্রতিই আসক্ত হইয়া থাকে; পরন্তু যিনি অনুক্ষণ আমার চিন্তা করেন, তাঁহার চিত্ত পরমাত্মরূপী আমাতেই নিমগ্ন হইয়া থাকে।"

সাত্বত শাস্ত্র এইরূপ বহু বহু শ্লোকে ভগবদ্ভক্তি-দ্বারাই চিত্তের প্রকৃত বিশুদ্ধতা লাভের কথা বলিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবহূতি-সংবাদে "এক অন্তঃকরণই আবার ভিন্ন বৃত্তি বা লক্ষণানুসারে চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন—এই চারিপ্রকার ভেদ-বিশিষ্ট বলিয়া লক্ষিত হইয়াছে।"—ভাঃ ৩।২৬।১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য। মহত্তত্ত্বই দেহে চিত্তরূপে অধিষ্ঠিত। চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মনে যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ উপাস্যদেবতারূপে চিত্তাদির শুদ্ধ্যর্থ অধিষ্ঠিত জানিতে হইবে। বিষ্ণু, রুদ্র, ব্রহ্মা ও চন্দ্র চিত্তাদির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা।

(ভাঃ ৩।২৬।২১ শ্লোক শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ দ্রষ্টব্য)

পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম), পঞ্চতন্মাত্র (রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ), দশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক্ ও বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থ) এবং চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন—এই চারিপ্রকার অন্তঃকরণ—ইহাই ৫+৫+৫+৫+৪=২৪ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। কাল—পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। যাঁহা হইতে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ নির্ব্বিশেষ প্রকৃতির ক্ষোভ চেষ্টা উদিত হয়, সেই পুরুষাবতারই (স্বীয়-অংশে কলন-ক্রিয়া হইতে) 'কাল' নামে উপলক্ষিত। কেহ

কেহ ঈশ্বরের বিক্রমকেই 'কাল' বলিয়া থাকেন। যিনি আত্মমায়া দ্বারা নিখিল জীবের অন্তরে অন্তর্য্যামিপুরুষরূপে এবং বাহিরে কাল-স্বরূপে সম্যগ্ রূপে বর্ত্তমান, তিনিই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাধীশ পুরুষাবতার ভগবান্। সুতরাং তত্ত্বসংখ্যা :—২৪+কাল ও জীব—দুই+প্রকৃতি ও পুরুষ—দুই=মোট ২৮ অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব।

জীবের অদৃষ্টবশতঃ শ্রীভগবদ্বিক্রম-স্বরূপ কাল দ্বারা ক্ষুব্ধা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির অভিব্যক্তি স্থানে পরমপুরুষ জীবাখ্য চিদ্রূপ শক্তি আধান করেন (মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্—গীঃ......'মহদ্ব্রহ্ম'ই প্রকৃতি।), তাহাতে সেই প্রকৃতি হিরণ্ময় (প্রকাশবহুল) মহত্তত্ত্ব প্রসব করিয়া থাকে। এই মহত্তত্ত্ব বিকারপ্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই ত্রিবিধ অহঙ্কার-তত্ত্বের উদয় হয়। সাত্ত্বিক অহংকার হইতে মন, রাজসিক অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয় এবং তামসিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র এবং এই পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের উদয় হয়। সঙ্কর্ষণ নামক যে পুরুষের সহস্রমস্তক যিনি তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অনন্তদেবরূপে অভিহিত হন, তিনি উক্ত ভূত (পঞ্চমহাভূত), ইন্দ্রিয় ও মনের কারণ-স্বরূপ। (ভাঃ ৩।২৬।২৩-২৫ দ্রষ্টব্য)

সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মনস্তত্ত্বের উদ্ভব, এই মনের সংকল্প ও বিকল্প বৃত্তি-দ্বারা কামের উৎপত্তি হয়। রাজসিক অহঙ্কার হইতে বুদ্ধিতত্ত্বের উদ্ভব, দ্রব্যের স্ফুরণরূপ যে বিজ্ঞান, তাহাই বুদ্ধিতত্ত্বের স্বরূপ, এই বুদ্ধিতত্ত্বই ইন্দ্রিয়গণের (দশইন্দ্রিয়ের) প্রকাশক। তামসাহঙ্কার ভগবানের বীর্য্য অর্থাৎ কাল রূপ প্রভাবদ্বারা চালিত হইয়া বিকৃত হইলে তাহা হইতে ক্রমশঃ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পঞ্চ তন্মাত্রের উদ্ভব হয়। পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত উদ্ভূত হইয়াছে। এই সকলের সমবায় হইতে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জগৎসৃষ্টি। শ্রীভগবান্ ইহার অন্তর্য্যামী না হইলে এই সৃষ্টিবৈচিত্র্য কখনই সম্পাদিত ও সংরক্ষিত হইতে পারে না। আমাদের এই শরীরটিকে ক্ষেত্র বলে, তাহা যিনি জানেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ—জীবতত্ত্ব। পূর্ণজ্ঞান পূর্ণশক্তি শ্রীভগবান্ অনন্ত কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ ও সমগ্র ক্ষেত্রজ্ঞ। সুতরাং তাঁহার সহিত যোগসূত্রে সন্নিবদ্ধ না হইলে চিত্তাদির শুদ্ধি কি প্রকারে সংসাধিত হইতে পারে?

আবার শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—সর্ব্বক্ষণ ভক্ত-ভাগবত পরিচর্য্যা এবং তদানুগত্যে ভাগবত শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে করিতে নামাপরাধলক্ষণাত্মক অমঙ্গলরাশি বা ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিবাসনাদি ভক্তিপ্রতিকূল অনর্থরাশি বা কামাদি কষায়সমূহ বিনষ্টপ্রায় হইলে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে মানবের অচলা অটলা ও বিক্ষেপ-রহিতা ভক্তির উদয় হয়। তাদৃশী নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয়ে রজস্তমোগুণজাত যেসকল ভাব এবং কামাদি রিপুষট্‌ক—এই সকল যাবতীয় ভজনবিঘ্ন দ্বারা চিত্ত অনাবিদ্ধ হইয়া অর্থাৎ অভিভূত না হইয়া—শুদ্ধসত্ত্বে স্থিত হইয়া প্রসন্নতা লাভ করে। এই প্রকার ভগবদ্ভজন-প্রভাবে প্রসন্ন বা প্রশান্ত চিত্ত কামাদিবাসনাশূন্য সাধকের ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান বা ভগবদনুভব, এমন কি ভগবৎসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত পরমসম্পদ্ লাভ হইয়া থাকে। কামাদি কষায়যুক্ত অশুদ্ধ চিত্তে কখনও ভগবচ্চিন্তার নৈরন্তর্য্য, স্থৈর্য্য বা শুদ্ধতা সম্পাদিত হইতে পারে না।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ নানাবিধ সাধন মধ্যে নামসংকীর্ত্তনকেই শীঘ্র শীঘ্র সর্ব্বানর্থ দূরীকরণে ও কৃষ্ণপ্রেমসম্পজ্জননে সম্পূর্ণ সমর্থ বলিষ্ঠ সাধনশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদও নামকীর্ত্তনকে অত্যন্ত প্রশস্ত বলিয়াছেন। সুতরাং আর ক্ষণমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া হে আমার পামর মন, তুমি কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন ভজনে অতিশীঘ্র যত্নপরায়ন হও। সঙ্কীর্ত্তনপিতা শ্রীমন্মহাপ্রভু নামে সকল শক্তি আহিত করিয়া দিয়াছেন। শ্রীভগবান্ গৌরহরির প্রিয়তম শ্রীরূপের উপদেশসার হৃদয়ে ধারণ কর—স্যাৎকৃষ্ণনামচরিতাদি ও তন্নামরূপচরিতাদি শ্লোকদ্বয় অতি সাবধানে নামনিষ্ঠ শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গে বিচার করিতে করিতে নামভজনে তৎপর হও। শ্রীমন্মহাপ্রভু

এই নামভজন হইতেই সর্ব্বার্থসিদ্ধির সুস্পষ্ট আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন—

(প্রভু কহে,) "কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥"

স্বাহা ও প্রণবপুটিত আত্মসমর্পণাত্মক চতুর্থ্যন্ত পদ-বিশিষ্ট ভগবন্নামই মন্ত্র, সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে সেই মন্ত্র লাভ করিয়া সাবধানে জপ করিতে করিতে শীঘ্রই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়। সেই মুক্তকুলেরই উপাস্য হরিনাম। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহোদয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
কিবা মন্ত্র দিলা গোঁসাই কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥"

মন্ত্র এমনই মহাশক্তিসমন্বিত যে, ইহার অর্থবোধ না জন্মিলেও ভক্তিভরে ইহা জপ করিতে করিতে শীঘ্র শীঘ্র মননধর্ম্ম হইতে ত্রাণ লাভ করা যায়। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ জানাইতেছেন—

'সর্পবিষহরা মন্ত্রা যথা লোকে অর্থজ্ঞানমপি নাপেক্ষন্তে তথৈবার্থং জানাতু ন জানাতু বা শ্রীভাগবতীয়াঃ শব্দা এব সংসার বিষং নির্ম্মূলয়ন্তীতি আচার্য্যাভিপ্রায়ো দ্রষ্টব্যঃ।" (ভাঃ ১২।১৩।২১ চঃ টীঃ)

অর্থাৎ ইহলোকে সর্পবিষহারী মন্ত্র যেমন অর্থজ্ঞানেরও অপেক্ষা রাখে না, তদ্রূপ অর্থ জানুক বা না জানুক মহাবীর্য্যশালী শ্রীভাগবতীয় শব্দ শ্রবণ করিলে ইহা সংসারবিষ সমূলে নাশ করিয়া দেন, ইহাই আচার্য্যের অভিপ্রায়। (শ্রীব্যাসদেব তাঁহার জনৈক শিষ্য দ্বারা কএকটি ভাগবতীয় শ্লোক ব্রহ্মধ্যানমিমগ্ন শুকদেবের কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইবামাত্র শ্রীশুকদেবের ধ্যান ভঙ্গ হইয়া যায়। তিনি ছুটিয়া গিয়া পিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নিকট মহদাখ্যান শ্রীভাগবত অধ্যয়ন করেন।)

প্রাকৃতজগতের এক একটী প্রাকৃত মন্ত্রেরও অত্যদ্ভুত ক্ষমতা এখনও পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষীভূত হয়। সাপের ওঝা একটি কড়ি পড়িয়া ছাড়িয়া দিলে সেই কড়িটি অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন হইয়া সাপকে যেকোন স্থান হইতে মাথায় কামড়িয়া ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসে। ওঝা সাপকে আদেশ করে যে, সর্পদষ্ট ব্যক্তির দংশন স্থান হইতে বিষ তুলিয়া লইয়া ঐ দুধের বাটীতে ঢালিয়া দে! সাপ ওঝার আদেশ পালন করিয়া আবার বনে চলিয়া যায়। ইহা একটি মিথ্যা ঘটনা নহে। এইরূপ ভূতের বা সাপের ওঝার মন্ত্রের অলৌকিকী শক্তির পরিচয় এখনও ভারতের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। সামান্য প্রাকৃত মন্ত্রেরই এইরূপ বীর্য্য, আর আমাদের স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত এবং ব্রহ্মনারদাদি শ্রৌত সদ্গুরু পারম্পর্য্যে প্রাপ্ত সিদ্ধমন্ত্রের কি কোন শক্তি থাকিবে না? নিশ্চয়ই আছে। গুরুবাক্যে ও মন্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া গুরূপ-দেশানুসারে মন্ত্র জপ করিতে পারিলে এখনও মন্ত্রের সুমহতী মহীয়সী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মন্ত্র মননধর্ম্ম হইতে ত্রাণ করিয়া চিত্তাদি অন্তঃকরণ শুদ্ধ—মুক্তানর্থ করিয়া দেন। পরে প্রেমভরে মহামন্ত্র উচ্চারণে রতি মতি দিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম প্রাপ্ত করাইয়া দেন। মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাক্যের একবর্ণও অতিশয়োক্তি নহে। শ্রীভগবন্নামকৌমুদীর মঙ্গলাচরণের প্রথমেই লিখিত হইতেছে—

"অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমির-জলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥"

অর্থাৎ তরণি অর্থাৎ সূর্য্য যেমন একবার উদিত হইবামাত্রই অন্ধকার রাশিকে সম্যগ্রূপে নাশ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ জগতের সর্ব্ববিধ মঙ্গলস্বরূপ ও মঙ্গল-প্রদাতা শ্রীহরির বাচ্যস্বরূপ হইতেও অধিক করুণাময় বাচক-স্বরূপ নাম জিহ্বাদিতে যে কোন প্রকারে একবার উদিত হইবামাত্র অধিকারিনির্ব্বিশেষে সকল উচ্চারণকারীরই অখিল অর্থাৎ অপরিশিষ্ট ("অখিলং সমস্তং ন বিদ্যতে খিলং পরিশিষ্টং বাসনারূপং যত্রেতি") সর্ব্ববিধ অংহঃ অর্থাৎ পাপ ও দুঃখ এবং রোগাদি পর্য্যন্ত

সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তক হইয়া সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজমান হউন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩য় পঃ ১৭৬-১৮৭ দ্রষ্টব্য) কথিত হইয়াছে—

"কেহ বলে,—'নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়'।
কেহ বলে,—'নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়'॥
হরিদাস কহেন,—"নামের এই দুই ফল নয়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়॥"

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥"
(ভাঃ ১১।২।৩৮)

আনুষঙ্গিক ফল নামের—'মুক্তি', 'পাপনাশ'।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥
অংহঃ সংহরদখিলং ইত্যাদি॥
এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ।
সবে কহে,—'তুমি কহ অর্থবিবরণ'॥
হরিদাস কহেন,—'যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয়॥
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আদি পরকাশ॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ আদির ক্ষয়।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥
'মুক্তি' তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে।
যে মুক্তি ভক্ত না লয়, সে কৃষ্ণ চাহে দিতে॥
ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"

চিত্তদর্পণের মালিন্য—ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-স্পৃহাদি। সুতরাং নামসংকীর্ত্তনই সেই চিত্তরূপদর্পণ পরিমার্জ্জিত—বিশুদ্ধ করিয়া তথায় পরম নির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমোদয় সম্ভাবিত করেন। চিত্তে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-বাঞ্ছারূপ কামাদি মালিন্য বা কষায় থাকাকাল পর্য্যন্ত তথায় কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণবাঞ্ছারূপ প্রেমসূর্য্যোদয়ের সম্ভাবনা থাকে না। ভক্তিই সাধন, ভক্তিই সাধ্য হওয়ায় চিত্ত শুদ্ধ করিতে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি কোন অবান্তর সাধনপথ অবলম্বন করিতে হইবে না, যাবতীয় শ্রেয়ঃ উক্ত নামসংকীর্ত্তন-প্রধান ভক্তিযোগাবলম্বনেই অনায়াসে লভ্য হইতে পারে—

"সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতে ঽঞ্জসা"।

ভক্তের চিত্ত—অন্তরবাহির পরম সরল, কোন কুটিলতা তথায় নাই—তাহা কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য রহিত। কোন প্রকার অনুদারতা—সংকীর্ণতার লেশ মাত্র তথায় স্থান পাইতে পারে না। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র স্ব-পর ভেদ বুদ্ধি রহিত 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' ভাব বিরাজিত। শূদ্রো অনার্জ্জব লক্ষণঃ কুটিল-স্বভাব। এই প্রকার স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি কখনও শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাবদান্য ধর্ম্ম ধারণায়ই আনিতে পারেন। শ্রীজগদানন্দ বলিতেছেন—"যদি ভজিবে গোরাচাঁদ সরল কর মন। কুটিনাটি ছাড়ি' ভজ গোরার চরণ॥ মনের কথা গোরা জানে ফাঁকি কেমনে দিবে। সরল হ'লে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে॥" বৈষ্ণব—'অন্তরে বাহিরে সম ব্যবহার নির্দ্দোষ আনন্দময়।' 'গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার।'

ভগবদ্গুণাবলীর স্মরণাদিদ্বারা যেমন অনায়াসেই হৃদয়ের কর্ম্মগ্রন্থিসমূহ ছিন্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ অন্য কোন উপায়াবলম্বনেই তাহা সম্ভব হয় না। মহর্ষি সনৎকুমার পৃথু মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্-গ্রথয়ন্তি সন্তঃ। তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধস্রোতো-গণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥" (ভাঃ ৪।২২।৩৯) অর্থাৎ "ভক্তগণ ভগবানের পাদপদ্মের পত্রসদৃশ অঙ্গুলি সকলের কান্তি ভক্তির সহিত স্মরণ করিতে করিতে যেরূপ কর্ম্মবাসনাময় হৃদয়গ্রন্থিকে অনায়াসেই ছেদন করেন, ভক্তিরহিত নির্ব্বিষয়ী যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়াও তদ্রূপ ছেদন করিতে সমর্থ হন না। অতএব ইন্দ্রিয়-নিগ্রহাদির চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বাসুদেবের ভজনা কর।"

সম্বন্ধজ্ঞান ও গৌরকথা

শ্রীহরিদাস-চরিত

[মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, বিদ্যারত্ন]

(১৫)

শ্রীসনাতন-ধর্ম্মমত বলিতে বিশেষ করিয়া শ্রীঅবতার-বাদকেই বুঝায়। অবতারবাদের আশ্রয়েই মাত্র যথাযথ ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ হয়। তদ্ব্যতীত 'ঈশ্বর' বলিয়া বিচার কিছু পাওয়া যায় না; যদি বা পাওয়াও যায়, তবে তাহা কল্পিত ঈশ্বরবাদ বা মায়াবাদ, যদ্দ্বারা স্ব-পর বঞ্চনাই মাত্র সার হয় এবং চরমে নৈরাশ্য বা শূন্যতাই মাত্র লভ্য হয়। এই অবতারবাদকে ভাষান্তরে আম্নায়-পারম্পর্য্য বা গুরুপরম্পরা বলে। আম্নায়-প্রোক্ত-তত্ত্ব শ্রীহরি উক্ত শ্রীগুরুপারম্পর্য্যেরই একমাত্র সেব্য-বস্তু, তদ্ব্যতীত তৎসেবনোপায়রূপে স্বতন্ত্র কোন মত স্বীকৃত হয় নাই। ইহা অতীব যুক্তি ও বিচার-সঙ্গত। "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" (শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩) [যাঁহার শ্রীভগবানে পরাভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমন শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটই এই সকল বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম্মার্থ উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।]

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥" (কঠ ১।২।২৩)

[এই পরমাত্মবস্তুকে বহু তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্য-দ্বারা জানা যায় না। যখন জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপা যাচ্ঞা করেন, তখন তাঁহারই নিকট সেই পরমাত্মা স্বয়ংপ্রকাশ-তনু প্রকটিত করেন।]

শ্রীহরিভক্তি নিত্য রসময় এবং ত্রিজগতের নিত্য রসোৎপাদনকারী ও সকলের সর্ব্ববিধ পবিত্রতা সম্পাদনকারী, তদ্ব্যতীত সকলই অমঙ্গলময়।

"কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥"

— ভাঃ ১১।১৯।১৮

[বিদ্বান্পুরুষ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাবতীয় অদৃষ্ট সুখকেও কর্ম্মজনিত বলিয়া দুঃখ ও বিনশ্বররূপে বিচার করিবেন।]

"যস্যাখিলামীবহভিঃ সুমঙ্গলৈ-
র্বাচো বিমিশ্রা গুণকর্ম্মজন্মভিঃ।
প্রাণন্তি শুম্ভন্তি পুনন্তি বৈ জগৎ
যাস্তদ্বিরক্তাঃ শবশোভনা মতাঃ॥"

(ভাঃ ১০।৩৮।১২)

[যাঁহার নিখিল পাপবিনাশন সুমঙ্গলদায়ক গুণ, জন্ম-কর্ম্মাদিযুক্ত বাক্যসমূহ জগৎকে জীবিত, শোভিত এবং পবিত্র করিতেছে, যাঁহার ঐ গুণাদি বর্ণন রহিত কথাসমূহ বস্ত্রাদি দ্বারা অলঙ্কৃত শবদেহতুল্য বলিয়া সজ্জনগণ মনে করিয়া থাকেন।]

এই জন্য জাতিকুলাদির বিভাগ যদি ভক্তি লাভের জন্য না হইয়া কেবল জাতিকুলেই জীবকে অভিমান-গ্রস্ত করায়, তবে জাতিকুল সকলই নিরর্থক হয় এবং ঋষিচেষ্টাসমূহও ব্যর্থ হইয়া যায়। পরন্তু অধিকার-তারতম্যে সমষ্টি ও ব্যষ্টিগতভাবে শ্রীহরি-আরাধনার জন্য তথা ভক্তিলাভের জন্য জাতিকুলাদি অর্থাৎ বর্ণ ও আশ্রম-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে, নতুবা অনিয়ন্ত্রিত জীবনে ভক্তিলাভ অসম্ভব।

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্॥"

(বিষ্ণুপুরাণ ৩।৮।৯)

পরমেশ্বর বিষ্ণু বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম-আচারযুক্ত পুরুষ কর্ত্তৃক আরাধিত হন। তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার

জন্যই অর্থাৎ ভক্তি লাভের জন্যই বর্ণাশ্রমাচার, তদ্ব্যতীত তাহার স্বতন্ত্র কোন উদ্দেশ্য নাই।]

"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥"
(ভাঃ ১১।৫।২-৩)

[বিরাট্ পুরুষের মুখ, বাহু, ঊরু ও পদ হইতে সত্ত্বাদি-গুণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমের সহিত যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষাৎ নিজ পিতা ঈশ্বরকে ভজন করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।]

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।২৬)

"কিবা যতি সতী, কিবা নীচ জাতি,
যেই হরি নাহি ভজে।
তবে জনমিয়া, ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
রৌরব নরকে মজে॥"
(লোচনদাস ঠাকুর)

তজ্জন্য অবরকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও যদি উত্তমা-ভক্তির আশ্রয় করার সৌভাগ্য হয়, তবে তাহাই তো মৃগ্য, আর উত্তমকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও তাহা (ভক্তি) লভ্য বা লক্ষ্য না হইলে তাহাই তো নিরর্থক। স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়ে যাবতীয় বিধি নিষেধের মধ্যে শ্রীহরি-ভক্তিই একমাত্র Dynamic (প্রগতিশীল) এবং বাকী যাহাকিছু সকলই সময়োচিত বিধিব্যবস্থামাত্র বলিয়া সকলকিছুই Static (স্থির) অর্থাৎ বিধিনিষেধপর বর্ণাশ্রম-বিভাগ, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি সকলই ত্রিগুণাত্মক, সকলই জড় ও গতিহীন।

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর মহাশয়কে শ্রীব্রহ্মার অবতাররূপেও বিচার করা হয়, আবার প্রহ্লাদের অবতার বলিয়াও তিনি বিচারিত হন। ব্রহ্মার অবতার বলার কারণ,—যখন ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তার অভিমানে সর্ব্বকারণ-কারণ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে মর্ত্ত্য বিচার করতঃ তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে প্রয়াসী হইয়া শ্রীভগবানের অহৈতুকী করুণায় নিজ ভ্রমে লজ্জিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি স্বগত বিচার করিয়াছিলেন যে, সুউচ্চ এই ব্রহ্মজন্ম হইতেই তাঁহার এই জাতীয় ধৃষ্টতা সম্ভাবিত হইয়াছে। তাই তিনি ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—'প্রভো! তোমাতে বহির্ম্মুখ হইয়া আমার ব্রহ্মজন্মেরও কোন বাঞ্ছা নাই, যাহাতে তোমাকে পরীক্ষা করিবার ধৃষ্টতাও প্রকাশ পায়। আমাকে এমনই জন্ম দাও প্রভো, যেখানে আমার বৈদিক অভিমানেরও কিছুই না থাকে, পরন্তু তথা হইতেই আমি তোমাকে এবং তোমার সহিত তোমার শক্তি-পরিণত এই বিশ্বকে একাত্মক জ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে সম্মান করিতে পারিব অর্থাৎ আমাপেক্ষা হীন ব্যক্তি চরাচরে দ্বিতীয়টী না থাকায় সকলকেই আমার সম্মানের পাত্র জ্ঞান করিতে পারিব।' এই প্রার্থনামূলে শ্রীভগবদিচ্ছাক্রমেই শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবল্লীলাপুষ্টিহেতু শ্রীহরিদাসরূপে অবৈদিক যবনকুলে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই জন্যই তাঁহার অপর নাম ব্রহ্মহরিদাস অর্থাৎ ব্রহ্মার অবতার হরিদাস। ইহাতে শিক্ষণীয় যে, ঈশ্বরে প্রেমপোষণই জীবের একমাত্র জীবাতু। তাহা যে বর্ণ বা যে আশ্রমে থাকিয়াই সম্ভব হউক—এমনকি বর্ণবাহ্য বা আশ্রমবাহ্য অবস্থায় মধ্যে উদ্ভূত হইয়াও তাহা যদি কোনও সৌভাগ্যে সাধুসঙ্গ-ফলে লাভ করা যায়, তবে তাহাই জীবের সর্ব্বতোভাবে আশ্রয়ণীয় ও মৃগ্য। তাহাতে জাতি কুলের নিরর্থকতা এবং প্রেমেরই সম্পূর্ণ সার্থকতা মাত্র সম্পাদিত হয়।

"জাতি, কুল,—সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচ কুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥
অধম-কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সে-ই সে পূজ্য—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
উত্তম কুলেতে জন্মি' শ্রীকৃষ্ণে না ভজে।
কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে॥"
—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৩৭-২৩৯

দ্বিতীয়তঃ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে প্রহ্লাদের অবতার

বলার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীহরিভক্তির সদ্ভাবে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অত্যদ্ভুত সহনশীলতা শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের সহনশীলতাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। দুষ্ট কাজি হরিদাসের মুসলমানধর্ম্মের বিপরীত আচার-আচরণ লক্ষ্য করতঃ তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া স্বধর্ম্মে আনয়নের বিবিধ প্রচেষ্টা করিলেও অবশেষে তাহা অসম্ভব বিবেচনায় তাঁহার উপর মৃত্যু-দণ্ডাদেশ জারি করিবার পূর্ব্বক্ষণে শেষবারের মত তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেও হরিদাস সুদৃঢ় ও নির্ভীক কণ্ঠেই উত্তর দিয়াছিলেন—

"খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৯৪)

প্রহ্লাদকে তাঁহার অসুর-পিতা হিরণ্যকশিপু হরিস্মরণ ত্যাগ করিতে আদেশ করায় ঠিক এইমত উত্তরই প্রহ্লাদের মুখ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহার উত্তরফলে স্নেহময় পিতা হইতেও প্রহ্লাদের অবর্ণনীয় নির্য্যাতন লাভ হইয়াছিল। প্রেমপুষ্টিতে ও নিষ্ঠাপরিমাণে ভগবানের এই জাতীয় ইচ্ছা ভক্তগণ অম্লানবদনেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহারা ভক্তিযোগের অধিকতর উন্নতাবস্থাই লাভ করেন।

যশোহর জিলার বূঢ়ন গ্রামে শ্রীহরিদাসের জন্ম। মুসলমানকুলে জন্ম বলিয়াই সাধারণ অভিমত। কাহারও কাহারও বিচারে তিনি ব্রাহ্মণ কুলোৎপন্ন হইলেও শৈশবেই পিতামাতার মৃত্যুতে তিনি যবন গৃহেই লালিত পালিত হন। তাঁহার শৈশবের সঠিক কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তবে তিনি যে, অতীব শৈশবেই শ্রীহরিনামে অনুরাগী ছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। তাঁহার শ্রীনামে রুচি স্বভাবজাত রুচির ন্যায় বোধ হইলেও তত্ত্ববেত্তা আচার্য্যগণের বিচারে তাঁহার কোন অবকাশে কোন শুদ্ধ ভগবৎ প্রেমিকের সঙ্গ অবশ্যই হইয়া থাকিবে, নতুবা হরিভক্তির কথা আসিতেই পারে না।

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥" (ভাঃ ৭।৫।৩২)

ষণ্ড ও অমর্ক শুক্রাচার্য্যের পুত্রদ্বয় হিরণ্যকশিপুর প্রশ্নের উত্তরে প্রহ্লাদ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন,—"নৈসর্গিকীয়ং মতিরস্য রাজন্" (ভাঃ ৭।৫।২৮) অর্থাৎ প্রহ্লাদের শ্রীহরিতে স্বাভাবিকী মতি, কেহ তাঁহাকে শিক্ষা দেয় নাই, পরন্তু ইহা শ্রীনারদের কৃপাসমুদ্ভূত তত্ত্ববিশেষ যাহা সাধারণে অজ্ঞাত। এই মত শ্রীহরিদাস সম্বন্ধেও বিচারিত হইবে। যাহা হউক, তাঁহার দীক্ষাদাতা গুরুর কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় আমরা পাই নাই।

হরিদাসকে নিরন্তর হরিনাম উচ্চারণ করিতে দেখিয়া মুসলমানগণ যেমন তাঁহাকে হিংসা করিত, হিন্দুকুলের কিছু দুষ্ট লোকও তদ্রূপ তাঁহার প্রতি মাৎসর্য্য প্রকাশ করিয়াছিল। হরিদাস বূঢ়ন গ্রাম ছাড়িয়া যশোহর জিলার অন্তর্গত তদানীন্তন বেনাপোল গ্রামে আগমন করতঃ গ্রামের প্রান্তভাগে একটী ছোট কুটীরে অবস্থান করিয়া নিরন্তর হরিনাম করিতে থাকিলে গ্রামের বহু সজ্জনের তিনি সুনজরে পড়িলেও তথাকার ব্রাহ্মণব্রুব দুষ্ট জমিদার রামচন্দ্র খানের হিংসার পাত্র হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র খান জমিদার, তদুপরি মহাকুল-প্রসূত ব্রাহ্মণ হইলেও ভয়ঙ্কর অত্যাচারী ও লম্পট ছিল। সজ্জনগণ তাহাকে সম্মান না করিয়া হরিদাসকে সম্মান করেন, তাহার মহিমা খ্যাপন করেন না, ইহাই রামচন্দ্র খানের হরিদাসের প্রতি মাৎসর্য্য-জনিত আক্রোশের কারণ। সে হরিদাসের মর্য্যাদা নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তাহার জমিদারী-মধ্যে সংরক্ষিত বেশ্যাগণের মধ্য হইতে একজন পরমা সুন্দরী বেশ্যাকে হরিদাসকে পতিত করিবার জন্য পাঠাইলেও পর পর তিন রাত্রিতেও বেশ্যাটি কৃতকার্য্য না হইয়া পরিশেষে প্রাক্তন সুকৃতি বশতঃ নিজ কার্য্যে অনুতপ্ত হইয়া হরিদাসের চরণে নিষ্কপট আশ্রয়লাভে কৃতার্থ হইলেন। মহদাশ্রয়ে শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে সেই নারী অত্যল্পকাল মধ্যেই মহা তপস্বিনী হন। তাঁহার তপঃ প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া বড় বড় সাধু বৈষ্ণব তাঁহার দর্শনলাভার্থ গমন করিতেন।

"প্রসিদ্ধা বৈষ্ণবী হৈলা পরম-মহান্তি।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান্তি॥"
(চৈঃ চঃ অঃ ৩।১৪১)

হরিদাস বেশ্যার সদ্গতি প্রদান করতঃ তথা হইতে হুগলী জেলান্তর্গত সপ্তগ্রামে গমন করেন। তথাকার প্রভাবশালী জমিদার-ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীহিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার তাঁহাকে প্রচুর সম্মান করেন। গোবর্দ্ধন মজুমদারের একমাত্র পুত্র, যিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গগনের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র, ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম, সেই শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বাল্যকালে এই ঠাকুর হরিদাসেরই দর্শন, স্পর্শন ও উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর হুগলী হইতে হরিদাস নবদ্বীপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শান্তিপুরে তদানীন্তন নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-সমাজের সমাজপতি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের ভবনেও কিছুদিন অবস্থান করিলে আচার্য্য কর্ত্তৃকও তিনি বিশেষরূপে সম্মানিত হন। শান্তিপুরস্থ ফুলিয়ার গোফায় ভজনাবিষ্ট থাকাকালে নির্জ্জনে গভীর রাত্রিতে মায়াদেবী স্বয়ং তাঁহাকে পর পর তিন রাত্রি বঞ্চনা করিতে আসিয়া পরিশেষে অসমর্থ হইয়া নিজ পরিচয় প্রদান করতঃ নিষ্কপটে হরিদাসের শরণাগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণনাম প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

"পূর্ব্বে আমি রামনাম পাঞাছি শিব হৈতে।
তোমার সঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণনাম লৈতে॥
মুক্তি-হেতু 'তারকব্রহ্ম' হয় রামনাম।
'কৃষ্ণনাম' পারক হঞা করে প্রেমদান॥
কৃষ্ণনাম দেহ, তুমি মোরে কর ধন্যা।
আমারে ভাসাও যৈছে এই প্রেম বন্যা॥
এত বলি হরিদাসের বন্দিলা চরণ।
হরিদাস কহে,—'কর কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন'॥"
(চৈঃ চঃ অঃ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ২৫৪-২৫৭)

অতঃপর তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-প্রচার-কল্পে শ্রীধাম মায়াপুরে শুভাগমন করেন। শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুসহ তাঁহার প্রগাঢ় সৌহার্দ্দ্য। তাঁহারা উভয়ে একত্রে প্রভুর নির্দ্দেশক্রমে নবদ্বীপের গৃহে গৃহে শ্রীহরিনাম বিতরণ-কালে জগাই মাধাই নামীয় দুইজন ব্রহ্মদস্যুকেও কৃষ্ণনাম দিয়া মুক্ত করেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসে তিনিও পুরীধামে গিয়া সিদ্ধবকুল তরুমূলে অতীব দীনভাবে বাস করতঃ প্রত্যহ তিন লক্ষেরও অধিক হরিনাম-মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকেন। মহাপ্রভু তাঁহার নামের সহিত 'নামাচার্য্য' পদবী সংযুক্ত করিয়া দিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব-জগতে অসমোর্দ্ধ মর্য্যাদায় ভূষিত করিয়াছেন। শ্রীল হরিদাস স্বীয় নির্য্যাণকালে পূর্ব্ব প্রার্থনামত মহাপ্রভুর মুখকমলের প্রতি নিজ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া, নিজ হৃদয়ে প্রভুর পদযুগল ধারণ করিয়া ও মুখে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দেহ রক্ষা করিলে করুণাঘনমূর্ত্তি শ্রীগৌরহরি তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া সুদীর্ঘ সময় সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অতঃপর বালুকায় গর্ত্ত খনন করিয়া সমুদ্রতীরে স্বহস্তে তাঁহার সমাধি দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং আনন্দবাজারে গিয়া পসারিগণের নিকট হইতে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া তাঁহার নির্য্যাণ-মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন। হরিদাসের মহিমা শংসন-কালে প্রভু বলিয়াছিলেন,—

"হরিদাস আছিলা পৃথিবীর 'শিরোমণি'।
তাঁহা বিনা রত্নশূন্যা হইলা মেদিনী॥"
(চৈঃ চঃ অঃ ১১।৯৭)

শ্রীনাম-মহিমা প্রচারকালে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজ হইতেই মৎসর ব্যক্তিগণ-কর্ত্তৃক বহুবিধ নির্য্যাতন লাভ করিয়াছিলেন। বোধহয়, ঈশ্বরের এবম্বিধ বিধানই হইতে পারে যে, মহান্ বাধা, বিপত্তি ও পীড়াদির মধ্য হইতেই মহান্ অভ্যুদয়ের সূচনা হয়। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ক্ষেত্রেও তদ্বিপরীত কিছুই হয় নাই। তাঁহার মহান্ ব্যক্তিত্বে আমরা সসম্ভ্রমে অসংখ্য প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহার অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ-প্রকাশ

[পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ]

শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়া হইতে ফিরিয়াছেন। মুখে কৃষ্ণ-কথা ব্যতীত অন্য কোন কথা নাই। শিষ্যগণসমীপে 'কৃষ্ণই সর্ব্বশব্দের ও সর্ব্বশাস্ত্রের একমাত্র তাৎপর্য্য' এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ-বিরহ-প্রেম-বিকার সর্ব্বদা প্রকাশ করিতে থাকিলেন। সর্ব্বদা কৃষ্ণকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। ভক্তগণ আসিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেম বর্ণনা করিলে তাঁহার বিশেষ আনন্দ হইল এবং তিনি যে রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা সকলের নিকট বর্ণনা করিলেন। 'গীতাপাঠের অর্থ ভাল বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া উপবাস করিয়া থাকিলাম'। রাত্রিকালে একজন আসিয়া বলিলেন—"হে আচার্য্য! শীঘ্র উঠ, ভোজন কর আর আমার পূজা কর। তুমি অকারণ দুঃখ করিবে না। তুমি যে সঙ্কল্প করিয়াছিলে তাহা সফল হইয়াছে। তুমি যে কারণে অনেক উপবাস করিয়াছ, বহু আরাধনা করিয়াছ, 'কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন করিয়াছ, যাহা আনিবার জন্য বাহু তুলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, সেই প্রভু আজ জগতে প্রকট হইয়াছেন। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বস্থানে, গৃহে-গৃহে, নগরে-নগরে কৃষ্ণকীর্ত্তন হইবে। ব্রহ্মারও দুর্লভ যে ভক্তি, তাহা তোমারই প্রসাদে সকলে অনুভব করিবে। এই শ্রীবাসের গৃহেই সমস্ত বৈষ্ণব ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ বস্তু অনুভব করিবেন। তুমি এখন শীঘ্র যাও, ভোজন কর; আমি এখন বিদায় হইলাম। আবার ভোজনের সময় আসিব।" আমার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখি, 'সম্মুখে এই বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি।' দেখিবা মাত্রই সেই মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলেন।

আমার মনে হইল—কৃষ্ণের রহস্য বুঝিতে পারা বড়ই কঠিন। তিনি যে কখন কি-ভাবে আত্ম-প্রকাশ করেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। এই বালক যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে আমার গৃহে আসিতেন, আমি তাঁহার সুন্দর রূপ দেখিয়া তাঁহাকে 'কৃষ্ণে ভক্তি হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতাম। এখন তাঁহার অদ্ভুত প্রেমবিকার-সংবাদ পাইয়া বড়ই উল্লসিত হইলাম

আচার্য্যকে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া ভক্তগণ স্ব-স্ব স্থানে গমন করিলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে যাহারই পথে, গঙ্গাস্নানে বা অন্য যেকোন স্থানে সাক্ষাৎ হয়, সকলকেই তিনি কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে উপদেশ করেন। সকলেই তাঁহার কথা শুনিয়া কীর্ত্তনে মত্ত হইলেন এবং তাঁহারা মহাপ্রভুকেও কৃষ্ণভক্ত হইবার জন্য আশীর্ব্বাদ করিতেন। এইভাবে ভক্তের নিকট হইতে শুভেচ্ছা লাভ করিয়া এবং কোথাও বা ভক্তগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। সমস্ত নদীয়া নগরী হরিসংকীর্ত্তনবন্যায় প্লাবিত হইল। অত্যন্ত পাষণ্ডী ব্যতীত আর সকলেই আনন্দে আত্মহারা। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের অনুরোধক্রমে ভক্তগণসহ প্রভু নিত্য কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার প্রেমবিকার দর্শন করিয়া সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত এবং প্রীত হইতেছেন। সেই প্রেমবিকার বর্ণনা করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। প্রভুতে ঈশ্বরবুদ্ধি এখনও সকলের হয় নাই। একমাত্র অদ্বৈতআচার্য্যই তাঁহাকে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এখন তাঁহার এই প্রেমবিকার-সমূহ লক্ষ্য করিয়া সকলেরই কিছু কিছু সংশয় উপস্থিত হইতেছে। প্রেমজনিত কম্প শরীরে উপস্থিত হইলে একশত ব্যক্তিও তাঁহাকে ধরিয়া স্থির রাখিতে পারে না। শত শত নদী ধারার ন্যায় অশ্রু নির্গত হইতে থাকে। দেহে পুলক উৎপন্ন হইলে তাহা কনক পনসের ন্যায় কণ্টকযুক্ত মনে হয়। কখনও অট্ট অট্ট হাস্য করিয়া বহুপ্রকার রঙ্গ করেন। কখনও বা প্রহরাধিক-কাল আনন্দ-মূর্চ্ছায় থাকেন। আবার বাহ্যজ্ঞান হইলে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কথা বলেন না। প্রেমজনিত

হুঙ্কারে কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ ব্যক্তির কর্ণপটহ বিদীর্ণ হইলেও ভক্তগণ তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ভোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতেন এবং উত্তরোত্তর অধিক-তর কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইতেন। তাঁহার অঙ্গসমূহ কখনও স্তম্ভের ন্যায় দৃঢ়, আবার ক্ষণেকের মধ্যে তাহা নবনীতের ন্যায় কোমল হইত।

এইসব প্রেমবিকার দর্শনে ভাগবতগণ সকলেই তাঁহাকে অতিমর্ত্ত্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। বিভিন্ন ভক্ত তাঁহাকে বিভিন্নভাবে দর্শন করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন—এই পুরুষ অংশাবতার; কেহ বলিলেন—এই শরীরে কৃষ্ণ বিহার করিতেছেন। আবার তাঁহাকে কেহ শুকদেব, কেহ নারদ, কেহ প্রহ্লাদ বলিয়া মনে করিতেন। ভাগবতগণের গৃহিণীগণও বলিতে লাগিলেন—কৃষ্ণ আসিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আবার কেহ বলিলেন—ইনি ভগবানের অবতার।

যখন প্রভুর বাহ্য হইত, তখন তিনি সকলের গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতেন—'কোথা গেলে পাইমু সে মুরলীবদন!' কখনও বলিতেন—"মোর সে দুঃখের অন্ত নাই। পাইয়াও হারাইনু জীবন কানাই।" (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২য় পঃ ১৭৫, ১৭৭)।

স্বীয় কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-দুঃখ-নিবেদন-প্রসঙ্গে অন্তরঙ্গ ভক্ত-গণের নিকট কানাইর নাটশালায় কৃষ্ণদর্শন-প্রসঙ্গ বর্ণনা করিলেন। ভক্তগণও অতি আগ্রহ-সহকারে তাঁহাকে ঘিরিয়া সমূহ-রহস্য শ্রবণ করিলেন। প্রভু বলিলেন—"গয়া হইতে ফিরিবার পথে কানাইর নাটশালা নামে এক গ্রামে আমি দেখিলাম,—তমাল শ্যামলবর্ণ এক সুন্দর বালক, তাঁহার কেশগুচ্ছে নবগুঞ্জা-বিশেষ শোভা ধারণ করিয়াছে। তাহার উপরে অতি মনোরম শিখিপুচ্ছ, সর্ব্বাঙ্গে মণিমাণিক্য ঝলমল করিতেছে। হস্তে মনোহর মোহন বংশী, চরণে নূপুর, নীলস্তম্ভসদৃশ ভুজদ্বয়ে রত্নালঙ্কার, বক্ষে কৌস্তুভ ও শ্রীবৎসচিহ্ন শোভা পাইতেছে। সেই বালক হাসিতে হাসিতে আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করতঃ কোথায় চলিয়া গেল।"

এইরূপ বলিতে বলিতে বিশ্বম্ভর 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া পৃথিবীর উপরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহাকে সকলে আস্তে ব্যস্তে 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' বলিয়া উঠাইয়া অঙ্গের ধূলা বালি ঝাড়িয়া দিলেন।

এইভাবে ভক্তগণসঙ্গে মহাপ্রভু প্রত্যহ নিজগৃহে কীর্ত্তন করিতেছেন। অন্যত্রও কীর্ত্তন হইতেছে। কীর্ত্তনধ্বনিতে সমস্ত নদীয়া নগরী মুখরিত। বৈষ্ণব দেখিলেই মহাপ্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন—'কৃষ্ণ কোথায়?' একদিন গদাধর তাম্বুল লইয়া মহা-প্রভুর গৃহে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোথায় পীতবসন কৃষ্ণ?' তাঁহার আর্ত্তি দেখিয়া গদাধর বলিলেন—'নিরবধি আছে কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে।' কৃষ্ণ হৃদয়ে আছেন শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রভু নখদ্বারা আপনবক্ষঃ বিদীর্ণ করিবার চেষ্টা করিলেন। ইহা দেখিয়া গদাধর তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—'এখনই কৃষ্ণ এই স্থানে আসি-বেন, নখে হৃদয় বিদীর্ণ করিলে কি হইবে!' তাহাতে প্রভু নিরস্ত হইলেন।

শচীদেবী এইসব দেখিয়া গদাধরের বিশেষ প্রশংসা করিলেন। পুত্রের এইরূপ প্রেমবিকার লক্ষ্য করিয়া শচী মাতার মনে প্রভুর প্রতি ঐশ্বর্য্যমিশ্র বাৎসল্য ও ভয়মিশ্র বিস্ময় জাগরিত হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—'এই পুরুষ মানুষ নহে' না জানি কোন্ মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন।' এই জন্য শচী-মাতা ভয়ে প্রভুর সম্মুখে আসিতে সাহস করিতেন না।

ভক্তগণ সন্ধ্যাকালে প্রভুর গৃহে আসিয়া মিলিত হইতেন। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া কীর্ত্তন হইত। তাহাতে ভক্তগণের দুঃখ দূর হইল। তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু ঘন ঘন হরিধ্বনিতে পাষণ্ডিগণের নিদ্রার ব্যাঘাত হইল! তাহারা কৃষ্ণসেবা-বিমুখ, কৃষ্ণসেবাকার্য্যে নিদ্রিত থাকিয়া সর্ব্বদা বিষয়-সেবাকার্য্যে জাগরূক। এক্ষণে শচীনন্দনের উচ্চকীর্ত্তন ধ্বনিতে তাহাদের তামসিক নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ায় তাহাদের হরিসেবাবিমুখচিত্তও উদ্বুদ্ধ ও চমকিত হইয়াছিল। যাহারা একেবারে বহির্ম্মুখ তাহারা ক্রুদ্ধ

হইয়া যাহা খুশী বলাবলি করিতে লাগিল। কেহ বলিল—'ইহারা সব পাগল হইয়াছে', কেহ বলিল—'ইহাদের জ্বালায় নিদ্রা যাইতে পারা যায় না', কেহ বলে—'ইহাদের জ্ঞান-বিচার কিছুই নাই, অত্যন্ত উদ্ধতের ব্যবহার'।

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত পূর্ব্ব হইতেই কীর্ত্তনে মাতিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহেও অনেক সময় কীর্ত্তন হইত, সুতরাং দুর্বৃত্তগণের সমস্ত ক্রোধ তাঁহার উপর পড়িল। তাহারা বলিতে লাগিল—'কিসের যে কীর্ত্তন ইহারা করে তাহা বুঝা ভার, এই বামনা শ্রীবাসই যত দুরভিসন্ধির মূল, ভিক্ষা করিয়া খাইবার জন্য চার ভাই মিলিয়া উন্মাদের মত 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া ডাক ছাড়িতেছে। মনে মনে 'কৃষ্ণ'-নাম করিলে কি পুণ্য হয় না!' কেহ আসিয়া বলিল—'আরে ভাই, আমাদের মহাবিপদ, এই শ্রীবাসের জন্য আমাদের দেশ উৎসন্নে গেল। আমি আজ বাদশাহের দরবারে শুনিয়া আসিলাম রাজার এইরূপ আদেশ হইয়াছে যে, বাদশাহের দুইজন লোক আসিতেছে, সব কীর্ত্তনীয়াদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইবে।' শ্রীবাস পণ্ডিত যেদিকে পারে পলায়ন করিবে, আর আমাদেরই সব সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। আমি ত' পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, শ্রীবাসের ঘর ভাঙ্গিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হউক; তখন সকলেই আমার কথা পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলে। এখন দেখ, কি সর্ব্বনাশ হয়! তখন কেহ বলিল—'আমাদের কি ভয়? যদি কেহ আসিয়া খোঁজ করে তবে আমরাই শ্রীবাসকে বাঁধিয়া তাহাদের হাতে সমর্পণ করিব'। এইমত গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে নানা কথা হইতে লাগিল। আরও প্রচারিত হইল যে, বৈষ্ণবগণকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য লোকজন সহ রাজার নৌকা আসিতেছে।

এই সব কথায় বৈষ্ণবসমাজে ভয়ের কোন কারণ হইল না। তাঁহারা বলিলেন—যখন প্রভু কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং রক্ষকরূপে বর্ত্তমান, তখন প্রাকৃত বিঘ্নকারী কোন বস্তু হইতেই আমাদের কোনরূপ ভয় নাই। তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তুতির শ্লোক উচ্চারণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—

"তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্-
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥" (ভাঃ ১০।২।৩৩)

[হে মাধব! আপনার ভক্তগণ আপনাতেই সুদৃঢ়-প্রীতিযুক্ত। তাঁহারা কখনই স্থানভ্রষ্ট হন না, আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারীদিগের মস্তকে পদক্ষেপ করতঃ নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন।]

কিন্তু শ্রীবাস পণ্ডিত বড়ই সরল ও উদার প্রকৃতি ছিলেন। তাঁহার নিকট যে যাহাই বলিত, তিনি তাহাই সহজে বিশ্বাস করিয়া লইতেন। বিশেষতঃ হিন্দুবিদ্বেষী রাজার রাজ্যে সবই সম্ভব হইতে পারে বলিয়া তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল।

শ্রীগৌরহরি ভক্তের হৃদয়ের কথা বুঝিতে পারিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন—ভক্তগণ এখনও তাঁহাকে ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না। সুতরাং তাঁহাদের দুঃখ ও ভয় অপনোদনের জন্য তিনি আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা করিলেন। যথা,—

"প্রভু অবতীর্ণ—নাহি জানে ভক্তগণ।
জানাইতে আরম্ভিলা শ্রীশচীনন্দন॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২য় পঃ ২৪৪)

এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রভু নির্ভয়ে গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অপরূপ রূপের ছটায় চতুর্দ্দিক উদ্‌ভাসিত। অদ্বিতীয় মদনের রূপ। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত, অরুণ অধর, কমল নয়ন অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। চাঁচর-চিকুরে পূর্ণচন্দ্র সদৃশ বদন মণ্ডল সুষমা মণ্ডিত, স্কন্ধে উপবীত, পরিধানে দিব্যবস্ত্র, অধরে তাম্বুল। এই প্রকার রূপ ধারণ করিয়া প্রভু গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে থাকিলেন।

সুকৃতি ব্যক্তিগণ দেখিয়া হর্ষাবিষ্ট, আর পাষণ্ডিগণ তদ্দর্শনে বিমর্ষযুক্ত। এইরূপ ভয়ের কথা শুনিয়াও নিমাই পণ্ডিত কোনপ্রকার ভয় না করিয়া রাজকুমারের

মত নির্ভয়ে ভ্রমণ করিতেছেন দেখিয়া পাষণ্ডিগণ বিস্মিত হইল, কেহ বা বলিল—'আরে ভাই! এইগুলি পলায়ন করিবার ফন্দী মাত্র।'

মহাপ্রভু কিন্তু নির্ভয়ে গঙ্গাতীরে ভ্রমণরত। গঙ্গার মনোরম পুলিনশোভা দর্শনে তিনি ভাবাবিষ্ট। পুলিনে ধেনু ও ধেনুবৎসগণ চরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা হাম্বারব করিয়া জলপান করিবার জন্য জলসমীপে আগমন করিতেছে, আবার কখনও ঊর্দ্ধপুচ্ছে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। এইসব দেখিয়া মহাপ্রভুর ব্রজলীলা স্মৃতি উদ্দীপ্ত হওয়ায় তিনি "মুঞি সেই, মুঞি সেই" বলিয়া বারবার হুঙ্কার করিয়া উঠিতেছেন।

এইরূপে গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ তিনি শ্রীবাসের গৃহে উপস্থিত হইলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত তখন কপাট বন্ধ করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের অর্চ্চনে রত ছিলেন। তিনি 'কি করিস্ শ্রীবাস?' বলিতে বলিতে বারবার কপাটে পদাঘাত করতঃ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—

'কাঁহারে পুজিস্, করিস্ কার্ ধ্যান?
যাঁহারে পূজিস্ তাঁরে দেখ্ বিদ্যমান॥'

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২।২৫৮)

পদাঘাত শব্দে এবং উচ্চ চীৎকার ধ্বনিতে শ্রীবাস অতি সত্বর বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। কিছুই বলিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন, জ্বলন্ত অনল সদৃশ বিশ্বম্ভর বীরাসনে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে বসিয়া আছেন। তাঁহার চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। তিনি মত্তসিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছেন এবং বামকক্ষে তালিদিয়া হুঙ্কার করিতেছেন। এইসব দর্শন করিয়া শ্রীবাস নির্ব্বাক্, তাঁহার কম্প উপস্থিত হইল, কোনও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

তখন প্রভু তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য অভয়দান করিয়া স্ব-তত্ত্ব বর্ণনা করতঃ শ্রীবাসকে তাঁহার স্তব করিতে বলিয়া আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন—'আরে শ্রীবাস! তুমি এতদিন আমার প্রকাশ জানিতে পারিলে না? তোমার উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে আর নাড়ার (শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের) হুঙ্কারে বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া সপরিজন আমি আসিয়াছি। আর তুমি আমাকে না জানিয়া নিশ্চিন্তে রহিয়াছ! আচার্য্যও আমাকে এড়াইয়া শান্তিপুরে গিয়া বসিয়া আছে। আমি সাধুগণকে উদ্ধার করিব আর দুষ্টসব বিনাশ করিব। তোমার চিন্তা নাই। তুমি আমার স্তব কর।

"ডাকিয়া বলয়ে প্রভু—'আরে শ্রীনিবাস!
এতদিন না জানিস্ আমার প্রকাশ?
তোর উচ্চ সংকীর্ত্তনে, নাড়ার হুঙ্কারে।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ, আইনু সর্ব্ব পরিবারে॥
নিশ্চিন্তে আছহ তুমি মোরে না জানিয়া।
শান্তিপুরে গেল নাড়া আমারে এড়িয়া॥
সাধু উদ্ধারিমু, দুষ্ট বিনাশিমু সব।
তোর কিছু চিন্তা নাই, পড়' মোর স্তব॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২।২৬৩-২৬৬)

প্রভুকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার এই সমস্ত কথা শুনিয়া শ্রীবাস প্রেমবিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসক ভয় বিদূরিত হইল তিনি আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর হর্ষে পরিপূর্ণ হইল, তিনি করজোড় করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি ত' মহা পণ্ডিত ছিলেন; সুতরাং শ্রীমদ্ ভাগবতোক্ত ব্রহ্মার স্তুতি হইতে শ্লোক পড়িয়া স্তব করিলেন—

"নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংস-পরিপিচ্ছলসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥"

—ভাঃ ১০।১৪।১

"বিশ্বম্ভর-চরণে আমার নমস্কার।
নব-ঘনবর্ণ, পীতবসন যাঁহার॥
শচীর নন্দন-পায়ে মোর নমস্কার।
নবগুঞ্জা শিখিপুচ্ছ ভূষণ যাঁহার॥
গঙ্গাদাস-শিষ্য পায়ে মোর নমস্কার।
বনমালা, করে দধি-ওদন যাঁহার॥
জগন্নাথ-পুত্র পায়ে মোর নমস্কার।
কোটিচন্দ্র জিনি রূপ বদন যাঁহার॥

শৃঙ্গ, বেত্র, বেণু—চিহ্ন-ভূষণ যাঁহার।
সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার॥
চারিবেদে যাঁরে ঘোষে' 'নন্দের কুমার'।
সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার॥"

—চৈঃ ভাঃ মঃ ২য় পঃ ২৭২-২৭৭

এইরূপ স্তুতি করিতে করিতে প্রেমাবেশে শ্রীবাস-পণ্ডিত ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঘন ঘন শ্বাস পড়িতে লাগিল। তিনি গৌরচন্দ্রের প্রকাশে প্রেমে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তাঁহার যে কি অদ্ভুত সুখ বোধ হইতে লাগিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। তিনি আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলেন।

শ্রীবাস কর্ত্তৃক নিজস্তুতি শ্রবণ করিয়া হাসিয়া মহাপ্রভু বলিলেন—তোমার স্ত্রী পুত্র আদি যত পরিবার রহিয়াছে, তাহাদিগকে বাহিরে আন, তাহারা আমার রূপ দর্শন করুক। তুমি সস্ত্রীক আমার চরণ পূজা কর এবং তোমার মনোমত বর প্রার্থনা কর।

প্রভুর আদেশ প্রাপ্তি মাত্র শ্রীবাস পণ্ডিত সমস্ত পরিজন সহ সত্বর আসিয়া বিষ্ণু পূজার নিমিত্ত সংগৃহীত গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ আদি সমস্তই সাক্ষাতেই প্রভুর চরণে অর্পণ করিয়া পূজা করিলেন এবং ভাই, পত্নী, দাস, দাসী সকলকে লইয়া প্রভুর শ্রীচরণ ধরিয়া কাকুতি করিতে লাগিলেন। তখন ভক্তবৎসল প্রভু বিশ্বম্ভর সকলের মস্তক উপর নিজ শ্রীচরণ স্থাপন পূর্ব্বক ডাকিয়া বলিলেন—'তোমাদের সকলের চিত্ত আমার প্রতি লগ্ন হউক'।

স্বীয় ঈশ্বরত্ব বর্ণনোদ্দেশ্যে শ্রীবাসকে অভয়দান-মুখে ভক্ত-বিরোধী রাজাকে গোষ্ঠীসহ কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত করাইবার অঙ্গীকার করিলেন। তিনি হুঙ্কার করিয়া বলিলেন—'ওহে শ্রীবাস! তুমি মনে করিয়াছ রাজার নৌকা তোমাকে ধরিতে আসিয়াছে, ইহাতে তুমি কি ভয় পাইয়াছ? ব্রহ্মাণ্ডে যে স্থানে যত জীব আছে, সকলেরই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া স্বয়ং নির্লিপ্তভাবে আমি তাহাদিগকে স্বেচ্ছামত ভ্রমণ করাই। কেহই আমার প্রেরণা ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। আমি রাজার দেহে অন্তর্য্যামিসূত্রে যদি তাহাকে তোমাদিগকে ধরিবার জন্য প্রেরণা দিই, তাহা হইলেই রাজা তোমাদিগকে ধরিয়া লইবার জন্য আদেশ প্রদান করিবে। যদি ইহার অন্যথা ঘটে, অর্থাৎ রাজা যদি স্বয়ং স্বতন্ত্র ইচ্ছাবশতঃ তোমাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য আদেশ প্রদান করে, তাহা হইলে আমি সর্ব্বাগ্রে নৌকায় চড়িব এবং রাজার গোচরে উপনীত হইব। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি সর্ব্বেশ্বর আমাকে দেখিয়া রাজা কখনই রাজাসনে বসিয়া থাকিতে পারিবে না। আমি তাহাকে নিশ্চয়ই মোহিত ও বশীভূত করিয়া ফেলিব। যদি ইহাও না ঘটে, অর্থাৎ রাজা অন্যরূপ ইচ্ছাবশতঃ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে আমি যাহা করিব ইচ্ছা করিয়াছি তাহাও তোমাকে বলিতেছি। তখন আমি রাজাকে বলিব—'ওহে রাজা, কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা, তাহা জ্ঞাত হও। তোমার যত মোল্লা, কাজী প্রভৃতি আছে সকলকে এই স্থানে আহ্বান কর, যত হস্তী, অশ্ব, পশু, পাখী আছে সব এখানে আনয়ন কর। তোমাদের শাস্ত্রকথা উচ্চারণ করাইয়া পশু, পক্ষী, হস্তী, অশ্বগুলিকে কাঁদাইবার জন্য কাজীগণকে আহ্বান কর। যদি তাহারা কাঁদাইতে না পারে, তখন আমি আমার বক্তব্য প্রকাশ করিব। যাহাদের শাস্ত্রবচনে অন্যকে কাঁদাইবার ক্ষমতা নাই, তাহাদের ত' শক্তি দেখিলে, কিন্তু তাহাদের কথায় সংকীর্ত্তনে বাধা দিয়াছ। এখন আমার শক্তি দেখ। এই কথা বলিয়া আমি হস্তী, অশ্বগুলিকে ধরিয়া আনিব এবং সকলকে 'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদাইব। রাজার যত লোকজন আছে, তাহাদিগকেও কাঁদাইব। ওহে শ্রীবাস, তুমি যদি ইহাতেও সংশয় প্রকাশ কর, তবে সাক্ষাতে দেখ। এই বলিয়া মহাপ্রভু শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা 'নারায়ণী' নামে বালিকাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"নারায়ণী, 'কৃষ্ণ' নাম বলিয়া কাঁদ"। চারি-বৎসর বয়স্কা নারায়ণী 'কৃষ্ণ' নাম করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সমস্ত অঙ্গ বিধৌত করিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল।

তখন মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন ওহে শ্রীবাস! এখন তোমার সব ভয় দূর হইল ত'?

তখন প্রপন্নশ্রেষ্ঠ মহাবক্তা শ্রীবাস দুইবাহু আস্ফালন করিয়া নির্ভয়ে উত্তর দিলেন—তোমার কালরূপী চক্র যখন সৃষ্টি সংহার করে তখন তোমার নাম উচ্চারণবলে ভয় করি না, আর এখন তুমি নিজে আমার ঘরে রহিয়াছ, আমি কাহাকে ভয় করিতে পারি? আমার আর কোন ভয় নাই। এই বলিয়া তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া প্রভুর প্রকাশ দর্শন করিলেন এবং গোষ্ঠীর সকলেই এমনকি গৃহের দাসদাসী পর্য্যন্ত সেই বেদবেদ্যপুরুষকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

শ্রীগৌরাবতারে উদারচরিত্র শ্রীবাসের গৃহই শ্রীকৃষ্ণের বিহারস্থান শ্রীবৃন্দাবন-সদৃশ।

শ্রীচৈতন্যভাগবত (মধ্য ২।৩৩৪) বলেন—

"জগন্নাথ ঘরে হইল এই অবতার।
শ্রীবাসপণ্ডিত গৃহে যতেক বিহার॥"

যশড়ায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠের অন্যতম শাখা—শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাট যশড়া গ্রামস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দিরে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় এবারও গত ৫ই আষাঢ় (১৩৮৫), ইং ২০শে জুন (১৯৭৮) মঙ্গলবার শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের কৃপানির্দ্দেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ৪ঠা আষাঢ় পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীরাধামোহন দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীহর-প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক ভক্তদ্বয় সমভিব্যাহারে শ্রীপাটে উপস্থিত হন। এই দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরালিন্দে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অনুভাষ্য হইতে শ্রীজগদীশ-হিরণ্যপণ্ডিতকথা আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের সাক্ষাৎ শ্রীপুরীধাম হইতে শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ আনয়ন প্রসঙ্গ ও ভক্তবৎসল ভগবদাকর্ষিণী শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

৫ই আষাঢ় শ্রীশ্রীস্নানযাত্রা শুভবাসরে মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তন পাঠাদি ভক্ত্যঙ্গ সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। যতি-ধর্ম্মানুসারে ক্ষৌরকর্ম্মকরণান্তর স্নানাহ্নিকাদি সমাপনান্তে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহ-গণের যথাবিধি অভিষেক পূজা-ভোগরাগ ও আরাত্রি-কাদি বিধান করেন। পূর্ব্বে শ্রীপাটের সান্নিধ্যেই গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন। এক্ষণে প্রায় এক মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছেন। মঠসেবকগণ সংকীর্ত্তন-সহযোগে গঙ্গোদক আনয়ন করিলে ঐ গঙ্গোদকেই অভিষেকাদি কৃত্য সম্পাদিত হয়। বেলা ১১টার মধ্যেই শ্রীমন্দিরের কৃত্য সম্পাদিত হইলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শ্রীমন্দির সন্নিহিত প্রশস্ত প্রাঙ্গণস্থ স্নানবেদীতে শুভবিজয় করেন। শ্রীজগন্নাথ-দেব স্নানবেদীতে শুভযাত্রার প্রাক্কালে এক পশলা বৃষ্টি হয়। মনে হইল যেন দেবরাজ ইন্দ্র দেববৃন্দসহ তাঁহার স্নান সম্পাদন করিলেন। বৃষ্টির জন্য শ্রীজগন্নাথদেবকে স্নান বেদীতে লইয়া যাইতে একটু বিলম্ব হয়। শত শত ভক্তকণ্ঠ-নিঃসৃত গগন-পবনভেদী মহা জয় জয় ধ্বনিসহ অবিশ্রান্ত নামসংকীর্ত্তন মধ্যে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাভিষেক যথাশাস্ত্র সম্পাদিত হইল। শ্রীল পুরী মহারাজ বেলা প্রায় ১২টায় স্নান আরম্ভ করেন। স্নান সমাপ্ত হইতে প্রায় ২টা বাজিয়া যায়। স্নানের পর বস্ত্রাদি পরিধান করান হইলে পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন পূর্ব্বক কীর্ত্তনমুখে স্নানবেদী পরিক্রমা করা হয়। অতঃপর দণ্ডবৎ প্রণতি বিধানান্তর ভক্তবৃন্দ মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

স্নানযাত্রা উপলক্ষে স্নানবেদীর চতুষ্পার্শ্বস্থ বিস্তৃত প্রাঙ্গণে একটি মেলা বসিয়া যায়, বহু দোকানপাট বসে এবং প্রচুর লোক সমাগম হয়।

৫ই আষাঢ় রাত্রে শ্রীমন্দিরালিন্দে একটি সভার অধিবেশন হয়। এই দিবস শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ও শ্রীল শ্রীধর পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব তিথি পূজাবাসর। শ্রীল পুরী মহারাজ তাঁহাদের মহিমা কীর্ত্তন করেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ·৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ। স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস তালিকা-সম্বলিত এই ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী গণিত হইয়া শ্রীগৌর আবির্ভাব তিথি—১০ চৈত্র (১৩৮৪), ২৪ মার্চ্চ (১৯৭৮) তারিখে প্রকাশিত হইয়াছেন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। ভিক্ষা—·৮০ পয়সা। ডাকমাশুল অতিরিক্ত ·২৫ পয়সা।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

মুদ্রণালয়ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১৮শ বর্ষ * শ্রাবণ — ১৩৮৫ * ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়
মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০১

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ২৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ১৫৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা)

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

'চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৮শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ, ১৩৮৫
১২ শ্রীধর, ৪৯২ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ শ্রাবণ, মঙ্গলবার; ১ আগষ্ট, ১৯৭৮ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

— চাতুর্ম্মাস্য —

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

বেদশাস্ত্রে অনেক স্থলে চাতুর্ম্মাস্যযাজীর কথা এবং চাতুর্ম্মাস্যের কর্ম্মাঙ্গত্ব উল্লিখিত আছে। ধর্ম্মশাস্ত্রেও সৎকর্ম্মীর চাতুর্ম্মাস্য ব্যবস্থার অভাব নাই। পুরাণের মধ্যেও নানাস্থলে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

আধুনিক স্মৃতিনিবন্ধেও চাতুর্ম্মাস্য বিধান, পরমার্থী ও স্মার্ত্তগণের অপরিচিত নহে। পরমার্থস্মৃতি শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস অথবা রঘুনন্দনের কৃত্যতত্ত্বেও আমরা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের কথা দেখিতে পাই।

কর্ম্মকাণ্ডীর বিচারেই যে কেবল চাতুর্ম্মাস্যযাজীর ফল কথিত হইয়াছে, এরূপ নহে। কাঠক গৃহসূত্রেও আমরা যতিধর্ম্ম নিরূপণে পাঠ করি যে, "একরাত্রং বসেদ্ গ্রামে নগরে পঞ্চরাত্রকম্। বর্ষাভ্যোহন্যত্র বর্ষাসু মাসাংশ্চ চতুরো বসেৎ॥" একদণ্ডী জ্ঞানিগণ ও ত্রিদণ্ডী ভক্তগণ উভয়েই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত ধারণ করেন। শ্রীশঙ্কর-মতাবলম্বিগণের মধ্যেও চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরও চাতুর্ম্মাস্য উপস্থিত হইলে কাবেরীতে শ্রীরঙ্গমন্দিরে চারিমাস-কাল বাস করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় ভক্তগণ চারিমাস-কাল শ্রীনীলাচলে শ্রীগৌর-পাদপদ্মে প্রত্যেক বৎসরেই গমন করিতেন ও তথায় তাঁহাদের অবস্থানের কথা লীলা-লেখকগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

চারি প্রকার আশ্রমেই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কষ্টসাধ্য বলিয়া ঐ সকল প্রাচীন রীতি ক্রমশঃ সমাজবক্ষ হইতে সুদূরে চলিয়া যাইতেছে। ফলকামী কর্ম্মিগণে অথবা নিষ্কামভক্ত সম্প্রদায়ে ব্রত-পালনের অনুষ্ঠান কিছু কিছু ভিন্ন হইলেও ব্রতের সম্মান হিন্দুমাত্রেই সকলেই করিয়া থাকেন। ইহাতে ভোগত্যাগের বিধান পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভোগত্যাগ বিধান, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত ত্রিবিধ সমাজেই সমধিক আদরের বস্তু। সুতরাং ত্রিবিধ পথাবলম্বী আর্য্যগণ সকলেই চারি আশ্রমে চাতুর্ম্মাস্যের সম্মান করেন। যাঁহারা নিতান্ত অসমর্থ, তাঁহারা সুদীর্ঘকাল নিয়মের অধীন হওয়া সুবিধাজনক মনে না করায় ক্রমশঃ ঐসকল ব্রতাদিতে শিথিলভাব প্রদর্শন করিতেছেন।

আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনটী আশ্রমে অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুর আশ্রমে ভোগমাহাত্ম্য নাই। কেবল গৃহস্থের কর্ত্তব্য পালন বিষয়ে যে নির্দিষ্ট ভোগের ভাব আদিষ্ট আছে, তাহাও ভোগ-

ত্যাগের উদ্দেশ্যে। যাঁহারা আটমাস কালের মধ্যে গৃহধর্ম্ম পালন করিবার মধ্যে মধ্যে অধিকার পান, তাঁহারাও বৎসরের বর্ষাকাল বা চারিমাস ভোগত্যাগ-বিধি পালন করিয়া অবশিষ্ট আশ্রমিগণের সহ ত্যক্ত-ভোগ হইয়া বাস করেন। যিনি চারিমাস কাল নিয়মসেবা পালন করিতে অসমর্থ, তাঁহারও কেবল ঊর্জ্জবিধি বা কার্ত্তিক মাসে বিশেষভাবে নিয়মসেবা পালন করাই বিধি। ভক্তগণ কেহ কেহ চাতুর্ম্মাস্য ব্রত গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল দামোদর-ব্রত গ্রহণ করেন, তাহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ভক্তগণের চাতুর্ম্মাস্য বিধানের আবশ্যকতা নাই। উহা অসমর্থের অনুকল্প বিধিমাত্র। চারিমাস কাল নিয়মাধীন হইয়া হরিসেবা করিলে নিসর্গতঃ মনের ধর্ম্মে হরিসেবন-প্রবৃত্তি দেখা দিবে। জীব নৈসর্গিক হরিপরায়ণতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন।

চাতুর্ম্মাস্যের কাল বরাহ-পুরাণে এরূপ লিখিত আছে।

"আষাঢ়-শুক্লদ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যামথাপি বা।
চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভং কুর্য্যাৎ কর্কট-সংক্রমে॥
অভাবে তু তুলার্কেঽপি মন্ত্রেণ নিয়মং ব্রতী।
কার্ত্তিকে শুক্লদ্বাদশ্যাং বিধিবত্তৎ সমাপয়েৎ॥"

আষাঢ় মাসে শুক্লাদ্বাদশী দিবস হইতে কার্ত্তিকের শুক্লাদ্বাদশী পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাসে এই ব্রত-নিয়ম পালন করিবে। অথবা আষাঢ় পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাস কাল এই ব্রতের সময়। অথবা কর্কট সংক্রান্তি অর্থাৎ সৌর শ্রাবণ হইতে সৌর কার্ত্তিক শেষ পর্য্যন্ত শ্রীচাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কাল। যাঁহারা চারিমাস কাল উপরিলিখিত তিন-প্রকার বিচার অবলম্বনে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে অসমর্থ, তাঁহারা নিয়মসেবা পালনপর হইয়া কার্ত্তিক মাসে স্বীয় মন্ত্র-জপাদি দ্বারা বিধিপূর্ব্বক ব্রত গ্রহণ করিবেন। ঊর্জ্জব্রত বিশেষতঃ কর্ত্তব্য ইহা চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম বলিয়াও উল্লিখিত আছে। কার্ত্তিক শুক্লাদ্বাদশী হইতে ব্রত পরিহার করিতে আরম্ভ করিবেন অর্থাৎ পঞ্চ-বিংশ দিবস অবশ্যই ব্রত পালন করিবেন।

শ্রীভগবান্ বর্ষার চারিমাস কাল শয়ন করেন। সেই শয়ন কালে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য চাতুর্ম্মাস্য ব্রত গ্রহণ কর্ত্তব্য। ইহা নিত্য ব্রত।

ব্রতের অকরণে প্রত্যবায় আছে। শাস্ত্র বলেন—

"ইত্যাশ্বাস্য প্রভোরগ্রে গৃহ্নীয়ান্নিয়মং ব্রতী।
চতুর্ম্মাস্যেষু কর্ত্তব্যং কৃষ্ণভক্তিবিবৃদ্ধয়ে॥"

ভবিষ্যে—

"যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥"

ব্রতের গ্রহণীয় বিধিতে ভগবানের নিয়মসেবা ও জপ সঙ্কীর্ত্তনাদি।

স্কন্দপুরাণ ব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

"জপহোমাদ্যনুষ্ঠানং নামসঙ্কীর্ত্তনন্তথা।
স্বীকৃত্য প্রার্থয়েদ্দেবং গৃহীতনিয়মো বুধঃ॥"

চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের বর্জ্জনীয় বিচারে লিখিয়াছেন—

"শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ॥"

চাতুর্ম্মাস্যের প্রথম মাসে শাক, ভাদ্র মাসে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্জন করিবে। শাক বলিতে কেহ কেহ পক্ব ব্যঞ্জনকে বুঝিয়া থাকেন। ভোগত্যাগ করিয়া হরি-সঙ্কীর্ত্তনই উদ্দিষ্ট।

রুচ্যং তত্তৎকাললভ্যং ফলমূলাদি বর্জ্জয়েৎ।

কালোচিত ফলমূল যাহার আস্বাদনে জীবের লোভ হয় এবং হরিবিস্মৃতি ঘটে, তাহা প্রচুর পরিমাণে সেবা করিলে জড় বস্তুতে অতিরিক্ত অভিনিবেশ হয়, সুতরাং তাহা চাতুর্ম্মাস্যে বর্জ্জন করিয়া সংযত হইয়া হরিকীর্ত্তন করিবে।

হরিশয়নে নিষ্পাব বা সীম, রাজমাষ বা বরবটী, কলিঙ্গ বা ইন্দ্রযব, পটোল, বেগুন এবং পর্য্যুষিত বা বাসি দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। সাদা বেগুন বা সাহেব বেগুন অশুদ্ধ, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। সমর্থপক্ষে পটোল, বেগুন প্রভৃতি সুখময় খাদ্যও ত্যাগ করিবে।

নানাপ্রকার ত্যাগ একাধারে সম্ভবপর নহে, তজ্জন্য সমর্থপক্ষে যতগুলি ত্যাগ করিতে পারা যায়, তাহাই গ করিতে হইবে। কর্ম্মিগণ ভোগপর, তজ্জন্য

ত্যাগের ফল প্রভৃতি রোচনার্থ কথিত হইয়াছে। মোটের উপর ত্যাগ দ্বারা অভিনিবেশ শ্লথ হইলে ভগবদুন্মুখতার সুযোগ উপস্থিত হয়। আত্মধর্ম্মের বা নিত্য হরিসেবন ধর্ম্ম প্রস্ফুটিত করিতে হইলে রুচির অনুকূল দেহ ও মনের ধর্ম্ম যতটা সঙ্কোচ করিতে পারা যায়, ততই হরিসেবায় উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে।

চাতুর্ম্মাস্য কালে সম্ভবপর হইলে ব্রতী একবার মাত্র প্রসাদ পাইবেন, প্রত্যহ স্নান করিবেন, হরিনিষ্ঠ হইবেন ও চারিমাস হরির অর্চ্চন করিবেন। হরিশয়ন কালে বিলাস শয্যাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ, ভূমিশায়ী হওয়াই শ্রেয়ঃ।

সমর্থবান্ ব্রতী লবণ, তৈল, মধু, পুষ্পোপভোগ ত্যাগ করিবেন। সকল রস কটু, অম্ল, তিক্ত, মধুর ক্ষার, কষায় বর্জ্জন করিবেন। ব্রতী যোগাভ্যাস করিবেন। সকল যোগের মধ্যে ভক্তিযোগই প্রশস্ত; যেহেতু উহাই আত্মার নিত্যবৃত্তি। রাজযোগ বা জ্ঞানযোগ মনের অনিত্যবৃত্তি এবং কর্ম্মযোগ বা হঠযোগ দেহ ও কিঞ্চিন্মানস-বৃত্তিময় অর্থাৎ অনিত্য।

চাতুর্ম্মাস্যে তাম্বুল সেবা করা অবিধেয়। সমর্থবান্ পক্বদ্রব্য গ্রহণ করেন না। দধি-দুগ্ধ-তক্র পরিত্যাগ করিতে পারেন। স্থালীপাক-বর্জ্জন চাতুর্ম্মাস্যে বিধেয়। সুরা, মধু, মাংস প্রভৃতি পরিবর্জ্জনীয়। সমর্থবান্ একদিবস অন্তর একদিবস উপবাস করিবেন। নখলোমাদির ক্ষৌরকার্য্য হরিশয়নে করিতে নাই। ক্ষৌরকার্য্যে ভদ্রতা বা বিলাসিতা উপস্থিত হয়। চারিমাস কাল মৌনব্রত গ্রহণ করিলে কেবল অবিমিশ্র হরিকীর্ত্তনের সুযোগ পাওয়া যায়। পাত্র রহিত হইয়া ভূমিতে ভোজন করিলে স্বাভাবিক হরিসেবনোচিত দৈন্য উপস্থিত হয়। ভজনের সুষ্ঠুতায় ব্যাঘাত হয় না। অনুকূলজ্ঞানে ভক্তের চাতুর্ম্মাস্য বিধি ভজনের সহায় জানিতে হইবে। হরিশয়নকালে নিয়মে অবস্থান করা বিধিশাস্ত্রের আদেশ।

"তস্মিন্ কালে চ মদ্ভক্তো যো মাসাংশ্চতুরঃ ক্ষিপেৎ।
ব্রতৈরনেকৈর্নিয়মৈঃ পাণ্ডব শ্রেষ্ঠমানবঃ॥"

এতদ্ব্যতীত নক্তভোজন, পঞ্চগব্যাশন, তীর্থস্নান, অযাচিত ভোজন, হরিমন্দিরে গীতবাদ্য, শাস্ত্রামোদ দ্বারা লোক-প্রমোদন, অতৈল স্নান প্রভৃতিও চাতুর্ম্মাস্যে নিয়মরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ফল সমূহ কামপর কর্ম্মিগণের জন্য, জ্ঞানী বা ভক্তগণের লৌকিক ও পারত্রিক ফলের আবশ্যকতা নাই। মুমুক্ষু জ্ঞানিগণের মুক্তিফলও ভক্তের বর্জ্জনীয়। ভগবদ্ভক্তি হইলে মোক্ষ-বাসনা লঘু হইয়া পড়ে। সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবা তৎপর হইতে পারিলেই চাতুর্ম্মাস্যের চরম ফল লাভ হয়। (শ্রীসজ্জনতোষণী ২৩ বর্ষ, ৭৪ পৃষ্ঠা।)

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(পৌত্তলিকতা)

প্রঃ—উপাসনাকাণ্ডে মূর্ত্তিপূজা ত্যাগ করা সম্ভবপর হয় কি?

উঃ—"ঈশ্বরের প্রাকৃত মূর্ত্তি নাই, সত্য; কিন্তু সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ অবশ্যই স্বীকৃত। ঐ সচ্চিদানন্দের পূর্ণাবির্ভাব বদ্ধজীবে সম্ভব নহে, অতএব মনুষ্য পরমেশ্বরের যে কোন ভাব ধ্যান করে, তাহাই অসম্পূর্ণ পৌত্তলিক ভাব হইবে। বাক্যের দ্বারা পৌত্তলিকতা সহজেই পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু উপাসনাকাণ্ডে তাহা সম্ভব হয় না।"

—তঃ সূঃ ৩৫ সূঃ

প্রঃ—মোস্লেম শাস্ত্রে ঈশ্বরের শুদ্ধ চিন্ময়রূপ কি অস্বীকৃত হইয়াছে?

উঃ—"শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদ-কাজীকে বলিয়াছেন যে, কোরাণে কেবল জিসমানি মূর্ত্তিরই নিষেধ; শুদ্ধ মুজর্‌রদি মূর্ত্তির নিষেধ নাই। সেই প্রেমময় মূর্ত্তি পয়গম্বর সাহেব নিজ অধিকার-মতে দেখিয়াছিলেন; অন্যান্য রসের ভাবসকল অবগুণ্ঠিত ছিল।" —জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

প্রঃ—প্রথমশ্রেণীর পৌত্তলিক কাহারা?

উঃ—"অসভ্য বন্যজাতিগণ, অগ্নিপূজকগণ ও জোভ্ (Jove) স্যাটার্ণ (Saturn) প্রভৃতি গ্রহের পূজক গ্রীসদেশীয় ব্যক্তিগণ—প্রথম শ্রেণীর পৌত্তলিক।"

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

প্রঃ—দ্বিতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিকতা কিরূপ?

উঃ—"জড়ীয় জ্ঞানের অত্যন্ত আলোচনাক্রমে যুক্তিদ্বারা সমস্ত জড়ীয় গুণের বিপরীত নির্ব্বিশেষ-ভাবকে যখন 'ঈশ্বর' বলিয়া বিশ্বাস হয়, তখন দ্বিতীয়-শ্রেণীর পৌত্তলিকতা উপস্থিত হয়। —চৈঃ শিঃ ৫।৩

প্রঃ—কাহারা তৃতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিক?

উঃ—"চরমে নির্ব্বাণকে যাঁহারা লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণু, শিব, প্রকৃতি, গণেশ ও সূর্য্যের সগুণ মূর্ত্তিসকলকে সাধনের উপায় বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিত্যস্বরূপ মানেন না, অতএব কল্পিত মূর্ত্তি সেবা করত তৃতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিক মধ্যে পরিগণিত হন। আজকাল যাহাকে 'পঞ্চোপাসনা' বলা যায়, তাহা এই শ্রেণীর পৌত্তলিকতা।" —চৈঃ শিঃ ৫।৩

প্রঃ—চতুর্থ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা কি?

উঃ—"যোগীদিগের কল্পিত বিষ্ণুমূর্ত্তি-ধ্যানই চতুর্থ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা।" —চৈঃ শিঃ ৫।৩

প্রঃ—পঞ্চমশ্রেণীর পৌত্তলিক কাহারা?

উঃ—"যাঁহারা জীবকে 'ঈশ্বর' বলিয়া পূজা করেন, তাঁহারা পঞ্চম শ্রেণীর পৌত্তলিক।"

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

প্রঃ-শ্রীমূর্ত্তিসেবা ও পৌত্তলিকতায় ভেদ কি?

উঃ—"শ্রীমূর্ত্তিসেবন ও পৌত্তলিক মতে অনেক ভেদ আছে। পরমার্থ-তত্ত্বের নির্দ্দেশক শ্রীমূর্ত্তিসেবন দ্বারা পরমার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু **নিরাকারবাদরূপ ভৌতিক তত্ত্বের ব্যতিরেক ভাবকে পরব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করা** অথবা **মায়িক কোন বস্তু বা গঠনকে পরমেশ্বর বলিয়া জানাই 'পৌত্তলিকতা'** অর্থাৎ ভগবদিতর বস্তুতে ভগবন্নির্দ্দেশ।" —কৃঃ সং ৬।১২
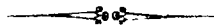
সম্বন্ধজ্ঞান ও গৌরকথা

[মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্‌-সি, বিদ্যারত্ন]

(১৬)

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি্যাদি অবস্থাত্রয় ত্রিগুণময়। বদ্ধজীবের জীবনযাত্রা তথা দেহযাত্রা এতদবস্থাত্রয়ের মধ্য দিয়াই অতিবাহিত হয়। জগতের ভূমিকাও মুখ্যতঃ তিনরূপেই প্রতিভাত হয়—(১) পরিদৃশ্যমান অবাস্তব জগৎ, (২) স্বাপ্নিক জগৎ ও (৩) নির্গুণ বা অপ্রাকৃত বাস্তব জগৎ। পরিদৃশ্যমান জগৎকে অবাস্তব জগৎ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, এখানের সম্বন্ধগুলির মধ্যে সততা, সত্যতা ও বাস্তবতা বলিয়া কিছুই নাই, পরন্তু সকলই অনিত্য ও বিনশ্বর। পরিদৃশ্যমান জগতের সঙ্গে স্বাপ্নিক জগতের কোন কোন অংশে কিছুটা ঐক্য দেখা গেলেও উভয় জগতের পরস্পরের মধ্যে কোন আদান-প্রদান নাই, অধিকন্তু এক জগৎ অপর জগতের নিকট মূকরূপেই প্রতিপন্ন হয়। এইমত বাস্তব জগৎ বা অপ্রাকৃত জগতের সঙ্গেও পরিদৃশ্যমান বা প্রাকৃত জগতের এবং স্বাপ্নিক জগতের কোন কোন অংশে কিছুটা ঐক্য দেখা গেলেও

অপ্রাকৃত জগতের সঙ্গে প্রাকৃত জগতের কোনপ্রকার আদান-প্রদান নাই। তজ্জন্য বিবিধ কারণ দর্শাইয়া পরিদৃশ্যমান জড় জগৎকে বাস্তব জগতের একটী অসম্যক্ প্রতিফলন-রূপেই বিবুধজন স্থির করিয়া থাকেন। এই জগত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ অনুভূতিকেও অস্বীকার করা যায় না। পরিদৃশ্যমান জগতের অনুভূতি চঞ্চল মনের ভূমিকায়, স্বাপ্নিক জগতের অনুভূতি অবচেতন মনের (Subconscious mind চেতনার অন্তরালে স্থিত মনের) ভূমিকায় এবং বাস্তব বা চিন্ময় জগতের অনুভূতি চিন্ময় বা আত্মভূমিকায় লাভ করা যায়। বাস্তব জগৎ ব্যতিরিক্ত অপর দুই জগৎকে বাস্তবেরই স্বপ্ন বা 'স্বপ্নস্য স্বপ্ন' জ্ঞান করা যায়।

"তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥"

(ভাঃ ১০।১৪।২২)

[এই নিখিল জগৎ অনিত্য, সুতরাং স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী, জ্ঞানশূন্য, জড় ও অতীব দুঃখপ্রদ। আপনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ অনন্ত, আপনাতে আশ্রিত অচিন্ত্য-শক্তি হইতে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে, তথাপি ইহা সত্যের ন্যায় প্রতীত হইতেছে।]

বাস্তব ভূমিকার উপর স্বাপ্নিক ভূমিকার কোন ব্যক্তির কোনপ্রকার মন্তব্যই সম্ভবপর নহে। পক্ষান্তরে স্বপ্ন যে স্বপ্ন, তাহা একমাত্র বাস্তব ভূমিকার ব্যক্তিগণই বিচার করিতে পারেন। উক্ত তিনটী জগৎই যুগপৎ বর্ত্তমান থাকিলেও দেহমনের আত্যন্তিক প্রলয়েই মাত্র চিন্ময় বা বাস্তব-জগৎ প্রতিভাত হন এবং তখনই মাত্র অপর দুইটী জগতের উপর যথাযথ মন্তব্য করা যায়। জগদ্গুরু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি ভক্তিযোগ প্রভাবে চিত্তের পরিপূর্ণ নির্ম্মলতা লাভে প্রসন্নমানস হইলে যুগপৎ তিনটী জগতেরই ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥"

(ভাঃ ১।৭।৪-৫)

[ভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্পূর্ণভাবে সমাহিত হইলে ব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপশক্তি-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিত মায়াকে দর্শন করিলেন। সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া জীব সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ — এই তিন গুণের অতীত হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অন্তর্গত প্রাকৃত বলিয়া অভিমান করে। এই ত্রিগুণ-জাত প্রাকৃত অভিমান বশতঃ উহার অনর্থ ঘটিয়া থাকে।]

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের 'শরণাগতি'র গানটীও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

দেখিতে দেখিতে, ভুলিব বা কবে,
নিজ-স্থূল-পরিচয়।
নয়নে হেরিব, ব্রজপুর-শোভা,
নিত্য চিদানন্দময় ॥ ১ ॥
বৃষভানুপুরে, জনম লইব,
যাবটে বিবাহ হ'বে।
ব্রজগোপী-ভাব, হইবে স্বভাব,
আন-ভাব না রহিবে ॥ ২ ॥
নিজ-সিদ্ধদেহ, নিজ-সিদ্ধনাম,
নিজ-রূপ-স্ববসন।
রাধা-কৃপাবলে, লভিব বা কবে,
কৃষ্ণপ্রেম-প্রকরণ ॥ ৩ ॥
যামুন-সলিল- আহরণে গিয়া,
বুঝিব যুগল-রস।
প্রেমমুগ্ধ হ'য়ে, পাগলিনী-প্রায়,
গাইব রাধার যশ ॥ ৪ ॥

পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে কাশীমিশ্রের বাগান-বাটীর মধ্যে গম্ভীরায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবস্থিতি এবং তাঁহারই অনতিদূরে সিদ্ধবকুলের স্নিগ্ধ ছায়ায় নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর পরম দৈন্যভরে প্রত্যহ তিন লক্ষেরও

অধিক শ্রীহরিনাম মহামন্ত্রের কীর্ত্তন করেন। প্রভু তাঁহার সহিত নিয়ম করিয়া মিলিত হন। উভয় বৈকুণ্ঠপুরুষের মিলনে কত প্রকার যে কৃষ্ণ-কথার অবতারণা হয় এবং তাহাতে প্রেমসিন্ধুর যে উদ্বেলন তাহা বর্ণনাতীত। তন্মধ্যে একদিবসের একটী মিলনে পরস্পরের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ করিয়া আত্মসংশোধনের প্রয়াস পাইতেছি। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এস্থলে প্রশ্নকর্ত্তা এবং শ্রীল হরিদাস ঠাকুর উত্তরদাতা। প্রভু ভঙ্গী করিয়া হরিদাস ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"হরিদাস, কলিকালে যবন অপার।
গো-ব্রাহ্মণে হিংসা করে মহা দুরাচার॥
ইহা-সবার কোন্ মতে হইতে নিস্তার?
তাহার হেতু না দেখিয়ে,—এ দুঃখ অপার॥"
হরিদাস কহে,—"প্রভু, চিন্তা না করিহ।
যবনের সংসার দেখি' দুঃখ না ভাবিহ॥
যবনসকলের 'মুক্তি' হবে অনায়াসে।
'হা রাম, হা রাম' বলি' কহে নামাভাসে॥
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে,—'হা রাম, হা রাম'।
যবনের ভাগ্য দেখ, লয় সেই নাম॥
যদ্যপি অন্যত্রে সঙ্কেতে হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।৫০-৫৫)

তথাহি নৃসিংহপুরাণে—

দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হা রামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥

[কোন ম্লেচ্ছ কোন দংষ্ট্রী বরাহকর্ত্তৃক দন্তাঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঘৃণাপূর্ব্বক 'হা রাম' 'হা রাম' এই শব্দ বলিয়াও মরণ-সময়ে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। 'হারাম' শব্দে 'হা রাম' এই সাঙ্কেতিক 'রাম'-শব্দ থাকায়, সেই ম্লেচ্ছ নাম-সঙ্কেতে (নামাভাস বলে) উদ্ধার পাইয়া গেল। শ্রদ্ধা করিয়া 'রাম'-নাম লইলে যে কি হয়, তাহা বলা যায় না।]

অজামিল পুত্রে বোলায় বলি 'নারায়ণ'।
বিষ্ণুদূত আসি' ছাড়ায় তাহার বন্ধন॥
'রাম' দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত।
প্রেমবাচী 'হা'-শব্দ তাহাতে ভূষিত॥
নামের অক্ষর-সবের এই ত' স্বভাব।
ব্যবহিত হৈলেহ না ছাড়ে আপন-প্রভাব॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।৫৭-৫৯)

পদ্মপুরাণ বচনম্—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিত-রহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ড-মধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥

[একটী হরিনাম যাঁহার মুখে উদিত, স্মরণপথগত বা শ্রোত্রমূল-প্রাপ্ত হয়, তাহা শুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক বা ব্যবধান-যুক্ত অশুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক, ব্যবধানরহিতই হউক অথবা পণ্ডোচ্চারিতই হউক, নাম-গ্রহীতাকে অবশ্যই উদ্ধার করিবে। হে বিপ্র, নামের এইরূপ মাহাত্ম্য বটে, কিন্তু যদি সেই নামাক্ষর দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ ইত্যাদি পাষণ্ড-স্বরূপ অপরাধ-মধ্যে পতিত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না। অর্থাৎ নামাপরাধ নিবৃত্তির যে উপায় আছে, তাহা অবলম্বন না করিলে নামাপরাধ দূর হয় না।]

নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্বপাপক্ষয়।
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।৬১,)

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥

(ভাঃ ৬।২।৪৯)

[পুত্রোপচারে হরিনাম গ্রহণ করিয়াই মুমূর্ষু অজামিল যখন বৈকুণ্ঠধামে গমন করিল, তখন শ্রদ্ধা করিয়া নাম লইলে যে কি হয়, তাহা বলা যায় না (বৈকুণ্ঠ গমনের ত' কথাই নাই)।]

"নামাভাসে 'মুক্তি' হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাতে অজামিল—সাক্ষী॥"
শুনিয়া প্রভুর সুখ বাড়য়ে অন্তরে।
পুনরপি ভঙ্গী করি' পুছয়ে তাঁহারে॥

"পৃথিবীতে বদ্ধজীব — স্থাবর-জঙ্গম।
ইহা-সবার কি প্রকারে হইবে মোচন?"
হরিদাস কহে,—"প্রভু, সে কৃপা তোমার।
স্থাবর-জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার॥
তুমি যে করিয়াছ উচ্চ সংকীর্ত্তন।
স্থাবর-জঙ্গমের সেই হয় ত' শ্রবণ॥
শুনিয়া জঙ্গমের হয় সংসার-ক্ষয়।
স্থাবরে সে শব্দ লাগে, প্রতিধ্বনি হয়॥
'প্রতিধ্বনি' নহে, সেই করয়ে 'কীর্ত্তন'।
তোমার কৃপার এই অকথ্য কথন॥
সকল জগতে হয় উচ্চ সংকীর্ত্তন।
শুনিয়া প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর-জঙ্গম॥
যৈছে কৈলা ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য কহিয়াছেন আমাতে॥
বাসুদেব জীব লাগি' কৈল নিবেদন।
তবে অঙ্গীকার কৈলা জীবের মোচন॥
জগৎ নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।
ভক্তভাব আগে তাতে কৈলা অঙ্গীকার॥
উচ্চ সংকীর্ত্তন তাতে করিলা প্রচার।
স্থিরচর জীবের সব খণ্ডাইলা সংসার॥"
প্রভু কহে,—"সব জীব মুক্তি যবে পাবে।
এই ত' ব্রহ্মাণ্ড তবে জীবশূন্য হবে!"
হরিদাস বলে,—"তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি।
তাবৎ স্থাবর-জঙ্গম, সর্ব্ব জীব-জাতি॥
সব মুক্ত করি' তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবা।
সূক্ষ্মজীবে পুনঃ কর্ম্মে উদ্‌বুদ্ধ করিবা॥
সেই জীব হবে ইহাঁ স্থাবর-জঙ্গম।
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্ব-সম॥
পূর্ব্বে যেন রঘুনাথ সব অযোধ্যা লঞা।
বৈকুণ্ঠকে গেলা, অন্যজীবে অযোধ্যা ভরাঞা॥
অবতরি' তুমি ঐছে পাতিয়াছ হাট।
কেহ না বুঝিতে পারে তোমার গূঢ় নাট॥
পূর্ব্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি' অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ড-জীবের খণ্ডাইলা সংসার॥
তৈছে তুমি নবদ্বীপে করি' অবতার।
সকল-ব্রহ্মাণ্ড-জীবের করিলা নিস্তার॥
যে কহে,—'চৈতন্যমহিমা মোর গোচর হয়'।
সে জানুক, মোর পুনঃ এই ত' নিশ্চয়॥
তোমার যে লীলা মহা-অমৃতের সিন্ধু।
মোর মনোগোচর নহে তার এক বিন্দু॥"
এত শুনি' প্রভুর মনে চমৎকার হৈল।
'মোর গূঢ়-লীলা হরিদাস কেমনে জানিল?'
মনের সন্তোষে তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
বাহ্য প্রকাশিতে এ-সব করিলা বর্জ্জন॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৩।৬৪-৮৯)

এই মত অপর একটী ক্ষেত্রেও শ্রীরামানন্দরায়কে বক্তা করিয়া ও নিজে প্রশ্নকর্ত্তার সজ্জায় বিরাজমান থাকিয়া প্রভু জগন্মঙ্গলকর কিছু কথা প্রকাশ করিয়াছেন,—

প্রভু কহে,—"কোন্ বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার?"
রায় কহে,—"কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥"
"কীর্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?"
"কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি॥"
"সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি?"
"রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁর, সেই বড় ধনী॥"
"দুঃখ-মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?"
"কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥"
"মুক্ত-মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি' মানি?"
"কৃষ্ণপ্রেম যাঁর, সেই মুক্ত-শিরোমণি॥"
"গান-মধ্যে কোন্ গান—জীবের নিজ ধর্ম্ম?"
"রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি,—যেই গীতের মর্ম্ম॥"
"শ্রেয়ো-মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার?"
"কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর॥"
"কাঁহার স্মরণ জীব করিবে অনুক্ষণ?"
"কৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা—প্রধান স্মরণ॥"
"ধ্যেয়-মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান?"
"রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ-ধ্যান—প্রধান॥"
"সর্ব্ব ত্যজি' জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস?"
"ব্রজভূমি বৃন্দাবন যাঁহা লীলারাস॥"

"শ্রবণ-মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ?"
"রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকেলি কর্ণ-রসায়ন ॥"
"উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান ?"
"শ্রেষ্ঠ উপাস্য—যুগল 'রাধাকৃষ্ণ' নাম ॥"
"ভুক্তি, মুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাঁহা দুঁহার গতি ?"
"স্থাবরদেহ, দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি ॥"
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে ॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্ ॥
এইমত দুইজন কৃষ্ণকথা-রসে।
নৃত্য-গীত-রোদনে হইল রাত্রি শেষে ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৪৫-২৬০)

এহেন বৈকুণ্ঠপুরুষগণের কথোপকথনে স্বপ্নসদৃশ সংসারে জাগ্রত (কর্ম্মরত) ও সুষুপ্ত (মায়াবাদরূপ জগদৌদাসীন্য প্রাপ্ত) বদ্ধজীবকুলের কর্ণরন্ধ্র ভেদ হইলে বৈকুণ্ঠ কথা শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহারা বাস্তব-জাগরণ লাভ করেন, তখন স্বাপ্নিক-জাগরণ ও সুষুপ্তিকে তুচ্ছ-জ্ঞান করতঃ অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান অবাস্তব জগতের কল্পিত স্ব-পর-ভোগ্য-বিষয়াশ্রয়-সমূহের স্বার্থে জাগরণ অথবা তাহাতে ঔদাসীন্য উভয়কেই তুচ্ছ জ্ঞান করতঃ নির্দ্বন্দ্ব ও নির্মোহ হইয়া বৈকুণ্ঠ-জগতে প্রবেশ করেন।

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥

(ভাঃ ৩।৯।৬)

[যে কাল পর্য্যন্ত লোক ভবদীয় অভয় পাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করে, সেই কাল পর্য্যন্ত তাহার অর্থ, দেহ ও আত্মীয়-স্বজন, সুহৃদ্বর্গ পাছে বিনষ্ট হয় তজ্জন্য ভয়, উহাদের বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদিগকে প্রাপ্ত হইবার জন্য স্পৃহা, তদনন্তর তিরস্কার, তথাপি উহাদের জন্য বিপুল পিপাসা, পুনরায় কোন-প্রকারে প্রাপ্ত হইলে অনাত্মবস্তুতে 'আমি ও আমার' —এইরূপ জড়াসক্তি বর্ত্তমান থাকে। উহাই সংসারের মূল কারণ।]

প্রবন্ধের উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, শ্রীগৌর-কৃষ্ণের পরমমঙ্গলময়ী কথা ও তন্নামাদি সম্পূর্ণ সম্বন্ধ-জ্ঞানময় ও পরম সুখদ এবং তদভাবই ভয়াবহ ও পরম দুঃখদ-সংসার—প্রপঞ্চ। শ্রদ্ধাসহকারে শুদ্ধভক্ত-মুখে শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-কথা শ্রবণানুকীর্ত্তন হইতে শুদ্ধ সম্বন্ধ-বোধোদয়ে ঈশ্বরানুরক্তিক্রমে আত্মার সুপ্রসন্নতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সংসার দুঃখের চির অবসান হয় এবং পরম মঙ্গলময় চিল্লীলামিথুনের সুখময় বিলাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রায় অপূর্ব যোগাযোগ

বঙ্গাব্দ ১৩৮৫, ২২ আষাঢ় শুক্রবার শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে শ্রীজগন্নাথদেবের শুভ রথযাত্রাদিবস। শ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে সূর্যোদয় হইতেই অগণিত পুণ্যার্থী নরনারী সমবেত হইয়াছেন। মন্দির-সম্মুখে বহির্দ্দেশস্থ সুবিস্তীর্ণ রাজপথে তিনটি সুসজ্জিত রথ অপেক্ষা করিতেছেন। শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলদেব এবং শ্রীসুভদ্রাদেবী পৃথক্ পৃথক্ রথে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিবেন। শ্রীবিগ্রহগণের রথারোহণের পূর্ব্বে যে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় তাহাকে 'পাহাণ্ডী-বিজয়' বলে। দিবা ১০-৩০ মিনিটে 'পাহাণ্ডী-বিজয়' অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। সমবেত জনগণ শ্রীজগন্নাথদেবের জয়ধ্বনিসহ সেই অনুষ্ঠান দর্শন করিতেছেন। সর্ব্বাগ্রে

শ্রীবলদেব, তৎপরে শ্রীসুভদ্রাদেবী এবং সর্ব্বশেষে শ্রীজগন্নাথদেব রথারোহণ করিলেন। শ্রীবিগ্রহগণের সাজ-সজ্জাদি রচনান্তে ভোগরাগাদি হইল। প্রচলিত প্রথানুসারে পুরীর রাজা আসিয়া সুবর্ণ সম্মার্জ্জনী হস্তে রথ মার্জ্জন করিয়া অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। সমবেত জনতা রথরজ্জুধারণ করিয়া অপেক্ষমান। জগন্নাথ-সেবকগণের নির্দ্দেশে ৪-১৫ মিনিট সময়ে রথাকর্ষণ আরম্ভ হইল। প্রথমে চলিলেন শ্রীবলদেবের রথ, ক্রমশঃ শ্রীসুভদ্রা দেবীর ও সর্ব্বশেষে শ্রীজগন্নাথ দেবের রথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহের রথই বড়-দাণ্ডার অর্থাৎ রথ চলিবার রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্মুখে কৃপাপূর্ব্বক কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শ্রীমঠবাসী বৈষ্ণবগণের আরাত্রিক বিধান ও ভোগ নিবেদন করিবার সুযোগ দান করিয়া চলিতে থাকেন। আনন্দকোলাহলের মধ্যে তিনটি রথই চলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীজগন্নাথদেবের রথ উক্ত শ্রীমঠের সম্মুখে আসিয়া থামিয়া গেলেন। বহুচেষ্টা করিয়াও রথ চলিলেন না। অগত্যা রথাকর্ষণ বন্ধ রাখিতে হইল। ততক্ষণে অন্য দুইটি রথ বহুদূর চলিয়া গিয়া যথাসময়ে গুণ্ডিচা-মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছেন; কিন্তু শ্রীজগন্নাথদেবের রথ পূর্ণ একদিন সেইস্থানে কৃপাপূর্ব্বক অবস্থান করিলেন। সেই অবসরে মঠবাসী বৈষ্ণবগণ ও অন্যান্য দর্শনার্থিভক্তগণ শ্রীজগন্নাথদেবকে ভোগ নিবেদন ও আরাত্রিকাদি করিবার সুযোগ পাইলেন।

এই ঘটনা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, আজ হইতে ১০৪ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পরম গুরুদেব বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও গৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীরথযাত্রার ছয় মাস পূর্ব্বে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী বড়দাণ্ডার পার্শ্বে যে গৃহে প্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সে বৎসর শ্রীরথযাত্রা-কালে রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাব-গৃহের সম্মুখে আসিয়া আর কিছুতেই অগ্রসর হইলেন না। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পিতৃদেব শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তৎকালে পুরীর ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট্ থাকায় তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের তদানীন্তন তত্ত্বাবধায়ক ও প্রধান পরিচালক ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে তিনদিবস-কাল শ্রীহরিকীর্ত্তনোৎসব হইতে থাকিল। তন্মধ্যে একদিন মাতৃক্রোড়ে শায়িত ছয় মাসের শিশু শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণালিঙ্গন এবং তাঁহার গলদেশ হইতে একটী প্রসাদী মালা গ্রহণ করিলেন। শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শিশুর মুখে মহাপ্রসাদ প্রদান করিয়া শিশুর অন্নপ্রাশন সম্পন্ন করিলে রথখানি হড় হড় করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের ঐ পবিত্র আবির্ভাব স্থানটী তাঁহার অধস্তন প্রিয় শিষ্য আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ উদ্ধার করিবার মানসে বিগত প্রায় ১৫ বৎসর যাবৎ অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থব্যয় করতঃ লোকলোচনে পুনঃ প্রকাশ পূর্ব্বক এবৎসর শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের ১০৪তম শুভ আবির্ভাব পূর্ত্তি তিথিতে (বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ) পঞ্চ-দিবস ব্যাপী তথায় শ্রীহরিকীর্ত্তন-মহোৎসব-মুখে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের একটি শাখা মঠ স্থাপন করতঃ তথায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য পূজা ও ভোগরাগাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাই ভক্তবৎসল শ্রীজগন্নাথদেব এবৎসরও কৃপা পূর্ব্বক তাঁহার নিজজনের আবির্ভাব-গৃহের সম্মুখে এক দিবস অবস্থানের লীলা প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার সেবকগণের অর্পিত ভোগ ও আরাত্রিকাদি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গণের পরমোল্লাসের বিষয় হইয়াছে।

আধুনিক বস্তুবাদের মূল্যায়ন

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ১৩ পৃষ্ঠার পর]

পিতা-মাতা হইতে আমার জন্ম, ইহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। পিতা-মাতা তাঁহাদের পিতা-মাতা হইতে উদ্ভূত, তাঁহাদের পিতা-মাতা আবার তাঁহাদের পিতা-মাতা হইতে, এইভাবে পিতা-মাতার সংখ্যা হ্রাস পাইতে পাইতে চরমে এক পিতা-মাতা এক দম্পতিতে পর্য্যবসিত হইবে। মানবশরীর লাভের মূলে দেখা যায় এক মানব-দম্পতি। গাভীর সন্তান গাভী, ব্যাঘ্রের সন্তান ব্যাঘ্র—ইহাই সাধারণ বিধি। এই প্রকার মানুষের বীর্য্য হইতেই মানুষের উৎপত্তি এইরূপ বিচার গ্রহণ-যোগ্য। পাশ্চাত্ত্য মনীষী ডারউইন্ (Darwin) বলিতেছেন —পৃথিবীতে জীবনীসত্তার মূলে প্রথমে ছিল জলচর প্রাণী, জলচর হইতে ক্রমোন্নতিক্রমে উভচর, উভচর হইতে স্থলচর। স্থলচর প্রাণীর ক্রমবিকাশক্রমে বানর, বানরের ক্রমবিকাশের পরিপক্কাবস্থায় মানুষ। ডারউইনের এই বিচার "Theory of Evolution" নামে প্রসিদ্ধ। এইরূপ বিশ্লেষণ হইতে প্রতিপন্ন হয় জীবনীসত্তা বলিয়া একটী পৃথক্ সত্তা রহিয়াছে, যাহা জড়বস্তু হইতে বিলক্ষণ। জীবনীসত্তা হইতেই জীবনীসত্তার উদ্ভব, ইহাই প্রত্যক্ষ সত্য। অজীবনীসত্তা হইতে জীবনী-সত্তার উদ্ভব দৃষ্ট হয় না। অপর পরিভাষায় জীবনী-সত্তাকে 'চেতন' ও অজীবনীসত্তাকে 'জড়' এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। চেতনের তিনটী গুণ—ইচ্ছা, ক্রিয়া, অনুভূতি ; অচেতনে এই তিনটী গুণ নাই।

ধরিয়া লইলাম, জড়া-প্রকৃতি জীবনীসত্তার মূল। তাহা হইলে জড়া-প্রকৃতি হইতে এমন একটী সত্তার উদ্ভব হইল যাহা পূর্ব্বে ছিল না, দেহের জীবনীশক্তি থাকাকাল পর্য্যন্ত যাহা থাকিল, দেহাবসানে যাহার বিলুপ্তি ঘটিল এইরূপ বিচারে সিদ্ধান্তিত হইল অচেতন প্রকৃতি হইতে চেতনের উদ্ভব, অচেতন প্রকৃতিদ্বারা জাতচেতনের সংরক্ষণ এবং চরমে অচেতন প্রকৃতিতেই চেতনের লয়।

এখন জিজ্ঞাস্য অচেতন বস্তু চেতনের অভাবময়ী সত্তা, তাহা হইতে চেতনের উৎপত্তি কি প্রকারে সম্ভব ? অস্তিত্বই অস্তিত্বের হেতু, অনস্তিত্ব কখনও অস্তিত্বের হেতু হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি বলা হয়, কাষ্ঠে অগ্নি নাই, কিন্তু দুইটী কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হইল, অতএব নাস্তিত্ব অস্তিত্বের হেতু হইল। এইরূপ বিচার গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ কাষ্ঠ পঞ্চমহাভূতের বিকার, অগ্নির সত্তা কাষ্ঠে বিদ্যমান, উহা অব্যক্তরূপে ছিল, ঘর্ষণরূপ সাধনের দ্বারা ব্যক্ত হইল মাত্র। সুতরাং নাস্তিত্ব অস্তিত্বের হেতু হইল না, অস্তিত্বই অস্তিত্বের হেতু।

যদি বলা হয়, উদজানের (Hydrogenএর) দুইটী অণু (two molecules) এবং অম্লজানের (Oxygenএর) একটী অণু (one molecule) মিলিত হইয়া এক বিন্দু জল হয়, জলের শৈত্য-তারল্যাদি গুণ তাহার কারণ উদজান ও অম্লজানে দৃষ্ট হয় না। তদ্রূপ জড়ের সংমিশ্রণে চেতনের উৎপত্তি হইলে চেতনের গুণ জড়ে দৃষ্ট হয় না। ইহাও যুক্তিসিদ্ধ নহে। উদজান ও অম্লজান জল অপেক্ষা সূক্ষ্ম। বৈজ্ঞানিক বিচার-পদ্ধতিতে সূক্ষ্মকে কারণ, স্থূলকে কার্য্যরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এখানে স্থূল জড়ের সংমিশ্রণ দেহ 'উদজান-অম্লজান' স্থলীয় এবং চেতন (আত্মা) 'জল' স্থলীয়। উক্ত দৃষ্টান্তানুযায়ী দেহকে সূক্ষ্ম ও আত্মাকে স্থূল এই ভাবে নির্দ্দেশ করা হইতেছে। বস্তুতঃ দেহ স্থূল, আত্মা সূক্ষ্ম—দৃষ্টান্তটী বিপরীত হইল। বৈজ্ঞানিক বিচার-পদ্ধতিতে সূক্ষ্মই স্থূলের কারণ হইবে, স্থূল সূক্ষ্মের কারণ হইতে পারে না।

জড়েতে চেতনের গুণ থাকিলেই তাহা হইতে চেতনের উৎপত্তি সম্ভব। ধরিয়া লইলাম, জড়েতে চেতনের গুণ (Character) আছে। তাহা হইলে প্রশ্ন এই, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে চেতনের প্রকাশ আমরা

সকলেই স্পষ্টরূপে সাক্ষাৎ অনুভব করিতেছি। বৈজ্ঞানিকগণ আণবিক বোমা, রকেট, গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে যাওয়ার পরিকল্পনা প্রভৃতি বহু কিছু অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারসমূহ সম্পন্ন করিতেছেন, কিন্তু যদি জড়ের গুণ চেতন হইত, তাহা হইলে যাহা প্রত্যক্ষরূপে সর্ব্বদা প্রতীয়মান, উক্ত চেতনসত্তাকে জড় হইতে কেন আবিষ্কার করিতে পারিতেছেন না? অর্থাৎ জড়ের গুণ চেতন হইলে অবশ্যই তাঁহারা উহা এতদিনে আবিষ্কার করিতে পারিতেন এবং চেতনকে জড়ের অধীন করিয়া ফেলিতেন। বস্তুতঃ জ্ঞানশক্তি ও অজ্ঞানশক্তি দুইটী পৃথক্ শক্তি। পরাপ্রকৃতি বা জ্ঞানশক্তি হইতে জীবের উৎপত্তি, যথা গীতা (৭।৪-৫)—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

ধরিয়া লইলাম—জড় কারণ, চেতন উহার কার্য্য; কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষীভূত সত্য যে চেতন জ্ঞাতারূপে জড়কে জানিতেছে, বুঝিতেছে, কর্ত্তারূপে জড়ের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করিতেছে। কাজেই চেতনকে জড়ের কার্য্য বলা যায় না কারণ জড় চেতনের উপর কখনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কার্য্যের কারণের উপর প্রভাব বিস্তার যুক্তিসিদ্ধ নহে। ইহার দ্বারা নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হয় যে, জড়ের কার্য্য চেতন নহে, চেতনের কার্য্যই জড়।

চেতন বোধযুক্ত, অচেতন বোধরহিত। বোধরহিতের নিজ অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের অনুভব নাই। চেতনে বোধ রহিয়াছে, অতএব চেতনই বস্তু। অচেতন যে অচেতন তাহার অনুভবও চেতন করেন। সুতরাং অচেতনের বা অজ্ঞানের কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। জ্ঞানের অভাব-প্রতীতির নামই অ-জ্ঞান। জ্ঞান জ্ঞানের কারণ এবং অজ্ঞানেরও কারণ। অসংখ্য অণুজ্ঞানের কারণ বিভুজ্ঞান। "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" —(ভাগবত ১।২।১১)। তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়-জ্ঞানকে বাস্তব-বস্তু বলেন, উহা 'ব্রহ্ম'শব্দ দ্বারা, 'পরমাত্মা' শব্দদ্বারা, 'ভগবান্' শব্দ দ্বারা কথিত। জৈব-জ্ঞানে অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে, এজন্য জীব স্বয়ং সম্পূর্ণ-জ্ঞান নহে। জীবের অস্তিত্ব—কারণ জ্ঞান হইতে, কারণ জ্ঞানের দ্বারা, কারণ জ্ঞানেতে এবং কারণ জ্ঞানের জন্য। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম" —তৈত্তিরীয় উপনিষদ্। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥" —কঠোপনিষদ্ ২।২।১৩।

জীব ইচ্ছামত কার্য্য করিতে বা কার্য্যের ফল পাইতে সমর্থ নহে। "আপন ইচ্ছায় জীব কোটি বাঞ্ছা করে। কৃষ্ণ ইচ্ছা যদি হয় তবে ফল ধরে॥" পক্ষান্তরে পরমেশ্বর ইচ্ছামাত্রেই অনন্ত কোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে পারেন, ইচ্ছামাত্রেই নাশ করিতে পারেন। ঈশ্বরে ও জীবে এই ভেদ জাজ্জ্বল্যরূপে চির প্রতিষ্ঠিত। চেতনকে জড় নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। এজন্য জৈব-চেতন শ্রেষ্ঠ-চেতনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, নতুবা বিশ্বে প্রভূত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত।

আধ্যক্ষিকগণের বিচার বিশ্লেষণের মূলে ত্রুটী (fundamental defect) এই—প্রাকৃত নাশবান্ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য জ্ঞেয়রূপে প্রতীয়মান পরিদৃশ্যমান জগতের স্থূল ও সূক্ষ্ম ব্যাপারাদির মধ্যে সমস্ত বস্তুর কারণকে অন্বেষণ করা এবং জ্ঞাতাকে তৎকার্য্যরূপে প্রতিপন্নের চেষ্টা করা। অস্মদীয় পরমগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"* * জাগতিক ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে যে সদসৎ জ্ঞেয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাকেই 'আকর' বলিয়া বিচার করিতে গেলে অচিৎ হইতেই চেতনের উদ্ভব—এরূপ স্থিরীকৃত হয় বটে; কিন্তু প্রকৃত সত্য—শক্তিবিশিষ্ট বাস্তব-বস্তুতেই অধিষ্ঠিত। যে বস্তু দেশকালপাত্র সৃষ্টি করে, সেই বস্তুকে মূল-কারণরূপে নির্দ্দেশ না করিয়া বহু-বিচিত্রতাময় অসংখ্য-বস্তুকে প্রথমেই গ্রহণ করিয়া

তাহা হইতে অনুমিতি-দ্বারাবলম্বনে একের দিকে অগ্রসর হইবার পদ্ধতি—'অধিরোহ-বাদ' নামে খ্যাত। 'অবরোহ'-বিচারে বস্তুই সর্ব্বকারণকারণ; তাঁহাতে অনন্তশক্তি বর্ত্তমান বলিয়া তিনি সবিশেষ-তত্ত্ব। তাঁহার নির্ব্বিশেষত্বও অসংখ্য সবিশেষ-বিচারের মধ্যে অন্যতম। অচিদ্বস্তুর ধারণা হইতে তাহাকে কার্য্যজ্ঞানে তৎকারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাদৃশ মাদকদ্রব্য-সঙ্গজনিত বুদ্ধি জন্মে। প্রকৃতপক্ষে জড়া-প্রকৃতিই মূল কারণ—এরূপ ধারণা বাস্তব সত্য হইতে পৃথক্। অনন্ত-শক্তিমান্ পরমেশ্বর-বস্তুর ঈক্ষণশক্তি হইতেই অব্যক্ত ও অচিচ্ছক্তি-পরিণত জগৎ। প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে প্রাপ্ত শক্তি লাভ করিয়াই জীবের জড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কালদেশান্তর্গত জগৎ নির্ম্মাণ করেন। অনন্ত-শক্তিমান্ বাস্তববস্তু জগন্নির্ম্মাণের শক্তি দ্বারাই বদ্ধজীবের নিকট উপলব্ধ হন। বস্তুর সহিত শক্তির সম্বন্ধ-বিবেকাভাব হইতেই এইরূপ বিচারভ্রান্তি জীবের 'বিবর্ত্ত' উৎপন্ন করে। **"সত্যের প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবদ্বিমুখ জীব ভোগযোগ্য জগতে বিচরণ করিয়া সত্য-বস্তুর সন্ধান পায় না।"**

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৬।১৫ অনুভাষ্য

(ক্রমশঃ)
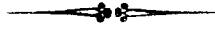
শ্রীগৌরহরি-পাদপদ্মে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

কত-রূপে কত-ভাবে লীলা কর হরি।
তোমায় নিয়ত দেব আমি যেন স্মরি॥

রাধারূপ অঙ্গে ধরি', এসেছিলে গৌরহরি,
পাপীতাপী উদ্ধারিতে এই ধরাধাম।
'হরে কৃষ্ণ হরে রাম', মহামন্ত্র অবিরাম,
দেশে দেশে প্রচারিলে ওহে গুণধাম॥

এমনি নাম-মাহাত্ম্য, মুগ্ধ হ'য়েছে পাশ্চাত্ত্য,
দলে দলে আসে তারা নবদ্বীপ-ধাম।
তব ভবিষ্যদ্বাণী, বিফল হ'বে না জানি,
বিশ্বব্যাপী ব্যাপ্ত হ'বে এই 'হরিনাম'॥

সার্থক ভারতভূমি, আমাদের গর্ব্ব তুমি,
জীবহিতে জ্বেলেছিলে সংকীর্ত্তনানল।
তাঁর সপ্তোজ্জ্বল-শিখা, সপ্তশ্রেয়ঃ প্রকাশিকা,
সাধিতেছে কলিহত-জীব-সুমঙ্গল॥

তাই নবদ্বীপে জানি, সর্ব্বতীর্থ শিরোমণি,
তব আবির্ভাবে ধন্য ধন্য গৌড়ক্ষিতি।
ধন্য একচক্রা-গ্রাম, ধন্য শান্তিপুর-ধাম,
যথা নিত্যানন্দ-সীতানাথ-প্রভু স্থিতি॥

গললগ্নীকৃতবাসে, বন্দি সর্ব্বকৃপা-আশে,
তিন প্রভু সপার্ষদে হও ত' প্রসন্ন।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে, সব-দোষ ক্ষমা ক'রে,
সেবা-অধিকার দিয়ে কর মোরে ধন্য॥

—শ্রীউমা ভট্টাচার্য্য
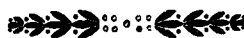
আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা, রথযাত্রা ও ধর্ম্মসম্মেলন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিযতি ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শাখা আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীশ্রীজগন্নাথ জীউ মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, পুনর্যাত্রা ও ধর্ম্মসম্মেলনাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব স্নানযাত্রার চারিদিবস পূর্ব্বে গত ১লা আষাঢ়, ১৬ই জুন শুক্রবার বিমানযোগে কলিকাতা হইতে আগরতলায় শুভবিজয় করতঃ ৩০ আষাঢ়, ১৫ জুলাই শনিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা তিথি পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে উৎসবানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য গমন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী সেবোপকরণাদি সহ গত ১৬ই জুন রেলপথে কলিকাতা হইতে যাত্রা করতঃ ধর্ম্মনগর হইতে বাসে ১৯শে জুন আগরতলা মঠে আসিয়া উপস্থিত হন। ৫ই আষাঢ় ২০ জুন মঙ্গলবার স্নানযাত্রা তিথিবাসরে শ্রীমঠে কএক সহস্র নরনারীর সমাবেশ হয়। গত বৎসর উক্ত স্নানযাত্রা তিথি বাসরে শ্রীগৌরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এজন্য পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগৌরবিগ্রহ, শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথ জীউ শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে মহোৎসবের আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্যদেব স্বয়ং মহাভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করেন। শ্রীবিগ্রহার্চ্চনসেবায় নিয়োজিত শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীননীগোপাল বনচারী মহাভিষেকাদি সেবা কার্য্যে বিশেষ সহায়করূপে ছিলেন। উক্ত দিবস মধ্যাহ্ন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। যত্র তত্র উপবেশন করতঃ মহাপ্রসাদ সেবার জন্য নরনারীগণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত উল্লাস ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। আগরতলা সহরের অধিকাংশ পূর্ব্ববঙ্গাগত হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই সংস্কারগত ভাবে হরিকীর্ত্তনে ও মহাপ্রসাদে শ্রদ্ধা ছিল, তজ্জন্য মহাপ্রসাদ সেবায় তাঁহাদের ঐরূপ আগ্রহ কিছু বিচিত্র নহে।

রথযাত্রার কএকদিন পূর্ব্বে গৌহাটী মঠ হইতে শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন বনচারী ও শ্রীগদাধর দাস ব্রহ্মচারী রেলপথে ও বাসে আগরতলা মঠে আসিয়া পৌছেন। হুগলী জেলান্তর্গত রিষড়ার শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ রথযাত্রা দিবসে বিমানযোগে আসিয়া উপস্থিত হন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা হইতে কতিপয় মহিলাভক্ত—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায়, শ্রীকমলাবালা ঘোষ, শ্রীরাধালক্ষ্মী কুণ্ডু, শ্রীমীরা বসু ও শ্রীউষারাণী দাশগুপ্ত আগরতলায় রথযাত্রা উৎসবে যোগদানের জন্য ৫ই জুলাই বিমানযোগে আসেন। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু গৃহস্থ পুরুষ ও মহিলা ভক্ত উক্ত উৎসবে যোগ দেন। ধর্ম্মনগর হইতে আগত শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারীর পিতৃদেব বিশেষ নিষ্ঠার সহিত মৃদঙ্গ বাদন সেবা করেন।

স্নানযাত্রার পর শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথদেব—শ্রীবিগ্রহগণ অনবসরকালে নির্দ্দিষ্ট কক্ষে পক্ষকাল অবস্থান করতঃ ২২ আষাঢ়, ৭ জুলাই শুক্রবার জগদ্বাসীকে দর্শন দানে কৃতার্থ করিবার জন্য রথযাত্রায় বহির্গত হন। রথযাত্রার পূর্ব্বদিবস শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-লীলা সম্পন্ন হয়। ভক্তগণ পরমোল্লাসভরে শ্রীমন্দির, শ্রীগুণ্ডিচামন্দির, নাটমন্দির, ভক্তগৃহ-চত্বরাদি সমস্ত স্থান মার্জ্জনী ও জলদ্বারা সুন্দররূপে পরিষ্কার

করেন। রথযাত্রার দিন অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীমন্দির হইতে শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথ জীউ শ্রীবিগ্রহগণ বলিষ্ঠ সেবকগণের সেবা গ্রহণ করতঃ সুরম্য সুশোভিত রথে শুভবিজয় করেন। যাঁহারা শ্রীবিগ্রহগণের শুভবিজয়কালে (উৎকলভাষায় যাহাকে 'পাহাণ্ডি' বলে) সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন বনচারী প্রভৃতি। শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী রথের সুসজ্জা ও রথোপরি সেবার দায়িত্ব মুখ্যভাবে পালন করেন। এতদ্‌ব্যতীত রথযাত্রাকালে রথোপরি সেবায় নিরত ছিলেন শ্রীপরেশা, নুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীননীগোপাল বনচারী ও শ্রীশ্যামবল্লভ দাস প্রভৃতি।

রথযাত্রাকালে বহুদিবস যাবৎ একটী কুপ্রথা চলিয়া আসিতেছে—অনেক স্থানে শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহে ও শ্রীভগবৎ-সেবকগণের অঙ্গে সজোরে ফলাদি নিক্ষেপণরূপ কার্য্য। মঠের প্রচারের ফলে উহা কিছু হ্রাস পাইলেও অনেকে সেই কুসংস্কার এখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। শ্রীজগন্নাথদেবের পাদপদ্মে পৌঁছাইবার আকাঙ্ক্ষা লইয়াই অনেকে হয়ত গতানুগতিক ভাবে ফলাদি উপকরণ নিক্ষেপণে উৎসাহী হন। কিন্তু কতকগুলি দুষ্টপ্রকৃতির ব্যক্তি তাহাদের দুষ্ট অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য উহার সুযোগ গ্রহণ করে। এইবার দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া কতকগুলি ব্যক্তি শ্রীবলদেব ও শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহে সজোরে কতকগুলি ফল নিক্ষেপ করে। আরাধ্যদেবের উক্ত প্রকার অবমাননা দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচুর অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। স্থানীয় ভক্তগণের নিকট আমাদের আবেদন—তাঁহারা যেন সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করতঃ ঐপ্রকার গর্হিত কার্য্যকে প্রতিরোধ করেন। যেখানে এত ভক্তের সমাবেশ, এত আনন্দ-উল্লাস, সেখানে এইপ্রকার মর্য্যাদাহানিকর কার্য্য খুবই দুঃখকর। তবে লক্ষাধিক লোকের যেখানে সমাবেশ, সেখানে প্রতিকারের ইচ্ছা থাকিলেও প্রতিকার করা কঠিন।

বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বাদ্যভাণ্ডাদিসহ রথযাত্রা শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া শকুন্তলা রোড, রবীন্দ্র ভবন চৌমুহনি, জ্যাক্‌সন গেট, কামান চৌমুহনি, মটর ষ্ট্যাণ্ড রোড, চিত্তরঞ্জন রোড, নেতাজী সুভাষ রোড, গোলবাজার চৌমুহনি, সেণ্ট্রাল রোড, কামান চৌমুহনি, হরিগঙ্গা বসাক রোড, পোষ্টাফিস চৌমুহনি, মন্ত্রী বাড়ী রোড, আখাউরা রোড, বিদুর কর্ত্তা চৌমুহনি প্রভৃতি দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ করতঃ রাত্রি ৮ ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব দীর্ঘ রাস্তা পদব্রজে পরিভ্রমণ করতঃ শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও পর্য্যবেক্ষণ করেন। ভক্তগণ তদ্দর্শনে অনুপ্রাণিত হইয়া পরমোল্লাসভরে রথাকর্ষণ ও কীর্ত্তন করিতে থাকেন। ডাঃ শ্রীউষা গাঙ্গুলী ও শ্রীগোপাল চন্দ্র বণিক সমস্ত রাস্তা শ্রীল আচার্য্যদেবের মস্তকোপরি ছত্রধারণরূপ মনোজ্ঞ সেবা সম্পাদন করেন। আকাশ মেঘশূন্য সুনির্ম্মল থাকায় শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখস্থ রাস্তার দুই পার্শ্বে বিচিত্র প্রকারের দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের বিরাট্ মেলা বসে। এই প্রকার অগণিত জন-সমাবেশ পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। রথযাত্রাকালে প্রতিটী রাস্তায় নরনারীগণের মধ্যে রথাকর্ষণে প্রবল আগ্রহ পরিদৃষ্ট হয়। রথাগ্রে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ প্রবল উৎসাহের সহিত নৃত্য-কীর্ত্তন করেন। মঠ হইতে যাঁহারা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তন্মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণ-রঞ্জন বনচারী ও শ্রীদুর্দ্দৈবমোচন ব্রহ্মচারী, উৎসবকালে বিভিন্নভাবে সেবাকার্য্যে সহায়তা করেন শ্রীবিশ্বেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন বনচারী শ্রীগদাধর ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌতম দাস, শ্রীনেপাল চন্দ্র সাহা, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বসাক এবং মহিলাভক্তবৃন্দ।

শ্রীরথযাত্রা ও শ্রীমঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে গত ২৩ আষাঢ়, ৮ জুলাই শনিবার হইতে ২৯ আষাঢ়, ১৪ জুলাই শুক্রবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ ৭-৩০ ঘটিকায় সাতটী বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। ধর্ম্মসভায় সভাপতিত্ব

করেন যথাক্রমে ত্রিপুরা পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সভ্য লালা শ্রীনবল কুমার দে, ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের আইন সচিব শ্রীজিতেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য, ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের পুনর্ব্বাসন ও পরিসংখ্যান মন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায়, কারামন্ত্রী শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক, ডাঃ শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়, ত্রিপুরার প্রাক্তন এড্ভোকেট জেনারেল শ্রীহেম চন্দ্র নাথ। ত্রিপুরা পূর্ত্ত বিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য প্রথম অধিবেশনে প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন। ধর্ম্মসভায় বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে—"ঈশ্বর বিশ্বাস ও ধর্ম্মবিশ্বাস জীবে স্বতঃসিদ্ধ", "সমস্যাবহুল বিশ্বে শান্তির উপায়", "অহিংসা ও শ্রীভগবৎ প্রেম", "মানবজন্মের বৈশিষ্ট্য", "পরতমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ", "কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি" ও "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন'। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার প্রাত্যহিক অভিভাষণে আলোচ্য বিষয়গুলির উপর প্রচুর আলোক সম্পাত করেন। এতদ্ব্যতীত বক্তৃতা করেন পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ। বক্তৃতার আদি ও অন্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ ও শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সুললিত কীর্ত্তনের দ্বারা ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। প্রত্যহ ধর্ম্মসভায় বিপুল সংখ্যক নরনারীর ভীড় হয়।

৩০ আষাঢ়, ১৫ জুলাই শনিবার অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথ জীউ শ্রীবিগ্রহগণের পুনর্যাত্রা সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা ও বাদ্যভাণ্ডাদি সহ শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির হইতে আরম্ভ হইয়া বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করতঃ সন্ধ্যায় শ্রীমঠে সমাপ্ত হয়। সন্ধ্যার পর সাত ঘটিকায় শ্রীবিগ্রহগণ সেবকগণের সেবা গ্রহণ করতঃ মূল মন্দিরে প্রবেশ করেন।

শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী উৎসবকালে নাট্যমন্দির, শ্রীমন্দিরের অগ্রবর্ত্তী দৃশ্য, সম্মুখস্থ তোরণকে বিচিত্র প্রকারের রং বেরং এর পতাকা এবং চাকচিক্যময় কৃত্রিম পুষ্প ও সূত্রের দ্বারা বিচিত্ররূপে সুসজ্জিত করতঃ সকলের আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব

শ্রীবিগ্রহগণের রথারোহণে নগর ভ্রমণ

নিখিল ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ সমূহের অধ্যক্ষ পরমপূজনীয় আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশে কৃষ্ণনগর গোয়াড়ী বাজারস্থ শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের গত ২০ আষাঢ় (১৩৮৫); ইং ৫ জুলাই (১৯৭৮) বুধবার হইতে শুক্রবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী বার্ষিক মহোৎসব উক্ত মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের সেবানৈপুণ্যে শ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। **প্রথম দিবস**—শ্রীগৌরাঙ্গের নিজশক্তি শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি-পূজাবাসরে সন্ধ্যায় শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে একটি সভার অধিবেশন হয়। মঠরক্ষক শ্রীমদ্ দামোদর মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ভাষণ দান করেন। **দ্বিতীয় দিবস**—২১শে আষাঢ় শ্রীশ্রীগুণ্ডিচা মন্দির-মার্জ্জন ও শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-

গান্ধর্ব্বিকা গোপীনাথ জিউর প্রকটতিথিপূজা-মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। সকালে মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য, ১২শ অধ্যায় হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পুরীধামে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনলীলা ও তাহার রহস্য পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্যোল্লিখিত ব্যাখ্যাসহ পাঠ করেন এবং পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকা হইতে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীমঠের উক্ত অধিষ্ঠাতৃবিগ্রহগণের যথাশাস্ত্র মহাভিষেক, পূজা ও ভোগরাগাদি সম্পাদন করেন। শ্রীমদ্ দামোদর মহারাজের সেবোৎসাহে মাধ্যাহ্নিক ভোগারাত্রিকের পর সমবেত অসংখ্য ভক্ত-নরনারীকে চতুর্ব্বিধ মহাপ্রসাদ-বৈচিত্র্যদ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। সন্ধ্যায় সভার অধিবেশন হয়। প্রথম বক্তা শ্রীমদ্ দামোদর মহারাজ, দ্বিতীয় বক্তা—মহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী। তৃতীয় বক্তা—শ্রীমদ্ ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজ। ভাষণের পূর্ব্বে ও পরে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

তৃতীয় দিবস—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদপ্রবর শ্রীশ্রীল দামোদর স্বরূপ গোস্বামিপাদের তিরোভাব-তিথিপূজা মহোৎসব। অদ্য অপরাহ্ণে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ বিগ্রহগণ বিচিত্র বস্ত্র-মাল্য-পতাকাদি-মণ্ডিত রথারোহণে কৃষ্ণনগরসহরতলীর বিশিষ্ট বিশিষ্ট রাজপথে ভ্রমণলীলা করিয়া সন্ধ্যায় নির্ব্বিঘ্নে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীবিগ্রহগণের রথারোহণের প্রাক্কালে বেশ একপশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। ভক্তগণ বড় চিন্তিত ও ভীত হইয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবৎপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছিলেন। তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপায় শীঘ্রই বৃষ্টি থামিয়া গেলে শ্রীবিগ্রহগণ মহাসংকীর্ত্তন ও মুহুর্মুহুঃ বিপুল জয়ধ্বনি মধ্যে রথারোহণ করিলেন। রথোপরি যথাসময়ে ভোগ নিবেদন ও আরাত্রিক সমাপ্ত হইলে রথের টান আরম্ভ হয়। অগণিত ভক্ত নরনারী রথরজ্জুদ্বয় আকর্ষণ করিয়া চলিতে থাকেন। সর্ব্বাগ্রে শ্রীমঠের নামাঙ্কিত পতাকা, তৎপশ্চাৎ ব্যাণ্ডপার্টি, তৎপশ্চাৎ উদণ্ড নৃত্যকীর্ত্তনরত সংকীর্ত্তনমণ্ডলী এবং বিচিত্রবর্ণের পতাকাধারী ভক্তবৃন্দ শোভাযাত্রার অপূর্ব্বশোভা বর্দ্ধন করিতেছিলেন। রাজপথের উভয় পার্শ্বে অগণিত ভগবদ্দর্শনার্থী ভক্ত দণ্ডায়মান, রথরজ্জু স্পর্শ করিবার জন্যই বা ভক্তগণের কত আর্ত্তি—কত আগ্রহ! শ্রীমঠের সন্নিহিত পল্লীর শ্রীহেবো মোদক ও শ্রীঅসিত দাসাদি সেবোৎসাহী যুবকবৃন্দ রথের দুই পার্শ্বে যাত্রী নিয়ন্ত্রণ এবং প্রসাদী বাতাসা বিতরণ করিতে করিতে চলিয়াছিলেন। শ্রীভগবৎকৃপায় ও তাঁহাদের সর্ব্বক্ষণ সতর্কতার সহিত অক্লান্ত সেবাচেষ্টায় রথ সমস্ত পথ বেশ নির্ব্বিঘ্নে (Smoothly) চলিয়াছেন, কোন বাধাবিঘ্ন হয় নাই। বার্দ্ধক্য ও শারীরিক অসামর্থ্য নিবন্ধন শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ বোধায়ন মহারাজ রথোপরি শ্রীভগবচ্চরণান্তিকে উপবেশন করিয়াছিলেন।

রথ শ্রীমঠে ফিরিয়া আসিলে রথোপরি শ্রীবিগ্রহগণের ভোগরাগ ও আরাত্রিক সম্পাদিত হয়। অতঃপর মহাসংকীর্ত্তন ও জয়ধ্বনি মধ্যে শ্রীবিগ্রহগণ বলিষ্ঠ ভক্তগণের স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক নিজমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজসিংহাসনে সমারূঢ় হন। তখন সন্ধ্যারাত্রিক ও ভোগরাগাদি বিহিত বিধানে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। এদিকে নাট্যমন্দিরে সভার অধিবেশন হয়। শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারীজী ও শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ভাষণ দেন। বক্তৃতার আদিতে ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও নামসংকীর্ত্তন হয়।

এই দিবস প্রাতে শ্রীমৎপুরীমহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য, ১৩শ ও ১৪শ অধ্যায় হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-প্রসঙ্গ এবং ঐ চৈঃ চঃ মধ্য ১০ম পরিচ্ছেদ (১০২-১২৯ পয়ার) হইতে শ্রীশ্রীল দামোদর স্বরূপ গোস্বামিপ্রভুর কথা পাঠ করেন। অদ্য শ্রীল স্বরূপ গোস্বামিপাদের তিরোভাব-তিথিপূজা-বাসর।

শ্রীধাম মায়াপুর, কলিকাতা, খড়দহ, যশড়া, বনগাঁ প্রভৃতি স্থান হইতে বহু ভক্ত আসিয়া কৃষ্ণনগর মঠের এই দিবসত্রয়ব্যাপী উৎসবে যোগদান করেন। কলিকাতা মঠ হইতে আসিয়াছিলেন—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী (বি-কম্), শ্রীখগপতি দাস বনচারী, শ্রীরাধামোহন দাস ব্রহ্মচারী

ও শ্রীসুরেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী; শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠ হইতে আসিয়াছিলেন—ডাঃ শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীকর্ম্মেশ্বর দাস প্রভৃতি। ইঁহারা সকলেই স্ব স্ব যোগ্যতা অনুসারে উৎসবের বিভিন্ন সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ভোগ-রন্ধনাদি সেবাকার্য্যে শ্রীপ্রেমময় দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীখগপতি বনচারী, পাচক সাধুপাও প্রভৃতি প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন। রথাগ্রে কীর্ত্তনসেবায় শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীসুদর্শন দাস (সুদামা) ব্রহ্মচারী প্রভৃতি; শ্রীবিগ্রহের অর্চনাদি সেবাকার্য্যে শ্রীরামগোপাল ব্রহ্মচারী এবং শ্রীমঠের বিভিন্ন সেবাকার্য্যে শ্রীবলরামদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরঘুপতি দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকালাচাঁদ দাসাধিকারী, শ্রীসুরেন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী, শ্রীস্বপনকুমার বিশ্বাস প্রভৃতি সেবকগণের সেবাচেষ্টা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে কএকজন সেবকের নাম দেওয়া হইল মাত্র। পরম 'কৃতজ্ঞ' 'সমর্থ' 'বদান্য' সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ তাঁহার ভক্তবৃন্দের নিষ্কপট সেবাচেষ্টা স্বীকার করিয়া অবশ্যই তাঁহাদিগের সকলকেই কৃত কৃতার্থ করিবেন।

মঠরক্ষক শ্রীমদ্ দামোদর মহারাজের বৈষ্ণবোচিত যথাযোগ্য ব্যবহার-নৈপুণ্য বিশেষ চিত্তাকর্ষক। তাঁহার মধুর ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া সেবকগণ পরমোৎসাহে স্ব স্ব সেবাকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

স্বধামে শ্রীমতী লক্ষেশ্বরী দেবী

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও গৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিতা শ্রীমতী লক্ষেশ্বরীদেবী বিগত ৩১শে চৈত্র (১৩৮৪); ইং ১৪ই এপ্রিল শুক্রবার সকাল ৯-২৫ মিনিটে ৭২ বৎসর বয়সে গোয়ালপাড়া জেলান্তর্গত বালিজানা-ফতেপুর গ্রামস্থ তাঁহার নিজ বাসগৃহে শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের জয়গান করিতে করিতে স্বজ্ঞানে স্বীয় সাধনোচিত ধামপ্রাপ্ত হন। তাঁহার স্বামী শ্রীকমলেশ্বর দাসাধিকারী প্রভুও শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত ছিলেন। তিনি (কমলেশ্বর প্রভু) বালকপুত্র শ্রীবৈকুণ্ঠনাথকে রাখিয়া দেহরক্ষা করেন। তদবধি শ্রীমতী লক্ষেশ্বরী দেবী শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত ভজনপ্রণালী অনুসারে নিষ্ঠার সহিত শ্রীহরিনাম করিতে থাকেন। তাঁহারই নির্দ্দেশানুসারে পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের নিকট তৎপুত্র শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ শ্রীহরিনাম ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার (লক্ষেশ্বরীদেবীর) পুত্রবধূ শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের আশ্রিতা।

তাঁহার পুত্র শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বৈষ্ণববিধানানুযায়ী ১০ই বৈশাখ সোমবার তদীয় মাতৃদেবীর পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদন করেন। গোয়ালপাড়াস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে সর্ব্বশ্রী পণ্ডিত ভগবান্দাস ব্রহ্মচারী—ব্যাকরণ-তীর্থ, জগদানন্দ ব্রহ্মচারী, নারায়ণদাস ব্রহ্মচারী ও গোলোকনাথ বনচারী তথায় উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত ভগবান্দাস ব্রহ্মচারীর নির্দ্দেশানুসারে শ্রীপ্রভুপদ ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ (কলিকাতা) পৌরোহিত্য করেন। তাঁহার অপ্রকটে আমরা গোয়ালপাড়াস্থ মঠের একটি বিশিষ্ট সেবিকার বিশেষ অভাব বোধ করিতেছি॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন্ : ৪৬-৫৯০০

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬

৩০ বামন, ৪৯২ শ্রীগৌরাব্দ ;
৩ শ্রাবণ, ১৩৮৫ ; ২০ জুলাই ১৯৭৮

নিমন্ত্রণ-পত্র

বিপুল সম্মানপুরসরঃ নিবেদন—

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তন এবং শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ও ভারত-ব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা, শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী প্রভৃতি বিবিধ উৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষে ২৫ শ্রীধর, ২৮ শ্রাবণ, ১৪ আগষ্ট সোমবার হইতে ২৯ হৃষীকেশ, ৩০ ভাদ্র, ১৬ সেপ্টেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত অত্র শ্রীমঠে শ্রীবিগ্রহগণের সেবাপূজা, প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, অপরাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী, কীর্ত্তন এবং সন্ধ্যারাত্রিকান্তে কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রভৃতি প্রাত্যহিক কৃত্য ব্যতীত পরপৃষ্ঠায় বর্ণিত উৎসব-পঞ্জী অনুযায়ী মাসব্যাপী শ্রীহরিস্মরণ-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতিগণ ও বহু সাধু-সজ্জন এই উৎসবে যোগদান করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ৮ ভাদ্র, ২৫ আগষ্ট শুক্রবার নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা, ৯ ভাদ্র শনিবার জন্মাষ্টমী এবং ৮ ভাদ্র শুক্রবার হইতে ১৩ ভাদ্র বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে ছয়টী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইবে। সভার বিস্তৃত কার্য্যসূচী পৃথক্ মুদ্রিত পত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি—

নিবেদক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সম্পাদক

দ্রষ্টব্য—উৎসবোপলক্ষে কেহ ইচ্ছা করিলে সেবোপকরণ বা প্রণামী আদি উপরি উক্ত ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইতে পারেন।

উৎসব-পঞ্জী

২৮ শ্রাবণ, ১৪ আগষ্ট সোমবার--**শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা আরম্ভ।** রাত্রি ৭-৩০ টায় ধর্ম্মসভা।

২৯ শ্রাবণ, ১৫ আগষ্ট মঙ্গলবার—**পবিত্রারোপণী একাদশীর উপবাস।** শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব। রাত্রি ৭-৩০ টায় গোস্বামিদ্বয়ের পূতচরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৩০ শ্রাবণ, ১৬ আগষ্ট বুধবার—রাত্রি ৭-৩০ টায় ধর্ম্মসভা।

৩১ শ্রাবণ, ১৭ আগষ্ট বৃহস্পতিবার—রাত্রি ৭-৩০ টায় ধর্ম্মসভা।

১ ভাদ্র, ১৮ আগষ্ট শুক্রবার—**শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা সমাপ্ত। শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর উপবাস।** রাত্রি ৭-৩০ টায় শ্রীবলদেব-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৮ ভাদ্র, ২৫ আগষ্ট শুক্রবার—শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস। অপরাহ্ণ ৩ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে **নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা** বাহির হইবে। রাত্রি ৭-৩০ টায় **ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশন।**

৯ ভাদ্র, ২৬ আগষ্ট শনিবার—**শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস।** সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ পারায়ণ। শ্রীমঠে রাত্রি ৭ টায় **ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশন।** রাত্রি ১১ টার পর ১২ টা পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ ও তৎপর শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন। রাত্রি ১২টার পরে শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিক।

১০ ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট রবিবার—**শ্রীনন্দোৎসব।** সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ। রাত্রি ৭ টায় **ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশন।**

১১ ভাদ্র, ২৮ আগষ্ট সোমবার—রাত্রি ৭ টায় **ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশন।**

১২ ভাদ্র ২৯ আগষ্ট মঙ্গলবার—রাত্রি ৭ টায় **ধর্ম্মসভার পঞ্চম অধিবেশন। অন্নদা একাদশীর উপবাস।**

১৩ ভাদ্র, ৩০ আগষ্ট বুধবার—রাত্রি ৭ টায় **ধর্ম্মসভার ষষ্ঠ অধিবেশন।**

২১ ভাদ্র. ৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার—শ্রীঅদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।

২৩ ভাদ্র, ৯ সেপ্টেম্বর শনিবার—শ্রীললিতা সপ্তমী।

২৪ ভাদ্র. ১০ সেপ্টেম্বর রবিবার— **শ্রীরাধাষ্টমী** (মধ্যাহ্নে শ্রীরাধারাণীর আবির্ভাব)। রাত্রি ৭ টায় শ্রীমঠে সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীরাধা-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা।

২৭ ভাদ্র, ১৩ সেপ্টেম্বর বুধবার—**পার্শ্বৈকাদশীর উপবাস।**

২৮ ভাদ্র, ১৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার—শ্রীবামনদ্বাদশী। শ্রীবামনদেবের ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব। রাত্রি ৭ টায় শ্রীবামনদেব ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর পূতচরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা।

২৯ভাদ্র, ১৫সেপ্টেম্বর শুক্রবার—**শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব। শ্রীল হরিদাসঠাকুরের নির্য্যাণ।** শ্রীঅনন্ত-চতুর্দ্দশীব্রত। রাত্রি ৭টায় ধর্ম্মসভা।

৩০ভাদ্র, ১৬সেপ্টেম্বর শনিবার—শ্রীবিশ্বরূপ মহোৎসব। মাসব্যাপী উৎসব সমাপ্ত।

—ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ—

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের নিয়ামকত্বে আগামী শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা সময়ে শ্রীগৌরাবির্ভাবদিবসে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নিম্নলিখিত পাঠ্যতালিকানুসারে 'ভক্তি-শাস্ত্রী' পরীক্ষা গৃহীত হইবে। পরীক্ষার্থিগণকে পরীক্ষায় বসিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পরীক্ষাদিবসের অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

পাঠ্যতালিকা ঃ—

১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। (অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য ও অনুভাষ্য সমেত।
২। শ্রীচৈতন্যভাগবত (গৌড়ীয়ভাষ্য সমেত)
৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি।
৪। জৈবধর্ম্ম।
৫। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত।
৬। সৎক্রিয়াসার দীপিকা।
৭। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার।
৮। শিক্ষাষ্টক
৯। উপদেশামৃত।
১০। (ক) গীতাবলী, (খ) শরণাগতি, (গ) কল্যাণ-কল্পতরু।

দ্রষ্টব্য ঃ—দীক্ষিত বৈষ্ণব অথবা মহামন্ত্র প্রাপ্ত সদাচার সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই উক্ত পরীক্ষা প্রদানের অধিকারী।

পরীক্ষার্থিগণকে উত্তর প্রদানের জন্য কাগজ এবং স্ব-স্ব লেখনী আনিতে হইবে। হিন্দি, ইংরাজী অথবা বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চলিবে। প্রশ্নগুলির পূর্ণমান হইবে ১০০। পূর্ণমানের একতৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হইলে 'তৃতীয়' বিভাগে, শতকরা ৫০ এবং শতকরা ৭৫ প্রাপ্ত হইলে যথাক্রমে 'দ্বিতীয়' ও 'প্রথম' বিভাগে কৃতকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। পরীক্ষার ফল দুই মাসের মধ্যে 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে এবং পরবর্ত্তী বৎসর শ্রীগৌরাবির্ভাব দিবসে অনুষ্ঠিত 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' প্রচারিণী সভায় অধ্যক্ষের স্বাক্ষর সম্বলিত যোগ্যতা-পত্র প্রদান করা হইবে।

শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ
সম্পাদক

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ। স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস তালিকা-সমন্বিত এই ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী গণিত হইয়া শ্রীগৌর আবির্ভাব তিথি—১০ চৈত্র (১৩৮৪), ২৪ মার্চ্চ (১৯৭৮) তারিখে প্রকাশিত হইয়াছেন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। ভিক্ষা—'৮০ পয়সা। ডাকমাশুল অতিরিক্ত '২৫ পয়সা।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা '৭০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, '৭০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, '৮০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, '৭০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, '৮০
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,, ,, ১২'৫০
(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ১'৫০
(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১'০০
(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, '৫০
(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, '৬২
(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১'২৫
(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00
(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৭'০০
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ,, ১'৫০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১'৫০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১৪'০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, '২৫
(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২'০০
অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ২'৫০
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২'০০

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক লাগিবে।
প্রাপ্তিস্থান :– কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় ঃ—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১৮শ বর্ষ * ভাদ্র — ১৩৮৫ * ৭ম সংখ্যা

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের গৌড়ীয় শ্রীমন্দির

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা)

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।"

১৮শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র, ১৩৮৫ | ৭ম সংখ্যা
১৪ হৃষীকেশ, ৪৯২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ভাদ্র, শুক্রবার ; ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮

নির্জ্জনে অনর্থ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

দুষ্ট মন! তুমি কিসের বৈষ্ণব

প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে,
তব হরিনাম কেবল কৈতব॥

জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব।

কনক-কামিনী, দিবস-যামিনী,
ভাবিয়া কি কাজ, অনিত্য সে সব॥

তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।

কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥

প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়মায়ামরু,
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।

বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥

হরিজনদ্বেষ, প্রতিষ্ঠাশাক্লেশ,
কর কেন তবে তাহার গৌরব।

বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে,
তাত কভু নহে অনিত্য বৈভব॥

সে হরিসম্বন্ধ, শূন্য-মায়াগন্ধ,
তাহা কভু নয় জড়ের কৈতব।

প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী, নির্জ্জনতা-জালি,
উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব॥

কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব,
কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব।

মাধবেন্দ্রপুরী, ভাব ঘরে চুরি,
না করিল কভু সদাই জানব॥

তোমার প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা,
তার-সহ সম কভু না মানব।

মৎসরতা-বশে, তুমি জড়রসে,
ম'জেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তনসৌষ্ঠব॥

তাই দুষ্ট মন, নির্জ্জন ভজন,
প্রচারিছ ছলে কুযোগী-বৈভব।

প্রভু সনাতনে, পরম যতনে,
শিক্ষা দিল যাহা, চিন্ত সেই সব॥

সেই দুটী কথা, ভুল' না সর্ব্বথা,
উচ্চৈঃস্বরে কর হরিনাম-রব।

ফল্গু আর যুক্ত, বদ্ধ আর মুক্ত,
কভু না ভাবিহ 'একাকার' সব॥

কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥
যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ,
অনাসক্ত সেই, কি আর কহব।
আসক্তিরহিত, সম্বন্ধসহিত,
বিষয়সমূহ সকলি মাধব॥
সে যুক্ত-বৈরাগ্য, তাহা ত' সৌভাগ্য,
তাহাই জড়েতে হরির বৈভব।
কীর্ত্তনে যাহার, প্রতিষ্ঠাসম্ভার,
তাহার সম্পত্তি কেবল কৈতব॥
বিষয়-মুমুক্ষু, ভোগের বুভুক্ষু,
দু'য়ে ত্যজ মন, দুই অবৈষ্ণব।
কৃষ্ণের সম্বন্ধ, অপ্রাকৃত স্কন্ধ,
কভু নহে তাহা জড়ের সম্ভব॥
মায়াবাদী জন, কৃষ্ণেতর মন,
মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের দাস, তব ভক্তি আশ
কেনবা ডাকিছ নির্জ্জন আহব॥
যে ফল্গু বৈরাগী, কহে নিজে ত্যাগী
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব।
হরিপদ ছাড়ি', নির্জ্জনতা বাড়ি',
লভিয়া কি ফল, ফল্গু সে বৈভব॥
রাধা-দাস্যে রহি, ছাড়ি ভোগ-অহি,
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তনগৌরব।
রাধা-নিত্যজন, তাহা ছাড়ি' মন,
কেন বা নির্জন-ভজনকৈতব॥
ব্রজবাসিগণ, প্রচারক ধন,
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তারা নহে শব।
প্রাণ আছে তার, সে হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন-কৃষ্ণগাথা সব॥
শ্রীদয়িতদাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(সমন্বয়বাদ)
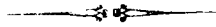
প্রঃ—পূর্ব্বমহাজন-মত-অবহেলাকারী কি কপটী নহে?

উঃ—"সম্প্রদায়ে দোষবুদ্ধি, জানি তুমি আত্ম শুদ্ধি,
করিবারে হৈলে সাবধান।
না নিলে তিলক মালা, ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা,
নিজে কৈলে নবীন বিধান॥"
—'উপদেশ',—১৭ কঃ কঃ

প্রঃ—সমন্বয়বাদিগণের জল্পনা কল্পনা কিরূপ? নব-গৌরাঙ্গবাদীরা কিরূপে দমিত হইল?

উঃ "যিনি চারিশত বর্ষপূর্ব্বে কেবল বৈষ্ণবমতের অনুকূল ছিলেন, তিনিই আবার আসিয়া সেইমতের পরিবর্ত্তে সর্ব্বমত-সামঞ্জস্যকারী একপ্রকার মত প্রচার করিলেন। এই ধর্ম্মই জগতের সাধারণ ধর্ম্ম হইবে। তাঁহারা আরও বলিলেন,—কোন মত আশ্রয় করিলে বিশ্বপ্রেম স্থান পায় না। সমস্ত মতকে এক করিয়া রাখিতে পারিলে জগজ্জীবের বিশ্বপ্রেম উদিত হয়। * * বিগত বৎসরে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে দণ্ড দিয়াছেন। কতকগুলিকে পৃথিবী হইতে অপসারিত করিয়াছেন; বাকি যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া নিজে নিজে পৈতৃক ব্যবসা আশ্রয় করিয়াছেন। দুই একজন কেবল এখনও গৌরাঙ্গপ্রকাশের যত্ন পাইতেছেন, তবে ভদ্রসমাজে কিছু হইল না দেখিয়া অবশেষে ডোমপাড়া আশ্রয় করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর কি খেলা! কলি যতই মস্তক উত্তোলন করে, মহাপ্রভু ক্ষণমাত্রে তাহার মুণ্ডের উপর মুদ্গর আঘাত করিয়া তাহার চেষ্টা বিফল করিয়া দেন।"

—'নববর্ষে বিগত বর্ষের আলোচনা', সসজ্জিনী সঃ তোঃ ৮।১

প্রঃ—প্রকৃত পরমহংস কাঁহারা এবং তাঁহাদের আচরণ কিরূপ?

উঃ—"অলম্পটরূপে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক সন্তুষ্ট অন্তঃকরণে কৃষ্ণৈক-জীবন হইয়া সারগ্রাহী জনগণ বিচরণ করেন। যে-সকল লোকের দিব্যচক্ষু আছে, তাঁহারা তাঁহাদিগকে 'সমন্বয়যোগী' বলিয়া জানেন, যাঁহারা অনভিজ্ঞ বা কোমলশ্রদ্ধ, তাঁহারা তাঁহাদিগকে সংসারাসক্ত বলিয়া বোধ করেন; কখনও কখনও ভগবদ্বিমুখ বলিয়াও স্থির করিতে পারেন। সারগ্রাহী জনগণ স্বদেশীয় বিদেশীয় সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন সারগ্রাহী ভ্রাতাকে অনায়াসে জানিতে পারেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদ, ভাষা, উপাসনা-লিঙ্গ ও ব্যবহারসকল ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাঁহারা পরস্পর ভ্রাতা বলিয়া অনায়াসে সম্বোধন করিতে পারেন। এই সকল লোকই পরমহংস এবং পারমহংসী সংহিতারূপ শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁহাদের শাস্ত্র।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

প্রঃ—ভিন্ন ভিন্ন আচার ও সাধনা দৃষ্ট হয় কেন?

উঃ—"যাঁহার যে স্বভাব, তাঁহার সেই স্বভাবের দেবভাব, তদনুগত শাস্ত্রবাক্য এবং তদবলম্বী সঙ্গী ভাল লাগে। 'সমশীলা ভজন্তি বৈ'—এই ন্যায়ানুসারে জগতে ভিন্ন ভিন্ন দেবভাব, ভিন্ন ভিন্ন সাধনা ও ভিন্ন ভিন্ন আচার স্বভাবতঃ হইয়া পড়ে। উপাস্যবস্তু এক বই দুই নহে।"

—'শ্রীলঘুভাগবতামৃত-সমালোচনা', সঃ তোঃ ১১।৩

প্রঃ—নিরপেক্ষতা কি ভক্তিধর্ম্ম? তদ্দ্বারা কি সদ্বস্তুনিষ্ঠা প্রকাশ পায়?

উঃ—"নিত্যবস্তুনিষ্ঠা ব্যতীত জীবের মঙ্গল আর কিছুতেই নাই। যদি সর্ব্বনিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ হয়, তবে জগতে আর অশ্রেষ্ঠ কি আছে? যে যাহাতে নিষ্ঠা করে, তাহাই যদি ভাল, তবে ভাল মন্দের বিচার কি? মুড়িমিশ্রি তবে একই হইয়া পড়ে। জীবের আর সাধনভজনের কিছুই প্রয়োজন থাকে না। তাহা হইলে বেশ্যানিষ্ঠ লম্পট এবং তৎসঙ্গনিস্পৃহ পরমহংস—এ দু'য়ের ভেদ কি? তাহা হইলে অসৎ ও সৎ দুইই এক! অতএব সদ্বস্তু-নিষ্ঠাই—শ্রেয়ঃ; অসন্নিষ্ঠাই—দোষ। সকল বিষয়ে নিরপেক্ষতাকে ভাল বলা যায় না; বরং সৎ-সাপেক্ষ হইয়া নিরপেক্ষতাকে বিসর্জ্জন দেওয়াই কর্ত্তব্য।" —সমালোচনা সঃ তোঃ ২।৬

—ভক্তি—

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

গোমতীতটে নৈমিষারণ্যে সম্মিলিত ভৃগুবংশীয় শৌনকাদি ষষ্টি সহস্র ঋষির মহাসভায় নিম্নলিখিত ছয়টি পরিপ্রশ্ন উত্থাপিত ও শ্রীউগ্রশ্রবা সূত গোস্বামি-কর্ত্তৃক উহা মীমাংসিত হইয়াছিল:—

১। পুরুষের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ কি? (ভাঃ ১।১।৯)

২। আত্মা (পরমাত্মা শ্রীহরি, জীবাত্মা বা বুদ্ধি যাহাতে প্রসন্ন হন, সেই শ্রোতব্যসার কি? (ভাঃ ১।১।১১)

৩। শ্রীভগবান্ বাসুদেবের চরিত। (ভাঃ ১।১।১২)

৪। সেই ভগবান্ বাসুদেবের অবতার-লীলা-কথা। (ভাঃ ১।১।১৩ ও ১৮)

৫। শ্রীনারদাদি দিব্যসূরি-কীর্ত্তিত শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের পরমোদার লীলা। (ভাঃ ১।১।১৭)

৬। সনাতন ধর্ম্মরক্ষক শ্রীকৃষ্ণ নিজনিত্যধামে অন্তর্দ্ধান রূপ অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিলে সেই

সনাতন ধর্ম্ম কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিবেন? (ভাঃ ১১।১।২৩)

ইহাতে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী (ফলাভিসন্ধান রহিতা) ও অপ্রতিহতা (বিঘ্নসমূহদ্বারা অনভিভূতা—যে ভক্তির গতিকে কেহই নিবারণ করিতে পারে না) ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তিকেই মানবগণের পর ধর্ম্ম অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। এতাদৃশী ভক্তিবলেই জীবের যাবতীয় অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে বা ভগবান্ শ্রীহরি সুপ্রসন্ন হন। (ভাঃ ১।২।৬ দ্রষ্টব্য)। জীবমাত্রেরই পরমধর্ম্ম এই ভক্তি যে শ্রবণকীর্ত্তনাদি লক্ষণাত্মিকা, তাহাও ষষ্ঠ স্কন্ধে (ভাঃ ৬।৩।২২) স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে—"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥"

গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে ঃ—

"বিষ্ণুভক্তিং প্রবক্ষ্যামি যয়া সর্ব্বমবাপ্যতে।
যথা ভক্ত্যা হরিস্তুষ্যেৎ তথা নান্যেন কেনচিৎ॥"

অর্থাৎ যাহা দ্বারা সর্ব্ববিষয়ের লাভ হইয়া থাকে, সেই শ্রীবিষ্ণুভক্তির কথা প্রকৃষ্টরূপে বলিব। ভক্তিদ্বারা শ্রীহরি যেরূপ তুষ্ট হইয়া থাকেন, অন্য কোন বস্তুদ্বারাই তিনি সে প্রকার তুষ্ট হন না।

'ভজ' ধাতু 'ক্তি' প্রত্যয়দ্বারা এই 'ভক্তি' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই ভজ্ ধাতু সেবার্থে ব্যবহৃত, তৎসম্বন্ধে বলা হইয়াছে ঃ—

"ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধনভূয়সী॥"

অর্থাৎ 'ভজ্' এই ধাতু সেবার্থে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং সাধনভূয়সী অর্থাৎ সাধনশ্রেষ্ঠ এই সেবাকেই পণ্ডিতগণ 'ভক্তি' আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন।

এই ভক্তি প্রীতিমূলা। সেই প্রীতির লক্ষণ শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে —

"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনৈব অমুষ্মিন্ মনসঃ কল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যম্।"

'শ্রীকৃষ্ণের ভজন কি প্রকার?' এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলা হইতেছে—ভক্তিই ইঁহার ভজন। সেই ভক্তি কিরূপ? তাহাতে বলা হইতেছে—ইহলোক ও (স্বর্গাদি) পরলোক সম্বন্ধীয় যাবতীয় ফলকামনা নিরাস পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মে মনের যে অর্পণ, তাহাই তাঁহার ভজন এবং তাহাই নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিতেছেন—"তদেবং বৃক্ষমূলস্থানীয়স্য মনসোঽর্পণেন শাখাস্থানীয়ানামিন্দ্রিয়ার্পণস্যাপি ভজনত্বং বিবক্ষিতম্" অর্থাৎ বৃক্ষমূল স্থানীয় মনের অর্পণদ্বারা শাখাস্থানীয় ইন্দ্রিয়ার্পণেরও ভজনত্ব বিবক্ষিত হইয়াছে অর্থাৎ বলিবার অভিপ্রায় করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৫।১২) বলা হইয়াছে—

"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥"

অর্থাৎ কর্ম্মবাসনাশূন্য নিরুপাধিক জ্ঞানও যখন শ্রীহরিতে ভক্তিবিহীন হইলে অধিক শোভা পায় না, তখন সাধন ও ফল—এই উভয়কালেই দুঃখপ্রদ কাম্য এবং অকাম্য অর্থাৎ সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মও যদি ভগবানে সমর্পিত না হয়, তাহা হইলে তাদৃশ ভগবদ্ বহির্ম্মুখ ও সত্ত্বশোধক-ভাবহীন কর্ম্ম কিরূপে শোভা পাইবে?

শ্রীগীতায় (৪।৩৭-৩৮) "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন" অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি বর্ত্তমান দেহারম্ভক প্রারব্ধ ভিন্ন সমুদয় কর্ম্মকে দগ্ধ করিয়া ফেলে, "ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে" অর্থাৎ তপস্যাদির মধ্যে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই ইত্যাদি বলিয়া জ্ঞানের প্রশংসা করিলেও (গীঃ ৭।১৭) শ্রীভগবান্ নিত্যযুক্তঃ (শ্রীকৃষ্ণে একাগ্রচিত্ত) ও একভক্তিঃ (একমাত্র ভক্তিই যাঁহার মুখ্য, এতাদৃশ) জ্ঞানীকেই উৎকৃষ্ট ও অত্যন্ত প্রিয় বলিয়াছেন। আবার ঐ ৭ম অধ্যায়ে ১৯শ শ্লোকে সর্ব্বত্র বাসুদেবদর্শী জ্ঞানবান্ বহু বহু জন্মের পরে ভগবৎপ্রপন্ন পরমভাগবত সাধুর যাদৃচ্ছিক সঙ্গক্রমে শ্রীভগবৎপ্রপত্তি লাভ করেন—এই প্রকার মহাত্মা অতি দুর্ল্লভ ইত্যাদি বলিয়া ভগবৎপ্রপত্তি-মূলা ভক্তিরই প্রশস্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। গীতা ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ ৪৭শ শ্লোকেও যতপ্রকার যোগী আছেন, তন্মধ্যে ভক্তিযোগানু-

ষ্ঠাত্যকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। গীতার 'মামেকং শরণং ব্রজ'—এই সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশে ভগবৎপ্রপত্তিমূলা ভক্তিকেই চরম পরম মহাবাক্য বলিয়া সিদ্ধান্তিত বা মীমাংসিত হইয়াছে। রথযাত্রা-প্রসঙ্গে বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়ধৃত পুরাণান্তরবাক্যে কথিত হইয়াছে—

"নানুব্রজতি যো মোহাদ্ ব্রজন্তং জগদীশ্বরম্।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্ ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ জগদীশ্বর জগন্নাথ রথারোহণে ভ্রমণে বহির্গত হইলে যে ব্যক্তি মোহবশতঃ তাঁহার অনুগমন না করেন, তিনি জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধকর্ম্ম হইলেও ভক্তিতে অনাদরবশতঃ ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধে ব্রহ্মাদি দেবগণের শ্রীদেবকী-গর্ভস্তুতিতেও (ভাঃ ১০।২।৩২) বলা হইয়াছে—নির্ব্বিশেষ জ্ঞানী বহুকষ্টে মোক্ষসন্নিহিত প্রদেশে অধিরোহণ করিয়াও ভগবৎপাদপদ্মে অনাদর হেতু তথা হইতে অধঃপতিত হন। জ্ঞান অচ্যুতে ভক্তিভাব বর্জ্জিত হইলে শ্রীভগবানে মায়াময়ত্ব ভাবনাদি-লক্ষণাত্মক অপরাধ দুর্নিবার হইয়া পড়ে। সুতরাং তাদৃশ ভক্তিহীন জ্ঞানই যখন বিফল হইয়া গেল, তখন ফলকালে ও সাধনকালে উভয়ত্র দুঃখরূপ কর্ম্ম প্রবৃত্তিপরই হউক আর নিবৃত্তিপর হউক, শ্রীভগবানে অনর্পিত কর্ম্ম কখনই সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না।

ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ-সাধনের অতি তুচ্ছ ফল হইলেও কৃষ্ণভক্তির আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ স্বতন্ত্রভাবে ঐ সকল ফল কখনও দিতে পারে না — "ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্ম্মযোগজ্ঞান"। পরম কৃপাময় শ্রীভগবান্ অত্যন্ত অজ্ঞব্যক্তির পক্ষেও তাঁহাকে অনায়াসে পাইবার যে সকল উপায় স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়া দিয়াছেন, তাহাই ভাগবতধর্ম্ম :—

"যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান॥"
—ভাঃ ১১।২।৩৪

সাক্ষাদ্ ভক্তিই 'ভাগবত ধর্ম্ম' বলিয়া খ্যাত। পূর্ব্বোক্ত "এতাবানেব লোকেঽস্মিন্" (ভাঃ ৬।৩।২২) শ্লোকে নামসংকীর্ত্তনাদি দ্বারা শ্রীভগবান্ বাসুদেবে যে ভক্তি-যোগ, তাহাকেই জীবমাত্রেরই পরমধর্ম্ম বলিয়া সুস্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে। শ্রীভাগবতশাস্ত্রারম্ভেও 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমঃ' এবং 'স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মঃ' ইত্যাদি শ্লোকেও ভক্তিকেই জীবের পরম ধর্ম্ম বলা হইয়াছে।

উল্লিখিত 'যে বৈ ভগবতা' শ্লোকে 'আত্মলব্ধয়ে প্রোক্তাঃ' এই বাক্যটি ভক্তির তটস্থ লক্ষণ—ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন বস্তু দ্বারাই ভগবান্‌কে লাভ করা যায় না। 'আত্মলব্ধয়ে উপায়াঃ' এইটি ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। 'উপায়াঃ' অর্থাৎ সাধনসমূহ। 'তল্লাভোপায়ো হি তদনুগতিরেব' (ভঃ সং) অর্থাৎ তাঁহার অনুগতি বা আনুগত্যই তাঁহাকে লাভ করিবার একমাত্র উপায়, ইহাই ভাঃ ১১।২ অধ্যায়ে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকবি নিমি মহা-রাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন। শ্রীভগবান্‌কে অনায়াসে লাভ করিবার উপায় বা সাধন সম্বন্ধে বলিতে গিয়া স্বয়ং ভগবান্ তৎপ্রিয় সখা উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়া স্পষ্ট ভাবেই ভক্তিযোগকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীউদ্ধব কহিলেন—"হে কৃষ্ণ, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ বিবিধ শ্রেয়ঃসাধন বর্ণন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে বৈকল্পিক ভাবে সবগুলিই প্রধান (কিং বিকল্পেন প্রাধান্যং ইদং প্রধানং ইদং বা প্রধানমিতি) অথবা তন্মধ্যে একটিই প্রধান? হে প্রভো, যে ভক্তিযোগদ্বারা সর্ব্বসঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক আপনায় প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট হয়, আপনাকর্তৃক উপদিষ্ট সেই অনপেক্ষিত অর্থাৎ যাহা কাহারও অপেক্ষা করে না, সেই স্বয়ংই প্রধান নিষ্কাম ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা কি সর্ব্বসম্মত অথবা উহা কেবল ব্যক্তিগতভাবে আপনারই সম্মত (সর্ব্বেষামপি শ্রৈষ্ঠ্যে সম্মত উত তবৈবেতি নির্ধার্য্য উচ্যতাম্) তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া বলুন।" ভক্তপ্রবর শ্রীউদ্ধবের এই প্রশ্নে শ্রীভগবান্ কহিলেন—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥"
—ভাঃ ১১।১৪।৩

[অর্থাৎ "যে বেদবাক্যে মদীয় স্বরূপভূতধর্ম্ম বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা কালপ্রভাবে প্রলয়ে অদৃশ্য হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমিই ব্রহ্মাকে ইহার উপদেশ প্রদান করিয়া-

ছিলাম।" ঐ ভগবৎস্বরূপভূত ধর্ম্মই ভাগবতধর্ম্ম। ভগবদুপদিষ্ট ঐ ধর্ম্ম ব্রহ্মা মনুকে, মনু ভৃগু প্রভৃতি ঋষিকে এবং ঋষিগণ আবার দেবদানবাদিকে ঐ ধর্ম্ম উপদেশ করেন। এইরূপে পারম্পর্য্যক্রমে মনুষ্যগণের প্রকৃতির বিচিত্রতা অনুসারে (বাসনাভেদে) নানাপ্রকার মতবাদের উদ্ভব হইয়া উঠে। মায়ামুগ্ধ জীব নিত্যমঙ্গল নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি নানা উপায়কে শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করে, কিন্তু কেবলা ভগবদ্ বিষয়িণী ভক্তি যেরূপ জীবের সর্ব্বানর্থ দূরীভূত করিয়া সর্ব্ব নিত্যসুমঙ্গলবিধানে সুনিশ্চিতরূপে সম্পূর্ণ সমর্থ, এরূপ অন্য কোন উপায়দ্বারাই তাহা সম্ভবপর হয় না। তাই শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রিয়তম সখা উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া তারস্বরে বলিতেছেন—

"যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥"

— ভাঃ ১১।১৪।১৯-২১

[অর্থাৎ "হে উদ্ধব, অগ্নি যেরূপ পাকাদি কার্য্যান্তরের উদ্দেশ্যে প্রজ্বালিত হইলেও প্রবৃদ্ধশিখাযুক্ত হইয়া কাষ্ঠরাশি ভস্মীভূত করে, সেইরূপ আমার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতা ভক্তিও সম্পূর্ণরূপে পাপরাশি বিনষ্ট করিয়া থাকে।"

"হে উদ্ধব, মদীয়া সাধনাত্মিকা প্রবলাভক্তি আমাকে যেরূপভাবে বশীভূত করিতে পারে, যোগ, সাংখ্য (জ্ঞান), ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা কিম্বা দানক্রিয়া আমাকে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না।"

"শ্রদ্ধাজনিত অনন্যভক্তি প্রভাবেই পরমাত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি সাধুগণের লভ্য হইয়া থাকি। মন্নিষ্ঠা অর্থাৎ আমাতে একাগ্রভাবসম্পন্না ভক্তি চণ্ডালগণকেও পবিত্র করিয়া থাকে ('জাতিদোষাদ্ বিশুদ্ধী করোতি'— জাতিদোষ হইতে বিশুদ্ধ করিয়া দেয়)।"]

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উর্জ্জিতা শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতত্বেন প্রবলা তীব্রেত্যর্থঃ অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদি-অনাবৃতত্বহেতু প্রবলা—তীব্রা, ইহাই তাৎপর্য্য। একয়া—ন তু অন্যেন যোগাদিনা—ইত্যর্থঃ— একমাত্র শুদ্ধা কেবলা অনন্যা ভক্তি দ্বারা, অন্য যোগাদি দ্বারা নহে। যদিও অন্যত্র জ্ঞানাদিরও ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনত্ব শ্রুত হয়, তাহাতে জানিতে হইবে তত্রস্থা গুণভূতা ভক্তিই তৎপ্রাপিকা—'ভক্তি বিনা জ্ঞান কর্ম্ম দিতে নারে ফল'—'ভক্তি-মুখ-নিরীক্ষক কর্ম্মযোগজ্ঞান,' কিন্তু ভক্তি কাহারও অপেক্ষা রাখেন না। জ্ঞান-সৎকর্ম্মাদি কখনই ভগবান্‌কে সাধন করিতে সমর্থ নহে, কেবল পাপনাশকতা-হেতু তাহাদের কিছু কিছু সার্থকতা থাকিলেও ভক্তি যেমন প্রারব্ধ অপ্রারব্ধ সকল পাপরাশিকেই নিঃশেষে দগ্ধীভূত করিয়া দেন, সমূলে বিনাশ করেন, এইরূপ শক্তি জ্ঞানাদি কাহারও নাই। শ্রীল স্বামিপাদও 'সম্ভবাৎ' শব্দে 'জাতিদোষাদপি' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে ভক্তির প্রারব্ধপাপনাশকতা সহজেই উপলব্ধির বিষয় হয়। 'ভক্ত্যা তু অনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥" (গীঃ ১১।৫৪) ইত্যাদি গীতোক্ত শ্লোকেও শ্রীভগবান্‌কে ভক্ত অনন্য ভক্তিদ্বারাই যথার্থরূপে জানিতে দেখিতে ও তাঁহার তত্ত্বে বা লীলায় প্রবেশ করিতে বা পরম চিদ্রূপ ভগবৎস্বরূপজ্ঞানলাভে সমর্থ হন—এইরূপ বলা হইয়াছে। 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি' (গীঃ ১৮।৫৫) শ্লোকেও ভগবান্ যে স্বরূপ ও স্বভাববিশিষ্ট, তাহা জীব নির্গুণা ভক্তি দ্বারাই সম্যক্ প্রকারে জানিতে সমর্থ হন, ইহা বলা হইয়াছে। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত, অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনময়ী অর্থাৎ কৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত যে কৃষ্ণানুশীলন, তন্ময়ী ভক্তিকেই উত্তমা ভক্তি বলিয়াছেন। মাঠর শ্রুতি "ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব ভূয়সী" এই বাক্যে ভক্তিরই প্রশস্তি কীর্ত্তন করিয়াছেন। শতপথ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—'স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্তৎ-পুমানাত্মহিতায় প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ।" —অর্থাৎ সেই যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, অতএব পুরুষ আত্মহিতের নিমিত্ত প্রেমের দ্বারা শ্রীহরির ভজন করিবে। "প্রেম্ণা প্রীতিমাত্রকামনয়া যদাত্মহিতং তস্মৈ ইত্যর্থঃ" (ভক্তিসন্দর্ভ ২৩৪ সংখ্যা) 'প্রেমের দ্বারা' অর্থে প্রীতিমাত্র

কামনা দ্বারা যাহাতে আত্মহিত হয় তন্নিমিত্ত। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" (শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩) অর্থাৎ "যাঁহার শ্রীভগবানে পরা ভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন ভগবানে, তেমন শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম্মার্থ উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।"

"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্" (বেদান্তসূত্রম্ ৩য় অধ্যায় ২য় পাদ ২৪ সূত্র) সূত্রে বলা হইয়াছে—যথাযথভাবে তাঁহার প্রতি ভক্তি হইলে তিনি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ দ্বারাও জ্ঞাত হন, যেহেতু প্রত্যক্ষ 'শ্রুতি' ও অনুমান 'স্মৃতি'-বাক্যদ্বারা তাহা প্রমাণিত হইতেছে। 'সংরাধনে' অর্থাৎ "সম্যগ্ ভক্তৌ সত্যাং চাক্ষুষাদিনা প্রত্যক্ষেণ গ্রাহ্যোঽসৌ ভবতি।" (গোবিন্দ ভাষ্য) অর্থাৎ সম্যক্প্রকার ভক্তি সাধিত হইলে চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা ঐ প্রত্যগাত্মা শ্রীহরি গ্রহণযোগ্য হন। কৈবল্যোপনিষদেও উক্ত হইয়াছে—(প্রত্যক্ আত্মা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ একেবারেই যে দুর্ল্লভ, তাহা নহে,) 'শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবৈতি' অর্থাৎ শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধ্যান যোগাবলম্বনে লোকে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করে। "অত্র শ্রদ্ধালুর্ভক্তিমান্ হরিং ধ্যায়ন্ প্রাপ্নোতীতি প্রতীয়তে" (গোঃ ভাষ্য)—অর্থাৎ ইহাতে প্রতীত হইতেছে যে, যে ব্যক্তি শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাশীল (শ্রদ্ধা দৃঢ় বিশ্বাসঃ), যিনি ভক্তিমান্ ('ভক্তিঃ শ্রবণাদ্যা'—শ্রবণ-কীর্ত্তনস্মরণাদি), তিনি শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া প্রাপ্ত হন। 'ধ্যানঞ্চ অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবদ্ ব্রহ্মবিষয়কং চিন্তনম্ অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় নিরন্তর ব্রহ্মবিষয়ক চিন্তা। ইহাদের প্রত্যেকের সহিত 'যোগ' শব্দ সম্বন্ধনীয়। অবৈতি অর্থাৎ সাক্ষাৎকরোতি। সেই পরংব্রহ্ম যে কেবল মানস প্রত্যক্ষেরই গোচর, তাহা নহে, তিনি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষেরও বিষয়ীভূত হন, ইহাই 'অপি সংরাধনে' শ্রুতিসূত্রে ব্যক্ত হইয়াছে। কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাক্-পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥" অর্থাৎ স্বয়ম্ভূ-ঈশ্বর (ব্রহ্মা) জীবসমূহের ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়াভিমুখ করিয়া হিংসা করিয়াছেন। সেইজন্য জীব বহির্বিষয়াসক্ত হইয়া অন্তরাত্মা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে সৎসঙ্গলব্ধ হরিভক্তিসমন্বিত ধীর—কোন বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ বিবেকবান্ ব্যক্তি সংযতেন্দ্রিয় হইয়া অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তিলাভেচ্ছায় প্রত্যগাত্মা শ্রীহরিকে দর্শন করিয়াছেন। (সূক্ষ্মা টীকাঃ—"ধীরঃ সৎপ্রসঙ্গলব্ধয়া হরিভক্তিরূপয়া ধিয়া বিশিষ্টঃ, আবৃত্তচক্ষুঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ, অমৃতত্বং ইচ্ছন্ কাময়মানঃ, প্রত্যগাত্মানং হরিং ঐক্ষৎ পশ্যতি স্ম ইত্যর্থঃ।") শ্রীভগবদ্গীতায়ও উক্ত হইয়াছে—"নাহং বেদৈর্নতপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। শক্য এবং বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ" ইত্যাদি (গীঃ ১১।৫৩-৫৪) অর্থাৎ শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন, তুমি যে বিজ্ঞান সহকারে আমার নিত্যনরাকার দর্শন করিলে, তাহা বেদাধ্যয়ন-দ্বারা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপস্যা দ্বারা, দানদ্বারা অথবা যজ্ঞাদি উপায় দ্বারা কেহই দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। কেবল অনন্যা অর্থাৎ একনিষ্ঠা অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারাই আমি এইরূপে জ্ঞাত, দৃষ্ট ও সাক্ষাৎকৃত হই। "তস্মাৎ সম্যগ্ ভক্ত্যা গ্রাহ্যঃ শ্রীহরিরিতি সিদ্ধম্" (গোঃ ভাঃ) অর্থাৎ অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, সম্যগ্ ভক্তিদ্বারাই শ্রীহরিকে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাঁহাকে মন দ্বারা পাওয়া যায়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সেইরূপ ঐকান্তিকী ভক্তিদ্বারা ভাবিত হইলে তদ্দ্বারাও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

এইরূপে শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র তাঁহাকে ভক্ত্যেকগম্য বলিয়াছেন। সুতরাং ভক্তিযোগই ভগবৎপ্রাপ্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

‘গুরোরবজ্ঞা’

[মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্‌-সি, বিদ্যারত্ন]

শ্রীনামতত্ত্ববিদ্‌-গুরু-বৈষ্ণবে মনুষ্যবুদ্ধি অথবা প্রাকৃতবুদ্ধি থাকিলে শ্রীনাম-প্রভুর চরণে অপরাধ হয়। তাহাতে শ্রীনামভজনেচ্ছু ব্যক্তির হৃদয়ে শ্রীনামের গূঢ় তত্ত্ব-সমুদয় প্রকাশিত হয় না।

জড়া প্রকৃতির আবেষ্টনীতে শ্রীকৃষ্ণবিমুখ জীবের মৌলিক অভিমান অন্তর্হিত। ইহজগতের পরিদৃশ্যমান সকলকিছু অভিমানই তাহার ঔপাধিক বা আগন্তুক অভিমান মাত্র।

"আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস, এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু॥"

(প্রেমবিবর্ত্ত)

অভিমানের নিত্য পরিবর্ত্তনশীলতাই ক্ষর-ধর্ম্মের লক্ষণ। জড়াতিরিক্ত তটস্থাখ্য শক্তিসম্ভূত চিৎকণ জীব অণু-নিবন্ধন ক্ষরধর্ম্মী বলিয়া প্রকৃতিকবলিতাবস্থায়ও সে তাটস্থ্য-ধর্ম্মের সংস্কারে দেহাত্মবোধে নিজকে জড়বিকারযুক্ত বিনাশশীল বলিয়া মনে করিয়াও বিনাশের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বাঁচিবার ইচ্ছা, আনন্দ লাভের ইচ্ছা ও জ্ঞান লাভের ইচ্ছা পোষণ করে এবং তজ্জন্য সাধ্যানুসারে যত্নও করে। এতজ্জাতীয় চেষ্টার মধ্যে তাহার নিত্য-জ্ঞানা-নন্দত্বেরই লক্ষণ প্রকাশ পায়।

'যৎ তটস্থন্তু চিদ্রূপং স্বসংবেদ্যাদ্‌ বিনির্গতম্‌।
রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে।'

(নারদীয়)

অক্ষরবস্তুর সেবনফলেই মাত্র সে তটস্থ ধর্ম্মের হস্ত হইতে চিরতরে ত্রাণ লাভ করে এবং অক্ষরধর্ম্মী হয়। তখনই তাহার মনুষ্য-দেব-তির্য্যগ্‌-বর্ণ-আশ্রমাভিমান চিরতরে বিদূরিত হয় এবং তখনই সে সচ্চিদানন্দ বস্তুর দিকে ধাবিত হয়। তাটস্থ্য-ধর্ম্মে জীবের চেতন ও অচেতন উভয় দিকে গতি থাকায় জড়ের দিকে ধাবমানাবস্থায় তাহার যতপ্রকার অশুভ ও অমঙ্গল হয়, ঠিক তদ্বিপরীত চৈতন্যময় পুরুষের দিকে ধাবমান হইলে তাহার সর্ব্ববিধ শুভ ও মঙ্গল লাভ হইতে থাকে। বস্তুতঃ কৃষ্ণদাস্যপর অভিমানই জীবের সিদ্ধ অভিমান। ইহাই মায়ামুক্তির তথা সর্ব্ববিধ মঙ্গল লাভের একমাত্র ভূমিকা। জীবনের যাবতীয় গুরুত্ব তদভিমানেই অন্তর্নিহিত।

এই 'কৃষ্ণদাস' অভিমান যতই বর্দ্ধিত হইবে, ততই অক্ষর-বিচারাশ্রয়ে জীবের মধ্যে ক্ষর বিচারের তমোমোহ বিদূরিত হইবে এবং তখনই মাত্র তাহার ক্ষর-ভূমিকার অসহায় অবস্থার কথা তথা সর্ব্বাশ্রয় শ্রীহরির কথা যুগপৎ স্মরণে প্রকৃত দৈন্যের উদয় হইবে, যাহা ঈশ্বর-দর্শন ও তৎসেবাসৌভাগ্য-প্রাপ্তির সহায়ক। এতাদৃশ অক্ষর-ধর্ম্মী শ্রীভগবৎ-সেবাপর আচার ও প্রচার-রত ব্যক্তিই জগতে শ্রীগুরুর বা আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারেন।

"'আচার' 'প্রচার' নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি—সর্ব্বগুরু, তুমি—জগতের আর্য্য॥"

(চৈঃ চঃ মঃ অঃ ৪।১০৩)

"আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্য স্তেন কীর্ত্তিতঃ॥"

(বায়ুপুরাণ)

কিন্তু শ্রীগুরুতত্ত্বকে শিষ্য সাধনসিদ্ধতত্ত্ববিশেষরূপে জানিবার পরিবর্ত্তে 'নিত্যসিদ্ধ', শ্রীভগবানের অভিন্ন-প্রকাশবিগ্রহ বলিয়াই জানিবেন। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণেরই রূপ—

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভাগ্যবানে॥"

গুরুতত্ত্ব ত্রিগুণতাড়িত বিকারযোগ্য জীবভোগ্যরূপ কৃষ্ণরূপ নহেন। কৃষ্ণরূপ গুণাতীত ও সদা নির্গুণ বলিয়া কখনও কোন অবস্থাতেই বিকার-যোগ্য নহেন। সেই

বিচারেও শ্রীগুরুতত্ত্ব মায়াতীত। কৃষ্ণই গুরুরূপে আত্ম-প্রকাশ করিলেও গুরুতত্ত্বের অভিমানটী সর্ব্বদা কৃষ্ণ-দাস্যপর বলিয়া তাঁহাতে কোন ভোক্তৃত্বঅভিমান নাই। তজ্জন্য তিনি 'কৃষ্ণদাস্য'ই জগৎকে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

[নিখিল শাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেইরূপে চিন্তা করিয়া থাকেন, তথাপি যিনি—প্রভু ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই (ভগবানের অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রকাশ-বিগ্রহ) শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।]

বলাবাহুল্য যে, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব স্বয়ং মায়াতীত —জগদতীত তত্ত্ব হইলেও কৃষ্ণ-ইচ্ছায় জগতে অবতীর্ণ হন বলিয়া জগৎ-শিক্ষণ ব্যাপারে দয়াপরবশ হইয়া তিনি দেশকালাধীনের ন্যায় মূর্ত্তি বিশেষ পরিগ্রহ করিয়া জীবের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। বস্তুতঃ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের প্রতি নিষ্কপট শ্রদ্ধাই শ্রেয়ঃসাধককে শ্রেয়ঃ-পথে পালন পোষণ করে। "শ্রীগুরুচরণে রতি, সেই সে উত্তমা গতি, যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥"—মহাজনমুখ-বাক্য। তজ্জন্য শ্রদ্ধা-উৎপত্তিহেতু প্রচারকারী আচার্য্যের শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণতাসহ নিখুঁত আচার আচরণ অত্যধিক প্রয়োজন, নতুবা সাধকের অন্তরে বাহিরে শ্রদ্ধার শৈথিল্যের সম্ভাবনা থাকে। বিশেষতঃ ধর্ম্মশীল, রাজা, লোকপতি ও গুরুর অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা সর্ব্বদাই লোকসংগ্রহ ও লোকপালন করে বলিয়া তাঁহাদের প্রতি জীবসমুদয়ের শ্রদ্ধার যাহাতে শৈথিল্য না হয়, তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি অত্যাবশ্যক, নতুবা লোক-সংগ্রহ ও লোকপালনকার্য্য হয় না। ইহা দর্শাইবার জন্যই কোন এক সময় লোকশিক্ষক জগদ্গুরু মর্য্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরাম, রাজার প্রতি প্রজাবর্গের কিদৃশী শ্রদ্ধা, তাহা অবগত হইবার জন্য নিজেই গুপ্তভাবে বিচরণশীল অবস্থায় গভীর রাত্রিতে একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া শুনিতে পাইলেন, একটী রজক তৎপত্নী রজকিনীকে ক্রোধান্বিত হইয়া শ্লথভাষায় বলিতেছে,—"তুই কি আমাকে স্ত্রৈণ রামচন্দ্র পাইয়াছিস্ যে, সুদীর্ঘ অবকাশ রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহে বন্দিনী থাকিবার পরও সীতাকে লইয়া যেমন সে সংসার করিতেছে, তদ্রূপ আমিও তোর মত দুষ্টাস্ত্রী লইয়া সংসার করিব ?" ইহাতে শ্রীরাম সহজেই অনুমান করিলেন যে, এই জাতীয় উক্তি কেবল একজন হইতেই নহে, পরন্তু আরও বহু হৃদয় হইতেই উত্থিত হইতেছে যাহা আমার কর্ণগোচর হইতেছে না মাত্র। ইহাতে প্রজাবর্গের রাজার প্রতি শ্রদ্ধার শৈথিল্যহেতু প্রজা-পালনই যে 'রাজ-ধর্ম্ম,' তাহা সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইতেছে না। তিনি এতৎ শ্রবণে রজককে কোন প্রকার শাস্তি না দিয়াই প্রজা-পালনার্থে নিজ সুখ তথা নিজ লক্ষ্মী শ্রীসীতাদেবীর সুখকে জলাঞ্জলি দিয়া নির্ম্মমভাবে অত্যল্পকাল মধ্যেই তাঁহাকে (সীতাকে) অনুজলক্ষ্মণকে দিয়া বনবাসে (বাল্মীকি-আশ্রমে) প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রজা-পালনের এক মহান্ আদর্শ শ্রীরামচরিত্রে প্রকাশিত হইয়া আজও রাজন্যবর্গ তথা ধর্ম্মশীল, লোকপতি ও গুরুগণকে পালন করিতেছেন। ভিতরে কোন শ্রদ্ধা নাই অথচ লোকাচারে অথবা শাস্ত্রভয়ে ভীত হইয়া বাহ্যতঃ কোন ক্রিয়া করিলেও তাহাকে তামসক্রিয়া বলিয়াই শাস্ত্র মন্তব্য করিয়াছেন—

"বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥"

(গীঃ ১৭।১৩)

ভাষান্তরে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৬৪-৬৭) বলিতেছেন ঃ—

"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
'উত্তম' 'মধ্যম' 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা-অনুসারী॥
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁর।
'উত্তম-অধিকারী' সেই তারয় সংসার॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্।
'মধ্যম - অধিকারী' সেই মহা ভাগ্যবান্॥

যাঁহার কোমল শ্রদ্ধা, সে—'কনিষ্ঠ' জন।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম॥"

এই জন্য গুর্ব্বোরবজ্ঞা অর্থে বিশেষভাবে শ্রীনাম-মন্ত্রদাতা শ্রীগুরুদেবে শ্রদ্ধাহীনতাকেই বুঝায়। পরমার্থের ভূমা ক্ষেত্রে যদিও সুসংগতি ও সুসামঞ্জস্য বিদ্যমান, তথাপি তাহা যাহাতে পরস্পরের ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও পরিদৃশ্যমান ও বোধগম্য হইতে পারে, তজ্জন্যও চেষ্টার প্রয়োজন রহিয়াছে তাহাতে কোমলশ্রদ্ধ নিঃশ্রেয়সার্থিজনেরও ধর্ম্মপথে (বেদপথে) থাকিয়া 'হরিনাম' গ্রহণের সৌভাগ্য উদিত হয়। নিঃশ্রেয়সার্থিজনের হৃদয়ে উপাস্যনিষ্ঠার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। উহা লোকাচার ও বেদাচার মাত্রই নহে, পরন্তু উহাই পরমার্থ।
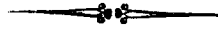
আধুনিক বস্তুবাদের মূল্যায়ন

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১১২ পৃষ্ঠার পর]

আরোহবাদ অবলম্বনে দৃশ্যমান বস্তুর বাহ্যরূপের (morphological aspect এর) অনুভব হয়, তাত্ত্বিক-স্বরূপের (ontological aspect এর) অনুভব হয় না। বস্তুতত্ত্ব বিচারে ইহাই সিদ্ধান্তিত হয় যে, "জ্ঞান"ই বস্তু। বস্তুর অববোধক সত্তা না থাকিলে বস্তু থাকা বা না থাকা দুইই সমান। অববোধক সত্তারই বস্তুত্ব-বিচারে মুখ্যত্ব। বোধ্য সত্তার বস্তুত্ব অববোধক সত্তার বোধের উপর নির্ভরশীল। বোধ্যসত্তা জড়' কখনও নিজে আসিয়া বলে না 'আমি জড়'। অববোধক সত্তাই জড়কে 'জড়' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। 'বোধ্য সত্তা'র বা জড়ের' বা 'অজ্ঞানের' স্বতন্ত্র বস্তুসত্তা নাই। এইজন্য পূর্ব্বে শাস্ত্র-প্রমাণ উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে—

তত্ত্ববিদগণ অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন। উক্ত অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব 'ব্রহ্ম' শব্দদ্বারা, 'পরমাত্মা' শব্দদ্বারা ও 'ভগবান্' শব্দদ্বারা বর্ণিত বা কথিত হন। অর্থাৎ জ্ঞাতা-তত্ত্বই বস্তু। জ্ঞাতাতত্ত্বের অসম্যক্ অভিব্যক্তি ব্রহ্ম, আংশিক অভিব্যক্তি পরমাত্মা, পূর্ণ অভিব্যক্তি ভগবান্, সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ কারণ-জ্ঞাতাতত্ত্ব হওয়ায় জীব আরোহবাদ অবলম্বনে নিজ চেষ্টায় তাঁহাদের সম্বন্ধে কোনও ধারণা লইতে পারে না। তাঁহারা নিজেরা নিজদিগকে প্রকাশ না করিলে জীবের কি সাধ্য, তাঁহাদের সম্বন্ধে ধারণা লইতে পারে?

পরিদৃশ্যমান জগতে অসংখ্য-চেতন-প্রাণী বিদ্যমান। চেতনের ইচ্ছা-ক্রিয়া-অনুভূতি থাকায় চেতনেরই ব্যক্তিত্ব, অচেতনের কোনও ব্যক্তিত্ব নাই। পূর্ব্বেও আলোচিত হইয়াছে—জীব অণুচেতন, এই হেতু অণুব্যক্তি, ভগবান্ বিভুচেতন অতএব বিভু-ব্যক্তি। অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত অসংখ্য অণুচেতনকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত শ্রেষ্ঠ চেতনতত্ত্ব—যিনি সকলের দ্রষ্টা ও নিয়ামক। একদেশে অবস্থিত ক্ষুদ্র চেতন কখনও সকলের নিয়ামক হইতে পারে না। অনন্ত ক্ষুদ্র ইচ্ছাশক্তি-যুক্ত ব্যক্তিসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করেন বিভু, ইচ্ছা-শক্তি-যুক্ত অসীম ব্যক্তি। অসীম সর্ব্বশক্তিমান্ তত্ত্বকে কেহ নিজ চেষ্টায় জানিতে পারে বলিয়া স্বীকার করিলে অসীমের অসীমত্বের, সর্ব্বশক্তিমানের সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি হয়। পক্ষান্তরে অসীম সর্ব্বশক্তিমান্ যদি নিজেকে নিজে জানাইতে না পারেন, সেই শক্তি যদি তাঁহাতে না থাকে, তাহা হইলেও তাঁহার অসীমত্বের, সর্ব্বশক্তি-মত্তার হানি হয়। এইজন্য সিদ্ধান্ত দাঁড়াইল এই—জীব নিজ চেষ্টায় ভগবান্‌কে কখনও জানিতে সমর্থ হয় না। ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহার তত্ত্ব যতটুকু জানান, ততটুকুই মাত্র সে জানিতে পারে।

শরণাগত ব্যক্তির উপরই কৃপা বর্ষিত হয়। অশরণাগত ব্যক্তির উক্ত রাজ্যে প্রবেশ না থাকায় তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ ইত্যাদির কথা কল্পনাপ্রসূত বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। জড় জগতে ঈশ্বর-প্রদত্ত যোগ্যতার দ্বারা যতটুকু অনুভবযোগ্যতা আমাদের লাভ হইয়াছে, তাহার গর্ব্বেই আমরা স্ফীত হইয়া ধরাকে সরাজ্ঞান করি। ঈশ্বর-পরাঙ্মুখ জীবের ভোগায়তনরূপ বিশ্বে কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব-বোধে যে অনুভব, যে অনুভবের উপর জড়বিজ্ঞানের সৌধ নির্ম্মিত, যে অনুভবের অনুশীলনে বদ্ধ জীব সর্ব্বদা আবদ্ধ, তাহার পক্ষে শরণাগতির দ্বারা ঈশ্বরোন্মুখ জীবের যে পরজগতের অনুভব, তাহা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। অতএব উহা যে তাহার নিকট অলীক কল্পনাপ্রসূত মনে হইবে, ইহাতে বিচিত্রতা কি! বস্তুতঃ শরণাগতি ব্যতীত নিত্য রাজ্যে, জ্ঞানময় রাজ্যে, আনন্দময় রাজ্যে, মঙ্গলময় রাজ্যে প্রবেশ হয় না অর্থাৎ শরণাগতি ব্যতীত পারমার্থিক জীবন বা সদ্ধর্ম্মের আরম্ভই হয় না। 'শরণাগতি' ও 'ঈশ্বরকৃপার' অপরিহার্য্যতা সম্বন্ধে বহুতর শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে। যথা—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ
আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥
(কঠ ১।২।২৩)

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥
(ভাঃ ১০।১৪।২৯)

অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরতত্ত্ব কেহ নাহি জানে॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৬।৮২)

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
(গীতা ১৮।৬৬)

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥
যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥
(ভাঃ ২।৯।৩০-৩১)

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥"
(ভাঃ ১০।১৪।৩৮)

বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে উদ্ভূত ব্রহ্মা, যাঁহার দ্বিপরার্দ্ধকাল পরমায়ু, তিনি তাঁহার সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়াও, নিজেকে বা নিজের কারণকে, কোথা হইতে তিনি আসিয়াছেন, কোথায় যাইবেন, কিছুই নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া নিজতত্ত্ব অবগত করাইলে, তত্ত্বজ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মমোহন লীলায় ব্রহ্মা প্রথমতঃ কৃষ্ণকে বুঝিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, গোপবালক এবং গোবৎসগণকে হরণ করিলেন, সংবৎসরকাল পরে পূর্ব্ববৎ লীলা করিতে দেখিয়া মোহিত হইলেন এবং কৃষ্ণ-কৃপায় তৎস্বরূপ তাঁহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইল, তিনি সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন, অসংখ্য চতুর্ভুজ বাসুদেবমূর্ত্তি দর্শন করিলেন, তৎকারণ দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণকেও দর্শন করিলেন। সুতরাং যখন কৃষ্ণ দর্শন দিবেন ইচ্ছা করিলেন, তখন ব্রহ্মা তৎকৃপায় তদ্রূপ নেত্র লাভ করিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিলেন। কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে যখন বিশ্বরূপ দেখাইবেন এইরূপ ইচ্ছা হইল, তখন তাঁহাকে কৃষ্ণ দিব্য নেত্র প্রদান করিলেন। সেই নেত্রে অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিলেন। সমুপস্থিত অন্যান্য মহারথিগণ দর্শনে সমর্থ হন নাই। ধ্রুবের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মধুবনে শ্রীহরি চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে দর্শন প্রদান করিলেন। স্তম্ভ হইতে নৃসিংহদেব প্রকট হইলে প্রহ্লাদ নিজ ইষ্টদেবের দর্শন লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন, তাঁহাকে প্রণাম ও স্তব করিলেন, পক্ষান্তরে মহাপ্রভাবশালী ও যোগ্যতাবিশিষ্ট হিরণ্যকশিপু নৃসিংহদেবকে ভগবান্

বলিয়া চিনিতে পারেন নাই, একটি অদ্ভুত প্রাণী মনে করিয়াছিলেন। সুতরাং ভগবান্ কৃপা করিয়া দর্শন প্রদান না করিলে কাহারও পক্ষে তাঁহাকে দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ হয় না। শরণাগতের উপর শরণ্যের কৃপার প্রকাশ স্বাভাবিক ভাবেই হইয়া থাকে। সুতরাং যাঁহার যেই পরিমাণে শরণাপত্তি আছে, তিনি সেই পরিমাণে ভগবৎ কৃপার উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। অশরণাগত জীব কৃষ্ণবহির্মুখতা-জনিত প্রাকৃত দেহ লাভ করতঃ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে প্রাকৃত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ অনুভব করিতেছে, সেই সকল অনুভবের মধ্যে হেয়তা, অবরতা, নশ্বরতা রহিয়াছে। যে সব ইন্দ্রিয় লাভ করা হইয়াছে, তাহা সময়ানুসারে ক্ষয়যোগ্য ও নাশযোগ্য এবং যে সমস্ত বস্তুর অনুভব করা হইতেছে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, তাহাদেরও সুখপ্রদ ভাব ক্ষয়-যোগ্য ও নাশ-যোগ্য। মায়িক জগৎ বা ছায়া-জগতের সবকিছুর সুখপ্রদ গুণ আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও তাহাতে বাস্তব সুখ নাই, সুখের ভাণ আছে মাত্র। জগতের জীব এইভাবে প্রতারিত হইতেছে, অসার বস্তুর সঙ্গ লাভ করিয়া বঞ্চিত হইতেছে। আধুনিক বস্তু-বাদের যদি মূল্যায়ন করা যায়, তবে লভ্যাংশ কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

শরণাগত ভগবদ্ভক্তের ভগবৎ কৃপায় যে ভগবদ্ দর্শনানুভূতি-জনিত আনন্দ, তাহার দ্বারা আমরা এমন একটি জগতের সন্ধান পাইতেছি, যেখানে ইন্দ্রিয়সমূহ নিত্য এবং তাহাদের অনুভূত বিষয়সমূহও নিত্য ও উপাদেয়; যেখানে ইন্দ্রিয়সমূহের আস্বাদনের সামর্থ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের অনুভূত বিষয়সমূহ উত্তরোত্তর অধিক হইতে অধিকতর উপাদেয়-রূপে আস্বাদিত হয়। কৃষ্ণ-কৃপায় সেই অপ্রাকৃত অধ্বংসযোগ্য ইন্দ্রিয়ের প্রাকট্য হইয়া থাকে, যাহার দ্বারা অক্ষয়যোগ্য পরম উপাদেয় কৃষ্ণের রূপ, কৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী—মুরলীধ্বনি, কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণ-অঙ্গ-স্পর্শ, কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ হয়। যে অপ্রাকৃত রাজ্যে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নিত্যনবনবায়মানরূপে অপ্রাকৃত বিষয়সমূহের আস্বাদন হইয়া থাকে, যেখানে আত্যন্তিক বিচ্ছেদের কোনও সম্ভাবনাই নাই, যেখানকার বিরহ-দুঃখ আত্মার বল বৃদ্ধি করে এবং অসীম আনন্দের অধিকার প্রদান করে, সেই অনির্ব্বচনীয় বৈচিত্র্যময় অসীম আনন্দময় রাজ্যে সবই লভ্যাংশ, লোকসানের বা পশ্চাত্তাপের কোন আশঙ্কাই নাই।

অশরণাগত জীব মায়া-মরীচিকায় নিপতিত হইয়া বিভ্রান্ত। শরণাগত জীব কৃষ্ণকৃপায় উত্তোলিত হইয়া নিত্য আনন্দময় রাজ্যে প্রবিষ্ট হন। অতএব বাস্তব-মঙ্গলেচ্ছু ধীর ব্যক্তি শরণাগতির পথ গ্রহণ করতঃ কৃষ্ণকৃপালাভের যত্ন করিবেন। কৃষ্ণকৃপাকর্ষণের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সুনিশ্চিত পন্থা কৃষ্ণকে সরল অন্তঃকরণে আর্ত্তিসহ ডাকা। কৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু সেই সহজ ও সুষ্ঠুসাধন-পদ্ধতি জানাইয়াছেন তাঁহার স্বরচিত শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীমদ্ জগদানন্দ পণ্ডিত 'প্রেমবিবর্ত্তে' এইরূপ লিখিয়াছেন—"কৃপা করি কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার। কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে যদি ডাকে একবার॥" কৃষ্ণের জন্য অভাব বোধ প্রবল হইলেই ডাকটা হৃদয় হইতে আসে। 'হৃদয় হইতে বলে জিহ্বার অগ্রেতে চলে শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।" হৃদয়ের ডাকই প্রাণবন্ত ডাক। ভগবদ্বিরহ-কাতর ভক্তের সঙ্গের দ্বারাই ভগবদ্বিরহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, উক্ত বিরহকাতর অবস্থায় যে ভগবানের ডাক হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হয়, তাহাই যথার্থ ভগবন্নাম।

শ্রীব্রহ্মা কর্ত্তৃক গর্ভোদশায়ী স্বীয় অন্তর্য্যামী পুরুষের

— স্তুতি —

বহুকাল ধ'রে উপাসনা ক'রে তোমারে
জেনেছি আজ।
তুমি জানিবার যোগ্য পুরুষ, অপরে জেনে কি কাজ॥
তোমার তত্ত্ব ভাগ্যরহিত জীবগণ নাহি জানে।
তব বৈভব অতি বিচিত্র বলিয়া সকলে মানে॥
কোন বস্তুর পৃথক্ সত্তা তোমা বই নাহি হয়।
যাহা আছে ব'লে প্রতিভাত হয় তাহাও শুদ্ধ নয়॥
বহুরূপে তুমি প্রকাশিত ব'লে যাহা হয় প্রতিভাত।
তোমার মায়ার গুণপরিণাম হইতেই তাহা জাত॥
তোমা হ'তে চিৎশক্তি সতত হ'য়েছে আবির্ভূত।
তাই প্রকৃতির গুণসমুদয় স্বতঃ হয় উপরত॥
উপাসকগণে কৃপা করিবারে বিবিধ গুণাবতার।
ধরিয়াছ তুমি, কে পারে গণিতে, যোগ্যতা আছে কার॥
যে মূরতি ধরি রহিয়াছ তুমি আজি সম্মুখে মোর।
সে মূরতি হেরি' ভকতগণের ঝরে প্রেমে আঁখি-লোর॥
তব নাভি হ'তে উঠিল কমল আমার জন্মভূমি।
তাই তুমি মোর সতত সেব্য, তোমার চরণ চুমি॥
আনন্দরূপ ব্রহ্মস্বরূপ তোমার ভিন্ন নহে।
ইহা অসমাক্ প্রতীতি তোমার, এইত' শাস্ত্রে কহে॥
তুমিই মুখ্য উপাস্য হও সৃষ্টিবিধানকারী।
গর্ভোদশায়ী পুরুষ মূর্ত্তি আমি আশ্রয় করি॥
তুমি ধ্যানযোগে যে রূপ দেখালে ভুবনসুমঙ্গল।
উপাসকসব করে সমাদর পাইয়া মানসে বল॥
নিরীশ্বর আর তার্কিকগণ আদর না করে কভু।
সচ্চিদানন্দ মূরতি তোমার, প্রণতি করিগো প্রভু॥
তোমার চরণ-পদ্ম-মহিমা প্রবেশে কর্ণে যার।
তাহারা 'ভক্তি', 'পুরুষার্থ' বলি' জেনেছে জীবনে সার॥
সে সব ভকত-হৃদয় হইতে নাহি হও দূরগত।
ওহে প্রাণনাথ এই কথাসার জানিলাম নিশ্চিত॥
দ্রবিণ-দেহ-সুহৃদের প্রতি যাবৎ আবেশ রহে।
ভয়, শোক-আদি মূল কারণ হইতে মুক্তি নহে॥
তোমার অশোক, অভয় চরণ যাবৎ না করে জীব।
পূর্ণরূপেতে আশ্রয়, তার নাহিক কখনো শিব॥
দেহ ও অর্থ, নিজ-পরিজন-বিনাশ হইতে শোক।
পাইলেও তাহা পুনঃ পাইবারে ক্লেশ পায় জীবলোক॥
সে সব বস্তু যদি কোনকালে দৈববলেতে পায়।
'আমি ও আমার' বলিয়া ক্রমশঃ আসক্তি বাড়ে তায়॥
তব প্রসঙ্গ করে বিদূরিত সব অমঙ্গলরাশি।
শ্রবণ কীর্ত্তন আনে আনন্দ সর্ব্বদুঃখ নাশি'॥
সে সব হইতে বিমুখ হইয়া (যদি) কামসুখে হয় রত।
বুঝিবে তাহার মন্দভাগ্য, বুদ্ধি হ'য়েছে হত॥
ক্ষুধা ও তৃষ্ণা জীব-প্রয়োজন জীবে দানে সদা দুঃখ।
নিসর্গ হ'তে বাতবর্ষাদি নাহি দেয় কভু সুখ॥
তাহাতে আবার কামক্রোধাদি হইতে নাহিক পার।
জীবগণে দুঃখ দেয় কতমতে গণনা নাহিক তার॥
এই সব দশা দেখিয়া আমার অবসাদে ভরে মন।
কেমনে পাইব জীবনে শান্তি ওহে দেব উরুক্রম॥
মায়াদেবী দেয় ইন্দ্রিয়-ফল, বাড়ায় দেহাদি ভাব।
তোমা হ'তে তাহা পৃথক্ বলিয়া (যদি) নাহি হয় অনুভব॥
দুঃখজনক সংসার এই যদিও নিত্য নয়।
বুঝিয়াও তাহা জীবসমুদয় উপরত নাহি হয়॥
ঋষিগণও যদি শ্রবণ কীর্ত্তন হইতে বিরত হয়।
সংসারে তাঁদের গমনাগমনে বিরাম নাহিক রয়॥
দিবসে তাঁদের ইন্দ্রিয়গণ ইতর বিষয়ে রত।
নিশায় বাহ্য-ইন্দ্রিয় রোধে' হয়েন নিদ্রাগত॥
দিবসে অসৎ ভাবনার ফলে রাত্রে স্বপ্ন দেখে।
কালে বা অকালে নিদ্রাভঙ্গে শান্তি সুদূরে থাকে॥
গুরুমুখে শুনি' ভবদীয় কথা সেবা-প্রাপ্তির পথ।
সন্ধান পান সুকৃতি মানব নাহিক অন্য মত॥
ভকত-জনের ভকতি-পূরিত হৃদয়-পদ্মাসনে।

বিশ্রাম কর উত্তমঃশ্লোক ব সয়া আপন মনে ॥
ভকত মানব নিজ ভাবনায় যে রূপ চিন্তা করে।
কর অনুগ্রহ, সম্মুখে তার সেই মত রূপ ধ'রে ॥
অন্তরযামী নিখিল প্রাণীর অন্তরে আছ প্রভু।
সকলের তুমি একলা বন্ধু, অন্যে নহে ত' কভু ॥
ভকতজনের লভ্য হ'লেও সকল জীবের প্রতি।
দয়াশীল ব'লে কর পরসাদ, নতুবা কি হ'ত গতি ॥
সকাম দেবতা পূজিয়া তোমারে নানাবিধ উপচারে।
পাইতে পারেনা ভকতি ব্যতীত রহে সদা সংসারে ॥
তোমার তত্ত্ব জানিয়া জীবের ভেদমোহ দূর হয়।
পরম তত্ত্ব আপনি বিদ্যা-শক্তির আশ্রয় ॥
যে বহিরঙ্গ মায়াদেবী করে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়।
তাহার সহিত ঈক্ষণাদি দিয়া বিলাস তোমার হয় ॥
পরম ঈশ্বর মায়ানিয়ন্তা তোমারে নমস্কার।
তোমা বই মোর নিখিল বিশ্বে আশ্রয় কেবা আর ॥
মরণ সময়ে বিবশ হইয়া যে তোমার নাম লয়।
বহু জনমের সঞ্চিত পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥
নিরস্ত-কুহক সচ্চিদানন্দ ভগবানে পায় সেই।
আমিত' ব্রহ্মা তোমার অভয় চরণে শরণ লই ॥
তুমি হও মূল-ভুবন-বৃক্ষ আমরা স্কন্ধ তার।
মরীচি আদি মুনি-মনুগণ শাখা ও প্রশাখা আর ॥
'প্রধানে'রে প্রভু গুণত্রয়রূপে বিভাগ ক'রেছ তুমি।
ভুবন-আকার বৃক্ষস্বরূপ ভগবানে আমি নমি ॥
যে জন পঞ্চরাত্র-বিধানে অর্চ্চন নাহি করে।
নিজ-কল্যাণে মন নাহি দিয়া বিরুদ্ধ কর্ম্ম ধরে ॥
বলবান্ কাল সদ্য ছেদন করে পরমায়ু তার।
সেই কালরূপ ভগবানে আমি করিগো নমস্কার ॥
দ্বি-পরার্দ্ধ কালস্থায়ী আমি স্থানারূঢ় হ'য়ে রহি।
বলবান কাল রূপ তোমা হ'তে শঙ্কামুক্ত নহি ॥
তোমারে পাইতে বহুযজ্ঞের করিয়াছি আয়োজন।
প্রণতি জানাই কর্ম্মাধিপতি তোমারেই ভগবন্ ॥
নিজ-ইচ্ছায় তির্য্যগ্ দেব-মানবাদি রূপ ধর।
স্বকৃত ধর্ম্ম-মর্য্যাদা লাগি' নানাবিধ ক্রীড়া কর ॥

উপাধিধর্ম্ম-যোগ নাহি ব'লে তুমি পুরুষোত্তম।
ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ তোমারেই নমো নমঃ ॥
অবিদ্যা হয় নিদ্রার হেতু তাহে নহ অভিভূত।
তবুও নিদ্রা স্বীকার ক'রেছ তাহে হই বিস্মিত ॥
ইহা ত' কেবল তোমার উদরে অবস্থিত জনগণে।
ভয় নিবারণে প্রলয়-সলিলে ভয়োর্ম্মি-দরশনে ॥
নাগ-শয্যায় শয়ন দেখিয়া ইহা মোর মনে হয়।
সর্ব্বক্ষণে, সর্ব্বস্থানে তুমি হও নির্ভয় ॥
আপনার নাভি-কমল হইতে আপনার কৃপা ধ'রে।
জনম ল'ভেছি আমি ব্রহ্মা সৃষ্ট্যাদি করিবারে ॥
প্রপঞ্চ যবে প্রলয়-সময়ে তবোদরে স্থান পায়।
সেই কালে তুমি নিদ্রিত রহ এই মোর মনে হয় ॥
তাহারেই কহে যোগনিদ্রা তাহা এবে অবসান।
নয়ন মেলিয়া করুণা-দৃষ্টিপাত কর ভগবান্ ॥
নিখিল জগত-সুহৃদ্ ও আত্মা সেই তুমি ভগবান্।
জ্ঞানৈশ্বর্য্য দিয়া বিশ্বের করহ সুখ-বিধান ॥
আমি ত' তোমার প্রণতভক্ত দাওগো প্রজ্ঞা তথা।
করিবারে পারি বিশ্বসৃষ্টি পূর্ব্বকল্পে যথা ॥
প্রণতজনের বরপ্রদ তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু।
বাৎসল্যাদি-গুণ-অবতার ওহে জগতের গুরু ॥
স্বরূপশক্তি-সহিত করিবে যেই সব লীলা প্রভু।
তোমারই প্রভাবে বিশ্বসৃষ্টি করিলেও যেন কভু ॥
কর্ম্মাসক্তি নাহি জাগে চিতে, তেমন শকতি ধরি'।
বৈষম্যাদি-পাপ-পরিহার যেন করিবারে পারি ॥
জলরাশি মাঝে শায়িত পুরুষ—অসীম শক্তিমান।
তোমারই নাভি-সরোবর হ'তে লীলাময় ভগবান্ ॥
মহত্তত্ত্বের অভিমান সহ হইয়াছি আমি জাত।
তব বিচিত্র-রূপ এ বিশ্ব করিয়াছি বিস্তৃত ॥
প্রণমি তোমারে পুরাণপুরুষ অনল্পকৃপাময়।
নয়নকমল বিকশিত কর ধরি' প্রেম অতিশয় ॥
এই বিশ্বের সৃষ্টির প্রতি করহ দৃষ্টিপাত।
ঘুচাও তোমার মধুর বাক্যে আমার মনোবিষাদ।

—শ্রীবিভুপদ পাণ্ডা
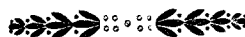
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা
ও
শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শুভেচ্ছায় ও কৃপানির্দ্দেশে নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশস্থ তৎশাখামঠ সমূহে গত ২৮ শ্রাবণ (১৩৮৫), ইং ১৪ আগষ্ট (১৯৭৮) সোমবার হইতে ১লা ভাদ্র, ১৮ আগষ্ট শুক্রবার পর্য্যন্ত দিবসপঞ্চকব্যাপী শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা এবং ৯ ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট শনিবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ও তৎপর দিবস শ্রীশ্রীনন্দোৎসব শ্রীকৃষ্ণকথামৃত বিতরণমুখে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবৎসরও শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ মঠে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তত্রস্থ শ্রীঝুলনযাত্রা উৎসব সম্পাদনোদ্দেশ্যে গত ৯ আগষ্ট বুধবার তুফান এক্সপ্রেসে কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন। তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী বি, কম, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী এবং কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, যশড়া প্রভৃতি স্থান হইতে কতিপয় পুরুষ ও মহিলা ভক্ত।

পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে তথাকার ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে পরমোল্লাসের সঞ্চার হয়। মঠবাসিভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলন ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রসাহায্যে অন্যান্য বৃন্দাবনীয় লীলা জীবন্তভাবে প্রদর্শন করাইয়া এবং ঐ সকল লীলার শিক্ষণীয় বিষয়ও দর্শকবৃন্দের নিকট কীর্ত্তন করতঃ জনকল্যাণ বিধান ও দর্শকবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। প্রত্যহ সহস্র সহস্র দর্শকের সমাবেশ হইয়াছে। তথাকার উৎসব সমাপনান্তে পূজনীয় শ্রীল আচার্য্যদেব কলিকাতাস্থ মঠের শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে বিগত ২৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার কলিকাতায় শুভবিজয় করেন। তাঁহার সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে ও সেবানিয়ামকত্বে কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিগত ৮ ভাদ্র, ২৫ আগষ্ট শুক্রবার হইতে ১৩ ভাদ্র, ৩০ আগষ্ট বুধবার পর্য্যন্ত ষষ্ঠ দিবসব্যাপী বিরা ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে কয়েকশত নরনারী মঠের অতিথিরূপে উৎসবে যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ মঠের ধর্ম্মসম্মেলনে শ্রীভগবৎকথামৃত শ্রবণের জন্য সহস্র সংস্র শ্রোতৃ সমাবেশ হইয়াছে।

৮ ভাদ্র, ২৫ আগষ্ট শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস বাসরে শ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিপাদগণের অনুগমনে অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া লাইব্রেরী রোড, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, হাজরা রোড, শরৎ বোস রোড, মনোহর পুকুর রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, যতীন বাগচি রোড, পণ্ডিতিয়া টেরেস, লেক রোড, পরাশর রোড, রাজা বসন্ত রায় রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, প্রতাপাদিত্য রোড, সদানন্দ রোড, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, মনোহরপুকুর রোড, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, দক্ষিণ কলিকাতার উক্ত পথ সমূহ পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে ৭-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়।

পর দিবস শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী-বাসরে মঠের সাধুগণের অনুসরণে শত শত নরনারী শ্রীমঠে সমবেত হইয়া

উপবাস-সহযোগে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব তিথি পূজা ও ব্রত পালন করেন। সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ পারায়ণ হয়। সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব, অন্যান্য বৈষ্ণববৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ "অবতারী শ্রীকৃষ্ণ" সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। রাত্রি ১১ ঘটিকায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা প্রসঙ্গ পাঠ, তৎপর শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহে রাত্রি ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত ভক্তবৃন্দ নিষ্ঠা ও ধৈর্য্য সহকারে যোগদান করেন। অতঃপর রাত্রি ২-৩০ ঘটিকায় ভক্তবৃন্দ ফল-মূলাদি ব্রতানুকূল প্রসাদ গ্রহণ করেন।

পরদিবস মঙ্গলারাত্রিক দর্শন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে ভক্তবৃন্দ নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে শ্রীনন্দোৎসবের বিরাট আয়োজনের বিভিন্ন সেবায় পরমোৎসাহে ব্যাপৃত হন। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকান্তে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র নরনারী শ্রীনন্দোৎসবের মহাপ্রসাদ সম্মান করতঃ নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করেন।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনমণ্ডপে ৮ ভাদ্র, ২৫ আগষ্ট শুক্রবার হইতে ১৩ ভাদ্র, ৩০ আগষ্ট বুধবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ষষ্ঠদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার অধিবেশনে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদের সম্পাদক শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা মুখ্য ধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীসলিল কুমার হাজরা, ঐ মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ সেন, কলিকাতা করপোরেশনের এড্‌মিনিষ্ট্রেটর শ্রীশিবপ্রসাদ সমাদ্দার, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপাত শ্রীরবীন্দ্র নাথ পাইন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আই, জি, পি শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী যথাক্রমে সভাপতি পদে বৃত হন। সভার প্রথম, দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ দিবসে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা, শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায় এড্‌ভোকেট্, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গসরকারের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়। সভায় যথাক্রমে 'নৈতিক জীবনের ভিত্তি ঈশ্বর বিশ্বাস', 'অবতারী শ্রীকৃষ্ণ', 'ভক্তপরিচর্য্যার মাহাত্ম্য', 'ভগবৎপ্রাপ্তির পথ বহু অথবা এক', 'বর্ণাশ্রম হইতে ভাগবতধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য' ও সর্ব্বোত্তম সাধন শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন' বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শ্রবণ করতঃ শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ উপকৃত হন। প্রতিদিবসের সভায় শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাচার্য্যপাদ স্বয়ং এবং এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিবসের সভায় বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বিটি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ তীর্থ।

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ, গোহাটী—আসাম প্রদেশান্তর্গত গোহাটীস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্ সি, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের অক্লান্ত সেবাপ্রযত্নে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও তথাকার শ্রীঝুলনযাত্রা এবং শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব একটী সৎশিক্ষা প্রদর্শনী উদ্বোধনমুখে বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। নিম্নলিখিত দৃশ্যসমূহ পৃথক্ পৃথক্ প্রকোষ্ঠে প্রদর্শিত হইয়াছিল—

১। শ্রীহয়গ্রীব অবতারে ব্রহ্মাকে বেদ প্রদানলীলা

২। ঋষভ-নন্দন তপস্বী ভরতের হরিণ শিশুতে মোহ ও পরবর্ত্তী জন্মে হরিণদেহ প্রাপ্তি

৩। তৃতীয় জন্মে নির্ম্মোহ জড়ভরত

৪। ভক্ত হরিদাস নির্য্যাতন

৫। শান্তিপুরস্থ স্ব-ভবনে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য কর্ত্তৃক যবনকুলোৎপন্ন নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে ভাগবতীয় সম্মান দান

৬। সন্ন্যাসান্তে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে শুভাগমন ও অবস্থিতি এবং শ্রীমায়াপুর হইতে

সমাগতা জননী শ্রীশচীদেবীর চরণ-বন্দনা ও মাতৃ-আজ্ঞা শিরে ধারণ

৭। সার্ব্বভৌম জামাতা অমোঘের প্রতি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপা

৮। শ্রীঅহল্যা উদ্ধার

৯। গোবৎস হরণের পর শ্রীব্রহ্মার শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ক্ষমা প্রার্থনা ও স্তুতি-প্রণতি

১০। শ্রীঋক্ষরাজ জাম্ববানের শ্রীকৃষ্ণকে স্যমন্তক-মণিসহ কন্যা (জাম্ববতী) দান

১১। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ-সুদামা

১২। শরশয্যায় পিতামহ ভীষ্মের শ্রীকৃষ্ণস্তুতি

শ্রীজন্মাষ্টমী ষ্টল :

শ্রীকৃষ্ণের যমলার্জ্জুন ভঞ্জনলীলা

মঠরক্ষক ব্রহ্মচারী মহোদয় দর্শকজনসাধারণের বোধ-সৌকর্য্যার্থ 'সৎশিক্ষা প্রদর্শনী সহায়ক'-নামক একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে সত্যানুসন্ধিৎসু দর্শকগণ খুবই উপকৃত হইয়াছেন। প্রত্যহ সহস্র সহস্র দর্শকের সমাবেশ হইয়াছে। শ্রীনন্দোৎসব দিবস কয়েক সহস্র শ্রদ্ধালু সজ্জনকে মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুর ও কৃষ্ণনগর — ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ বোধায়ন মহারাজের তত্ত্বাবধানে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের পরিচালনায় কৃষ্ণনগরস্থ শাখামঠে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীঝুলনযাত্রা উপলক্ষে কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের প্রচেষ্টায় এবৎসর ২৮ শ্রাবণ, ১৪ আগষ্ট সোমবার হইতে ১লা ভাদ্র, ১৮ আগষ্ট শুক্রবার পর্য্যন্ত তথায় একটি সৎশিক্ষা প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রদর্শনী দর্শনার্থ প্রত্যহ মঠে অগণিত লোক সমাবেশ হয়।

গোয়ালপাড়া, তেজপুর ও সরভোগ—আসাম প্রদেশান্তর্গত গোয়ালপাড়া মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজের পরিচালনায় গোয়ালপাড়াস্থিত মঠে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজের ব্যবস্থায় তেজপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে এবং শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজের প্রচেষ্টায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাধীন সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় যথারীতি মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজের সেবোৎসাহে সরভোগ মঠে এবার শ্রীঝুলনযাত্রা উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীরও উদ্বোধন হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ, আগরতলা — ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখা **"শ্রীশ্রীজগন্নাথজিউ মন্দিরের"** মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও তত্রস্থ সেবকগণের সেবাপ্রচেষ্টায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব একটি সৎশিক্ষা প্রদর্শনীর উদ্বোধন-মুখে মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীঝুলনযাত্রা উপলক্ষে বৈদ্যুতিক যন্ত্রচালিত নিম্নলিখিত দৃশ্যষট্‌ক প্রদর্শিত হইয়াছে— (১) ষড়্‌ভুজ মহাপ্রভু, (২) ধ্রুবের ভগবদ্দর্শন, (৩) গজেন্দ্র-মোক্ষণ, (৪) দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, (৫) শ্রীগোপালকে যশোদার বাৎসল্য ও (৬) জড়ভরত। ঐ দৃশ্যগুলির শিক্ষাসার সর্ব্বসাধারণ্যে প্রচার ও প্রসারার্থ একখানি গাইড্ বুকও প্রকাশ করা হইয়াছে।

আমাদের পরম আনন্দের বিষয় যে, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী শুভবাসর হইতে যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের পূজা, ভোগারাত্রিকাদি সময়ে শ্রীমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টাধ্বনি-মুখরিত থাকিতে পারে তজ্জন্য শ্রীশ্রীজগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রেরণাক্রমে তাঁহার পরমভক্ত সস্ত্রীক **শ্রীবিকাশ চন্দ্র রায়** মহাশয় একটি সুন্দর সুমধুর হৃৎকর্ণরসায়ন বাদ্যধ্বনিবিশিষ্ট সুবৃহৎ ঘণ্টা দান করিয়াছেন। এই ঘণ্টার ধ্বনি সমস্ত আগরতলা সহরকে মুখরিত করিয়া রাখে। ঘণ্টা সর্ব্ববাদ্যময়ী, তাহা দেবদেব কেশবের অত্যন্ত বল্লভা, পূজাকালে ঘণ্টার বাদ্য করিলে কোটি যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব সগোষ্ঠী শ্রীবিকাশ বাবুর এই সুমহতী মনোজ্ঞ সেবাচেষ্টায় তদুপরি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-চরণে তাঁহার নিত্যকল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে

শ্রীমাথুরমণ্ডলে শ্রীদামোদরব্রত পালন ও ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিপুল আয়োজন

"যথা মাঘে প্রয়াগঃ স্যাদ্বৈশাখে জাহ্নবী যথা।
কার্ত্তিকে মথুরা সেব্যা ততোৎকর্ষপরো ন হি॥
কিং যজ্ঞৈঃ কিন্তপোভিশ্চ তীর্থৈরন্যৈশ্চ সেবিতৈঃ।
কার্ত্তিকে মথুরায়াঞ্চেদর্চ্চ্যতে রাধিকাপ্রিয়ঃ॥" —পদ্মপুরাণ

"মাঘমাসে প্রয়াগ ও বৈশাখ মাসে জাহ্নবীসেবার ন্যায় কার্ত্তিক মাসে মথুরা পরমাদরে সেবনীয়, ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট আর নাই। কার্ত্তিকে যিনি মথুরাধামে শ্রীরাধাপ্রিয় দামোদরের অর্চ্চন করেন, তাঁহার আর যজ্ঞ, তপস্যা ও অন্যান্য তীর্থসেবার কি প্রয়োজন?"

"গৌর আমার, যে-সব স্থানে, করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান, হেরিব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে॥" —শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়মাকল্পে এই বৎসর শ্রীমাথুরমণ্ডলে শ্রীদামোদরব্রত (শ্রীঊর্জ্জব্রত, কার্ত্তিকব্রত বা নিয়মসেবা) পালন এবং শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলী মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, খদিরবন, কাম্যবন, বৃন্দাবন—যমুনার পশ্চিমতীরস্থ এই সাতটি এবং পূর্ব্বতীরস্থ ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, বিল্ববন, লৌহবন, গোকুল-মহাবন—এই পাঁচটী, মোট দ্বাদশবন এবং বিভিন্ন উপবনাত্মক শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার বিপুল আয়োজন হইয়াছে। দেহ-গেহ-কলত্র-বিত্তাদিকে কেন্দ্র করিয়া যত্ন করিলে যেমন তত্তদ্বিষয়ে আবেশ বা আসক্তি বর্দ্ধিত হয়; তদ্রূপ শ্রীভগবান্, শ্রীভগবদ্ভক্ত ও শ্রীভগবদ্ধামকে কেন্দ্র করিয়া তদুদ্দেশ্যে যত্ন করিলে বা পরিক্রমা করিলে তাঁহাদের প্রতি আসক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং শুদ্ধ-প্রেমা লাভের অধিকারী হওয়া যায়। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণভক্তিপিপাসু সজ্জনদিগকে আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন গৃহকর্ম্মাদি হইতে অন্ততঃ কিঞ্চদধিক এক মাসের জন্য অবসর লইয়া সাধুভক্তবৃন্দের আনুগত্যে সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, শ্রীভাগবত-শ্রবণ, মথুরা-বাস ও শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবনরূপ পঞ্চ মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ অনুশীলনমুখে শ্রীব্রজধাম পরিক্রমার এই স্বর্বর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন।

শ্রীমথুরায় পৌঁছিবার তারিখ—পরিক্রমণেচ্ছু যাত্রিগণকে ২৫ আশ্বিন (১৩৮৫), ১২ অক্টোবর (১৯৭৮) বৃহস্পতিবার শ্রীএকাদশী-তিথিতে মথুরা-ঠিকানায় পৌঁছিতে হইবে।

কলিকাতা হইতে শুভযাত্রা—যাঁহারা কলিকাতা হইতে মঠের সাধুগণের সহিত যাইবেন তাঁহারা আগামী ২৪ আশ্বিন (১৩৮৫), ১১ অক্টোবর (১৯৭৮) বুধবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯টা ৫০ মিঃ এ হাওড়া ষ্টেশন হইতে তুফান এক্সপ্রেসে শুভযাত্রা করতঃ পরদিবস অপরাহ্ণে মথুরা জংসন ষ্টেশনে পৌঁছিবেন।

ব্রতারম্ভ ও সমাপ্তি—২৫ আশ্বিন, ১২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার শ্রীএকাদশীবাসর হইতে আরম্ভ হইয়া ২৪ কার্ত্তিক, ১১ নভেম্বর শনিবার শ্রীউত্থান একাদশী তিথি পর্য্যন্ত দামোদর ব্রত, পরে ২৭ কার্ত্তিক, ১৪ নভেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ভীষ্মপঞ্চক এবং শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা তিথি পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করা হইবে।

প্রত্যাবর্ত্তন—২৮ কার্ত্তিক, ১৫ নভেম্বর বুধবার যাত্রিগণ শ্রীধামবৃন্দাবন হইতে নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। কলিকাতার যাত্রিগণ উক্ত তারিখে মথুরা জংশন ষ্টেশন হইতে তুফান এক্সপ্রেসযোগে যাত্রা করিবেন।

নির্দ্দিষ্ট ব্যয়—শ্রীমাথুরমণ্ডলে শ্রীদামোদরব্রত পালন, ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজধাম পরিক্রমণ ও শ্রীকৃষ্ণলীলাভূমি দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিগণ প্রত্যেকে নির্দ্দিষ্ট দিবসে যোগদান হইতে ব্রত সমাপ্তি পর্য্যন্ত শ্রীমঠের ব্যবস্থাধীনে মাসাধিকব্যাপী শ্রীভগবৎপ্রসাদ সেবন (ব্রতকালে শাস্ত্রবিহিত আহারের ব্যবস্থা থাকিবে), দূর দূর স্থানে গমনাগমনের জন্য বাসভাড়া, কুলিভাড়া, প্রাথমিক চিকিৎসাদির জন্য নিজ ব্যয় বাবদ মঠকর্ত্তৃপক্ষের নিকট ৫০০৲ পাঁচশত টাকা জমা দিবেন। এতদ্ব্যতীত নিকটবর্ত্তী স্থানে যাঁহারা পদব্রজে যাইতে পারিবেন না তাঁহারা টাঙ্গা রিক্সাদির ভাড়া বাবদ নিজ নিজ ব্যয়ের পৃথক্ ব্যবস্থা করিবেন। কলিকাতা হইতে শ্রীমঠের দায়িত্বে গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণ হাওড়া ষ্টেশন হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাতায়াত ট্রেণভাড়া প্রভৃতি বাবদ প্রত্যেককে ১৩০৲ একশত ত্রিশ টাকা অতিরিক্ত জমা দিতে হইবে। রেলওয়ে পাশ থাকিলে মাত্র রেলভাড়া বাদ যাইবে।

যাত্রিগণের জ্ঞাতব্যবিষয়—যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণকে এখন হইতে নিজেদের নাম ও ঠিকানা সহ খরচের নির্দ্দিষ্ট সম্পূর্ণ টাকা অথবা ১৪ আশ্বিন, ১ অক্টোবর রবিবার মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক টাকা জমা দিয়া সম্পাদকের স্বাক্ষরিত রসিদ গ্রহণ করতঃ নাম রেজেষ্ট্রী করিয়া লইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। ২১ আশ্বিন, ৮ অক্টোবর রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ১০টার মধ্যে প্রদেয় সম্পূর্ণ টাকা জমা দিতে হইবে।

প্রত্যেক যাত্রী শয়নোপযোগী নিজ নিজ বিছানার সহিত মশারি, কিছু শীতবস্ত্র ও গরমের উপযোগী বস্ত্রাদি লইবেন। এতদ্ব্যতীত ছোট থালা, বাটী, গ্লাস, ঘটি, টর্চ্চ আদি সঙ্গে লইতে পারিলে ভাল হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক কিংবা শ্রীবৃন্দাবনস্থ শাখামঠের মঠরক্ষকের (সহ-সম্পাদকের) নিকট সাক্ষাদ্ভাবে অথবা পত্রের দ্বারা বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাতব্য।　　নিবেদক—

অবস্থান শিবির	তারিখ
১। মথুরা	১২।১০ হইতে ১৬।১০
২। গোবর্দ্ধন	১৭।১০ হইতে ২০।১০
৩। কাম্যবন (বিমলাকুণ্ডতীর)	২১।১০ হইতে ২৪।১০
৪। বর্ষাণা	২৫।১০ হইতে ২৮।১০
৫। নন্দগাঁও (পাবনসরোবর কলেজ)	২৯।১০ হইতে ১।১১
৬। কোশী	২।১১ হইতে ৪।১১
৭। গোকুল মহাবন	৫।১১ হইতে ৮।১১
৮। শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ	৯।১১ হইতে ১৪।১১

(১) ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সম্পাদক
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
ফোন নং ৪৬-৫৯০০

(২) ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরী, সহ-সম্পাদক
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
মথুরা রোড, পোঃ—বৃন্দাবন
জেলা—মথুরা (উত্তর প্রদেশ)

২৪ কার্ত্তিক, ১১ নভেম্বর শনিবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিবাসরে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য **ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের** শুভাবির্ভাব তিথিপূজা এবং শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাবতিথি, পরদিবস মহোৎসব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—দৈবানুরোধে প্রোগ্রাম পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনযোগ্য। কোন প্রকার দৈব দুর্ঘটনার জন্য মঠের কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ·৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ। স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস তালিকা-সমন্বিত এই ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী গণিত হইয়া শ্রীগৌর আবির্ভাব তিথি—১০ চৈত্র (১৩৮৪), ২৪ মার্চ্চ (১৯৭৮) তারিখে প্রকাশিত হইয়াছেন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণেই উপবাস ও ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। ভিক্ষা—·৮০ পয়সা। ডাকমাশুল অতিরিক্ত ·২৫ পয়সা।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ·৭০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, ·৭০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ·৮০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ·৭০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ·৮০
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,, ,, ১২·৫০
(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ১·৫০
(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১·০০
(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ·৮০
(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ·৬২
(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১·২৫
(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00
(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৭·০০
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ,, ১·৫০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১·৫০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১০·০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, ·২৫
(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২·০০
অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ২·৫০
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২·০০

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :- কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১৮শ বর্ষ * আশ্বিন — ১৩৮৫ * ৮ম সংখ্যা

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য ।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

'চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৮শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন, ১৩৮৫
১৬ পদ্মনাভ, ৪৯২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আশ্বিন, সোমবার ; ২ অক্টোবর, ১৯৭৮ | ৮ম সংখ্যা

— পঞ্চোপাসনা —

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

যাঁহা হইতে এই জড়জগৎ জাত হইয়াছে, যাঁহা হইতে জীবজগৎ প্রকটিত হইয়াছে, যাঁহাতে এই জড়-জগৎ ও জীবজগৎ প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিপালিত, যিনি জড়জগতের ও জীবজগতের নিত্য-আশ্রয়রূপে অধিষ্ঠিত, জিজ্ঞাসুগণের যিনি জিজ্ঞাস্য বস্তু এবং জ্ঞানিগণের যিনি জ্ঞেয় বস্তু, ঔপনিষদ্ ব্রহ্ম-নামে তিনি সংজ্ঞিত হন। উপরিলিখিত শ্রুতি যে ব্রহ্ম-বস্তুর কথা বলিলেন, তিনি সবিশেষ কি নির্ব্বিশেষ, ইহা নিরূপণ করিতে গিয়া দুইটী সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই সম্প্রদায় বিশিষ্টাদ্বৈত ও কেবলাদ্বৈত-নির্ব্বিশেষবাদী বলিয়া আখ্যাত হন।

নির্ব্বিশেষবাদী বলেন, জড়জগতে ও জীবজগতে যে কিছু বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, উভয়ই অনিত্য ও মিথ্যা, যেহেতু ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ। জীব ও জড়জগতের বিশেষত্ব ভ্রান্ত ধারণা হইতে উদ্ভূত মাত্র; তাঁহাদের বাস্তব অধিষ্ঠান নাই। দ্রষ্টা খণ্ডদর্শনে দর্শন করিতে গিয়াই ঐরূপ মিথ্যা ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছেন। ব্রহ্ম শক্তিরহিত এবং বিশেষরহিত বস্তু। ব্রহ্ম চিদ্বস্তু বলিয়া ব্রহ্মসত্তায় বিশেষত্ব সম্ভবপর নহে। বিশেষত্ব বা ভেদ জড়মায়া-কল্পিত। মায়ার অভাবে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরাহিত্যযুক্ত চিন্মাত্র অবস্থিত।

সবিশেষবাদী বলেন, জড়-বিশেষে নশ্বর ধর্ম্ম অবস্থিত, প্রতীতি সত্য, ব্রহ্ম বস্তুর বহিরঙ্গা-শক্তি-পরিণামে জগৎ উদ্ভূত। অন্তরঙ্গা-শক্তি পরিণত হইয়া তদ্রূপবৈভব এবং অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তিদ্বয়ের অন্তরালে, তটদেশে, উভয় প্রকার জগতে বিচরণশীল জীবজগৎ অবস্থিত। ব্রহ্মে বিশেষ-ধর্ম্ম নিত্যাবস্থিত। বহিরঙ্গাশক্তির পরিণত জগৎকে বা অণুচিৎ জীবজগৎকে মিথ্যা বলিবার আবশ্যক নাই। চেতন ধর্ম্মে বিপরীত অচিদ্ বস্তু-গ্রহণবৃত্তি অণুচিদ্ গঠনে বর্ত্তমান থাকায় ব্রহ্মের অন্তরঙ্গা শক্তির নিত্যপরিণামরূপ বৈকুণ্ঠে অণুচিৎ-মাত্রেই সর্ব্ব-ক্ষণ অবস্থিত নয়। অণুচিদ্ বস্তু বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল অবস্থিত হইলেও অচিদ্‌বস্তুর অনুশীলনে নিজের স্বরূপ-ভ্রান্তি ঘটিবার অবকাশ হয়, ব্রহ্মের বহিরঙ্গাশক্তি-পরিনত জগৎ দর্শন করিতে করিতে অন্তরঙ্গাশক্তি-প্রকটিত জগদ্দর্শনে বিমুখ হন। সেইকালেই তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া দেহ ও মনোরূপ অনাত্ম বস্তুদ্বয়কে আত্মা বলিয়া মনে করেন। দেহ ও মনের ধর্ম্ম

জড়জগৎ ও বদ্ধজীব জগতের ভোক্তৃত্বময়। আত্ম-চক্ষুর দ্বারা স্বরূপাবস্থ হইয়া জীব যখন ভগবান্ ও তদ্রূপবৈভব দর্শন করেন, তখনই তাঁহার অচিৎ পরিচয় ন্যূনাধিক বিস্মরণ হয়। অনুকূলভাবে অধোক্ষজের অনুশীলন করিলেই জীবের ভোগময় প্রতীতি থাকে না। ভগবৎ-সেবার অভাবেই জীব জড়ের বিষয় সেবায় ব্যস্ত হন। অনাত্ম বস্তু দেহ ও মনের দ্বারাই জড়ের বিষয়সেবা হয়। ভগবদ্বস্তু জড়েন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হন না। অতীন্দ্রিয় আত্মেন্দ্রিয় দ্বারাই নিত্যকাল বিষ্ণুর সেবা হইয়া থাকে। যে কালে জীব আত্মেন্দ্রিয় দ্বারা বিষ্ণুসেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া কৃষ্ণদাস্যের পরিবর্ত্তে জড়েন্দ্রিয়ের ভোগময় প্রবৃত্তিতে চালিত হন, সেইকালে কৃষ্ণকে মায়াশক্তি বলিয়া তাঁহার উপলব্ধি হয়। যেকালে জড় অর্থসিদ্ধিলাভের জন্য নিত্য বিষ্ণুসেবা পরিহার করেন, সেই কালেই বিষ্ণুকে গণেশরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। যেকালে প্রাপঞ্চিক অনুভূতিবিশিষ্ট হইয়া ধর্ম্মকামী দেহ ও মন বিষ্ণুপূজা করিতে আরম্ভ করে, তৎকালে বিষ্ণুদর্শনের পরিবর্ত্তে সবিতা দেখিয়া ফেলেন। ধর্ম্মার্থ-কামী ভুক্তি-পরবশ হইয়া সূর্য্য, গণেশ ও শক্তির সেবাকেই বিষ্ণুসেবা মনে করেন। আবার মোক্ষকামী হইয়া উপাস্য বস্তুকে রুদ্ররূপে দর্শন করেন। জড় কামনাই জীবকে বদ্ধানুভূতিতে চতুর্ব্বর্গের সেবক করিয়া তোলে। বিষ্ণু-উপাসনায় জীবের কোন জড় কাম নাই। সেখানে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব প্রবল হইয়া আত্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষ্ণুর সেবা হয়, উহাই আত্মবিদ্‌গণের নিত্যধর্ম্ম। বিষ্ণুমায়ায় সম্মোহিত হইয়া জীব কামনার বশবর্ত্তী হন ও চতুর্ব্বর্গলাভের বাসনায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের কোন একটি রূপ কল্পনা করিয়া বসেন। কিন্তু বাস্তব নিষ্কাম হইয়া বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবান্‌কে পরব্রহ্ম জানিবার পরিবর্ত্তে সগুণ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণময় উপাস্য জানা তাঁহার অপরাধের পরিচয় মাত্র। জীব অনাত্মধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই বদ্ধাভিমানে বিশুদ্ধসত্ত্ব বিষ্ণুর নিকটও কোন কোন সময় জড়কামনা প্রার্থনা করেন। তাদৃশ বিষ্ণু-উপাসনাও পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত। নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত সগুণ জ্ঞান করিয়া যে কামনাময়ী উপাসনা জগতে চলিতেছে, তাহার ভোক্তৃস্বরূপ দেহ ও মনকে বিবর্ত্তবুদ্ধিতেই আত্মজ্ঞান হয়। স্বরূপজ্ঞানের অভাবে বিশুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ ভগবান্ বিষ্ণুকে কামদাস হইয়া অপর সগুণ কাল্পনিক ব্রহ্মবস্তুর সহিত সমজ্ঞান অপরাধের লক্ষণ। বিশুদ্ধসত্ত্ব রুচিবিশিষ্ট জীব বিষ্ণু, সত্ত্ব-রজোমিশ্র গুণবিশিষ্ট জীব সূর্য্য, সত্ত্বতমোমিশ্রগুণবিশিষ্ট জীব গণেশ, রজস্তমোগুণবিশিষ্ট জীব শক্তি এবং তমোগুণবিশিষ্ট জীব রুদ্রের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। সগুণ উপাসনায় এই সম্প্রদায় সমূহের লক্ষ্য বস্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। শুদ্ধজীবের আত্মা যেকালে মায়া দ্বারা সম্মোহিত হয়, তখনই আপনাকে গুণদাস জানিয়া জীবের জড়চেষ্টার উদয় এবং জড়চেষ্টা প্রভাবে বিশুদ্ধ সত্ত্বাশ্রয়কে গুণাবতার জ্ঞানে উপাসনার প্রবৃত্তি। নিজস্বরূপের নির্গুণতার উপলব্ধিতে সবিশেষ বিষ্ণুবিগ্রহই পরব্রহ্ম এবং নিজেকে বৈষ্ণব বিশ্বাস আর উপাসকগণের হিতের জন্য অনিত্য গুণোপেত কাল্পনিক মূর্ত্তব্রহ্মগুলির শেষ অভ্রান্ত পরিণাম নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এবং নিজের অস্তিত্বাভাবহেতু উপাস্য-উপাসক-ভ্রান্তির অপগমে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইতে পারেন, আশা করেন। পঞ্চোপাসনা এক্ষণে চন্দ্রধিষ্ণ্য ও ক্রতুযোগে সপ্তোপাসনাবাদ সৃষ্টি করিয়াছে। পরিশেষে সকলেরই মুক্তিই লক্ষ্য। মুক্তিতে ঈশ্বর ও জীবে উপাস্য-উপাসক-ভেদ নাই। শাক্যসিংহ মুক্তিতে বোধ-রাহিত্য স্বীকার করেন। কেবলাদ্বৈত নির্ব্বিশেষবাদী মুক্তিতে বোদ্ধা-বোদ্ধব্য ও বুদ্ধিরহিত অখণ্ড বোধ স্বীকার করেন। বদ্ধজীব নানাপ্রকার জড়ক্লেশের মধ্যে থাকিয়া নিজাস্তিত্বে অসুবিধা বোধ করিতেছিলেন। প্রতীতির সত্যতা অবলম্বন করিলে তাঁহার সেই অসুবিধা হইতে মুক্ত হইয়া নিজ অস্তিত্ব সংরক্ষিত হউক, ইহাই তাঁহার আশঙ্ক ছিল। কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদীর হস্তে পড়িয়া তাঁহার নিজত্ব বিনষ্ট হইয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসাম্য হওয়ায় জানিতে পারায় অন্য বস্তুরূপে পরিণত হইলেন অর্থাৎ সে জিনিষ রহিলেন না। জীব নিজের নির্ম্মল সত্তা, চিন্ময়তা ও আনন্দ পরিহার করিয়া বিভু বস্তুর সত্তা, চিন্ময়তা ও আনন্দের নির্ব্বিশেষ অবস্থা ব্রহ্মকবলে লীন হওয়ায় তাঁহার নিত্য অণুচিৎ

স্বরূপের বিলোপ সাধিত হইবে বুঝিতে পারিবেন। অবশ্য অণুচিদ্ধর্ম্মে বদ্ধদশাজনিত দোষাপগমের প্রয়োজনীয়তা ছিল বলিয়া নিজ নিত্য অণুচিদ্ধর্ম্ম ধ্বংস হউক, এরূপ পরামর্শ গ্রহণ করা সমীচীন মনে করা নিত্যত্বের ব্যাঘাতকারক। মুক্ত অবস্থায় নিত্য অণুধর্ম্ম বিগত হইলে তিনি আর সে বস্তু রহিলেন না। অবশ্য জড়ের অণুত্বে নানা অনুপাদেয়তা বা হেয়তা অবস্থান করে; কিন্তু চিন্ময় অণুস্বরূপে তাদৃশ অবরতার সম্ভাবনা নাই। সেখানে ভগবানের নিত্যসেবা বিরাজিত বলিয়া অনুপাদেয় ক্লেশাদির সম্ভাবনা নাই অথচ নশ্বরতা ও হেয়তা তথায় আদৌ না থাকায় মুক্তির প্রাপ্য বিষয়সমূহ প্রকৃত প্রস্তাবেই অবস্থান করিল।

পঞ্চোপাসকগণ কালক্ষুব্ধ নশ্বর ফলাকাঙ্ক্ষী, ঐকান্তিক বৈষ্ণব তাদৃশ নহেন। তিনি নিত্যকাল ভগবানের সেবক। পঞ্চোপাসকগণ নিজ নিজ কামাভিলাষী, বৈষ্ণবগণ নিত্য বিষ্ণুদাস্যাভিলাষী। পঞ্চোপাসকগণ কর্ম্ম-ফলাধীন, বৈষ্ণবগণ কর্ম্মফলাতীত। বৈষ্ণবগণের নিজ বিচারে ভগবদ্‌গঠন হয় নাই। জড় বিচারের পূর্ব্ব হইতে নিত্যরূপ ভগবান্ নিত্যকাল অবস্থিত ছিলেন, নিত্যোপাসক বৈষ্ণবও ছিলেন, আর সাধকের হিতের জন্য কামনানুযায়ী ব্রহ্মের সগুণরূপ কল্পিত পঞ্চোপাসন। অল্পকালের জন্য, পরিবর্ত্তিত হইবার জন্য কামী বদ্ধজীব-সৃষ্ট বা কল্পিত মাত্র।

—সঃ তোঃ ২৩শ খণ্ড।৯৯পৃঃ

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(সভ্যতা)

প্রঃ—সভ্যতা শব্দের অর্থ কি?

উঃ—"সভ্যতা শব্দের অর্থ—সভায় বসিবার যোগ্যতা, তাহাই সরল ভদ্রতা।"

—জৈঃ ধঃ, ৯ম অঃ

প্রঃ—বর্ত্তমান সভ্যতার স্বরূপ কি?

উঃ—"ভিতরের দুষ্টতা আচ্ছাদন করিবার যে প্রথা, তাহারই বর্ত্তমান নাম—সভ্যতা (?)।"

—জৈঃ ধঃ, ৯ম অঃ

প্রঃ—ধূর্ত্তলোক কিরূপে সভ্যতা রক্ষা করে?

উঃ—"ধূর্ত্ত-লোকের সভ্যতার গৌরব কেবল বৃথা-তর্ক ও দেহবলের দ্বারা পরিরক্ষিত হয়।"

—জৈঃ ধঃ, ৯ম অঃ

প্রঃ—তুচ্ছ সভ্যতার জন্য ভক্তিধন হারান উচিত কি?

উঃ—"ভক্তিমুদ্রা দরশনে, হাস্য করিতাম মনে,
'বাতুলতা' বলিয়া তাহায়।
যে সভ্যতা শ্রেষ্ঠ গনি, হারাইনু চিন্তামনি,
শেষে তাহা রহিল কোথায়?"

—'অনুতাপলক্ষণ উপলব্ধি' ২, কঃ কঃ

প্রঃ—কলিকালের সভ্যতা কি পাপাচার মাত্র নহে?

উঃ—"লোকরঞ্জন বস্ত্র পরিধান করিলেই যদি সভ্যতা হয়, তবে বেশ্যাগণ তোমাদের অপেক্ষা সভ্য! * * * মদ্য-মাংস স্বভাবতঃ অপবিত্র, তাহা ভোজন করিয়া যে 'সভ্যতা' হয়, তাহা কেবল পাপাচার মাত্র। আজকাল যে অবস্থাকে 'সভ্যতা' বলে, তাহা কলিকালেরই সভ্যতা।"

—জৈঃ ধঃ, ৯ম অঃ

জাতিস্মরা বালিকা ও পুনর্জ্জন্মবাদ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

গত ১৩ শ্রাবণ (১৩৮৫), ইং ৩০ জুলাই (১৯৭৮) রবিবার শেষ শহর সংস্করণ 'যুগান্তর' (৪১ তম বর্ষ ৩০৬ সংখ্যা) পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় 'তেজপুরের সেই মেয়েটি' শীর্ষক সংবাদে একটি জাতিস্মরা-বালিকার ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে। বালিকাটি আসাম প্রদেশে দরং জেলার গহপুরে অসমিয়া হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারে মাতা পিতার তৃতীয় সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করে। জন্মগ্রহণের পর ছয় মাস পর্য্যন্ত তাহাতে কোন অস্বাভাবিকতার লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু যখন তাহার বয়স সাত আট মাস হইবে, সেই সময়ে গহপুরের দীঘীর পাড়ে পিতৃক্রোড়ে ভ্রমণকালে পিতা তাহার মুখে অস্ফুটভাবে 'ইধা উধা' শব্দ শুনিয়া বিস্মিত হইতেন। ক্রমে যখন তাহার মুখে কথা ফুটিল, তখন দেখা গেল বালিকাটি স্পষ্ট হিন্দীভাষায় কথা বলে, আর মধ্যে মধ্যে 'দুঃখু' বা 'দুঃখী ভাই' বলিয়া কাহাকে খোঁজে, কখনওবা আতঙ্কে চিৎকার করিয়া উঠিয়া হিন্দীতে বলে—'তিনিয়া ওকে (দুঃখীভাইকে) জলে ফেলিয়া দিতেছে।' বালিকাটির বাবা কিছু বুঝিলেও মা ও অন্যান্য ভাইবোনেরা তাহার ভাষা কিছুই বুঝিতে পারেন না। অথচ সে বাড়ীতে বা তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গৃহসমূহের মধ্যে কেহই হিন্দীভাষায় কথা বলে না বা সে ভাষা কেহই জানে না। সুতরাং বালিকা কোথা হইতে এ-ভাষায় কথা বলিতে শিখিল, ইহা চিন্তা করিয়া সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পড়িতেন। আর একটু বয়োবৃদ্ধি হইলে বালিকা হিন্দীভাষায় এমন সব খাবারের নাম করিত, যাহা সে-বাড়ীর কেহই কোনদিন দেখেন নাই বা শুনেন নাই। তাহার কথা শুনিয়া বুঝা যাইত যে, পূর্ব্বজন্মে দুঃখী ভাইটি তাহার খুব প্রিয় ছিল, সে তাহাকে নিজসঙ্গে গাড়ী করিয়া স্কুলে লইয়া যাইত। ছোট ভাইটি ছিল তাহার খেলার সাথী। সে প্রায়ই তাহার পূর্ব্বের বাড়ীর কথা, বাবুজীর (তাহার পূর্ব্ব পিতার) কথা, কাকীর কথা, বাড়ীতে কত রকম সন্দেশ মিঠাই থাকিত, তাহা তাহার কাকী তাহাকে ও তাহার দুঃখী ভাইকে খাইতে দিতেন ইত্যাদি বলিত। বালিকাটির নিজের নাম ছিল 'মুনুয়া'। তাহার ইহজন্মের মাতা পিতা তাহাকে 'বনু' বলিয়া ডাকিতে গেলে সে তাহা মানিত না, বলিত—'হাম্ মুনুয়া হ্যায় বনু নেহি।' মাকে বলিত —'তুম্ চলা যাও, তুম্ হমারা মা নেহী হ্যায়।' বাবাকেও বলিত—'বাবুজী তো আপনা বাবুজী নেহী হ্যায়।' এ জন্মের মাকে একেবারেই পছন্দ করিত না, বাবার নিকট তবু কিছু ভাল থাকিত। মধ্যে মধ্যে কাগজ, কাঠি পেন্সিল বা কলম লইয়া তাহার পূর্ব্বজন্মের বাবুজীর নিকট চিঠি লিখিতে বসিত। সেই চিঠি বা কাগজ ডাকবাক্সের মত কোথায়ও ফেলিয়া দিয়া বলিত—'হামারা বাবুজী আয়েগা, হমকো লে যায়গা ঘর।' তৎপর ৩।৪ দিন অপেক্ষা করিয়া বাবুজী আসিল না দেখিয়া বিষন্নবদনে বসিয়া থাকিত। বিহু বা পূজার সময় যখন মাতাপিতার সহিত দোকানে কাপড়চোপড় কিনিতে যাইত, তখন তাহার ইহজন্মের ভাই ভগ্নীর সহিত তাহার জামাকাপড় কিনিলে সে তাহা পরিতে চাহিত না, তাহার পূর্ব্বজন্মের দুঃখী ভাইএর জন্যও কিনিতে হইবে, তবে সে পরিবে—এইরূপ বায়না ধরিত। বাধ্য হইয়া তাহার মাতাপিতাকেও তাহার মাপের আর এক প্রস্থ জামাকাপড় লইতে হইত। প্রতি রঙ্গালি বা বিহুর (আসামদেশীয় উৎসব) সময়ে ঐরূপ না করিলে চলিত না।

অসমীয়া মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রচলিত খাবার মুনুয়ার পছন্দ হইত না। সে যে সব খাবারের নাম করিত, সে সব খাবার তাহার বর্ত্তমান মাতাপিতা চোখে দেখেন নাই বা শুনেনও নাই।

ঘরে তাহার দিদিকে চিম্‌নি পরিষ্কার করিতে দেখিয়া বলিত—'তুম্ তো সিন্ধুবালা বন্ গিয়া।' সিন্ধুবালা উহাদের পূর্ব্বের বাড়ীতে বাসন মাজিত। লণ্ঠন দেখিয়া সে তাহাদের বাড়ীতে অন্যপ্রকার আলো থাকিবার কথা বলিত।

সুইচ টিপিয়া বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাইবার সঙ্কেত দেখাইত। উহার কথাবার্ত্তায় বুঝা যাইত, উহাদের পূর্ব্বের বাড়ীতে ইলেকট্রিকলাইট, মোটরগাড়ী ছিল, অবস্থাও ভাল ছিল এবং পূর্ব্বে সে ছেলে ছিল। দুঃখী ভাইটিকে সে খুব ভালবাসিত, দুঃখী অত্যন্ত চঞ্চল ছিল, সেই তাহাকে সর্ব্বক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণ করিত। এ-জন্মেও তাহাকে ভুলিতে পারে নাই।

মুনুয়ার বয়স যখন চারি বৎসর, তখন তাহার পিতা মঙ্গলদৈয়ে বদলী হইয়া যান। তথায় একদিন মধ্যাহ্নে মুনুয়া পল্লীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়া তথাকার শিক্ষকের নিকট তাহাকে সেই স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া লইয়া হিন্দী পড়াইবার জন্য বিশেষ প্রার্থনা জানাইল। শিক্ষক তাঁহার স্কুলে হিন্দী শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই বলিলে সে অসমীয়াই পড়িবে, তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া লইতেই হইবে, এইরূপ নাছোড়বান্দা হইল। বাধ্য হইয়া শিক্ষক মহাশয়কে মুনুয়ার নাম স্কুলের খাতায় উঠাইতে হইল। মুনুয়া নাম বলিল—শ্রীমুনুয়া আটপরীয়া, পিতার নাম—শ্রীপরমানন্দ আটপরীয়া। সেই মেয়ে বর্ত্তমানে ক্লাস সিক্সে পড়ে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এখন সে আর পূর্ব্বের মত হিন্দী বলিতে পারে না। তাহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতিও ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতেছে।

আমরা ইতঃপূর্ব্বেও অনেক সময়ে ঐরূপ জাতিস্মর নরনারীর কথা শ্রবণ করিয়াছি। ঐ বালিকা পূর্ব্বজন্মে কোন হিন্দুস্থানীর ছেলে ছিল, এজন্মে অসমীয়া কন্যা হইয়া জন্মাইল। শ্রীগীতায় (২।২৭) দেখিতে পাই—"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" অর্থাৎ জন্ম হইলেই বর্ত্তমান শরীরারম্ভক কর্ম্মক্ষয়ে মৃত্যু নিশ্চিত, আবার মৃতেরও সেই দেহকৃত কর্ম্মভোগের জন্য পুনরায় জন্মও সুনিশ্চিত। এইরূপ জন্মমৃত্যুপ্রবাহ যতকাল পর্য্যন্ত না লিঙ্গভঙ্গ হইবে অর্থাৎ কামনাবাসনাময় মনোবুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহ বিনষ্ট না হইবে, ততকাল পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে। সেশ্বর সাংখ্যকর্ত্তা শ্রীকপিল দেব মাতা দেবহূতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥"

—ভাঃ ৩।২৫।৩৩

[অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীভগবান্ হইতে যে স্বাভাবিকী (অযত্নসিদ্ধা) অনিমিত্তা (অহৈতুকী—নিষ্কামা) বৃত্তি, তাহাই ভাগবতী ভক্তি।] পুরুষের স্বপ্রযত্ন ব্যতিরেকেও জঠরাগ্নি যেরূপ তাহার অজ্ঞাতসারেই ভুক্তদ্রব্যাদি জীর্ণ করিয়া দেয়, ঐ (ভাগবতী) ভক্তিও তদ্রূপ বাসনাময় লিঙ্গদেহকে অনায়াসেই ক্ষয় করিয়া ফেলে।

সুতরাং শুদ্ধ ভাগবতী ভক্ত্যুদয় না হওয়া পর্য্যন্ত ত্রিতাপজ্বালাময় জন্মমৃত্যুপ্রবাহ কিছুতেই নিবারিত হইবে না।

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জ্জুন॥"

—গীঃ ৪।৯

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, আমার জন্ম ও কর্ম্ম অপ্রাকৃত। এইরূপ যিনি তত্ত্বতঃ (যথার্থভাবে) জানেন, তিনি বর্ত্তমান দেহ ত্যাগ করিয়া আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না এবং আমাকে প্রাপ্ত হন। শ্রীভগবানের জন্মকর্ম্মাদির যাথার্থ্যজ্ঞানদ্বারা ভগবৎসমাশ্রয়ণ-বিরোধী যাবতীয় পাপ বিধ্বস্ত হইয়া গেলে এই জন্মেই ভগবচ্চরণাশ্রয়-পূর্ব্বক শ্রীভগবদেকপ্রিয় হইয়া ভগবান্‌কে লাভ করা যায়।

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

—গীঃ ৮।১৬

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, ব্রহ্মলোক অর্থাৎ ব্রহ্মার ভবন সত্যলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোকই পুনরাবৃত্তিশীল—অনিত্য। সেই সেই লোকগত জীবের পুনর্জন্ম সম্ভব; কিন্তু যিনি কেবলা ভক্তির বিষয়রূপ আমাকে আশ্রয় করেন, তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না।

"সর্ব্ব এব জীবাঃ মহাসুকৃতিনোঽপি জায়ন্তে মদ্ভক্তাস্তু তথা তদ্বন্ন জায়ন্তে ইত্যাহ।" (—চঃ টীঃ)

অর্থাৎ মহাসুকৃতিশালী হইলেও সকল জীবই জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

ভক্তগণ সাধারণ জীবের ন্যায় কর্ম্মফলবাধ্য নহেন।

তাঁহাদের কর্ম্মবন্ধন-জনিত জন্মমৃত্যু নাই। ভগবদাদেশে তৎপার্ষদভক্তগণের অবতার হইয়া থাকে—

"যেরূপে প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ।
সেইরূপ লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘন॥
তাঁহারা যেরূপ প্রভুসঙ্গে অবতরে।
বৈষ্ণবেরে সেইরূপ প্রভু আজ্ঞা করে॥
অতএব বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যায়েন তথাই॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
পদ্মপুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি কহে॥
তথা হি (পাদ্মোত্তরখণ্ডে ২৫৭.৫৭, ৫৮)—
"যথা সৌমিত্রি-ভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্ত্যলোকং যদৃচ্ছয়া॥
পুনস্তেনৈব যাস্যন্তি তদ্বিষ্ণোঃ শাশ্বতং পদম্।
ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে॥"

[অর্থাৎ "যেরূপ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও ভরত, আর যেরূপ সঙ্কর্ষণাদি ভগবদ্বিগ্রহসকল স্বতন্ত্রেচ্ছাবশতঃ প্রপঞ্চে প্রাদুর্ভূত হন, তদ্রূপ ভগবৎপার্ষদ বৈষ্ণবগণও ভগবানেরই সহিত আবির্ভূত হন এবং পুনরায় সেই ভগবানের সঙ্গেই বিষ্ণুর সেই নিত্যধামে গমন করেন। বৈষ্ণবগণেরও বিষ্ণুর ন্যায় কর্ম্মবন্ধনজনিত জন্ম নাই।]

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৮।১৭১—১৭৬

অবশ্য শুদ্ধ জীবাত্মার জন্ম মৃত্যু বলিয়া কোন কথা নাই, মায়াবদ্ধ কর্ম্মফলবাধ্য জীবের স্বস্ব প্রাক্তন কর্ম্মানুযায়ী প্রাপ্ত স্থূলদেহের সহিত জীবাত্মার সংযোগের নামই জন্ম এবং বিয়োগের নামই মৃত্যু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বদ্ধজীবের এইরূপ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুরও জন্ম হইয়া থাকে, মৃত্যুর পর আবার জন্ম, এইরূপে প্রবাহ চলিতে থাকে—

"মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ॥
দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ।
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ॥"

— ভাঃ ১০।১।৩৮-৩৯

[অর্থাৎ কংস দৈববাণী শ্রবণমাত্র ভগিনী দেবকীবধে প্রবৃত্ত হইলে বসুদেব তাঁহাকে বুঝাইতেছেন যে, তুমি মৃত্যুভয়ে ভগ্নীবধে প্রবৃত্ত হইতেছ, কিন্তু মৃত্যু অপরিহার্য্য। হে বীর, যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের দেহের সহিত মৃত্যুরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। অদ্যই হউক, অথবা শতবৎসর পরেই হউক, দেহধারীর মৃত্যু অবধারিত—ইহা অন্যথা হইবার নহে। দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে দেহী কর্ম্মবশে বিনা যত্নেই দেহান্তর লাভ করিয়া পূর্ব্বশরীর পরিত্যাগ করে।

উত্তরদেহ প্রাপ্তির পরই পূর্ব্বদেহত্যাগের দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হইয়াছে,—মানুষ যেমন গমনকালে একপাদ ভূমিতে স্থাপন করিয়া অপরপদ উত্তোলন করে, তৃণজলৌকা (জোঁক) যেমন এক তৃণ আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বাশ্রিত তৃণ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ দেহধারী জীবও কর্ম্মানুরূপ শুভাশুভ শরীর গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বশরীর পরিত্যাগ করে— "এবং দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ।" আবার দেহধারী জীব বিষয়াভিনিবিষ্ট মনের সহিত জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া বিষয়ভোগেচ্ছালক্ষণ মনোধর্ম্ম লাভ করে, পরবর্ত্তী দেহে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী জন্মের বিষয়ভোগেচ্ছা ব্যাপ্ত হয়, সে সেই দেহে তাহা ভোগ করিবার যত্ন করে। শ্রীবসুদেব বলিতেছেন—

"যতো যতো ধাবতি দৈবচোদিতং
মনো বিকারাত্মকমাপ পঞ্চসু।
গুণেষু মায়ারচিতেষু দেহ্যসৌ
পদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে॥"—ভাঃ ১০।১ ৪২

[অর্থাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্তিকালে বিকারাত্মক চঞ্চলমন (কর্তৃমৃত্যুকালেও অশান্তত্ব উক্ত হইয়াছে) দৈবচোদিত অর্থাৎ ফলাভিমুখী কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া মায়া কর্ত্তৃক নানা দেহরূপে বিরচিত পঞ্চভূতগণের মধ্যে যে যে দেহের প্রতি ধাবিত হয় এবং অভিনিবেশে যে যে রূপ প্রাপ্ত হয়, তদবস্থ মন (মনোধর্ম্মের বশীভূত জীব) সেই সেই দেহ ও মনকেই 'আমি' এইরূপ বুদ্ধি করিয়া মনের সহিত জন্মান্তর গ্রহণ করে।]

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈ তানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥"

—গীঃ ১৫।৮

[অর্থাৎ ঈশ্বর (দেহাদির স্বামী জীব) কর্ম্মানুসারে এই স্থূল শরীর লাভ করে এবং সময় উপস্থিত হইলে তাহা পরিত্যাগ করে। জীব এক শরীর হইতে অন্য শরীরে গমনকালে সেই শরীরসম্বন্ধিনী কর্ম্মবাসনা লইয়া গিয়া থাকে। বায়ু যেরূপ গন্ধের আশয়রূপ পুষ্প-চন্দন হইতে (সূক্ষ্ম) গন্ধ লইয়া অন্যত্র গমন করে, তদ্রূপ জীব এক স্থূল শরীর হইতে অন্য স্থূল শরীরে ভূতসূক্ষ্মের (সূক্ষ্মাবয়বের—স্বীয় উপধিরূপ প্রকৃতিস্থিত মনের) সহিত ইন্দ্রিয় সকল (পঞ্চবাহেন্দ্রিয়) লইয়া প্রয়াণ করে।]

তথায় অর্থাৎ দেহান্তরে গিয়া জীব শ্রোত্রাদিইন্দ্রিয় ও মনকে আশ্রয় করিয়া রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শাত্মক বিষয়-পঞ্চক ভোগ করে। (গীতা ১৫।৯-১০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।)

জীবাত্মার এই এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন-ব্যাপারকেই পুনর্জন্ম বা দেহান্তরগ্রহণ—Metempsychosis or Transmigration of soul বলে। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ পুনর্জন্ম স্বীকার করিতেন না, এক্ষণে কেহ কেহ করেন। তাঁহারা বলেন Day of judgement শেষ বিচারের দিন আসিলে শ্রীভগবান্ মনুষ্যজাতির কর্ম্মানুসারে শেষ বিচার (Final judgement) ঘোষণা করিবেন, তাহাতে পাপকারিগণের জন্য নরক ও পুণ্যকারিগণের জন্য স্বর্গগতি নির্দ্ধারিত হইবে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫ম প্রপাঠক ১০ম খণ্ড) কথিত হইয়াছে—

"তৎ যে ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা। অথ যে ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকর-যোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা॥"

[তাঁহাদিগের অর্থাৎ চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাবৃত্ত জীবগণের মধ্যে যাঁহারা ইহলোকে রমণীয় আচরণ অর্থাৎ বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অভ্যাশ অর্থাৎ সত্বরই উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করেন। আর যাহারা ইহলোকে কেবল কপূয় অর্থাৎ কুৎসিত বা অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহারাও নিশ্চয়ই শীঘ্রই অপকৃষ্ট কুক্কুর, শূকর অথবা চণ্ডালযোনিতেও জন্ম পরিগ্রহ করে।"]

"অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ ন, তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি, জায়স্বম্রিয়স্বেত্যেত-তৃতীয়ং স্থানং, তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে, তস্মাজ্জুগুপ্সেত।"

[অর্থাৎ "আর যাহারা এই অর্চিরাদি ও ধূম্রাদিমার্গ রূপ কোন মার্গেই গমন করিতে পারে না, তাহারা অর্থাৎ জ্ঞানানুশীলন ও কর্ম্মানুষ্ঠানবিবর্জ্জিত ব্যক্তিগণ অসকৃৎ আবর্ত্তনশীল অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আগমনকারী 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব' নামক অতি ক্ষুদ্রপ্রাণীরূপে জন্মগ্রহণ করে, ইহাই হইতেছে তৃতীয় স্থান। এই কারণেই এই লোক অর্থাৎ চন্দ্রলোক পরিপূর্ণ হইতে পায় না; এজন্য ঐরূপ সংসার-গতি বিষয়ে জুগুপ্সা অর্থাৎ ঘৃণা করিবে।"]

কঠোপনিষদে যমরাজ-নচিকেতা-সংবাদে আত্মার পরলোক-রহস্য বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমাধ্যায় তৃতীয়া বল্লী৩-১১ শ্রুতিমন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ৩॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥ ৪॥
যস্ত্ব বিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥ ৫॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥ ৬॥
যস্ত্ব বিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি॥ ৭॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ ভূয়ো ন জায়তে॥ ৮॥
বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥৯॥
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ ১০॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥"১১॥

[শ্রীযমরাজ নচিকেতাকে উপলক্ষ্য করিয়া সংসারের অতীত বৈষ্ণব পরমপদ লাভ করিতে হইলে যে সাধন বা উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা রথ রূপ রূপকাবলম্বনে আমাদিগকে বুঝাইতেছেন— হে নচিকেতঃ, দেহের মধ্যে অবস্থিত জীবাত্মাকে রথী অর্থাৎ রথারূঢ় ব্যক্তি বলিয়া জানিও, কিন্তু শরীরকে রথ বলিয়াই জানিবে, শরীর রথী নহে, এব শব্দ প্রয়োগ দ্বারা ইহাই উপলব্ধ হইতেছে। কিন্তু অধ্যবসায়াত্মিকা বা একাভিমুখিনী নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে ঐ রথের পরিচালক সারথি বলিয়া জানিবে। আর মনঃকে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের গতিবিধায়ক রজ্জু বা লাগাম বলিয়া জানিবে। বিবেকিগণ চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চককে অশ্বরূপে কল্পনা করেন, আর সেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ রূপ—বিষয়-পঞ্চককে ঐ সকল ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বের গোচর অর্থাৎ বিচরণস্থান বলিয়া থাকেন। আর শরীর, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থাত্মক কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিযুক্ত জীবাত্মাকে সুখ-দুঃখাদির ভোক্তা অর্থাৎ ভোগকর্ত্তা বলিয়া বিচার করেন॥ কিন্তু যে ব্যক্তি অযুক্ত—অসংযত বা অনিগৃহীত মনোবিশিষ্ট হইয়া সর্বদা অবিজ্ঞানবান্ অর্থাৎ বিবেকহীন বুদ্ধিযুক্ত হন, তাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গ অসাবধান সারথির দুষ্ট—অদম্য অশ্বের মত অবশ্য—অবশীভূত—অবাধ্য—নিবারণের অযোগ্য হইয়া পড়ে। বুদ্ধি বিবেকহীন এবং মন অসংযত হইলে ইন্দ্রিয়গণ দুর্দ্দমনীয় হইয়া যায়। কিন্তু যিনি সর্ব্বদা সংযত মনের সহিত বিবেকযুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন হন, তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ সারথির সুসংযত অশ্বের ন্যায় বশীভূত বা বাধ্য হয়॥ কিন্তু যিনি বিবেকযুক্ত বুদ্ধিরূপ সারথিহীন এবং প্রমত্ত বা অসংযতমনাঃ, সর্ব্বদা বিষয়-বিদূষিত—অপবিত্র চিত্ত, সেই ব্যক্তি তৎপদ অর্থাৎ সর্ব্ববেদবেদ্য পরব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইতে পারে না, অধিকন্তু কেবল সংসারে পরিভ্রমণ করে॥ আবার যে রথী বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধিরূপ সারথিযুক্ত এবং যিনি সর্ব্বদা অপ্রমত্ত—রাগদ্বেষহীন—বিষয়-চিন্তারহিত—পবিত্র হইয়া থাকেন, তিনিই সেই বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন, সেই প্রাপ্ত-ব্রহ্মপদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না॥ যে ব্যক্তি বিবেকযুক্ত বুদ্ধিকে সারথি ও মনোরূপ ইন্দ্রিয়াশ্বচালক রজ্জুকে (লাগামকে) ধারণ করিয়া আছেন, সেই সমীচীন বিজ্ঞানমনঃশালী শুচিপুরুষ সংসারপথের পরপার প্রাপ্ত হইয়া তথায় অধিগন্তব্য পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের সেই পরমপদ অর্থাৎ স্বরূপ প্রাপ্ত হন॥ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ হইতে শব্দাদি বিষয়রূপ অর্থ শ্রেষ্ঠ, সেই বিষয় সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়নিরোধক প্রগ্রহরূপী মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে আবার মনের চালক হিসাবে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, সেই সারথি রূপিণী বুদ্ধি হইতে আবার রথিরূপে বর্ণিত জীবাত্মা প্রধান, কারণ সেই আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের স্বামী॥ আবার জীবাত্মা হইতে শ্রীভগবানের অব্যক্তরূপিনী মায়াশক্তি জীবের পক্ষে দুর্দ্দমনীয়া বলিয়া শ্রেষ্ঠা অর্থাৎ বলবতী, সেই মায়া পুরুষাশ্রিতা হইয়া প্রকৃতিরূপে জগৎ সৃজনকারিণী। পরব্রহ্ম হইতে অব্যক্তরূপা প্রকৃতির উৎপত্তি-হেতু অব্যক্তরূপা প্রকৃতি হইতেও পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ। সেই পুরুষোত্তম বিষ্ণু হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন বস্তু নাই, তিনিই চরমসীমা, তিনিই জীবের পরমপুরুষার্থ—পরমা গতি॥"]

সেই পরব্রহ্ম ভগবৎপাদপদ্ম সেবা না পাওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মফলবাধ্য জীবের বিভিন্ন যোনিতে গতাগতি কিছুতেই নিবৃত্ত হইবে না। জন্মলাভের পর কএকমাস পর্য্যন্ত শিশুকে নিদ্রিত অবস্থায় কখনও হাসিতে কখনও বা কাঁদিতে দেখা যায়, ইহা তাহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতিজনিত। কিছুদিন পর্য্যন্ত ঐরূপ দেখা যায়, পরে ক্রমশঃ পূর্ব্বের স্মৃতি সমস্তই লুপ্ত হইয়া যায়। ভরতের ন্যায় মহাতপাঃ পরমভাগবতেরই স্মৃতি সর্ব্বক্ষণ জাগরূক থাকে, তিনি বা তাদৃশ মহাজনগণ ভগবদ্-ভজনেরই মহদাদর্শ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা সেই পরব্রহ্ম ভগবৎপাদপদ্মে শরণাগত হন, তাঁহারা — ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে। (ছান্দোগ্য ৮।১৫।১)

বেদান্তসূত্রের চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থপাদের শেষ সূত্রেও উক্ত হইয়াছে—

"অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।"

শ্রীগোবিন্দভাষ্যে উহার এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে—

"ভগবদুপাসনয়া তদবগতিপূর্ব্বয়া তল্লোকং গতস্য ন ন তস্মাদাবৃত্তির্ভবতি। কুতঃ শব্দাৎ। 'এতেন প্রতিপদ্যমানা ইথং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে।' (ছাঃ ৪।১৫।৫) 'স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিপদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে।' ইতি শ্রুতেঃ (ছাঃ ৮।১৫।১)। 'মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্। নপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥" ইতি স্মৃতেশ্চ (গীঃ ৮।১৫-১৬) ইত্যাদি।"

[অর্থাৎ "শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞান পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনার ফলে তল্লোকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গত জীবের তথা হইতে পতন হয় না। প্রমাণ কি? শব্দাৎ — শ্রুতিবাক্য — যথা 'এতেন.........পুনরাবর্ত্ততে' 'এই ব্রহ্মের আশ্রিত মুক্তপুরুষ এই মনুষ্যলোকের আবর্ত্তে আর আসেন না।' 'সেই মুক্ত জীব যাবৎ জীবিতকাল তাবৎ পর্য্যন্ত এইরূপে অতিবাহিত করিয়া পরে (মৃত্যুর পর) ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তথা হইতে আর তিনি ফিরিয়া আসেন না।' স্মৃতি (গীতা)-বাক্যও আছে—'মামুপেত্য...', 'আব্রহ্ম......ইত্যাদি' — 'মহাত্মা জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া এই দুঃখ-সঙ্কুল অনিত্য পুনর্জ্জন্ম' প্রাপ্ত হন না, যেহেতু তাঁহারা পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।' "ওহে অর্জ্জুন, ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোকই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিবিশিষ্ট, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না।"]

সত্যবাক্, সত্যসঙ্কল্প, আশ্রিত-বৎসল, সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীহরি তাঁহার পরমপ্রিয় ভক্তকে নিজ নিকটে আনিয়া কোনরূপেই তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না, ভক্তও তাঁহার নিজপ্রাণবন্ধুকে পাইয়া আর কখনও তাঁহার বিচ্ছেদ ইচ্ছা করিবেন না। বেদান্তশাস্ত্রের সমাপ্তি-সূচনার জন্য দুইবার 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' সূত্রের আবৃত্তি হইয়াছে।

[বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রে ব্যবহৃত ব্রহ্ম শব্দের লক্ষ্যীভূত বস্তু স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণই। যেহেতু শ্রীভগবান্ গীতায় তাহা শ্রীমুখে স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" আবার 'ব্রহ্ম' শ্রীভগবানের অঙ্গকান্তিরূপেও স্থানে স্থানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।]

ছান্দোগ্য শ্রুতির শেষাংশে শান্তিপাঠে লিখিত আছে—

"ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাহহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্তু অনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে যে উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

অর্থাৎ আমার অঙ্গসমূহ কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-কৈঙ্কর্য্য সাধন দ্বারা আপ্যায়িত বা পরিতৃপ্ত হউক। এবং বাক্ প্রাণ, চক্ষুঃ, কর্ণ, বল, ও ইন্দ্রিয়সমূহও আপ্যায়িত হউক অর্থাৎ নিজ নিজ কার্য্য (কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-কৈঙ্কর্য্য) সম্পাদনে সামর্থ্যলাভ করুক। সমস্ত বেদ ও উপনিষদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে (বেদবেদ্য পরংব্রহ্ম কৃষ্ণকে) আমি যেন কখনও পরিত্যাগ না করি, অর্থাৎ তাঁহাতে যেন বীতশ্রদ্ধ না হই, ব্রহ্মও (কৃষ্ণও) যেন আমাকে পরিত্যাগ না করেন। আমি যেন প্রত্যাখ্যাত না হই, প্রত্যাখ্যাত না হই। উপনিষৎ-শাস্ত্রে আত্মার যে সমস্ত ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, সেই ধর্ম্মসমূহ আমাতে বিদ্যমান থাকুক, বিদ্যমান থাকুক।

সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতে অধোক্ষজ শ্রীভগবানে অহৈতুকী অপ্রতিহতা নামসংকীর্ত্তনপ্রধান ধর্ম্মকেই জীবমাত্রেরই পরমধর্ম্ম বলা হইয়াছে। সেই ধর্ম্মেই আমার সুদৃঢ় নিষ্ঠা থাকুক। তাহা হইলেই মানবজন্মের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদিত হইবে।

শরণাগতি—বৈদিকী এবং ভাগবতী

[মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, বিদ্যারত্ন]

শরণাগতি দ্বিবিধ—(১) বৈদিকী ও (২) পাঞ্চরাত্রিকী বা ভাগবতী। তন্মধ্যে বৈদিক বিভাগের শরণাগতিতে হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্‌গাতা, ব্রহ্মা—এই ঋত্বিক্ চতুষ্টয় ও যজমানগণ পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তির ন্যায় তাৎকালিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া কেবল কর্ম্মজনিত নশ্বর ফলেরই অধিকারী হইয়া থাকেন। এবম্বিধ তাৎকালিক সম্বন্ধের মধ্যে হার্দ্দী প্রীতির কোন লক্ষণ নাই। পরন্তু বৈদিক বিভাগে ভোগের নিয়ন্ত্রণ থাকায় তাহা ক্রমপর্য্যায়ে ইন্দ্রপদবী ও ব্রহ্মপদবী ইত্যাদিও লাভ করায়। আপাতদৃষ্টিতে তৎসমুদয় একটা অখণ্ড ভোগ সুখের ন্যায় প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ তাহা নহে। উহারা পুণ্যময় পদবী ও পুণ্যময় লোক মাত্র। পুণ্যক্ষয়ে তাহা হইতে মর্ত্ত্যে পতন হইয়া থাকে।

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং,
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥" (গীঃ ৯।২১)

[তাঁহারা সেই বিশাল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষয় হইলে পর মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন অর্থাৎ পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং এইরূপ বেদত্রয় বিহিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠানকারী ভোগকামিগণ সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া থাকেন অর্থাৎ মনের মধ্যে কামনা থাকায় তাহা ভোগার্থ এই ভোগক্ষেত্র সংসারে বার বার জন্মগ্রহণ করেন।]

পক্ষান্তরে, বেদ-নিষিদ্ধ ভোগ বা অনিয়ন্ত্রিত ভোগ হইতে জীবের অধোগতিই মাত্র লাভ হয়।

"ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥"
(গীঃ ১৪।১৮)

[সত্ত্বগুণ আশ্রিত ব্যক্তিগণ ঊর্দ্ধে অর্থাৎ দেবলোকে গমন করেন, রজোগুণ আশ্রিত ব্যক্তিগণ নরলোকে থাকেন; তামস-ব্যক্তিগণ অধঃপতিত হইয়া নরকে গমন করে।]

এইজন্য বেদ-প্রসিদ্ধ ভোগকে ভদ্রভোগ বলা যায় মাত্র। তাহাতে ভোগের মধ্যেও সুউচ্চ সম্মান আছে। বেদকর্ত্তা স্বয়ং তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া থাকেন। যেমন ব্রহ্মার, ইন্দ্রের সম্মান, ব্রাহ্মণের সম্মান ইত্যাদি। এই জন্যই বেদময় পুরুষ শ্রীহরিকে আপাত দৃষ্টিতে সর্ব্বদা দেবপক্ষপাতী হইতেই দেখা যায়। বৈদিক কার্য্যের মধ্যে কোন সঙ্কোচ বা লজ্জার কথাও নাই। এই বৈদিক পর্য্যায়ের বিবাহাদিতেও আড়ম্বরের সহিতই পুত্র কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা রহিয়াছে। তাহাতে মুনিগণ-নিন্দিত ব্যবায়কার্য্য (স্ত্রীসঙ্গ) থাকিলেও তাহা পুণ্যকার্য্যেরই অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু এই ব্যবায়কার্য্যে যখন কোন বেদনিষিদ্ধ ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তখনই তাহা অত্যন্ত গর্হণযোগ্য লাম্পট্য ও পাপকার্য্যরূপেই পরিগণিত হয়। পাপের গতি সর্ব্বদাই নিম্নগা অর্থাৎ নরকাভিমুখিনী। বলাবাহুল্য যে, বৈদিক বিভাগে ভোগের প্রারম্ভে ভোক্তা ও ভোগ্যের সর্ত্ত ও প্রপত্তি রহিয়াছে। যেমন,—বর-কন্যার মধ্যে পাণিগ্রহণকালে পরস্পরের মধ্যে বৈদিক শপথ গ্রহণের ব্যবস্থাদিও পরিদৃষ্ট হয়—বরোক্তি,—"যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম।" কন্যোক্তি—"চিত্তম্ তে অনুচিত্তম্ দধামি" ইত্যাদি (শুক্লযজুর্ব্বেদীয় বিবাহ পদ্ধতি); কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ইহাই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, বেদনিষিদ্ধ পাপাচারে সুখ তো নাই-ই, বেদ-প্রসিদ্ধ পুণ্যাদিতেও নিত্যসুখের কোন সন্ধান নাই; কেবল শুনিতেই সুখ বা বলিতেই সুখ। বস্তুতঃ সুখের কোন সত্তা জীবের ভোগময় বৃত্তিতে ও প্রপত্তিতে নাই। পক্ষান্তরে ভাগবতীয়া বা পাঞ্চরাত্রিকী শরণাগতির মধ্যে বিশেষ কিছু ফলাবটী (আড়ম্বর) না থাকিলেও ফলের নিত্যতা ও

প্রেমময়তা বিরাজমান। আম্নায় (-সদ্গুরু বা ভাগবত)-পারম্পর্য্যে মহদধিষ্ঠানে আত্মনিবেদন হইতেই মাত্র এই মহৎ ফল লাভ হয়। এখানে আত্মনিবেদন বলিতে দুর্গম বা দুর্ব্বোধ্য একটা কিছু নহে, পরন্তু উহা সদ্ধর্ম্ম বা ভাগবত-ধর্ম্মের নিষ্কপট হার্দ্দ অনুমোদনকেই মাত্র বুঝায়।

"যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥"
(ভাঃ ১১।২।৩৫)

[হে রাজন্! ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে মানব কখনও বিঘ্ন কর্ত্তৃক বাধিত কিংবা নেত্র নিমীলন পূর্ব্বক ধাবিত হইলেও স্খলিত অর্থাৎ প্রত্যবায়গ্রস্ত বা পতিত হন না।]

"শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেব-বিশ্বদ্রুহোঽপি হি॥"
(ভাঃ ১১।২।১২)

[এই ভাগবত ধর্ম্মের শ্রবণ, শ্রবণান্তর স্বয়ং পঠন, ধ্যান, সমাদর এবং অনুমোদন করিলে ইহা দেব-দ্রোহী এবং বিশ্বদ্রোহিগণকে পর্য্যন্ত সদ্যঃ পবিত্র করিয়া থাকে।]

ইহা এতই শক্তিশালী যে, বৈদিকী দীক্ষা ও পুরশ্চরণ-বিধিরও অপেক্ষা রাখে না, কেবল অনুমোদন-মাত্রেই মহৎ ফল প্রদান করে অর্থাৎ সদ্ধর্ম্মের অনু-মোদনকারী—সুকৃতীর প্রতি প্রতিষ্ঠিত মহতের শুভদৃষ্টি পড়ে, যাহা সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়ক অর্থাৎ অনুমোদনকারীর হৃদয়ে শ্রীভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলা-ধামাদির সহজেই স্ফূর্ত্তি হয়, যাহা লীলাপুরুষোত্তম শ্রীহরির লীলানুক্রম আস্বাদন করায়, যাহা শ্রীকৃষ্ণচেতনার উৎস-স্বরূপ, যাহার আনুষঙ্গ-ফলেই অনায়াসে জগতের দুঃখ. শোক ও মোহ আদি অপনোদিত হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন, ভাগবতীয় বা পাঞ্চরাত্রিকী শরণা-গতিতে এতটা সুগমতার মধ্যেই যদি অধিকতর সুখময় ও নিত্যফল লাভ হয়, তবে নশ্বর ফলপ্রদ অথচ অধিকতর কষ্টসাধ্য বৈদিক শরণাগতির প্রয়োজন কি? তদুত্তরে ইহাই বলা যায় যে,—

"কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেব-পরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥"
(ভাঃ ৬।১।১৫)

অর্থাৎ এই কেবলা-ভক্তির পথে চলার লোক ব্রহ্মাণ্ড-প্রকোষ্ঠে অতীব দুর্লভ বলিয়া বেদ আপাতদর্শনে বদ্ধজীবকুলকে নিয়ন্ত্রিত জীবনে ভোগের ইন্ধন দিলেও চরম উদ্দেশ্যে বিষয়-নিরপেক্ষতাই শিক্ষা দিয়া থাকেন এবং মহদাশ্রয়ে শ্রীহরির আরাধনাই যে জীবের নিত্য ও একমাত্র ধন, তাহাই উপদেশ করেন। নিগমকল্পতরুরই গলিত বা প্রপক্ক ফল শ্রীহরিনাম অপরাপর বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ও তদীয় বিভিন্ন শাখা প্রশাখা জনিত স্বর্গাদি নশ্বর ফল হইতে বিলক্ষণ নিত্য রসময় রূপ প্রকাশ করতঃ জগন্মঙ্গল বিধান করিতেছেন। এমনকি উপসংহারে ইহাই বিচারিত হয় যে, শ্রীহরি-নামের সুষ্ঠু উচ্চারণকারীই মাত্র বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের যথাযোগ্য মূল্যায়ন করিতে সমর্থ হন, যাহা কর্ম্মকাণ্ড-নিরতজনের পক্ষে অসম্ভব।

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥"
(ভাঃ ১।১।৩)

[হে ভগবৎপ্রীতিরসজ্ঞ অপ্রাকৃতরসবিশেষভাবনা-চতুর ভক্তবৃন্দ! শ্রীশুকমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া শিষ্য-প্রশিষ্যাদি পরম্পরাক্রমে স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে অখণ্ডরূপে অবতীর্ণ, পরমানন্দরসময়, ত্বক্-অস্থি প্রভৃতি কঠিন হেয়াংশ-রহিত তরলপানযোগ্য এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক বেদকল্পতরুর প্রপক্ক ফল আপনারা মুক্ত অবস্থায়ও পুনঃ পুনঃ পান করিতে থাকুন।]

"নামসংকীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥"
(ভাঃ ১২।১৩।২৩)

[যাঁহার নাম-সংকীর্ত্তন সর্ব্বপাপনাশন এবং নমস্কার সর্ব্বদুঃখহর, সেই পরমপুরুষ শ্রীহরিকে প্রণাম করিতেছি।]

শ্লোকদ্বয় এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এবং সমালোচ্য।

ভারতে ভয়াবহ বন্যায় আর্ত্তত্রাতা শ্রীভগবৎপাদপদ্মে প্রার্থনা

গত ৩০শে আগষ্ট, ১৩ই ভাদ্র বুধবার আমাদের ছয়-দিনব্যাপী জন্মাষ্টমী উৎসবের শেষ দিন রাত্রি প্রায় ১০টায় ভয়ঙ্কর মেঘ-গর্জ্জন-সহ বৃষ্টি আরম্ভ হয়, পরদিবস বৃহস্পতি-বারও প্রায় সারা দিবারাত্রই অবিশ্রান্ত বর্ষণ চলিতে থাকে। এই সময়ে বিপজ্জনক অবস্থা দেখিয়া ডি-ভি-সি, ও কংসাবতী বাঁধ (Dam) হইতে জল ছাড়া আরম্ভ হয়। ফলে জলপ্লাবন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। শুক্র, শনি দুই দিনই বর্ষাও চলে। পরে সংবাদপত্রে দেখা যায়—মেদিনীপুর সহরেই ২০ ফিট জল। মেদিনীপুর জেলান্তর্গত ঘাটাল মহকুমা বিশেষভাবে বন্যাক্রান্ত হয়। ঘাটালের অন্তর্গত দাসপুর, জয়কৃষ্ণপুর, জনার্দ্দনপুর, পাঁচবেড়িয়া, বৈকুণ্ঠপুর, বেলতলা প্রভৃতি স্থানে অতি ভয়াবহ জলপ্লাবন হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার গোপীগঞ্জ, পাঁশকুড়া, সবং, পিংলা, নন্দীগ্রাম, ঝাড়গ্রাম, দাঁতন প্রভৃতি স্থানও জলপ্লাবিত। এতদ্ব্যতীত বাঁকুড়া (সোনামুখী প্রভৃতি), হুগলী (আরামবাগ তারকেশ্বর, হরিপাল, খানাকুল প্রভৃতি), বীরভূম জেলারও কিয়দংশ, হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থানও বন্যাক্রান্ত। অপরদিকে মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি স্থান এবং যমুনার জলবৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া দিল্লী শহরকেও বন্যা-কবলিত হইতে হইয়াছে ও হইতেছে। সর্ব্বত্র হাহাকার ও আর্ত্তনাদ! লক্ষ লক্ষ নরনারী, গবাদি গৃহপালিত পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতাগুল্মাদি আজ বন্যাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুপথের যাত্রী হইয়াছে। জলে ডুবিয়া নিশ্বাসবন্ধ হইয়া কতপ্রাণ ছট্‌ফট্‌ ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছে, কত প্রাণ অনাহারে অনিদ্রায় পিপাসায় কাতর হইয়া চিরতরে নিস্পন্দ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার কলেরা প্রভৃতি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াও বা কত প্রাণ চলিয়া যাইতেছে, তাহার সংখ্যা নির্দ্ধারণ কে করিবে? এক মেদিনীপুরেই ৯৬০ খানি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে!

বিশেষজ্ঞেরা বন্যার প্লাবন-কারণ সম্বন্ধে বলিতেছেন—Dam (বাঁধ) প্রভৃতি দ্বারা নদীর স্বাভাবিক স্রোতোবেগ রুদ্ধ করার দরুণ নদীর bed গুলি Silted হইয়া যাইতেছে অর্থাৎ নদীর খাতগুলি ক্রমশঃ ভরাট হইয়া উচ্চ হইয়া উঠিতেছে, তজ্জন্য বানের জল উপচিয়া উঠিয়া চারিদিকে ছাপাইয়া পড়িতেছে (over flow হইতেছে।) সুতরাং এইপ্রকার বন্যাপ্লাবন পৌনঃপুনিক হইতে বাধ্য। এজন্য অবিলম্বে জলনিকাশী ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন।

অত্যধিক বর্ষার জন্য আকাশ-বন্যা, নদীর বন্যা ও ডি, ভি, সি প্রভৃতি ড্যাম বা বাঁধের ছাড়া জল—সব মিলিয়াই এক বিরাট্ ভয়াবহ জলপ্লাবনের সৃষ্টি হইয়াছে। বন্যার জল নিয়ন্ত্রণ এবং বন্যাপ্রপীড়িত জনগণের ত্রাণকার্য্য ও খাদ্যাদি দান সম্পর্কে সাংবাদিকেরা ও জনসাধারণ সরকারের অসতর্কতা প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাপ্রকার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেও আমরা ঐদিকে না গিয়া শাস্ত্রানুশাসনের দিকেই আমাদের গতি ফিরাইতেছি এবং তদভিমুখেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ বস্তু—সর্ব্ববেদান্তসার—সর্ব্বশাস্ত্রসারশিরোমণি শ্রীমদ্ ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

> "জীবিতং মরণং জন্তোর্গতিঃ স্বেনৈব কর্ম্মণা।
> রাজংস্ততোঽন্যো নাস্ত্যস্য প্রদাতা সুখদুঃখয়োঃ॥
> সর্পচৌরাগ্নিবিদ্যুদ্ভ্যঃ ক্ষুত্তৃড়্ ব্যাধ্যাদিভির্নৃপ।
> পঞ্চত্বমৃচ্ছতে জন্তুর্ভুঙ্‌ক্তে আরব্ধ কর্ম্ম তৎ॥"
>
> —ভাঃ ১২।৬।২৫-২৬

অর্থাৎ "হে রাজন, স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মনিবন্ধনই জীবের জীবন, মরণ ও গতি (স্বর্গাদি লোকান্তর প্রাপ্তি) ঘটিয়া থাকে। কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কেহ জীবের সুখ বা দুঃখ-প্রদাতা নহে।

হে রাজন্! জীব সর্প, চৌর, অগ্নি, বিদ্যুৎ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধি প্রভৃতি নিবন্ধন যে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তাহাও আরব্ধ কর্ম্মেরই ফলভোগ করিয়া থাকে।"

"মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলেতে বাঁধিয়া। কুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে দিতেছে ফেলিয়া॥"

ইহ জগতে কেহ আমাকে সুখ বা দুঃখ প্রদান করিলে

আমরা তাহাকেই মুখ্য নিমিত্ত বিচার করিয়া তাহার উদ্দেশ্যে স্তুতি বা নিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়া পড়ি। বস্তুতঃ সে আমার সুখ বা দুঃখ প্রাপ্তির একটি গৌণ নিমিত্ত কারণ মাত্র। পূর্ব্বজন্মে আমি এমন একটি বা বহু ঘৃণিত নিন্দনীয় পাপ কর্ম্ম করিয়াছিলাম, যাহার ফলে আজ আমাকে এইরূপ জলে ডুবিয়া বা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইতেছে। এইরূপ বিচার উদিত হইলে আমার দুঃখের জন্য আমি অন্য কাহাকেও দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার সহিত শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইব না। স্ব স্ব কর্ম্মসংশোধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

শ্রীভগবান্ ব্যাসদেব মহাভারতে নারী, রাজা ও বিপ্রাদির কর্ম্মদোষ হইতেই অবৃষ্টি—অনাবৃষ্টি, উপলক্ষণে অতিবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও যুদ্ধ-বিগ্রহাদি দোষ উদ্ভূত হইবার কথা বলিয়াছেন—

"নারীণাং ব্যভিচারাচ্চ অন্যায়াচ্চ মহীক্ষিতাম্।
বিপ্রাণাং কর্ম্মদোষাচ্চ প্রজানাং জায়তে ভয়ম্॥
অবৃষ্টির্ম্মারকো দোষঃ সততং ক্ষুদ্‌ভয়ানি চ।
বিগ্রহশ্চ সদা তস্মিন্ দেশে ভবতি দারুণঃ॥"

—মহাভারত

অর্থাৎ নারীগণের ব্যভিচার দোষ, রাজগণের ধর্ম্ম-বিগর্হিত অন্যায় আচরণ, ব্রাহ্মণগণের কর্ম্মদোষ অর্থাৎ সন্ধ্যাহ্নিক পূজা পাঠাদি কর্ম্ম-পরিত্যাগ হইতেই অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে প্রজাগণের হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হইতে থাকে। আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে অবৃষ্টি—অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভয় ও সর্ব্বদা দারুণ যুদ্ধ-বিগ্রহাদি সংঘটিত হইয়া মানুষকে নিরন্তর ত্রিতাপজ্বালাময় সংসাররূপ দুঃখজলধিতে নিমগ্ন করে।

বুদ্ধদেব মানুষের মরণের বিভীষিকা দেখিয়া অহিংসাদি দ্বারা কর্ম্মদোষ সংশোধনের উপদেশ প্রদান করিলেও আমাদিগের গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্র ভগবৎপ্রীতিউদ্দেশ্যে—হরিতোষণপর কর্ম্মানুষ্ঠানের যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাই আমাদের সর্ব্বান্তঃকরণে অনুসরণীয় এবং তাহা হইলেই আমাদিগের মৃত্যু সুখের হইবে—

"অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম্।
অনারাধিতগোবিন্দচরণস্য কথং ভবেৎ॥"

[অর্থাৎ যে ব্যক্তি গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্ম কখনও আরাধনা করে নাই, তাহার পক্ষে অনায়াসে মৃত্যু-লাভ ও দারিদ্র্যবিহীন জীবনধারণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?]

"অনায়াসে মরণ, জীবন দৈন্য বিনে।
শ্রীকৃষ্ণ সেবিলে সে হয়, নহে বিদ্যাধনে॥
কৃষ্ণকৃপা বিনে নহে দুঃখের মোচন।
থাকিল বা বিদ্যা, কুল, কোটি কোটি ধন॥"

—চৈঃ ভাঃ আঃ ৭।১৩৬-১৩৮

পূর্ব্বজন্মে (অথবা বর্ত্তমান জন্মের প্রথমাংশে) পর-পীড়নাদি কর্ম্মদোষ থাকিলে বর্ত্তমান জন্মেই তাহার অতি ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া ভোগ করিতে হয়—Every action has got its equal and opposite reaction. আবার শ্রীভগবানে প্রবলা ভক্তি-প্রভাবেই যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মদোষ মার্জ্জিত হইয়া যাইতে পারে, তাহাও শ্রীব্রহ্মসংহিতাদি 'কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং' ইত্যাদি উক্তি দ্বারা জানাইয়া দিয়াছেন। ভক্তিভাগ্-গণের প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ উভয় কর্ম্মদোষই নিঃশেষে দগ্ধীভূত হইয়া যায়। শ্রীভাগবতেরও 'যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ' শ্লোকাদিও এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

অবশ্য ভয় ও আশায় পড়িয়া যে ভক্তি করা যায়, তাহা প্রকৃত ভক্তি নহে, কর্ত্তব্যবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া ভক্তি আচরণও শুদ্ধা ভক্তি নহে, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-তাৎপর্য্যময়ী রাগময়ী ভক্তিকেই উর্জ্জিতা ভক্তি বলা হয়। সেই প্রীতিমূলা শুদ্ধা ভক্তিই ভক্তিযোগ-সাধকের চরম লক্ষ্যীভূত বিষয় হইবে।

যাহা ঘটিবার ঘটিয়া গিয়াছে, আমরা অতঃপর যাহাতে বিশুদ্ধভক্তিসদাচার-বিশিষ্ট হইয়া ভক্তিময় জীবন যাপন করিতে পারি, তদ্বিষয়ে এখন হইতেই চেষ্টা প্রয়োজন। কিন্তু "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥"—এই মহাজন-বাক্যটি বিশেষভাবে অবধারণ করিতে হইবে।

আমরা বন্যাপ্রপীড়িত মৃত ও জীবিত উভয় আত্মার কল্যাণের জন্য শ্রীভগবৎ পাদপদ্মে তাঁহার অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীভগবান্‌ই নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ

—সর্ব্বময় প্রভু। প্রভু যথেষ্ট নিগ্রহ করিয়া এক্ষণে তাঁহার অশোক-অভয়-অমৃত-আধার শ্রীপাদপদ্মে চির আশ্রয় প্রদানপূর্ব্বক দুর্গত জীবনগুলিকে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের প্রকৃত ত্রাণকার্য্য সম্পাদন করুন, ইহাই তচ্চরণে একান্ত প্রার্থনা।

অবশ্য পরমকরুণাময় শ্রীভগবান্ নিজহস্তে তাঁহার জীবগণকে নিগ্রহ করেন না। তাঁহার বহিরঙ্গা ত্রিগুণময়ী মায়ার মোহে মুগ্ধ হইয়া জীব তাহার নিত্য কৃষ্ণদাস্যময় স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া কৃষ্ণসেবার পরিবর্ত্তে নানা ইতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই মায়া তাহাকে এই সংসারদুঃখসমুদ্রে নিক্ষেপ করতঃ নানাভাবে নিপীড়িত করিয়া থাকেন। মায়ার এই কার্য্যটি পরোক্ষভাবে (indirectly) কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্য হইলেও তিনি কৃষ্ণের অপ্রীতিকর কার্য্য করিতে বাধ্য হন বলিয়া কৃষ্ণের সম্মুখে অবস্থান করিতে পারেন না —

"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥"

—ভাঃ ২।৫।১৩

[অর্থাৎ "কৃষ্ণের দর্শনপথে থাকিতে মায়া বিলজ্জমানা হয়, সেই মায়াকর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ 'আমি' 'আমার' এইরূপ বহুবিধ বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া থাকে।"]

জীব তাহার ভুল বুঝিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে পুনঃ প্রণত হইতে চাহিলেই কৃষ্ণ তাহাকে চিচ্ছক্তির বল দেন, তখন মায়া দুর্ব্বলা হইয়া চিদ্‌বলে বলীয়ান জীবের উপর আর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন না। ভগবৎপ্রপত্তিই মায়ার বিক্রম হইতে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র উপায়। তাই শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

গোয়ালপাড়া-কাশীকোট্টায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা

গত ২২ আষাঢ়, ৭ জুলাই শুক্রবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-তিথিবাসরে আসাম প্রদেশস্থ গোয়ালপাড়া জেলান্তর্গত সমৃদ্ধিশালী কাশীকোট্টা গ্রামে শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের অনুকম্পিত শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য — শ্রীসজ্জন কিঙ্কর দাসাধিকারী, শ্রীবিষ্বক্‌সেন দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দের প্রচেষ্টায় শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির বৈষ্ণবস্মৃতির বিধানানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। গোয়ালপাড়া মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ এবং সরভোগ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা ও হোমাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীবিগ্রহগণের ভোগারাত্রিকান্তে সমবেত সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীবিগ্রহগণের রথযাত্রা সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহ অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচ সহস্রাধিক নরনারী রথাকর্ষণে যোগদান করেন। ৮ জুলাই শনিবার হইতে পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীনমদন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী (বাসুগাঁও) ও শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের

— ভাষণ —

[কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে গত ৩১ শ্রাবণ, ১৭ আগষ্ট বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় প্রদত্ত]

যে, যে জিনিসটা জানে নি, বা দেখেনি বা হাত দিয়ে গ্রহণ করেনি, নাক দিয়ে ঘ্রাণ নেয়নি, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন করেনি—এমন দূরস্থ অজ্ঞাত বস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের কাছে প্রথমে শব্দের সাহায্যে আসে। সেই শব্দ দ্বারা যে জ্ঞান আমরা লাভ করি, সেই জ্ঞান সত্যও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে। এজন্য প্রথমে শব্দের সাহায্যে অজ্ঞাত বস্তুর যে প্রথম জ্ঞান অর্জ্জন করি, তার সত্যত্ব বা মিথ্যাত্ব প্রমাণ করবার জন্য বাকি যে ৪টি ইন্দ্রিয় —চক্ষু, নাসা, জিহ্বা এবং ত্বক, তার দ্বারা শ্রুত বস্তুর সত্তা ঠিক বা অঠিক, তা আমরা বিচার করে বুঝে নিয়ে গ্রহণ বা ত্যাগ করি।

এখন এই যে শব্দের দ্বারা আমরা কোনও বস্তুর বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি, সে শব্দ আমাদের ভ্রম-জ্ঞানও দিতে পারে এবং সত্য-জ্ঞানও দিতে পারে। যেমন উদাহরণ —যারা শিশু বালক আমাদের দেশে, তারা শুনলোযে, আমেরিকার New Yark সহরেতে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম building ১৩৪ তলা World Trade centre বলে একটা বাড়ী আছে। ১৩৪ তলার বাড়ি, কলকাতায় যারা বাস করে, তাদের জ্ঞানের বাইরে। এখানে ২০ তলা, ২৫ তলা পর্য্যন্ত বাড়ি দেখতে পায়। কিন্তু ১৩৪ তলা বাড়ি মেঘের উপরে চলে যায়। বাড়ির উপরের তলায় রোদ থাকে, নিচের তলায় বৃষ্টি হতে থাকে। এই বাড়িটি কি রকম, কেউ এসে বল্‌লে—কে বলছে না, তিনি আমেরিকা থেকে এসে ব'লছেন যে "দেখো, আমেরিকাতে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বাড়ি W. T. C.র ১৩৪টি তলা আছে।" সেই ব্যক্তি আবার বললো,— "New York এমন একটা আজব দেশ, সেখানে একটা ঘোড়া আছে, তার দুটো মাথা।" এখন যে বালক এখানে সে কথা শুনছে, সে ঐ দুটিই দেখেনি। ১৩৪ তলা বাড়িও দেখেনি, দুই মাথাওয়ালা ঘোড়াও দেখেনি। দুটাই শ্রুত কথা—একজন বলছে আর একজন শুনছে। সে ভাবছে —এটা হতেও পারে, নাও হতে পারে। যদি সে প্রথমে অস্বীকার করে, তাহলে সে বস্তু-সত্তা আর জানবে না। যদি সন্দিগ্ধচিত্ত হয়, তাহলে বলবে, আমাকে দেখাতে পারেন? তখন সেই ব্যক্তি বলবে—"হ্যাঁ, দেখাতে পারি তোমাকে। কিন্তু সে দেখবার একটা পন্থা আছে, এখানে বসে হবে না। যে ভূমিকায় তুমি কলকাতা নগরীতে বাস করছো, সেই ভূমিকায় এখানে বসে New York এর ১৩৪ তলার বাড়ি দেখতে পাওয়া যাবে না।" তাহ'লে কি হবে? তখন সে বলবে—'process, পদ্ধতি, পন্থা আছে।' কি পন্থা? —"তুমি প্রথমে Indian PassPort করো, আমেরিকান এম্‌ব্যাসিতে গিয়ে আমরিকার ভিসা নাও। তার পরে টিকিট কেন। Palam Air Port এ যাও। গিয়ে প্লেনে চ'ড়ে বোসো। তারপর ১৯ ঘণ্টা পরে নিউইয়র্কের কেনেডি এয়ার পোর্টে পৌঁছোবে।" "তাহলে আপনি আমাকে নিয়ে চলুন।" 'হ্যাঁ চলো'—যখন নিউ ইয়র্কে নাবলো, তখন দেখছে- ৮০ তলা ৮৫ তলা —সব বাড়ি উঁচু উঁচু। কলকাতার মতো নিচু নিচু বাড়ি, খোলার চালের বাড়ি সেখানে নেই। তখন সে বলবে, "কোন্‌টা ১৩৪ তলা?" "ধৈর্য্য ধরো। সব বাড়িতো ১৩৪ তলা নয়। একটাই মাত্র আছে, চলো।" যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছালো, তখন সেই ব্যক্তি বলছে, "দেখো, আমি বলেছিলাম ১৩৪ তলা বাড়ি আছে। এখন তুমি নিজের চোখে দেখ। কানে শুনেছিলে শব্দের দ্বারা, এখন চোখে দেখ।" সে দেখছে, হ্যাঁ সত্যিই-তো একটা বাড়ি, অত উঁচু একটা বাড়ি উঠেছে? মনে হ'ল যেন স্বপ্ন দেখছে—সে বালক হাত

দিয়ে স্পর্শ করছে—এটা স্বপ্ন না সত্য। কল্পনা নয়, সত্য। এটা কি খাবার জিনিস? জিভ দিয়ে চেখে দেখছে যে, এটা খাবার জিনিস নয়—ইট পাটকেলের বাড়ি। ঘ্রাণ নিয়ে দেখছে যে সত্য। এই ৪টে ইন্দ্রিয় যখন পূর্ণ সন্তুষ্ট হোলো—যে, কানে শুনেছিলাম ১৩৪ তলার বাড়ি আছে, এক, দুই, তিন-চার কোরে কোরে গিয়ে লিফ্‌ট দিয়ে উপরে উঠে গিয়ে বললো যে,—"হ্যাঁ, আপনি যা বলেছিলেন সে কথা সত্য। আর একটা কথা বলেছিলেন—একটা ঘোড়ার দুটো মাথা।" তখন সে ভদ্রলোক চুপ করে থাকছে কিছু বলছে না—বালক ঘুরে ঘুরে বলছে যে, "কৈ দেখতে তো পাচ্ছিনে দুটো মাথা-ওয়ালা ঘোড়া। কোথাও দেখা যাচ্ছে না তো।" প্রথমে শুনেছিল যেমন বাড়ির কথা; তেমনি ঘোড়ার কথা। কিন্তু ঘোড়ার কথাটা মিথ্যা। এর বস্তু-সত্তা নেই। দুটো মাথাওয়ালা কোনও বস্তু সেখানে নেই। মিথ্যা গল্প শব্দের সাহায্যেই অজ্ঞ বালককে বলেছে। যখন ইন্দ্রিয় পরিচালন দ্বারা দেখলো যে, শ্রুত জ্ঞান মিথ্যা, তখন তাকে মিথ্যা বলে পরিত্যাগ করলো।

এই যেমন জগতে আমরা কোনও বস্তুর জ্ঞান প্রথমে শুনে তারপরে তাকে ভালো করে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা পরীক্ষা করে সত্য হোলে তাকে স্বীকার করি আর মিথ্যা হলে তাকে পরিত্যাগ করি; তেমনি আমরা জগতের জীব ভগবান্‌কে কেউ দেখিনি. শোনা কথা, কে বলছেন? শাস্ত্র বলছেন, সাধুগণ বলছেন, গুরু বলছেন যে, ভগবান্‌ আছেন। ভগবানের স্বরূপ বর্ণনা করছেন তাঁরা। ভগবান্‌কে জানা যায়, ভগবান্‌কে চোখের দ্বারা দেখা যায়, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা যায়—যদি তুমি সেই শব্দ অবলম্বন কর। সেই শব্দটি কী? কোন্‌ শব্দের দ্বারা ভগবান্‌কে তাঁর ভূমিকায় জানা যায়? যেমন যে শব্দের দ্বারা কলকাতার জ্ঞান পেয়ে এই কলকাতায় সেই সর্ব্বাপেক্ষা উঁচু তলার বাড়ী পাওয়া যায় না, নিউইয়র্ক পৌঁছে—তাও সকল বাড়ি ১৩৪ তলার নয়, কেবল একটি বাড়ি, সে স্থানে গিয়ে পৌঁছালে—তার যেখানে অস্তিত্ব, সেই ভূমিকাতে পৌঁছে গেলে যেমন তাকে জেনে জ্ঞান পুষ্ট হোলো, তৃপ্তি হোলো—যে, হ্যাঁ সে রকম উঁচু বাড়ীতো আছে, তেমনি আমরা জগতের জীব যে ভূমিকায় বর্ত্তমানে আছি, এই ভূমিকা হচ্ছে কালক্ষোভ্য। এখানে কাল দ্বারা সব সীমাবদ্ধ রয়েছে; অতীতে ছিল, বর্ত্তমানে আছে, ভবিষ্যতে থাকবে—এইরকমই যে কালের জ্ঞান আমাদের, তার যে ভূমিকা, সেটা মেপে নেওয়া যায়—মায়ার জগৎ—মীয়তে অনয়া ইতি মায়া। মায়ার দ্বারা যে জগতের ভূমিকাকে মেপে নেওয়া যায়—এমন একটি মায়িক সীমাবদ্ধ ভূমিকায় আমরা সমস্ত বিশ্ববাসী—জগতের সকল জীব—আমরা, আপনারা, সকলেই সেই মায়িক জগতে স্থিত। এই জগতেই হচ্ছে আমাদের ভূমিকা। সেই ভূমিকায় দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা কিছু দেখি, শুনি বা বলি, আস্বাদন করি, সেই গতিশীল ভূমিকাতেই তাদের অস্তিত্ব এবং সেই গতিশীল ভূমিকাতেই তাদের পরিসমাপ্তি—গচ্ছতি ইতি জগৎ—গম্‌+ক্বিপ। এ-জগতে সার কিছুই নাই, অসার জগৎ, অসার গতিশীল। নিত্য স্থিতিশীল কোনটাই নয়—সবই পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু মায়ার মোহে মুগ্ধ হ'য়ে মানুষ অসত্যকেই সত্য বলে মনে ক'রছে। চঞ্চল জীবনস্রোতঃ প্রবাহিত হ'য়ে কালের সাগরে প্রধাবিত হ'চ্ছে, যে জীবনটা চলে যাচ্ছে, তাকে আর ফিরে পাওয়া যাচ্ছে না। কালের প্রবল প্রবাহে সব স্মৃতি ভেসে চলেছে, কত বর্ত্তমান অতীত হয়ে প'ড়ছে। এই জগতের যাবতীয় পদার্থই নশ্বর—ক্ষণস্থায়ী, এখানকার যাবতীয় বস্তুকেই আমরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ত্বকের দ্বারা (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা) গ্রহণ করি সবই আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার। এ ভূমিকায় কোনও বস্তুই ভগবানেতে নেই — একথা সাধু, শাস্ত্র, গুরু প্রথমেই বলেছেন। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তুই ভগবৎ সত্তায় নেই। তাই পরজগৎ হোলো এই মায়িক জগতের অতীত একটি ভূমিকা, যেখানকার সকল বস্তুই বাস্তববস্তু - যে বস্তু বদলায় না, কালের দ্বারা ক্ষুব্ধ হয় না। যেখানে অতীত ছিল না, ভবিষ্যতেরও সম্ভাবনা নেই, যাহা নিত্যকাল চিরবিদ্যমান। সেই ভূমিকার কথা জানতে হ'লে আমরা এই বর্ত্তমান ভূমিকায় থেকে তা' জানতে পারবো না। তাহলে উপায় কি? একটি উপায় আছে—তা' হলো শব্দ-ব্রহ্ম।

পরজগতে যে ভগবানের সংবাদ শাস্ত্র নিয়ে এসেছেন, যে ভগবানের সংবাদ গুরুদেব নিয়ে এসেছেন, যে ভগবানের সংবাদ সাধুগণ আমাদের দ্বারে উপস্থিত করেছেন—সেই পরজগতের কথা সেখান থেকে এখানে এসেছে ঐ শব্দেরই মাধ্যমে। সেই পরজগতের সত্তা প্রতিবিম্বরূপে এই জগতে আছে। এখানে যা কিছু দেখি সব সত্তার পশ্চাতে রয়েছে ঐ পরমসত্তাময়ী তুরীয় ভূমিকা—বৈকুণ্ঠ ধাম, চিন্ময় ধাম।

এই পর জগৎ সম্বন্ধে দার্শনিকগণ কেউ কেউ বলেছেন —নির্বিশেষ, নিরাকার এবং মিথ্যা। বৈষ্ণব-দর্শন সমস্ত মতবাদ খণ্ডন করে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, জগৎ মিথ্যা নয়, আবার সার্ব্বকালিক সত্যও নয়। এই জগৎ পরিবর্ত্তনশীল—পরজগতের বিকৃত বা প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব (উল্‌টো ছায়া)। উল্‌টো ছায়া হবার দরুন যা কিছু এখানে পাওয়া যায়, সবই পরজগতের উল্‌টোটা হয়ে এখানে এসেছে। এই জগতের ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূতের পঞ্চতন্মাত্রা হচ্ছে রূপ, রস, গন্ধ শব্দ, স্পর্শ—এর মধ্যে শব্দই হচ্ছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম—এই জগতের সত্তা। এই শব্দ আমরা কান দ্বারা শ্রবণ করি, রূপ চোখের দ্বারা দেখি, রস জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন করি, গন্ধ নাসিকার দ্বারা ঘ্রাণ নিই এবং হাত দ্বারা বস্তু-সত্তা স্পর্শ করি। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত—এই জগতে যা কিছু আছে, সমস্তই বৈকুণ্ঠধামের উল্‌টো—প্রতিবিম্ব। তার মানে, এখানে যেটা প্রাকৃত জন্মস্থিতিভঙ্গশীল জড়ীয় দেশকালপাত্র দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অবাস্তব অচিন্ময় অনিত্য হেয় অত্যন্ত স্থূলরূপে, সেটাই পরজগতে আছে নিত্যনব-নবায়মান চিদ্‌বৈচিত্র্যপূর্ণ পরমউপাদেয় বাস্তব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বরূপে। মায়িক ভূতাকাশের গুণ শব্দ ও মায়াতীত পরাকাশের গুণ শব্দব্রহ্ম, আপাত প্রতীতিতে দুইটিই একই ব'লে মনে হ'লেও এক নয়। এজগতের রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ হচ্ছে প্রাকৃত—প্রকৃতিসম্ভূত ব্যাপার, আর পরজগতের রূপাদি অপ্রাকৃত—ত্রিগুণাতীত Extra mundane, ইহজগৎ ও ও পরজগতের মধ্যে একটি বিরাট্ ব্যবধান হ'চ্ছে মায়া, সেই মায়া—ত্রিগুণাত্মিকা। ভৌমজগতের ভূতাকাশের গুণ 'শব্দ', আবার পরজগতের পরাকাশের গুণও 'শব্দ'। বাংলা ইংরাজী সংস্কৃত হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় যত প্রকার শব্দ আছে, তাদের উৎপত্তিস্থল —এই মায়িক সীমাবদ্ধ জগৎ। সীমাবদ্ধ জগতের সকল শব্দই সুতরাং সীমাবদ্ধ এবং তৎসমুদয় হ'তে ইহজগতের সীমাবদ্ধ জ্ঞানই লভ্য হ'য়ে থাকে। তার উপরে আর তাদের গতি নাই। কিন্তু পরব্যোমের যে শব্দ, তাহা সীমাবদ্ধ নয়, সেখানে সীমা নাই, বন্ধন নাই, মায়ার অস্তিত্ব নাই। যাবতীয় চিদ্‌বৈচিত্র্য-পরিপূর্ণ—পূর্ণতমশুদ্ধতা বৈকুণ্ঠ ধামেই আছে। মায়িক জগতের বিচিত্রতা সেই চিজ্জগতেরই বিকৃত ছায়া বা প্রতিবিম্ব মাত্র। এজগতে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত যা কিছু আছে, তার শুদ্ধ সত্তা নবনবরসধামযুক্ত হ'য়ে চিদ্ধামে —বৈকুণ্ঠধামে বা গোলোকবৃন্দাবনে আছে। শুদ্ধস্বরূপে সেখানে, আর বিকৃতরূপে এখানে।

বৈকুণ্ঠ জগৎ থেকে যদি শব্দব্রহ্ম অবতীর্ণ হন, তাঁর অলৌকিকীশক্তি দ্বারা মায়ার দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ ক'রে যদি তিনি প্রণত শিষ্যের কর্ণে আবির্ভূত হন, তবে সেই শব্দব্রহ্মের জ্ঞান দ্বারাই শব্দী যে কৃষ্ণ, তাঁর সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারী লীলাবৈদগ্ধী-মাধুর্য্য, অতুল্য মধুর প্রেমমণ্ডিত প্রিয়মণ্ডলীর অপূর্ব্ব প্রেমমাধুর্য্য, চরাচরের বিস্ময় উৎপাদনকারী অসমোর্দ্ধ রূপমাধুর্য্য এবং ত্রিজগন্মানসাকর্ষী বেণুমাধুর্য্য — অনন্তগুণগণ-মাধুর্য্য সেই শব্দব্রহ্ম বা নামব্রহ্মে পরিপূর্ণভাবে অনুস্যূত আছে। ক্রমবর্দ্ধমান হয়ে সেই নাম ও নামী রূপ, গুণ, পরিকর মাধ্যমে এবং লীলারূপেতে নিজকে অভিব্যক্ত করে দেন। সুতরাং সেই পরজগতে গতি হতে হলে একমাত্র শব্দব্রহ্মই আমাকে সেই জগতে নিয়ে যাবেন। এই জগতের এমন কোনও সত্তা নেই, যাকে অবলম্বন করে সেই পরজগতে যাওয়া যায়। সেই জগৎ হ'তে অবতীর্ণ একমাত্র শব্দব্রহ্ম হ'তেই আমরা সেই জগতের জ্ঞান লাভ ক'রতে পারি। এই শব্দ-ব্রহ্মের কথাই শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে কলেদোষনিধেঃ, কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা, যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি

সুমেধসঃ, কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ইত্যাদি শ্লোকের মাধ্যমে ব্যক্ত ক'রেছেন।

কলিকালে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে একমাত্র হরিকীর্ত্তনের দ্বারাই এই শ্রীহরিকে শ্রীবৈকুণ্ঠ বা শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনপতিকে লাভ করা যাবে। গোলোকবিহারী-নন্দদুলাল, নন্দনন্দনের নিত্যসেবা—প্রেমময়ী শ্রীশ্রীবৃষভানুরাজনন্দিনীর প্রেম-সেবা লাভ হবে এই শব্দব্রহ্ম দ্বারাই। এই শব্দব্রহ্মই শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রাদি লীলারসমাধুর্য্য আস্বাদনের সৌভাগ্য প্রদান ক'রবেন। (ক্রমশঃ)

ভক্তপ্রবর কুরেশের অপূর্ব্ব গুরুসেবাদর্শ

শ্রীবিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বামীর শিষ্য ভক্তপ্রবর শ্রীকুরেশের গুরুসেবাদর্শ অতীব মহান্। কাঞ্চীপুরের প্রায় একক্রোশ পশ্চিমে 'কুর-অগ্রহার' নামক স্থানের ভূস্বামী ছিলেন ভক্তপ্রবর কুরেশ। বাৎস্যগোত্রীয় ধনাঢ্য ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার আবির্ভাব। তিনি গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহার পরম সুশীলা পতিপ্রাণা ভক্তিমতী সাধ্বী পত্নীর নাম অণ্ডাল। ভক্তরাজ কুরেশের বিপুল ঐশ্বর্য্য অতিথি সৎকারাদি নানা সৎকার্য্যে ব্যবহৃত হইত। বাল্যকালেই কুরেশ শ্রীরামানুজাচার্য্যের দর্শন লাভ করতঃ আকৃষ্ট চিত্ত হইয়া সস্ত্রীক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণের সৌভাগ্য বরণ করেন এবং প্রায় সর্ব্বক্ষণই আচার্য্যের শ্রীপাদপদ্মে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার শ্রীমুখে ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ ও তাঁহার সেবা-পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ করিতেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে কুরেশের প্রগাঢ় অনুরাগ লক্ষিত হইত। তাঁহার অত্যদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ও পাণ্ডিত্য-প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তাঁহার তজ্জন্য বিন্দুমাত্র অভিমান ছিল না। এজন্য শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও রূপ—এই চারিটি বস্তু তাঁহাতে একাধারে বিদ্যমান থাকিলেও তাহা তাঁহার ভগবৎসেবায় অনুকূলই হইয়াছে। মানুষ প্রায়শঃই এই চারিটি অভিমানে মত্ত হইয়া ভগবৎসেবা বঞ্চিত হইয়া পড়ে। কুরেশ তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যকে কেবল অতিথিসেবা, দরিদ্র-সেবাদিতে নিযুক্ত করাকেই অর্থের চরম সদ্‌ব্যবহার বিচার করিলেন না, পরন্তু উহাকে শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবার্থে নিয়োগকেই অর্থের প্রকৃত পারমার্থিক সদ্‌ব্যবহার, ইহা বিচার করিয়া কুরেশ শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণোদ্দেশে শ্রীরঙ্গম যাত্রা করিলেন। বস্তুতঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মে লব্ধদীক্ষ সমর্পিতাত্মা গুরুদেবতাত্মা শিষ্যের ইহাই প্রকৃত গুরুপাদাশ্রয়ের আদর্শ। "দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেই কালে কৃষ্ণ তা'রে করে আত্মসম॥ সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণচরণ সেবয়॥" 'কিছু দিব', কিছু আমার ভোগের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়া দিব, ইহার নাম প্রকৃত আত্মসমর্পণাত্মিকা দীক্ষা নহে।

শ্রীলক্ষ্মণদেশিক — শ্রীরামানুজাচার্য্য বোধায়ন-বৃত্তি অনুসারে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীভাষ্য রচনা করেন। শ্রীভাষ্য রচনারম্ভের পূর্ব্বে—আচার্য্য শ্রীরামানুজ কোন প্রকারে জানিতে পারিলেন যে, কাশ্মীরদেশে সারদা পীঠে এই বৃত্তিটি খুব গুপ্তভাবে সংরক্ষিত আছে। সেই বোধায়ন-বৃত্তি সংগৃহীত না হইলে আচার্য্যের শ্রীভাষ্য-রচনা কোন মতেই সম্ভব হইবে না, শ্রীল যামুনাচার্য্যের আদেশ ও মনোঽভীষ্টও পালন করা হইবে না, ইহা বিচার করিয়া শ্রীরামানুজ প্রিয় শিষ্য কুরেশকে সঙ্গে লইয়া কাশ্মীর সারদা-পীঠে (বর্ত্তমান ত্রিঙ্গবরো) যাত্রা করিলেন। তিনমাস অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আচার্য্য সারদা-পীঠে উপনীত হইলেন। কিন্তু সারদা-পীঠের কেবলাদ্বৈতবাদিগণ মহর্ষি বোধায়ন-রচিত বৃত্তি বা তদনুযায়ী ব্যাখ্যা প্রচারিত হইলে তাঁহাদের কেবলাদ্বৈতবাদের প্রচার

বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ হইবে, বিচার করতঃ ঐ পুঁথিটি কীটদষ্ট বা বিনষ্ট হইয়াছে ইত্যাদি অলীকবাক্য দ্বারা সত্য সঙ্গোপন করিলেন। এদিকে আচার্য্য খুবই মনঃকষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন। দিবারাত্র কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভগবৎপাদপদ্মে আর্ত্তি জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। একদিন এক অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হইল। শ্রীআচার্য্য সারদা-পীঠে শয়ন করিয়া আছেন, এই সময়ে স্বয়ং সারদা অর্থাৎ শ্রীসরস্বতী দেবী বোধায়ন-বৃত্তি-হস্তে আচার্য্য-সমীপে আগমন পূর্ব্বক সেই পুঁথিটি তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করিলেন এবং ক্ষণকালও বিলম্ব না করিয়া ঐ পুঁথিসহ কুরেশকে লইয়া আচার্য্যকে স্থান পরিত্যাগের আদেশ জানাইলেন। দেবীর বাক্যানুসারে সশিষ্য আচার্য্য সারদা-পীঠের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক খুব সাবধানে পুঁথি-সহ সারদাপীঠ পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। এদিকে কেবলাদ্বৈতবাদিগণ গ্রন্থাগারে বোধায়ন-বৃত্তি পুঁথিখানি না পাইয়া তখনই কএকজন বলশালী লোককে পুঁথির সন্ধানার্থ পাঠাইলেন। তাঁহারা একমাস দিবারাত্র দ্রুতবেগে চলিয়া আচার্য্য শ্রীরামানুজকে ধরিয়া ফেলিলেন ও তাঁহাদের নিকট হইতে পুঁথিখানি কাড়িয়া লইয়া সারদা-পীঠে ফিরিয়া গেলেন। রামানুজের দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। শ্রীযামুনাচার্য্যের মনোঽভীষ্ট পালন করা আর সম্ভব হইল না ভাবিয়া অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। তখন অত্যদ্ভুত স্মৃতিধর প্রিয়-শিষ্য কুরেশ গুরুদেবকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, "গুরুদেব! আপনি চিন্তা করিবেন না, আমি একমাস কাল প্রতিরাত্রে আপনার বিশ্রামের পর ঐ বৃত্তিটি পাঠ করিয়াছি, আপনার অহৈতুকী কৃপায় উহা আমার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে, আমি কএকদিনের মধ্যেই উহা যথাযথ রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া দিব।" শ্রীরামানুজ খুবই আশ্বস্ত হইলেন। কুরেশের লেখা শেষ হইলে তৎসহ শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আচার্য্য কুরেশকে লেখক করিয়া শ্রীভাষ্য রচনা আরম্ভ করিলেন। গুরুদেবতাত্মা কুরেশের অপূর্ব্ব গুরুসেবার কথা শ্রবণ করিয়া কুরেশের সতীর্থ সকলেই পরম বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন।

বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তৎকালে চোলরাজ্যের অধিপতি কৃমিকণ্ঠ শৈবমতাবলম্বী। তাঁহার রাজধানী ছিল কাঞ্চিপুর। এই কাঞ্চিপুরে অবস্থান পূর্ব্বক সে সমগ্র চোলরাজ্যকে নিজমতে আনয়নের চেষ্টা করিতেছিল। ইহারা শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বিচারে সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থী পাষণ্ড-মতাবলম্বী। শ্রীভাগবত বলিয়াছেন—

"ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ।
পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ॥" (ভাঃ ৪।২।২৮)

কৃমিকণ্ঠের ধারণা, যদি সে মহাপ্রতিভাশালী বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজকে কোনরূপ তাহাদের মতে আনয়ন করিতে পারে, তাহা হইলেই সমগ্র চোলরাজ্যে শৈবমতের প্রাধান্য স্থাপিত হইতে পারে। ইহা মনে করিয়া কৃমিকণ্ঠ কএকজন ক্রুরপ্রকৃতি বলিষ্ঠ রাজপুরুষকে শ্রীরামানুজাচার্য্যকে শ্রীরঙ্গম হইতে কাঞ্চীপুরে লইয়া আসিবার জন্য পাঠাইল। উহারা শ্রীরঙ্গমে গিয়া রাজাদেশ জানাইল। তখন গুরুগতপ্রাণ কুরেশ গুরুদেবকে গোপনে উহাদের দুরভিসন্ধি জানাইয়া বলিলেন—"প্রভো, আমি শুনিয়াছি, কৃমিকণ্ঠ আপনাকে কাঞ্চিপুরে আনাইয়া আপনার প্রাণসংহার পূর্ব্বক তাহার রাজ্যে পাষণ্ডমত প্রতিষ্ঠা করিবে। আপনার দ্বারা শ্রীভগবান্ অনেক জগন্মঙ্গলকর মহৎকার্য্য সম্পাদন করাইবেন, আপনাকে শ্রীযামুনার্য্যের মনোঽভীষ্ট প্রচার করিতে হইবে, আপনি কাল মাত্র বিলম্ব না করিয়া আমার শুভ্র বসন পরিধান পূর্ব্বক কএকজন শিষ্য সহ অন্য দ্বার দিয়া শ্রীরঙ্গম-মঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন দূর বনাঞ্চলে চলিয়া যান। আমি কাষায়বস্ত্র পরিধান ও ত্রিদণ্ড ধারণ পূর্ব্বক আপনার নাম পরিচয়ে কাঞ্চিপুর গমন করি।" রামানুজ বিশেষ চিন্তা-সহকারে কুরেশের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কুরেশ শ্রীরামানুজের ছদ্মবেশে কাঞ্চিপুরে চোলরাজ্যের দরবারে উপস্থিত হইলেন। কৃমিকণ্ঠ তাঁহাকে রামানুজ বিচারে জিজ্ঞাসা করিল—মানুষের কর্ত্তব্য কি? রামানুজবেশী কুরেশ নির্ভীককণ্ঠে উত্তর দিলেন—সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণু ও তাঁহার ভক্ত বৈষ্ণবের সেবাই একমাত্র কৃত্য। কৃমিকণ্ঠ ক্রোধে অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, "মহাকাল রুদ্রের হস্তে কালক্রমে যে বিষ্ণুও বিনষ্ট হয়, সেই দুর্ব্বল বিষ্ণুকে ও

তাহার ভণ্ড ভক্তনামধারিগণকে যাহারা উপাসনা করে' তাহারা মহামূর্খ! আপনি এখনই শৈবমতে দীক্ষিত হউন, নচেৎ নিস্তার নাই।" আরও অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল। কুরেশ নির্ভয়ে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত দ্বারা তাহাদের অসম্মত খণ্ডন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ক্রমিকণ্ঠ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া ছদ্মবেষী রামানুজবেষধারী কুরেশের চক্ষু দুইটি উৎপাটন করিয়া লইবার জন্য আদেশ দিল। পূর্ব্বে রামানুজ তাহার পিশাচগ্রস্তা ভগ্নীর আরোগ্য বিধান করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাকে প্রাণে না মারিয়া চক্ষু তুলিয়া লইয়া ছাড়িয়া দিল। রাজপুরুষগণ কুরেশের অত্যদ্ভুত সহিষ্ণুতা ও অদোষদর্শিতাদি-বৈষ্ণবোচিত-সদ্‌গুণদর্শনে বিস্মিত হইল। তাহারা একটি ভিক্ষুককে কিছু অর্থ দিয়া তাঁহাকে শ্রীরঙ্গমে পৌছাইয়া দিতে বলিল। শ্রীরামানুজ প্রথমে কিছুদিন কৃষ্ণাচলে থাকিয়া তথা হইতে যাদবাদ্রি গমন করেন। কুরেশ যাদবাদ্রিতে গিয়া শ্রীরামানুজের চরণে পতিত হন। রামানুজ তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক শিষ্যবাৎসল্যে বিহ্বল হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রাণ ভরিয়া অনেক আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং শীঘ্র কাঞ্চিপুরে গিয়া শ্রীবরদরাজের নিকট চক্ষু ভিক্ষা করিতে বলিলেন। ভক্তপ্রবর কুরেশ গুর্ব্বাজ্ঞা শিরে ধারণ পূর্ব্বক শ্রীবরদরাজ সমীপে গিয়া দিব্যজ্ঞান চক্ষু এবং তাঁহার শত্রুর মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন। যাদবাদ্রিস্থ আচার্য্য লোকমুখে কুরেশের এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণে জনৈক শিষ্য দ্বারা কুরেশের চক্ষুতে তাঁহার নিজ প্রয়োজন আছে জানাইয়া—পুনরায় শ্রীবরদরাজের নিকট চক্ষুর প্রার্থনা জ্ঞাপনের কথা জানাইলেন। কুরেশ শ্রীবরদরাজের নিকট নয়ন ভিক্ষা করিতে তৎকৃপায় পূর্ব্ববৎ চক্ষুর্দ্বয় লাভ করিয়া গুরুপাদপদ্মে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। গুরুদেবের আর আনন্দের সীমা নাই। তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। আর শিষ্যগৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"আমার শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ-শ্রীচরণ-কৃপা-প্রাপ্তি বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না, কারণ কুরেশ যখন শত্রুগণকেও শ্রীবরদরাজের কৃপাভাজন করিয়াছেন, তখন তাঁহার ন্যায় শিষ্যসঙ্গ পাইয়া আমিও হরিভজনে কৃতার্থ হইব।"

ভক্তপ্রবর কুরেশের এই অপূর্ব্ব গুরুসেবানিষ্ঠার কথা অবিলম্বে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। দাক্ষিণাত্যবাসী শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণে অধিকতরভাবে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবচরণে মহা অপরাধী ক্রমিকণ্ঠ অবিলম্বে এক ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অতিকষ্টে প্রাণত্যাগ করিল।

স্বধামে শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাসাধিকারী

পরম পূজনীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত মন্ত্রদীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্য শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাসাধিকারী মহোদয় বিগত ১৪ ত্রিবিক্রম (৪৯২ গৌরাঙ্গ) বাং ২১ জ্যৈষ্ঠ (১৩৮৫), ইং ৫ জুন (১৯৭৮) সোমবার অমাবস্যা তিথিতে তাঁহার হাওড়া সাঁতরাগাছি ধর্ম্মতলাস্থ (রামরাঙ্গাতলার সন্নিকটস্থ) বাসভবনে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে সজ্ঞানে নিজ সাধনোচিত ধাম প্রাপ্ত হন। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ সরলচিত্ত ও বৈষ্ণবোচিত নানা সদ্‌গুণ মণ্ডিত সদাশয় সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। পূর্ব্বে শ্রীকমল কৃষ্ণ কুণ্ডু নামে তাঁহার পরিচয় ছিল। পরে সস্ত্রীক শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাসাধিকারী নাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার পিতৃভক্ত জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ বিগত ২৪ ত্রিবিক্রম, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৫ জুন বৃহস্পতিবার তাঁহাদের উক্তবাসভবনে স্বধামগত পিতৃদেবের প্রকটকালীয় শুভেচ্ছা ও তদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল আচার্যদেবের অনুমত্যনুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীমদ্ জগদীশচন্দ্র পাণ্ডা কাব্যপুরাণতীর্থ মহোদয়ের পৌরোহিত্যে শ্রীভগবৎ পূজা, মহাপ্রসাদ পিণ্ডদান, বৈষ্ণব হোম, প্রস্থানত্রয় পারায়ণ ও বৈষ্ণবভোজনাদি সাত্বত স্মৃতিশাস্ত্র বিধান অনুসারে পিতৃদেবের পারলৌকিক কৃত্য মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন ৪৬ ৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস তালিকা-সমন্বিত এই ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী গণিত হইয়া শ্রীগৌর আবির্ভাব তিথি—১০ চৈত্র (১৩৮৪), ২৪ মার্চ্চ (১৯৭৮) তারিখে প্রকাশিত হইয়াছেন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। ভিক্ষা—'৮০ পয়সা। ডাকমাশুল অতিরিক্ত '২৫ পয়সা।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ·৭০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, ·৭০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ·৮০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ·৭০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ·৮০
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,, ,, ১২·৫০
(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ১·৫০
(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১·০০
(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত — ,, ৮০
(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ·৬২
(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১·২৫
(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Rs. 1.00
(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৭·০০
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — ,, ১·৫০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১·৫০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১০·০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, ·২৫
(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২·০০
অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ২·৫০
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২·০০

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।
প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় ঃ—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১৮শ বর্ষ * কার্ত্তিক — ১৩৮৫ * ৯ম সংখ্যা

শ্রীধাম শ্রীচৈতন্য মঠের মায়াপুরস্থ গৌড়ীয় শ্রীমন্দির

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৮শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক, ১৩৮৫
১৭ দামোদর, ৪৯২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার ; ২ নভেম্বর, ১৯৭৮ { ৯ম সংখ্যা

—সংস্কার সন্দর্ভ—

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

প্রঃ—পিতা, আচার্য্য ও গুরু শব্দে আমরা কি বুঝিব ?

উঃ—যাঁহা হইতে পাঞ্চভৌতিক শরীর লাভ করা যায়, যিনি পাঞ্চভৌতিক শরীর পালন করেন, রক্ষা করেন ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি পিতা। নীতিশাস্ত্রবিৎ চাণক্য বলেন, "অন্নদাতা ভয়ত্রাতা যস্য কন্যা বিবাহিতা। জনয়িতা চোপনেতা পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ।" অর্থাৎ আহার দাতা, অভয় প্রদাতা, শ্বশুর-মহাশয়, জনক এবং সাবিত্র্য সংস্কর্ত্তা, এই পঞ্চ জনকে পিতৃসংজ্ঞা দেওয়া হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে সাতপ্রকার পিতার উল্লেখ আছে—"কন্যাদাতান্নদাতা জ্ঞানদাতা-ঽভয়প্রদঃ। জন্মদো মন্ত্রদো জ্যেষ্ঠভ্রাতা চ পিতরাঃ স্মৃতাঃ।" অর্থাৎ শ্বশুর, ভোজনদাতা, শিক্ষক, অভয়-প্রদাতা, জন্মদাতা, মন্ত্রদাতা এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা, বস্তুতঃ যাঁহারা পালন করেন এবং যাঁহাদের পাল্য বুদ্ধিতে আমরা বাস করি, তাঁহারাই পিতা। গরুড় পুরাণে পিতৃ স্তোত্রে পিতৃগণ-বিচারে দেখিতে পাওয়া যায়, পিতৃগণ একত্রিংশৎ প্রকারে সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন।

যিনি ব্যাহৃতির উপদেশ করেন ও মৌঞ্জী বন্ধন সংস্কারের কর্ত্তা এবং বেদ অধ্যয়ন করান, তিনি আচার্য্য। ভার্গবীয় মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে চত্বারিংশৎসংখ্যক শ্লোকে "উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ। সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে।" অর্থাৎ শিষ্যকে যিনি বেদমাতা গায়ত্রীর উপদেশ করিয়া কল্প ও নিগূঢ়তত্ত্বের সহিত বেদ অধ্যয়ন করান ; তিনিই আচার্য্য। শিক্ষার অভাবে চিজ্জাতীয় জীব কেবল স্থূল বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া চেতনের সুষ্ঠুব্যবহার না করিতে পারিয়া শোকে অভিভূত হইবে, তাহা হইতে উদ্ধারের জন্য বেদের পঠন পাঠন। মানবের সহিত মনুষ্যেতর জীবের পার্থক্য এই যে, মানব পরলোকের বিষয় অনুশীলন করিতে পারে, মানবেতর প্রাণী চেতনের সেরূপ ব্যবহার করিতে পারে না। কার্য্য সৌকার্য্যার্থে যে টুকু চিদাভাসের পরিচালনা করে, তাহা প্রত্যক্ষ অনুভূতি-প্রসূত মানবেতর প্রাণিগণের চেষ্টা। আচার্য্যের নিকট যে কাল পর্য্যন্ত মানবক গমন করেন না, তদবধি তাঁহার জ্ঞানের সহিত পাশব জ্ঞানের অনেকটা সৌসাদৃশ্য থাকে। শোকামর্ষ প্রভৃতি ভাবের অধীন হইয়া মানব পাশব স্তরে অবস্থিত। তাহা অতিক্রম করিতে একমাত্র আচার্য্যের নিকট গমনই প্রয়োজনীয়। যাঁহারা আচার্য্যের নিকট যাইবাররুচি

লাভ করেন না, অথবা পুরুষ-পরম্পরায় শূদ্রাভিমানে বেদাধ্যয়নে অযোগ্য, তাঁহারা চিরদিনই অশিক্ষিত শূদ্র-শব্দবাচ্য। শোকই তাঁহাদের প্রধান বৃত্তি। অনেক সময়ে পিতা আচার্য্যের কার্য্য করিয়া থাকেন। পিতা অসমর্থ হইলে পৃথক্ আচার্য্যের নিকট বেদের বিভিন্ন শাখা সমূহে অধিকার লাভ করিতে হয়। পিতা অথবা আচার্য্যই উপনয়নের পূর্ব্বে সংস্কারসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া প্রাপঞ্চিক দেহধারী জীবকে পাপ হইতে উন্মুক্ত করেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"এবমেনঃ শমং যাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবম্" অর্থাৎ এই দশপ্রকার সংস্কার দ্বারা শুক্রশোণিতজাত দেহের পাপরূপ মল উপনাম প্রাপ্ত হয়। জীবাত্মার বদ্ধদশায় দুইটি উপাধি। ঐ উপাধিদ্বয় আত্মবস্তু না হইলেও আত্মবৃত্তিতে ন্যূনাধিক সংশ্লিষ্ট হইবার যোগ্য। স্থূল উপাধিটীর নাম বাহ্য শরীর, সূক্ষ্ম উপাধিটীর নাম মানস বা লিঙ্গশরীর। অচিজ্জগতের সহিত সম্বন্ধ করিয়া জীবাত্মা তদন্তর্গত পরিচয়ে জড়বিষয়ের ভোক্তা হ'ন। আবার অচিদনুভূতিমুক্ত জীবাত্মা হরিসেবা করিয়া ভগবানের ভোগ্য। শুদ্ধ জীবাত্মপ্রতীতিতে যখন অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ ভোক্তা এবং শুদ্ধজীব ভোগ্য হন, তখন অণুচিৎ জীবাত্মা অভিজ্ঞ, সুতরাং সেকালে নিজকে ভোগ্য দর্শন করেন ও তাঁহার অনভিজ্ঞতা থাকে না। কেবল পাঞ্চভৌতিক জড়পিণ্ড-প্রতীতি প্রবল থাকায় বদ্ধজীব পশুতুল্য ও শোকগ্রস্ত শূদ্র অভিমান করেন। তাহাতেই তিনি নানাপ্রকার পাপে মতি-বিশিষ্ট হ'ন। পাপ বর্জ্জন করিতে হইলে তাঁহার বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হয়। কষ্ট পাইতে পাইতে তিনি উত্তরোত্তর অধিকতর ক্লেশে পতিত হ'ন। পিতা বেদজ্ঞ আচার্য্য হইলে পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে দশসংস্কার দ্বারা পাঞ্চভৌতিক দেহের অসুবিধা-রূপ পাপ হইতে উন্মোচন করিবার অভিপ্রায়ে সংস্কার বিধান করেন। আচার্য্যের অনুকম্পায় বদ্ধজীব বাহ্য জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ পরোক্ষজ্ঞান লাভ করেন। বদ্ধ-জীবের স্থূলোপাধির জনক ও রক্ষকরূপে মাতাপিতা এবং সূক্ষ্মদেহের পালক পালিকারূপে আচার্য্য ও বেদমাতা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষজ্ঞানে সন্তানকে সম্বর্দ্ধিত হইতে দেখেন। আচার্য্যের উপদেশ লাভ করিয়া বেদশাস্ত্রে পারদর্শিতাক্রমে জীব নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-রত হন অথবা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মায়াবাদের অকর্ম্মণ্যতা আত্ম-বিচারে উপলব্ধি করেন। ইহাই জীবাত্মার অপরোক্ষানুভূতি।

পূর্ব্বোক্ত উপাধিদ্বয় ব্যতীত স্বরূপভূত বস্তু জীবাত্মা উপাধিসম্পত্তিদ্বয়ের হস্ত হইতে সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন হইলে অবিমিশ্র জীবাত্মা ঐ সম্পত্তিদ্বয়ের অধিকারী বলিয়া আপনাকে অভিমানন করেন। যখন উপাধিমুক্ত আত্মা পূর্ণ চিদ্বিলাসময় ভগবানের সেবনকেই জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি জানেন, তখনই তিনি যে অভিজ্ঞ আচার্য্যের নিকট প্রকৃতির অতীত জ্ঞানলাভ করেন, সেই ভগবৎপর বস্তুই শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব নিত্যবস্তু। তাঁহার সেবক জীবাত্মা নিত্যবস্তু। গুরুদেবের উপাস্য বস্তু সচ্চিদানন্দ ভগবান্। সেবকের নিত্য উপাস্য ভগবান্ ও শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব উপাস্য বস্তু হইলেও তাঁহার লীলাবিচিত্রতায় সেবক-সাম্য আছে। অপ্রাকৃত আলঙ্কারিকগণ বলেন, বিষয়জাতীয় সেব্যবস্তুই ভগবান্ চিচ্ছক্তিমান্, এবং আশ্রয়-জাতীয় শক্তিবর্গই বিভিন্ন রসে বিচিত্রবিগ্রহবিশিষ্ট সেবক-ভগবান্। জীবাত্মার শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ অনুভূতিতে শ্রীগুরুতত্ত্ব আশ্রয়জাতীয় ভগবত্তত্ত্ব হইতে অভিন্ন তত্ত্ব।

বদ্ধজীবের স্থূল দেহের জনক, রক্ষক ও শুভ-চিন্তক পিতা। সূক্ষ্ম শরীরের জনক, পালক ও শুভানুধ্যায়ী আচার্য্য। এবং অবিমিশ্র নিত্য জীবাত্মার উদ্দীপক ভগবদভিন্ন আশ্রয় ও নিত্যবৃত্তির নিত্য সহায় শ্রীগুরু। স্থূল শরীরের জন্ম, সূক্ষ্ম শরীরের জন্ম ও অবিমিশ্র আত্মার প্রকাশ—এই ত্রিবিধ জন্মে বদ্ধজীবের যোগ্যতা আছে। জনক-সূত্রে আমরা পিতা, আচার্য্য ও শ্রীগুরুদেবকে দেখিতে পাই। পিতৃত্বে কর্ম্মকাণ্ড, আচার্য্যত্বে জ্ঞানকাণ্ড ও গুরুত্বে ভক্তিকাণ্ডের অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়। মনু বলিয়াছেন,—

"মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥"

সং তোঃ ২৩ খণ্ড ১০৩ পৃঃ

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(রাজনীতি)

প্রঃ—বর্ত্তমান রাজশাসন হরিভজনের অনুকূল নয় কি?

উঃ "আমাদের বর্ত্তমান অধীশ্বরী শ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বচ্ছন্দ শরীরে ও নিরুদ্বিগ্ন অন্তঃকরণে এই ভারতে রাজ্য করিতে থাকুন। তাঁহার শাসনবলে আমরা যেন নিরুদ্বেগে পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের আস্বাদন ও প্রচার করিতে থাকি।"

—'মঙ্গলাচরণ,' সঃ তোঃ ৪।১

প্রঃ—ইংরাজ ও এতদ্দেশীয়গণের মধ্যে সৌহার্দ্দ কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে?

উঃ—"ইংরাজ বাঙ্গালীর পরস্পর সৌহার্দ্দই স্বাভাবিক। ইংরাজ মহাশয়গণ আর্যসন্তান এবং ভারতবাসিগণও আর্য্যসন্তান, অতএব ইংরাজ মহাশয়েরা এবং ভারতবাসিগণ সম্পর্কে পরস্পরের ভ্রাতা। স্বাভাবিক ভ্রাতৃস্নেহ কোথায় গেল? ইংরাজেরা আমাদের শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন বলিয়া স্বাভাবিক বৃত্তি কিজন্য লুপ্ত হইবে? ভারতবাসিগণ সম্পর্কে—জ্যেষ্ঠ, ইংরাজরা—কনিষ্ঠ। কনিষ্ঠ ভ্রাতা যখন কর্ম্মক্ষম হইয়া সংসারের ভার গ্রহণ করেন, তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বয়সে বৃদ্ধ, সুতরাং বলহীন হইয়া বিশেষ প্রীতিসহকারে কনিষ্ঠের অধীনতা স্বীকার করেন। ইহাতে দোষ কি? আমরাও যখন যৌবনাবস্থায় ছিলাম, তখন আমরা অন্যান্য জাতিসকলের উপর প্রভুতা করিয়াছি। এখন বার্দ্ধক্য-বশতঃ অক্ষম, অতএব কনিষ্ঠ ভ্রাতার অধীনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব—ইহা অপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি আছে? কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সর্ব্বক্ষণ সেই পরমানন্দময় হরিচরণ-সুধা সেবন করিব,—ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্য কি আছে? সর্ব্বপ্রকার উৎপাত হইতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। আমাদের আর যুদ্ধক্ষেত্রের নিরর্থক ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না; আমরা গৃহে বসিয়া হরিনাম করিব। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সাংসারিক দুরূহ কার্য্য করিতে করিতে যদিও কোন সময়ে বিরক্ত হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করেন, আমরা জ্যেষ্ঠের ধর্ম্মানুসারে তাহা সহ্য করত কনিষ্ঠের প্রতি মিষ্ট বাক্য ও শিষ্টাচরণের দ্বারা তাহার আনন্দ বিধান করত ভক্তি-ভাজন হইব। কনিষ্ঠ ভ্রাতার ঐ সকল দুরূহ কার্য্য সম্বন্ধে অর্থাভাব হইলে সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করিতে ক্রটি করিব না। একান্নবর্ত্তী শিষ্ট গৃহস্থদিগের মধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার যেরূপ স্নেহকার্য্য, তাহাই আমরা আচরণ করিব; কোন প্রকারেই বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করিব না। হে স্বদেশবাসি ভ্রাতৃগণ! আমি উপদেশ করিতেছি—তোমরা এইরূপ আচরণ কর।"

—'আশীর্ব্বচন,' সঃ তোঃ ২।৫

প্রঃ—দেশীয় ও বিদেশীয়গণের মধ্যে বিরোধ থাকিলে মনুষ্যজীবনে সুখশান্তির সম্ভাবনা আছে কি?

উঃ—"বহুগুণভূষিত বলবীর্য্যশালী ইংরাজ মহাশয়-দিগকে ও অস্মদ্দেশজাত ভ্রাতৃবর্গকে আমি বলিতেছি,—"ভাইসকল! বিরোধ পরিত্যাগ কর; বিরোধে কিছু-মাত্র সুখ নাই। বিরোধ ত্যাগ করিলে আমার চিরপরিচিতা শান্তিদেবী তোমাদিগকে সুখ প্রদান করিবেন। সুখই সকলের অন্বেষণীয়; শান্তিদেবীর আশ্রয়ে সুখ লাভ কর। আদৌ মানববৃন্দ সকলেই সকলের ভ্রাতা। পরমপিতা পরমেশ্বর তোমাদের পরস্পর-বিরোধে সন্তুষ্ট হন না। তোমরা সকলেই শরীরী। শরীর-সম্বন্ধী নানাবিধ অভাব, পীড়া ও দুর্ঘটনার দ্বারা আমরা সর্ব্বদাই জর্জ্জরিত। পরস্পর ভ্রাতৃভাবে থাকিলে কথঞ্চিৎ দুঃখ নাশ হইতে পারে। পরস্পরের সাহায্যে অভাবনিবৃত্তি ও একত্র পরিশ্রমে দৈব উৎপাত-সকলের অনেকটা প্রতিবিধান হয়। এমত অবস্থায় যদি পরস্পর বিরোধ করা যায়, তবে দুঃখনিবৃত্তির কিছুমাত্র আশা আর থাকে না; সুখ এই নশ্বর জগৎকে একেবারে পরিত্যাগ করে।

অতএব হে ভ্রাতৃবর্গ! তোমরা হিংসা, দ্বেষ ও মিথ্যা অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর প্রীতি কর।"

—'আশীর্ব্বচন', সঃ তোঃ ২।৫

প্রঃ—যুদ্ধাদি-বিরত হইয়াও ভারতবাসিগণের পূর্ব্বগৌরব রক্ষিত হইতে পারে কি?

উঃ—"বার্দ্ধক্যক্রমে ভারতবাসিগণ যুদ্ধাদি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় অন্যান্য জাতির উপদেষ্টৃস্বরূপে সুখে অবস্থিতি করিতেন।"

—চৈঃ শিঃ ২।৩

প্রঃ—ধর্ম্মশাস্ত্রে কিরূপ যুদ্ধ বিহিত হইয়াছে?

উঃ—"রাজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যৎপ্রকার অন্যায় যুদ্ধ হয় সেই সমুদায়—অধর্ম্ম ও জগন্নাশ-জনক কার্য্যবিশেষ। নিতান্ত ন্যায়যুদ্ধ ব্যতীত ধর্ম্মশাস্ত্রে অন্য যুদ্ধ বিহিত হয় নাই।"

— চৈঃ শিঃ ২।৫

---প্রেমধন---

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীগৌরপ্রিয়তম শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রণাম করিতেছেন—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

[অর্থাৎ "মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেমদাতা, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণচৈতন্যনামা, গৌরাঙ্গরূপধারী প্রভু তোমাকে নমস্কার।"]

এই শ্লোকটীতে শ্রীল রূপপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ, নাম, রূপ, গুণ ও লীলা বর্ণনমুখে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বাধিদেবতা শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরকে প্রণাম জানাইতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরূপতঃ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ, জীবকে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক চৈতন্যদানের নিমিত্ত তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধারী, শ্রীরাধার ভাব-কান্তি সুবলিত হইয়া তিনি গৌররূপধৃক্, গুণে তিনি মহাবদান্য—অনর্পিতচর উন্নত উজ্জ্বল স্বভক্তিসম্পদ্ বিতরণই তাঁহার পরমৌদার্য্য গুণ এবং সেই কৃষ্ণপ্রেম সর্ব্বত্র বিতরণই তাঁহার লীলা।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রমুখ আচার্য্যবৃন্দ তাঁহাকে স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার বলিয়াছেন—কি করিয়া তাঁহাকে ভজন করিতে হইবে, তাহা বিতরণই তাঁহার প্রয়োজন। কৃষ্ণই কার্ষ্ণের বেষে—কৃষ্ণ ভক্তের বেষে আসিয়া নিজের ভজন নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিলেন। একমাত্র পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাত্মক পুরুষার্থ চতুষ্টয় দ্বারা সেই প্রেমময় পূর্ণতম বস্তুর সেবা হয় না। প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥"

শ্রীরায় রামানন্দ সংবাদে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরায় সমীপে প্রশ্ন করিতেছেন—"সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি?" শ্রীরায়-মুখমাধ্যমে মহাপ্রভুই তাহার উত্তর দিতেছেন—"রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁর, সেই বড় ধনী।" আবার প্রশ্ন হইতেছে—"মুক্ত মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি?" উত্তর হইতেছে—"কৃষ্ণপ্রেম যাঁর সেই মুক্তশিরোমণি॥" পুনরায় প্রশ্ন উত্থাপিত হইল—"গান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজধর্ম্ম?" উত্তর হইল—"রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি—যেই গীতের মর্ম্ম॥" এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধাগোবিন্দে প্রেমভক্তিকেই পরম সম্পৎ, কৃষ্ণপ্রেমিককেই মুক্তকুলশিরোমণি এবং শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেমময়ী লীলা কীর্ত্তনকেই শুদ্ধজীবাত্মার পরম-ধর্ম্ম বলিয়া জানাইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতা শচীদেবীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিতেছেন—

"কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজধন।"

—চৈঃ চঃ ম ১৫।৫১

অন্যত্রও বলিয়াছেন—

"আনের তনয় আনে রজত কাঞ্চন।
আমি আনি' দিব মাতা কৃষ্ণপ্রেমধন॥"

কিন্তু এই প্রেম-বস্তুটি বড়ই দুর্ল্লভ। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদ বলিতেছেন—

"প্রেমা-নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবিপিনমহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকার-মাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার॥"

অর্থাৎ 'প্রেমা' নামক অদ্ভুত পদার্থ—পরমপুরুষার্থ-শিরোমণি কাহারই বা শ্রবণপথগত হইয়াছিল অর্থাৎ কে-ই বা শুনিয়াছিলেন, কে-ই বা নামের এরূপ মহিমা জানিতেন, বৃন্দারণ্যের মহামাধুরী সমূহে কাহারই বা প্রবেশাধিকার ছিল, কে-ই বা পরম চমৎকার অধিরূঢ় মহাভাব-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীমতী বৃষভানুরাজনন্দিনী রাধারাণীকে পরম উপাস্যরূপে জানিতেন, এক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রই তাঁহার পরম ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিয়া পরমকরুণাবশতঃ এই সমস্তই আবিষ্কার করিয়াছেন।

তাই পরমভক্ত কবিবর সুকরুণসুরে গান করিয়াছেন—

"যদি গৌর না হইত, তবে কি হইত,
কেমনে ধরিত দে'।
রাধার মহিমা, প্রেমরস-সীমা,
জগতে জানাত কে॥
মধুর বৃন্দা- বিপিন-মাধুরী
প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ-যুবতী- ভাবের ভকতি-
শকতি হইত কার॥
গাও পুনঃ পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ,
সরল হইয়া মন।
এ-ভবসাগরে এমন দয়াল
না দেখি একজন॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া না গেনু গলিয়া
কেমনে ধরিনু দে'।
বাসুর হিয়া পাষাণ দিয়া
কেমনে গড়িয়াছে॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার পরমপ্রিয়তম নিজ-জন শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে উপলক্ষ্য করিয়া অনর্থযুক্ত সাধককে কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তির উপদেশ দান প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেমধন॥
* * *
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম' 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"

—চৈঃ চাঃ অন্ত্য ৪।৬৫, ৭০-৭১

পুনরায় পরম প্রিয়তম শ্রীস্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের কণ্ঠ ধারণ করিয়া বলিতেছেন—

হর্ষে প্রভু কহেন,—"শুন, স্বরূপ রামরায়।
নাম-সংকীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে—কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম-সংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ-নাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥"

অতঃপর শিক্ষাষ্টক উপদেশ করিতেছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু উহার ১ম শ্লোক-ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন—

"সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥"

উপরিউক্ত ভগবদ্বাক্যসমূহে জানা যায় যে, নামসংকীর্ত্তনই সেই প্রেমসম্পৎ লাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন, কিন্তু নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিতে পারিলেই শীঘ্র শীঘ্র প্রেমোদয়ের সৌভাগ্য লাভ হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীকে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী পয়ার-ছন্দে এইরূপ ব্যক্ত করিতেছেন যে,—

"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ-হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।"

(চৈঃ চঃ ম ২।৪৩)

অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষাদি ছলধর্ম্মশূন্য পরম নির্ম্মল প্রেম মনুষ্যলোকে খুবই দুর্ল্লভ, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রেম প্রদান করিবার জন্যই ত' আবার মহাবদান্য মহাপ্রভুর প্রকট লীলা। তিনিই তৎপ্রিয়তম শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ দ্বারা ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে (পূর্ব্ববিভাগ ২য় লহরী ৬০তম শ্লোকে কাশীখণ্ডোক্ত) 'ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা' বাক্যে ঐ প্রেমসম্পত্তি লাভের জন্য ভক্তিতে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তি-রুত্তমা॥"—এই শ্রীরূপপাদোক্ত এবং "সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥" — শ্রীনারদপঞ্চরাত্রোক্ত শ্লোকদ্বয় দ্বারা জানাইলেন—

"কৃষ্ণসেবার বিরোধী অবৈধ যোষিৎসঙ্গাদি দুর্নীতি-মূলক সমস্ত অভিলাষবিহীন এবং মুমুক্ষা ও বুভুক্ষা দ্বারা অব্যবহিত, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতির অনুকূল চেষ্টাময় যে কৃষ্ণার্থে অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধী বা কৃষ্ণবিষয়ক অনুক্ষণ ভজন, তাহাই উত্তমাভক্তি।" (অনুভাষ্য) নারদপঞ্চরাত্রেও ঐ একই তাৎপর্য্যে বলিলেন—"সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়-নিয়ামক শ্রীকৃষ্ণের অন্যাভিলাষবর্জ্জিত নির্ম্মল সেবাই উত্তমা ভক্তি।" 'সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত' বলিতে 'অন্যাভিলাষিতা শূন্য', 'তৎপরত্ব' বলিতে 'আনুকূল্য', 'হৃষীক-দ্বারা সেবন' বলিতে—'ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুশীলন', 'নির্ম্মল' বলিতে 'জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত'। সুতরাং একই তাৎপর্য্য-পর। আবার শ্রীভাগবতে শ্রীভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে লক্ষ্য করিয়া (ভাঃ ৩।২৯।১১-১৪ দ্রষ্টব্য) ঐ ভক্তিকে 'আত্যন্তিক ভক্তিযোগ বলিয়াছেন। উহাতে 'অহৈতুকী' ও 'অব্যবহিতা' শব্দের অর্থ—যথাক্রমে 'ভগবান্ ব্যতীত অন্যফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য' ও 'সাক্ষাৎ অর্থাৎ 'ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে জ্ঞানকর্ম্মাদি সাধন রূপ আবরণরহিত' — এইরূপ বলা হইয়াছে। সুতরাং পঞ্চরাত্র ও ভাগবত একই তাৎপর্য্যপর বাক্য বলিয়া শুদ্ধভক্তি বা উত্তমা ভক্তির প্রশস্তি কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা ছাড়ি' 'জ্ঞান', 'কর্ম্ম'।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই 'শুদ্ধাভক্তি', ইহা হৈতে 'প্রেমা' হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥"

— চৈঃ চঃ ম ১৯।১৬৮-১৬৯

অতএব এইরূপ শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেমের অধিকারী হওয়া যায় না। 'আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং' শব্দের অর্থ— অনুকূল ভাবে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকর অথচ আসুরিক প্রতিকূলতা শূন্য এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিযুক্ত ভাবে অনুশীলন। সুতরাং ভক্তিতে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার দিয়া প্রেমসম্পত্তিতেও সকলকেই উত্তরাধিকার প্রদান করা হইয়াছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ কৃষ্ণের নানাবিধ কীর্ত্তন মধ্যে নামসংকীর্ত্তনকেই বলিষ্ঠ সাধনশ্রেষ্ঠ পরমাকর্ষ মন্ত্রবৎ বলিয়া জানাইয়া কৃষ্ণপ্রেম সম্পত্তি লাভে শীঘ্র শীঘ্র মহাশক্তিধর বলিয়াছেন। কিন্তু 'নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।'

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ এই ভক্তির ছয়টি বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—

"ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা॥"

অর্থাৎ উক্ত ভক্তি (১) ক্লেশঘ্নী — ক্লেশনাশিনী, (২) শুভদা — শুভ-দায়িনী, (৩) মোক্ষলঘুতাকৃৎ — মোক্ষবাঞ্ছাকেও তুচ্ছবুদ্ধিকারিণী, (৪) সুদুর্ল্লভা—অত্যন্ত দুর্ল্লভা, (৫) সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা অর্থাৎ প্রগাঢ় আনন্দ-স্বরূপা এবং (৬) শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী—শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণকারিণী বা বশীকারিণী।

(১) ক্লেশঘ্নী ক্লেশ তিন প্রকার—পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা। পাতঞ্জলমতে ক্লেশ পঞ্চপ্রকার—'অবিদ্যা'

—আত্মবিস্মরণ বা স্বরূপ বিস্মৃতি; 'অস্মিতা'—অন্য-বিভাবন অর্থাৎ দেহমনে আত্মবুদ্ধি; 'অভিনিবেশ' অন্যে গাঢ় মতি অর্থাৎ কৃষ্ণেতর জড়বিষয়ে মনঃ-সংযোগ; 'রাগ'—অন্যে প্রীতি রাগান্ধতা—জড়বিষয়-তৃষ্ণা ও 'দ্বেষ'—আত্মবিশুদ্ধিতা অর্থাৎ আমি ভাল আর সব খারাপ—নিজেকে বিশুদ্ধ বলিয়া অভিমান।

ভক্তি প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ উভয়বিধ পাপ, পাপবীজ অর্থাৎ পাপবাসনা এবং অবিদ্যা অর্থাৎ অনাদি কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতারূপ সর্ব্বপাপের মূল এই ক্লেশত্রয়কে ধ্বংস করিয়া দেন। অনুত্তমা হরিভক্তিই পরা বিদ্যা, তাহাই অবিদ্যা-বিধ্বংসী।

(২) শুভদা—সর্ব্বজগতের প্রতি প্রীতি, সর্ব্বজগতের অনুরাগ, সদ্‌গুণ, সুখ ইত্যাদিকে মনীষিগণ 'শুভ' শব্দে অভিহিত করেন।

ইহার প্রমাণ-স্বরূপ পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"যিনি শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, তিনি সর্ব্বজগতেরই তৃপ্তি বিধান করিয়া থাকেন এবং জগন্মধ্যস্থ স্থাবর-জঙ্গমও তৎপ্রতি অনুরক্ত হইয়া থাকে।"

সদ্‌গুণাদিপ্রদত্ব সম্বন্ধে শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে—(ভাঃ ৫।১৮।১২) শ্রীভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা বা নিষ্কামা ভক্তি হয়, শ্রীভগবান্ ও তাঁহার পরিকর স্বরূপ দেবমুনিগণ ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত সেই ভক্তের বশীভূত হইয়া তাঁহার দেহে সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তিরহিত ব্যক্তির মহদ্ গুণের সম্ভাবনা কোথায়? তাঁহার চিত্ত সংকল্পের সহিত সর্ব্বদা অসদ্ বহির্ব্বিষয়ে ধাবিত হওয়ায় তাঁহার জ্ঞানবৈরাগ্যাদি মহদ্‌গুণ থাকিতে পারে না।

সুখ-প্রদত্ব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—বৈষয়িক, ব্রাহ্ম ও ঐশ্বরভেদে সুখ তিনপ্রকার। অণিমাদি সিদ্ধি ও ভুক্তিরূপ বিষয়সুখ, নিত্যমুক্তিরূপ ব্রাহ্মসুখ ও নিত্যপরমানন্দরূপ ঐশ্বর সুখ গোবিন্দভক্তি-দ্বারা লভ্য হইলেও গোবিন্দের ঐকান্তিক ভক্তের ঐশ্বর সুখই প্রার্থনীয় হইয়া থাকে।

(৩) মোক্ষলঘুতাকৃৎ—শ্রীভগবৎপাদপদ্মে ঈষন্মাত্র রত্যুদয়েও ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও স্পৃহা থাকে না। মুক্তি প্রভৃতি সমস্ত সিদ্ধি দাসীর মত ভীতচিত্তে হরিভক্তি রূপা মহাদেবীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। ভক্তি মোক্ষ-বাঞ্ছাকেও লঘু করিয়া দেয়।

(৪) সুদুর্ল্লভা—হরিভক্তি দুই প্রকারে সুদুর্ল্লভা—(১) সাক্ষাৎ তদ্ভজনে প্রবৃত্তি-রূপ আসঙ্গ বা সাধন-নৈপুণ্য রহিত অনাসঙ্গ সাধনসমূহ বহুকাল ব্যাপিয়া অনুষ্ঠান করিয়াও হরিভক্তি পাওয়া যায় না; (২) আবার সাসঙ্গ অর্থাৎ নিষ্ঠা ও আগ্রহযুক্ত সাধন করিলেও 'যাবৎ ফলভূতে ভক্তিযোগে গাঢ়াশক্তি ন জায়তে' অর্থাৎ যৎকালপর্য্যন্ত ফলভূত ভক্তিযোগে গাঢ় আসক্তির উদয় না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্র সাধককে ভক্তি দেন না। 'সাধন' শব্দে হরিসম্বন্ধি সাধনই উক্ত হইয়াছে, যেহেতু তৎসম্বন্ধিত্ব ব্যতীত সাধ্যরূপ রতি পর্য্যায়ভুক্ত তদ্‌ভাব-জন্মের যোগাভাবত্ব অর্থাৎ ভাবভক্তির উদয় হইতে পারে না।

জ্ঞানসাধন দ্বারা মুক্তি সুলভা, যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মদ্বারা ঐহিকামুত্রিক ভোগ সুলভ, কিন্তু সহস্র সহস্র সাধনা-বলম্বনেও হরিভক্তি দুর্ল্লভা।

৫। সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা—সান্দ্র অর্থাৎ প্রগাঢ় বা ঘনীভূত আনন্দ স্বরূপ। জ্ঞানিজন-প্রাপ্য ব্রহ্মানন্দ পরার্দ্ধগুণীকৃত হইলেও তাহা ভক্তিসুখসমুদ্রের একটি পরমাণুর সহিতও তুলনাযোগ্য হইতে পারে না। শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে উক্ত হইয়াছে—

"ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো॥"

অর্থাৎ ভক্তরাজ প্রহ্লাদ শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেবকে বলিতেছেন—হে জগদ্‌গুরো, আমি আপনার দর্শন লাভ করিয়া বিশুদ্ধ আনন্দসাগরে অবস্থিত আমার নিকট ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজনিত ব্রহ্মানন্দও গোষ্পদতুল্য বোধ হইতেছে।

(৬) শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী—প্রিয়বর্গসমন্বিত শ্রীহরিকে প্রেম-ভাজন করিয়া বশীভূত করেন বলিয়া ভক্তিকে শ্রীকৃষ্ণা-কর্ষিণী বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তরাজ শ্রীউদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন (ভাঃ ১১।১৪।২০)—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা॥"

অর্থাৎ হে উদ্ধব, মদ্বিষয়িণী বলবতী বা তীব্রা (মেঘমুক্ত রবিবৎ) ভক্তি যেরূপ আমাকে বশীভূত করে, আসনপ্রাণায়ামাদি যোগচেষ্টা সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞান—তত্ত্ববিবেক, ধর্ম্ম অর্থাৎ সামান্যতঃ অহিংসাদি, স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, তপস্যা (কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি) এবং ত্যাগ অর্থাৎ দান বা সন্ন্যাসাদি আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না।

অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছা-শূন্যা কেবলা বা শুদ্ধা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছাময়ী ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। ইহা স্বাভাবিকী প্রীতিমূলা। আমরা ভক্তির নাম করিয়া শ্রবণকীর্ত্তনাদি যাহাই কিছু করিতে যাই না কেন, তাহার মধ্যে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাশাদি নিজ, সুখবাঞ্ছার কিঞ্চিন্মাত্রও সংস্পর্শ থাকিলে তদ্দ্বারা কৃষ্ণকে আকর্ষণ করা যাইবে না। অন্তরটাকে বেশ ভাল করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিষ্কপটে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, তাহার মধ্যে দ্বেষ, হিংসা, মাৎসর্য্য, জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীঘটিত-অভিমান, প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষাদি নানাপ্রকার কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবিরোধী ভাব লুক্কায়িত আছে। বাহিরে ভক্তির মার্কা মারা থাকিলেও অন্তর বা অন্তরের অন্তস্তল যে কলুষিত! শ্রীমদ্ভাগবতে বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণে নির্ম্মৎসর সাধুজনগণকেই প্রোজ্ঝিতকৈতব পরমধর্ম্মের গ্রাহক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হৃদয়ে পরশ্রীকাতরতা বা পরসুখাসহিষ্ণুতার লেশমাত্র থাকিলেও আমি ত' ভাগবতধর্ম্মের অধিকারী হইতে পারিব না, প্রেমোদয়যোগ্যতালাভেও ত' চিরবঞ্চিত হইব। এজন্য শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবানুগত্যে খুব সাবধানে ভজনসাধনে প্রবৃত্তি লাভ করিতে হইবে। ভজনের নাম করিয়া লোকবঞ্চনা বা আত্মবঞ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়া লাভ কি? মানুষের কাছে বাহবা লইতে গিয়া নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিয়া কী প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? হায়, প্রেম প্রেম বলিয়া চিৎকার করিয়া কতই ত' বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছি, কত প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখিতেছি, কিন্তু সবই ত' দেখিতেছি—ভাবের ঘরে চুরি! শূন্য গ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন! এদিকে জীবনও ত' ক্রমে শেষ হইয়া আসিল, আর ত' সময়ও নাই, তাহা হইলে আর কবে তাঁহার ভজন করিব? জীবন ত' একেবারেই শেষ হইয়া গেল। এক্ষণে সকল আশা ভরসা ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের সুশীতল ছায়া ব্যতীত প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার ত' আর কোন আশ্রয়ই দেখিতেছি না। তাই সেই অদোষদরশী শ্রীগুরুপাদপদ্মই নিরাশ্রয়ের একমাত্র আশ্রয় হউন। তাঁহার অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত অধমের আর গত্যন্তর নাই।

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেমরতনধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।
আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস।
তেকারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধফাঁস॥
বিষম বিষয় বিষ সতত খাইনু।
গৌরাঙ্গকীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
এ অধম দাস কেন না গেল মরিয়া॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত ঠাকুর মহাশয়ের ঐ গানেত' পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হইবে না—ভজনের আগ্রহ জাগিবে না—হৃদয় কাঁদিবে না?

শ্রীগুরু ও কৃপাই আমাদের একমাত্র ভরসা।
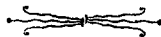
শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিদ্যাবিলাসার্থ পূর্ববঙ্গবিজয় ও সাধ্যসাধনতত্ত্বমীমাংসা

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীধাম মায়াপুরে গার্হস্থ্য-আশ্রমে অবস্থান-লীলাকালে একসময়ে বিদ্যাবিলাসার্থ কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে পূর্ব্ববঙ্গে শুভ বিজয় করতঃ কিছুদিন পদ্মাবতীতীরে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য ও অত্যদ্ভুত পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া সহস্র সহস্র ভাগ্যবান্ ছাত্র

তাঁহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করতঃ অতি অল্পকালের মধ্যেই কৃতবিদ্য ও কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। কেন না হইবেন? সাক্ষাৎ পরবিদ্যাবধূজীবন পরাৎপর পরংব্রহ্ম শ্রীরাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের শ্রীগৌরনারায়ণরূপে লীলাকালে তচ্চরণাশ্রয়ে তদীয় শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণের সৌভাগ্যলাভ কি সাধারণ ভাগ্যে সম্ভব হইতে পারে? পদ্মাবতী নদীও মহাসৌভাগ্যবতী হইলেন। প্রতিদিন মহাপ্রভু শ্রীধাম নবদ্বীপে জাহ্নবী—ভাগীরথীজলে স্নান করিয়া গঙ্গাদেবীকে যেমন কৃতার্থ করিতেন, আজ পদ্মাবতীজলে সশিষ্য স্নানলীলা করিয়া পদ্মাবতীকেও সেইরূপ কৃতকৃতার্থ—ধন্যাতিধন্য করিলেন। পদ্মানদীর উভয় তীরবর্ত্তী গ্রাম-দেশও ধন্য হইয়া গেলেন। সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত শ্রীচরণরেণু স্পর্শে পূর্ব্ববঙ্গদেশ ধন্য, সেই দেশবাসীও ধন্য হইলেন। অদ্যাপি সেই ভাগ্যে দেখা যায়, অধিকাংশ বঙ্গদেশ-বাসীই শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনাদিতে স্বভাবতঃ উল্লাস ও উৎসাহবিশিষ্ট। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"বঙ্গদেশে গৌরচন্দ্র করিলা প্রবেশ।
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ॥"

চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।৬৬

আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—

"গাঙ্গতটভূমি গৌড়দেশ ও পদ্মাবতীর উভয় তট-বর্ত্তী প্রদেশ সমূহই পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গ মিলিয়া একত্র সাধারণতঃ বঙ্গদেশ নামে প্রসিদ্ধ। সাধারণতঃ পদ্মাবতীর অপরপারকেই পূর্ব্বদেশ (পূর্ব্ববঙ্গ) বলা হয়। কোন্ গ্রাম প্রভুর পদধূলিকণালাভে ধন্যাতিধন্য ও তীর্থীভূত হইয়াছিল, তাহা গ্রন্থে উল্লিখিত নাই। কেহ কেহ বলেন,—উহা ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত 'মগ্‌ডোবা' গ্রাম।"

চৈঃ ভাঃ গৌড়ীয়ভাষ্য আদি ১৪।৬৬-৬৭

'বঙ্গদেশ' সম্বন্ধে উক্ত গৌড়ীয়ভাষ্য হইতে নিম্ন-লিখিত তথ্যও উদ্ধৃত করা হইতেছে,—

"শ্রীগৌরসুন্দর গৌড়পুর-নবদ্বীপ-মায়াপুরে স্বীয় প্রাকট্য বিধান করিয়াছিলেন। গৌড়দেশের পূর্ব্বাংশকে (বর্ত্তমান পূর্ব্ববঙ্গকে) গৌড়দেশবাসিগণ 'বঙ্গদেশ' বলিয়া পৃথগ্‌ভাবে অভিহিত করেন। গৌড়দেশে সুরদীর্ঘিকা ভাগীরথী প্রবহমানা। গৌড়-নবদ্বীপের উত্তর ও পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী ব্রহ্মপুত্রনদের পূর্ব্ব ও দক্ষিণতট যেস্থানে গঙ্গার পূর্ব্বশাখারূপী মূলপ্রবাহ পদ্মাবতীনদীর ধারা বঙ্গোপসাগরে সঙ্গতা হইয়াছে, সেই স্থান পর্য্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগই তৎকালে 'বঙ্গদেশ' বলিয়া কথিত হইত।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বঙ্গদেশের সীমা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট বলিয়া লিখিত আছে,—

'রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদর্শকঃ॥'

প্রাচীন পালবংশের রাজত্বের পর রাজধানী নবদ্বীপে ও বিক্রমপুরে স্থানান্তরিত হইলেও তৎকালে উত্তরবঙ্গ 'বরেন্দ্র' ও তদুত্তর পশ্চিমবর্ত্তী প্রদেশ 'কর্ণসুবর্ণ', পশ্চিমবঙ্গ 'গৌড়' ও 'রাঢ়', বর্ত্তমান পূর্ব্ববঙ্গ 'বঙ্গদেশ' এবং উৎকলপ্রান্ত দক্ষিণবঙ্গ 'সমতট' ও 'তাম্রলিপ্ত' নামে অভিহিত হইত। সংস্কৃতভাষায় লিখিত গ্রন্থ-সমূহেও পূর্ব্ব ও মধ্যবঙ্গই বঙ্গ (দেশ) নামে উল্লিখিত আছে। দিল্লীর মুগল সম্রাট্ আকবরের প্রধান অমাত্য আবুলফজল্ তৎকৃত 'আইন-ই-আকবরী' নামক ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, বঙ্গের পূর্ব্বতন হিন্দু রাজগণ তথাকার নিম্নভূমিতে মৃত্তিকার বাঁধ বা আল দিয়া ঘিরিয়া রাখিতেন বলিয়া 'বঙ্গাল' (আল-যুক্ত-বঙ্গ) নামের উৎপত্তি হইয়াছে।"

—চৈঃ ভাঃ গৌঃ ভাঃ আ ১৪।৪৭

'অধ্যাপক শিরোমণি নিমাই পণ্ডিত'-এর বঙ্গদেশে পদ্মাবতী-তটে শুভবিজয়ের সংবাদ চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইলে ভাগ্যবন্ত ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ যিনি যেখানে ছিলেন, সকলেই বিবিধ উপায়ন হস্তে আসিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে শরণাপন্ন হইলেন এবং শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক সবিনয়ে তাঁহাদিগকে বিদ্যাদানার্থ প্রার্থনা জানাইলেন। বঙ্গদেশের অধ্যাপক-সম্প্রদায়ে শ্রীমন্মহা-

প্রভুকৃত কলাপ-ব্যাকরণের টিপ্পনীর বিশেষ সমাদর আছে। অধ্যাপকেরাও আসিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণে শরণার্থী ও শিক্ষার্থী হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলকে আশ্বাস দিয়া কিছুদিন বঙ্গদেশে অবস্থান পূর্ব্বক বিদ্যা দান করিতে লাগিলেন। সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণস্পর্শজনিত সৌভাগ্যফলে অদ্যাপি বঙ্গদেশে স্ত্রী-পুরুষে সংকীর্ত্তন-রীতি দৃষ্ট হয়—

"সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ সর্ব্ববঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য-সংকীর্ত্তন করে স্ত্রী-পুরুষে॥"

—চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।৮১

মধ্যে মধ্যে কতকগুলি কুক্কুর-শৃগালভক্ষ্য অনিত্য ত্রিগুণাত্মক দেহে আত্মাভিমানী পাপিষ্ঠ পাষণ্ড কেবল শুদ্ধ কৃষ্ণকীর্ত্তন-সেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাদিগকে ভগবান্ সাজাইয়া—'আমি রঘুনাথ,' 'আমি নারায়ণ', 'আমি স্বয়ং বাসুদেব কৃষ্ণ' ইত্যাদি বলিয়া ঘোষণা করতঃ অজ্ঞজনসাধারণকে বিপথে পরিচালিত করিতেছিল, অবশ্য বর্ত্তমানকালেও এইপ্রকার সাজা-ভগবানের অভাব নাই। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিতেছেন—

"মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপিগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥
উদরভরণ লাগি' পাপিষ্ঠ সকলে।
'রঘুনাথ' করি' আপনারে কেহ বলে॥
কোন পাপিগণ ছাড়ি' কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া 'নারায়ণ'॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥
রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস, বিপ্র-কাচ মাত্র কাচে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় 'গোপাল'।
অতএব তা'রে সবে বলেন 'শিয়াল'॥"

চৈঃ ভাঃ আ ১৪।৮২-৮৭

সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীগৌরকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য প্রাকৃত দেহকে তদনুকরণে ভগবান্ সাজাইতে যাওয়া অত্যন্ত অপরাধের বিষয়। তাই ঠাকুর জানাইয়াছেন—

"শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধম বলে, সেই ছার শোচ্যতর॥
দুই বাহু তুলি' এই বলি সত্য করি'।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
যাঁ'র নাম স্মরণেই সমস্ত বন্ধক্ষয়।
যাঁ'র দাস স্মরণেও সর্বত্র বিজয়॥
সকল ভুবনে দেখ যাঁর যশ গায়।
বিপথ ছাড়িয়া ভজ হেন প্রভুর পায়।"

—চৈঃ ভাঃ আ ১৪।৮৮-৯১

শ্রীমন্মহাপ্রভু কিছুদিন পদ্মাবতীতীরে পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থান পূর্ব্বক বিদ্যাবিলাস করিয়া নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা করিলেন। মহাপ্রভুর নিকট অতি অল্পসময়ের জন্য বিদ্যাভ্যাস করিয়াও তাঁহার কৃপা-প্রসাদে শতশত বিদ্যার্থী কৃতবিদ্য হইয়া অধীতশাস্ত্রে উপাধি লাভ করিলেন। মহাপ্রভুর গৃহগমনেচ্ছা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ অযাচিতভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরমসন্তুষ্টচিত্তে স্ব-স্ব সামর্থ্যানুসারে উপায়ন প্রদান করিতে লাগিলেন।

"সুবর্ণ, রজত, জলপাত্র, দিব্যাসন।
সুরঙ্গ-কম্বল, বহুপ্রকার বসন॥
উত্তম পদার্থ যত ছিল যার ঘরে।
সবেই সন্তোষে আনি' দিলেন প্রভুরে॥"

মহাপ্রভুও সেই সকল উপায়ন-দাতৃগণের প্রতি কৃপা-দৃষ্টি করিয়া ঐসকল অর্থ ও দ্রব্যাদি প্রতিগ্রহ করিলেন এবং সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক, নিজগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনেক বিদ্যার্থী তাঁহার নিকট বিদ্যা অভ্যাসের নিমিত্ত তাঁহার সহিতই নবদ্বীপে চলিলেন।

এই সময়ে শ্রীতপন মিশ্র নামক এক সারগ্রাহী ব্রাহ্মণ সাধ্য-সাধন-তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইলেন। ব্রাহ্মণ নিজ ইষ্ট মন্ত্র জপ করিয়াও সাধনাঙ্গ ব্যতীত চিত্তে স্বস্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না। এইভাবে অত্যন্ত অপ্রসন্নচিত্তে কাল যাপন করিতে করিতে চিন্তাগ্রস্ত ব্রাহ্মণ একদিন রাত্রিশেষে সৌভাগ্যক্রমে একটি সুস্বপ্ন দেখিলেন। এক মূর্ত্তিমান দেবতা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া একটি পরম গোপ্য

কথা তাঁহাকে শুনাইলেন। বলিলেন "ব্রাহ্মণ, তুমি আর চিন্তা করিও না, মন স্থির কর. তুমি শীঘ্র অধ্যাপক-শিরোমণি নিমাই পণ্ডিত স্থানে গমন কর. তিনিই তোমাকে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব উপদেশ করিবেন। তিনি মনুষ্য নহেন, সাক্ষাৎ ভগবান্, কেবল জগতুদ্ধারার্থ নরলীলা প্রকট করিয়াছেন।" ব্রাহ্মণ এই সুস্বপ্ন দেখিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে মহাপ্রভুর চরণান্তিকে আসিয়া পড়িলেন এবং দণ্ডবৎপ্রণতিবিধানান্তে সদৈন্যে করযোড়ে প্রভুসমীপে সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের মীমাংসা শ্রবণেচ্ছু হইলেন। মহাপ্রভু তখন কহিতে লাগিলেন—মিশ্রবর, তুমি কৃষ্ণভজন করিতে চাহ, ইহা পরম সৌভাগ্যের কথা। শ্রীভগবান্ চতুর্যুগে চতুর্ব্বিধ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন—সত্যে শ্রীবিষ্ণুধ্যান, ত্রেতায় শ্রীবিষ্ণুযজন, দ্বাপরে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চন, কলিতে শ্রীবিষ্ণুর নামকীর্ত্তন—

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

—ভাঃ ১২।৩।৫২

"অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞসার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
শুন মিশ্র. কলিযুগে নাহি তপ-যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তাঁর মহাভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি' একান্ত হইয়া॥
সাধ্যসাধনতত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনামসংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হ'বে।
সাধ্যসাধনতত্ত্ব জানিবে সে তবে॥"

—চৈঃ ভাঃ আ ১৩৮।১৪৭

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরায়-রামানন্দ-সংবাদে শ্রীরাধার প্রেমকেই সাধ্য-শিরোমণি বলিয়া জানাইয়া 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত'কেই শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য চিন্ময় সেবাবিলাসের সর্ব্বোত্তম অবস্থা বলিয়া জানান হইয়াছে অর্থাৎ বিপ্রলম্ভ বা বিচ্ছেদকালে শ্রীরাধার অধিরূঢ়ভাববশতঃ সম্ভোগাভাবেও সম্ভোগস্ফূর্ত্তি-রূপ একটি অভূতপূর্ব্ব অবস্থাই সাধ্যাবধি বলা হইয়াছে। সাধ্যবস্তু সাধন ব্যতীত পাওয়া যায় না। সেই সাধনে একমাত্র সখীগণের অধিকার। দাস্য বাৎসল্যাদি রসে এই গূঢ়তত্ত্ব পাওয়া যায় না। ব্রজসখী ব্যতীত এই লীলায় অন্যের প্রবেশাধিকার নাই। সুতরাং ব্রজসখীর ভাব গ্রহণ-পূর্ব্বক সখীর আনুগত্যে সাধন করিতে পারিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলসেবারূপ সাধ্যবস্তু পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা ত' অত্যন্ত দুর্ল্লভ, তাই মহাপ্রভু মিশ্রবরকে উপলক্ষ্য করিয়া জানাইলেন — শ্রীনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিতে করিতে নামকৃপায় প্রেমোদয় হইলেই সাধ্য-সাধনতত্ত্বজ্ঞান পরিস্ফুট হইবে। শ্রীস্বরূপ-রামরায়ের কণ্ঠ ধারণ করিয়াও গম্ভীরামধ্যে মহাপ্রভু নামসংকীর্ত্তনকেই পরম উপায় বলিয়া জানাইয়াছেন। "ইহা হৈতে সর্ব্ব-সিদ্ধি হইবে সবার" এই শ্রীমুখ-বাক্যেও ঐরহস্যই উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীরূপসনাতনাদির ভজনাদর্শেও তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীনামভজনে শৈথিল্য প্রদর্শনপূর্ব্বক যাঁহারা লীলাস্মরণ-মননাদিতে আগ্রহ প্রদর্শন করিতে চাহেন, তাঁহারা মহাজনাদর্শ অনুসরণ না করায় উৎপথগামী হইয়া পড়েন।

শ্রীতপন মিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে সংক্ষেপে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব-মীমাংসা শ্রবণ করিয়া পরমোল্লাসে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। মিশ্রবর প্রভুসঙ্গে অবস্থানের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে প্রভু তাঁহাকে বারাণসীতে গিয়া ভজন করিতে বলিলেন। সেই স্থানে তাঁহার সহিত পুনরায় মিলন হইবে, তখন সাধ্যসাধনতত্ত্ব আরও বিশদ করিয়া বলিবেন বলিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ পরম আনন্দে মহাপ্রভুকে তাঁহার স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাইলেন। মহাপ্রভু

তাহা আর কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। এই মিশ্রবরই ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামীর পিতা। কাশীতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্যগৃহে অবস্থান ও ইঁহার গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহ করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ববঙ্গবিজয়কালে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী তাঁহার বিরহ-বিধুরা হইয়া অন্তর্দ্ধান করেন। শ্রীগৌর-নারায়ণের শ্রীশক্তি লক্ষ্মীপ্রিয়া ও ভূ-শক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

শ্রীভগবান্ মুক্ত জীবকুলেরই উপাস্যমান্
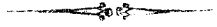
[মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্‌-সি, বিদ্যারত্ন]

রাজকীয় কারাগারের কঠিন প্রাকারের বহির্দ্দেশে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে যেমন ভদ্র (সামাজিক) বসতি শোভা পায়, তদ্রূপ গুণত্রয়-তাড়িত ব্রহ্মাণ্ড-পরিমিতির বহির্দ্দেশে পরব্যোমের অখণ্ড পরিবেশে উদারবুদ্ধি সজ্জনগণ (সাধুগণ) বাস করেন। বলা বাহুল্য, কারাবাসিগণ রাষ্ট্রীয় শাসনের অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও তাঁহাদিগকে যেমন রাষ্ট্র-জীবনের কোন সদংশীদার বিচার করা হয় না বা বলাও যায় না, কেবল তাহাদের নিমিত্ত কিছুটা রাষ্ট্রীয় হেয়াংশই কল্পিত হয় মাত্র, তদ্রূপই সারাৎসার তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রেমময়—(অশোক, অভয়, অমৃত-আধার) নিজ লোক গোলোকের অতীব হেয়াংশে অর্থাৎ জড়া-মায়াংশে ব্রহ্মাণ্ডগণের ও তন্মধ্যবর্ত্তী উচ্চ-নীচ যোনিতে ভ্রমণশীল ভগবদ্বিমুখ জীবগণের জন্য অসার (রোগ, শোক, মোহ, ভয় ও মৃত্যুময়) বিষয় চিন্তিত (প্রদত্ত) হইয়াছে মাত্র। তাহাদের জন্য শ্রীভগবৎ-প্রেমাংশ কিছুই কল্পিত হয় নাই। কারাগার রাষ্ট্রান্তর্গত হইয়াও যেমন রাষ্ট্রের বাহিরেই কল্পিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডবাসি-জীবগণ-সহ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-গণও ব্রহ্মবস্তুর মধ্যে অবস্থিত হইলেও, ব্রহ্মবস্তুর বহির্দ্দেশেই তাহারা কল্পিত হয়, যাহা সর্ব্বেব ঈশ্বরের মায়া মাত্র।

"গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

—ব্রঃ সং ৫।৪৩

[দেবীধাম, তদুপরি মহেশধাম, তদুপরি হরিধাম এবং সর্ব্বোপরি গোলোক-নামা নিজধাম। সেই সেই ধামে সেই সেই প্রভাবসকল যিনি বিধান করিয়াছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।]

"'অন্তঃপুর'—গোলোক-শ্রীবৃন্দাবন।
যাঁহা নিত্যস্থিতি মাতাপিতা-বন্ধুগণ॥
মধুর ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কৃপাদি-ভাণ্ডার।
যোগমায়া দাসী যাঁহা রাসাদি লীলা-সার॥
তার তলে পরব্যোমে 'বিষ্ণুলোক' নাম।
নারায়ণাদি অনন্ত স্বরূপের ধাম॥
'মধ্যম-আবাস' কৃষ্ণের—ষড়ৈশ্বর্য্য-ভাণ্ডার।
অনন্ত স্বরূপে যাঁহা করেন বিহার॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাঁহা—ভাণ্ডার-কোঠরি।
পারিষদগণে ষড়ৈশ্বর্য্যে আছে ভরি'॥
তার তলে 'বাহ্যাবাস' বিরজার পার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহা কোঠরি অপার॥
'দেবীধাম' নাম তার, জীব যার বাসী।
জগল্লক্ষ্মী রাখি' রহে যাঁহা মায়া-দাসী॥
এই তিন ধামের হয় কৃষ্ণ অধীশ্বর।
গোলোক-পরব্যোম—প্রকৃতির পর॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২১।৪৩-৫৪

জীবের মধ্যে আভাসস্থানীয় চৈতন্যাংশ রহিয়াছে, জড়া মায়াতে তাহাও নাই। উহাতে (মায়াতে) সম্পূর্ণ তমঃই বিদ্যমান্। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম

অধ্যায়ের তেত্রিশ শ্লোকে 'ঋতেঽর্থং' শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের 'যথাভাসো যথাতমঃ' অংশের ব্যাখ্যায় শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ 'যথাভাসঃ' অর্থে চিদাভাসস্থানীয় জীবমায়া ও 'যথাতমঃ' অর্থে তমঃ স্থানীয় গুণমায়া বা জড়মায়াকে লক্ষ্য করিয়াছেন। অথবা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি প্রকরণে শ্রীভগবন্মায়াকে দ্বিধা বিভক্ত করতঃ তাহার একাংশে অর্থাৎ নিমিত্তাংশে চিদাভাসস্থলীয় জীবকে এবং দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ উপাদানাংশে তমঃ স্থলীয় গুণমায়া বা জড়মায়াকে লক্ষ্য করিয়াছেন। যদিও জড় কখনও চেতন হয় না, পরন্তু চৈতন্যময় পুরুষের নৈপুণ্যে (ঈক্ষণ-প্রভাবে) তাহা চেতনবৎ কার্য্য করিতে সমর্থ হয় মাত্র। যেমন, আকাশবিমান, মোটরগাড়ী, রেলগাড়ী, টর্পেডো, রকেট ইত্যাদি জল-স্থল-অন্তরীক্ষে বিচরণশীল যান্ত্রিক বস্তুনিচয় সম্পূর্ণ জড়বস্তু হইলেও মনুষ্যের ব্যবহার-নৈপুণ্যে চেতনবৎ কার্য্য করে, তদ্রূপ শ্রীভগবানের জড়াপ্রকৃতি শ্রীভগবদীক্ষণ প্রভাবে উন্মত্ত চেতনবৎ কার্য্য প্রদর্শনাইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রসব, সংরক্ষণ ও ধ্বংস করতঃ তদীয় আবেষ্টনীর মধ্যে অতীব ক্ষুদ্র চিৎকণ জীব-সমূহকে তদীয় শিকার-সদৃশ সর্ব্বদা আকর্ষণ করিয়া স্বার্থপরের ন্যায় তাহার নিজ জড়কলেবরেরই পুষ্টি সাধন করিতেছে।

> "সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
> ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
> ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
> গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"
> —(ব্রঃ সং ৫।৪৪)

> "জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
> শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥
> কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
> অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥
> অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎকারণ।
> প্রকৃতি—কারণ, যৈছে অজাগলস্তন॥"
> (চৈঃ চঃ আঃ ৫।৫৯-৬১)

প্রকৃতির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীভগবদ্বিমুখজীব অনাদি কাল হইতে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। অচেতন প্রকৃতির চৈতন্যবৎ ক্রিয়া দৃষ্ট হইলেও তন্মধ্যে প্রাণের কোন সঞ্চার নাই। তজ্জন্য তাহার সহিত জীবচৈতন্যের অদানপ্রদানের কোন সম্ভাবনাই নাই। তদ্ব্যতীত ক্রিয়াশীলতাই মাত্র চেতনের লক্ষণ নহে। চেতনের লক্ষণে ইচ্ছা, ক্রিয়া, অনুভূতি যুগপৎ তিনটীই বর্ত্তমান থাকবে। কাজেই জড় ব্রহ্মাণ্ডের যন্ত্রবৎ ক্রিয়া দেখিয়া অবোধ জীব মুগ্ধ হইতে পারে, কিন্তু তাত্ত্বিক-ব্যক্তিগণ তাহাতে মুগ্ধ হন না। তাঁহারা চৈতন্যবস্তুর সুখানুসন্ধানে অথবা অনুসন্ধানে জড়মায়া সম্পূর্ণরূপে ত্যাগই করেন। কেন না, জড়মায়ার ক্রিয়ার মধ্যে আদান-প্রদান-ভাবের অভাব থাকায় চেতনধর্ম্মীকে তাহা কখনও সুখ দিতে পারে না। তদুপরি জড়মায়ার মধ্যে সুখদ কোন স্বভাবও নাই। তজ্জন্য সুখানুভূতি-রহিত গণগড্ডালিকাপ্রবাহ জীবচৈতন্যের ক্রিয়া গুলিকেও অনেক সময়ে জড়ক্রিয়াসাম্যে গর্হণই করা হয়। জড়ের ক্রিয়াকে চেতনসাম্যে গ্রহণকারী ব্যক্তিমাত্রই বদ্ধজীব এবং জড়ক্রিয়া ও চেতনক্রিয়াতে পার্থক্য দর্শনকারী ব্যক্তিগণই মুক্ত পুরুষ। শ্রীভগবান্ মুক্ত জীবকুলেরই উপাস্য। তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডকোটীর বহির্দ্দেশে বৈকুণ্ঠের ভূমা পরিবেশেই নিবাস করেন। তাঁহাদের সহিত যোগাযোগেই মাত্র জীবকুলের হরি-আরাধনা সম্ভব হয়, নতুবা নহে।

শ্রীশ্রীবিজয়াদশমীর শুভাভিনন্দন

২৫ পদ্মনাভ (৪৯২), ২৪ আশ্বিন (১৩৮৫), ১১ অক্টোবর (১৯৭৮) শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব—শুভ-বিজয়াদশমী। আমরা আমাদের 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' মাসিক পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকা পাঠক-পাঠিকা শুভানুধ্যায়ী-শুভানুধ্যায়িনী সজ্জন ও মহিলাবৃন্দকে আমাদের যথা-যোগ্য হার্দ্য অভিবাদন ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

পূজ্যপাদ বৈষ্ণব ও গ্রাহক পাঠকগণের শ্রীচরণে আমরা সাষ্টাঙ্গ প্রণতি-জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা ও স্নেহাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষে আমরা জ্ঞাপন করিয়াছি—শ্রীরামচন্দ্রের এই বিজয়োৎসববিধি আমরা বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৫শ বিলাসের শেষভাগে বর্ণিত 'শ্রীবিষ্ণুধর্ম্ম'-কথিত বিধানানুসারে পালনের প্রয়াস পাইয়া থাকি। উক্ত হঃ ভঃ বিঃ গ্রন্থে প্রকাশিত আছে—

"সীতা দৃষ্টেতি হনূমদ্বাক্যং শ্রুত্বাকরোৎ প্রভুঃ।
বিজয়ং বানরৈঃ সার্দ্ধং বাসরেঽস্মিন্ শমীতলাৎ॥"
—হঃ ভঃ বিঃ ১৫।২৭৭

অর্থাৎ 'আমি সীতাদেবীকে দর্শন করিয়াছি' শ্রীহনুমান্ জিউর এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র ঐ দিবস বানরগণসহ মিলিত হইয়া শমীতরুমূলে বিজয়োৎসব সম্পাদন করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীপুরীধামে ঐ তিথিতে ভক্তগণকে বানরসৈন্য সাজাইয়া স্বয়ং হনুমল্লীলা অভিনয় করিয়াছিলেন—

"বিজয়া-দশমী—লঙ্কা-বিজয়ের দিনে।
বানর-সৈন্য কৈলা প্রভু লঞা ভক্তগণে॥
হনুমান্-আবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লঞা।
লঙ্কা-গড়ে চড়ি' ফেলে লঙ্কা ভাঙ্গিয়া॥
'কাঁহারে রাবণা', প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
জগন্মাতা হরে পাপী, মারিমু সবংশে॥
গোসাঞির আবেশ দেখি' লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোক 'জয়' 'জয়' করে বার বার॥"
—চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।৩২-৩৫

আমাদের শ্রীপত্রিকার গ্রাহকগ্রাহিকাদিগের মধ্যে অনেকেই হয়ত বন্যা ও বর্ষা প্রপীড়িত অঞ্চলের অধিবাসী হইয়া প্রকৃতির নির্ম্মম নির্য্যাতনে অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন। আমরা তাঁহাদের সকলেরই দুঃখে আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি এবং শ্রীভগবানের অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মে তাঁহাদের দুঃখাপনোদনের প্রার্থনাও জ্ঞাপন করিতেছি।

গত ৯ আশ্বিন, ২৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার অপরাহ্ন হইতে বুধ বৃহস্পতি সার্দ্ধ দুই দিবস অহোরাত্র প্রবল বাত্যাসহ বারিবর্ষণের ফলে কলিকাতা সহর ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তীস্থানসমূহ অস্বাভাবিকভাবে অতি ভয়াবহরূপে জলপ্লাবিত হইয়াছে। বস্তিগুলিই বিশেষভাবে আক্রান্ত হইয়া লক্ষ লক্ষ নরনারী বিপন্ন। কত পুরাতন জীর্ণ পাকা বাড়ীও ধ্বসিয়া গিয়া কতলোকের প্রাণহানিরও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলি ত' আরও বীভৎস দৃশ্য ধারণ করিয়াছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নহে, প্রায় সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া এই বন্যা ও বর্ষার প্লাবনে অসংখ্য মনুষ্য পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ বৃক্ষ লতাগুল্মাদি বিধ্বস্ত হইয়া একটি প্রলয়ভয়ঙ্কর অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ জলনিকাশের যথোপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবকেই মানুষের এই অশান্তির বাহ্যকারণরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন। কলিকাতায় ও তাহার সংলগ্ন এলাকাগুলিতে বহু বস্তি বসিয়া যাওয়ায় জল নিকাশের পথগুলি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, চতুর্দ্দিকে বহু Dam বা বাঁধ হইবার জন্য নদনদীগুলিরও স্বাভাবিকী স্রোতোগতি রুদ্ধ হইয়া উহারা ক্রমশঃ ভরাট হইয়া যাওয়ায় জলনিকাশ সুষ্ঠুভাবে হইতেছে না, এজন্য এত ঘন ঘন জলপ্লাবন দেখা যাইতেছে। ইহা ব্যতীত জড়যান্ত্রিক বিজ্ঞান প্রকৃতির স্বাভাবিকীগতিকে নানা ভাবে বাধা প্রদান করায় প্রকৃতির এই প্রকার ঘন ঘন বিক্ষোভ পরিদৃষ্ট হইতেছে। যাহা হউক একে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত মানব নিদারুণ দারিদ্র্য খাদ্যাভাব রোগ-শোকাদি দুঃখ প্রপীড়িত, তাহার উপর আবার এই প্রবল বর্ষা ও বন্যার আক্রমণ! হায়, মানুষের অশান্তির আর সীমা নাই। বাহ্যতঃ যতই না কেন অশান্তি অপনোদনের চেষ্টা করা হউক, কিন্তু ইহাতে প্রকৃত অশান্তি ঘুচিবে না। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া যে বাক্য আমাদিগকে তারস্বরে শুনাইয়া গিয়াছেন, তাহাই একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিতে হইবে ও তদনুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, নতুবা অশান্তি অপনোদনের শত শত চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। শ্রীভগবান্ (গীতা ১৮।৬২) বলিয়াছেন—

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥"

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই অর্থাৎ সেই পরমাত্মারই শরণাপন্ন হও, তাঁহারই অনুগ্রহে শান্তি — যে শান্তি ক্ষুধাতৃষ্ণাভয়শোকজরামৃত্যু প্রভৃতি দ্বারা প্রতিহত হইবে না এবং শাশ্বত স্থান—যে স্থান আর আগুনে পুড়িবে না জলে ডুবিবে না, কেহ কাড়িয়া লইতেও পারিবে না, পাকিস্তান হইবে না এমন শাশ্বত স্থান, শাশ্বতী শান্তি লাভ করিতে পারিবে।

কর্ম্মই আমাদিগকে সুখ বা দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে, সেই কর্ম্ম হরিতোষণপর না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই আমাদের দুঃখ ঘুচিবে না। এজন্য আমরা গলবস্ত্রকৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবানুগত্যে সকলকেই এই প্রার্থনা জানাইতেছি—

"হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

এবং সেই পরম করুণ শ্রীগৌরশিক্ষাসার শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনযজ্ঞে দীক্ষা লাভ করতঃ নিত্যমঙ্গলের পথ অবলম্বনপূর্ব্বক ধন্য—ধন্যাতিধন্য হউন।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

ভক্তের ভগবান

মহারাজ অম্বরীষ

[পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ]

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভৌমলীলা সমাপন করিয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসহ কুরুক্ষেত্র-সমরে জয় লাভ করিয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন, জনগণের মধ্যে লোভ, মিথ্যা, কুটিলতা ও হিংসা প্রভৃতি অধর্ম্মচক্র প্রসার লাভ করিতেছে। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন পৃথিবীতে কলির প্রবেশ হইয়াছে। অতএব মহাপ্রস্থান করিবার উপযুক্ত সময় মনে করিয়া সর্ব্বাংশে আপনার ন্যায় গুণশালী, বিনয়যুক্ত পৌত্র পরীক্ষিৎকে সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বররূপে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন এবং একাগ্রচিত্তে পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে যেদিকে গমন করিলে আর ফিরিতে হয় না, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মগন কর্ত্তৃক আশ্রিতপূর্ব্ব সেই উত্তরদিকেই মহাপ্রস্থান করিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণও তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন।

তাঁহার মহাপ্রস্থানের পর পরমভাগবত পরীক্ষিৎ রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুশাসনে রাজ্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু কে জানিত অনতি-কালমধ্যেই তাঁহাকে এ মরধাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

একদিন তিনি মৃগয়ায় গমন করিয়া তীরধনু হস্তে পলায়মান মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলান্বেষণ করিতে লাগিলেন। নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে জলাশয় দেখিতে না পাইয়া শমীক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। রাজা মুনির নিকট তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানীয় জল প্রার্থনা করিলেন। মুনি সেই সময়ে সমাধিস্থ ছিলেন বলিয়া রাজার আগমন জানিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি কোন বাক্য উচ্চারণ করিলেন না বা রাজাকে জলও প্রদান করিলেন না। রাজার তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল, তিনি পরম ভাগবত হইয়াও দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া ক্রোধভরে মনে

মনে চিন্তা করিলেন—মুনি তাঁহাকে অভ্যর্থনা না করিয়া অপমান করিয়াছেন। তিনি দেখিতে পাইলেন—অনতিদূরে একটি মৃতসর্প পড়িয়া রহিয়াছে। ক্রোধভরে নিজের ধনুকের অগ্রভাগদ্বারা তাহা তুলিয়া লইয়া সেই মুনির গলদেশে স্থাপন করতঃ সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। বাহ্যজ্ঞানশূন্য ধ্যানস্থ মুনি তাহা জানিতে পারিলেন না।

শমীক মুনির পুত্র শৃঙ্গী ক্রীড়ারত বালকগণের মুখে রাজা কর্ত্তৃক পিতার এই অবমাননার কথা জানিতে পারিয়া ক্রোধোদ্দীপ্ত হইলেন এবং এই বলিয়া পরীক্ষিৎকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, 'আজি হইতে সপ্তম দিবসে মহাবিষধর সর্পরাজ তক্ষক মহারাজ পরীক্ষিৎকে দংশন করিবে।'

ঋষিবালক শৃঙ্গী পিতার নিকটে আসিয়া তাঁহার গলায় মৃতসর্প প্রলম্বিত রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দন ধ্বনিতে ক্রমশঃ শমীক মুনির ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি পুত্রকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পুত্র সমূহ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। শান্তচেতা মুনি পরীক্ষিতের আচরণ ও তাঁহার প্রতি বালকের অভিশাপের বিষয় শ্রবণ করিয়া রাজার প্রতি বালকের এইরূপ অন্যায় আচরণকে কোনমতেই আদর করিলেন না। বরং তাহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়া বলিলেন যে, রাজা বিষ্ণুসদৃশ, বিশেষতঃ কলিবৈরী মহারাজের শাসনকালে আমরা নির্ব্বিঘ্নে ভগবদারাধনার সুযোগ পাইয়াছিলাম। পরীক্ষিৎ ধর্ম্মের রক্ষক ও পরম ভাগবত। সুতরাং তাঁহাকে এরূপ অভিশাপ দেওয়া আদৌ উচিত হয় নাই। মুনিপ্রবর অপরিণতবুদ্ধি বালকের অপরাধের জন্য ভগবানের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা ও অনুতাপ করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহার প্রতি যে আচরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে জনৈক মুনিবালকদ্বারা রাজার নিকট পুত্র প্রদত্ত অভিশাপের সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন।

এদিকে মহারাজ পরীক্ষিৎ শমীক মুনির অবমাননা করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন এবং শীঘ্রই পাপের যথোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে শমীক মুনি প্রেরিত এক মুনিবালক তথায় আগমন করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎকে মুনিপুত্র শৃঙ্গীর অভিশাপের বিষয় জানাইলে মহারাজ তাহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না। তিনি নিজের বিষয়াসক্তি পরিত্যাগের একটি বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া আনন্দিতই হইলেন এবং মুনিবরের ঐ অভিশাপকে আশীর্ব্বাদরূপে মস্তকে ধারণ করিলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই ইহধাম ও স্বর্গাদি-লোকের নশ্বরতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এক্ষণে মৃত্যুর সাত দিন মাত্র সময় অবশিষ্ট আছে জানিয়া ক্ষণকাল মাত্র বিলম্ব না করিয়া পুত্র জনমেজয়কে ডাকাইলেন এবং পুত্রাধিক স্নেহে প্রজাপালনাদি রাজধর্ম্ম উপদেশ করতঃ পুত্রকে রাজসিংহাসন প্রদান করিয়া গঙ্গাতীরে উপবেশন পূর্ব্বক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুনিগণের ন্যায় শান্ত ভাবাপন্ন হইলেন এবং একাগ্রচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেইসময়ে ভুবন-পাবন মহানুভব মুনিগণ নিজ নিজ শিষ্যগণসহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রেষ্ঠ মুনিগণকে সমাগত দেখিয়া রাজা তাঁহাদিগকে যথাবিধি পূজা করিলেন এবং সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই সুখে উপবেশন করিলে পর রাজা পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া করজোড়ে তাঁহার প্রায়োপবেশন-সঙ্কল্প উচিত হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা বলিলেন—"সেই কার্য্য-কারণ-নিয়ন্তা স্বয়ং ভগবান্ আমাকে কৃপা করিয়াছেন। একে আমি নিরন্তর গৃহে একান্ত আসক্ত, তাহার উপর আবার ব্রাহ্মণের অপমান করিয়া পাপ আচরণ করিয়াছি। বোধ হয়, ভগবান্ ভাবিলেন যে, ভয়ই বিষয়ানুরাগী ব্যক্তির বৈরাগ্যের কারণ; বৈরাগ্য না হইলে তাঁহাকে পাইবার উপায় নাই। তাই তিনি

নিজেই বৈরাগ্য-লাভের মুলকারণ দ্বিজশাপরূপ রূপ ধারণ করিলেন। হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা এবং পতিতপাবনী গঙ্গাদেবী সম্প্রতি আমাকে ভগবদর্পিত-চিত্ত ও শরণাগত বলিয়া জানুন। এখন তক্ষক আমাকে যথেচ্ছ দংশন করুক, আপনারা হরিকথা গান করুন।"

মুনিগণ রাজার বিচারের প্রশংসা করিলেন। স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভি নিনাদিত হইতে লাগিল। পরীক্ষিৎ মুনিগণকে পুনরায় যথোচিত সম্ভাষণপূর্ব্বক জীবের একান্ত কর্ত্তব্য বিশেষতঃ যাহার মৃত্যু আসন্ন, এই প্রকার ব্যক্তির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করিলে মুনিগণ নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, ধ্যান, জপ প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দিয়া তত্তদ্‌বিষয়ে নিজেদেরই ঐক্যমত্যাভাব-হেতু পরস্পরে বিবাদ করিতে লাগিলেন। এমনসময়ে শ্রীব্যাসনন্দন অবধূতবেষ পরমহংস শ্রীশুকদেব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন মহামনাঃ পরীক্ষিৎ আনন্দে বিভোর হইয়া শ্রীশুকদেবকে বলিলেন যে, তাঁহার (শুকদেবের) ন্যায় সাধুর স্মরণমাত্রেই যখন গৃহিগণের গৃহ পবিত্র হয়, তখন তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শন ও সেবার দ্বারা যে জীব পবিত্র হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রীবিষ্ণুর সান্নিধ্যে যেমন অসুর কুল বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তের দর্শনমাত্রেই জীবের নিখিল পাপরাশি সদ্যঃ সদ্যঃ নাশপ্রাপ্ত হয়। পরীক্ষিৎ মহারাজ তখন যোগিগণের পরমগুরু আত্মারাম শ্রীশুকদেবকে জীবের সম্যক্ সিদ্ধিলাভের উপায় ও মুমূর্ষু জীবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিনীতভাবে উপদেশ প্রার্থনা করিলে শ্রীশুকদেব শুশ্রূষু মহারাজ পরীক্ষিৎকে শ্রীভাগবত-কথা বলিতে লাগিলেন।

মুমূর্ষু ব্যক্তির সিদ্ধির উপায় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব কহিলেন যে, জগতে যাহা কিছু জানিবার বিষয় আছে, তাহাদের মধ্যে এই প্রশ্নই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, ইহা জীবের নিত্যমঙ্গল-স্বরূপ এবং মুক্ত ব্যক্তিরাও এইরূপ বলিয়া থাকেন। যাহারা গৃহাদিতে অত্যন্ত আসক্ত, তাহারা আত্মতত্ত্ব আলোচনায় সম্পূর্ণ উদাসীন। তাহারা দিবাভাগ কেবল অর্থার্জ্জন-চেষ্টা ও কুটুম্বভরণ চিন্তায় এবং রাত্রিকাল নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যয় করে। তাহারা গৃহধর্ম্মে এতদূর আসক্ত যে, পূর্ব্বপুরুষগণের মরণাদি দেখিয়াও গৃহ-ধর্ম্ম হইতে বিরত হয় না বা মরণাদি হইতে কিরূপে উদ্ধার পাওয়া যায়, সে বিষয়ে চিন্তাই করে না। যিনি অভয় ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। পরীক্ষিৎ মহারাজের এই সপ্তাহকাল মাত্র অল্প সময়ের মধ্যে পরম কল্যাণ লাভার্থ শ্রীভাগবত শ্রবণ করাই পরম সমীচীন বলিয়া শ্রীশুকদেব তাঁহাকে ভাগবত শ্রবণ করাইয়াছিলেন। এই ভাগবত কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, ভক্তির এমনই মহিমা যে, যে ব্রহ্মশাপ কোথায়ও বিফল হয় না, তাহাও অম্বরীষ মহারাজকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তখন পরীক্ষিৎ মহারাজ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অতীব আগ্রহ-সহকারে বলিলেন—'হে পরমপূজ্য গোস্বামিপ্রবর! সুবুদ্ধিমান্ রাজর্ষি অম্বরীষের পরমাদ্ভুত চরিত্র শ্রবণ করিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। কিরূপে অপ্রতিহত দুষ্পরিহার্য্য ব্রহ্মশাপও তাঁহার উপর বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই, তাহা কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট বর্ণন করুন। তখন শুকদেব রাজার প্রার্থনায় আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিলেন।

পরম ভাগবত অম্বরীষ আত্মতত্ত্বজ্ঞ নাভাগের পুত্র। মনুর পুত্র নভগ। তাঁহার পুত্র নাভাগ দীর্ঘকাল গুরুগৃহে ব্রহ্মচারী হইয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের বিলম্ব দেখিয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণ মনে করিলেন যে, তিনি বহুকাল গুরুগৃহে বাস করায় বৃহদ্‌ব্রতী বা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়াছেন, তিনি আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। সুতরাং তাঁহারা পৈতৃক সম্পত্তি নিজেরাই বণ্টন করিয়া লইলেন। নাভাগের জন্য আর কিছুই রাখিলেন না। কিন্তু সুবিদ্বান্ নাভাগ গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পিতৃধনের স্বীয় প্রাপ্য অংশ প্রার্থনা করিলে তাঁহার ভ্রাতৃগণ বলিলেন—'পিতা তোমার অংশে পড়িয়াছেন।' নাভাগ পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া

সমূহ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে পিতা বলিলেন—'তুমি তোমার ভ্রাতৃগণের প্রতারণামূলক কথায় বিশ্বাস করিও না। পিতা কখনও পিতৃধনের অংশের মত ভোগ্য বস্তু হইতে পারে না। কিন্তু অর্থগৃধ্নু তাঁহারা যখন পিতৃধন হইতে তোমাকে বঞ্চিত করিয়াছে তখন তাহাদের সহিত অকারণ কলহ না করিয়া তোমার জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় বলিয়া দিতেছি। তুমি সেইভাবে কাজ করিলে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে। সম্প্রতি অঙ্গিরা গোত্রীয় ঋষিগণ যজ্ঞ করিতেছেন। তাঁহারা সুবুদ্ধিমান্ হইলেও সূক্তবিশেষ না জানায় প্রতি ষষ্ঠ দিবসে যজ্ঞের কি প্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা তাঁহারা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তুমি সেই যজ্ঞস্থলে গমন করিয়া বৈশ্বদেব সম্বন্ধীয় এই দুইটি সূক্ত (মন্ত্র) পাঠ করাও। তাহা হইলে তাঁহাদের সুষ্ঠুভাবে যজ্ঞ সম্পাদিত হইলে তাঁহারা স্বর্গ গমন সময়ে তোমাকে যজ্ঞাবশিষ্ট ধনসমূহ প্রদান করিবেন। অতএব তুমি সেই যজ্ঞস্থলে গমন কর।' নাভাগও পিতৃআদেশ পালন করিয়া অঙ্গিরা গোত্রীয় ঋষিগণের যজ্ঞস্থলে গমন করতঃ যথানির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিলেন। ঋষিগণ যে অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন নাভাগের সূক্ত পাঠফলে তাহা দূরীভূত হইল। তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে নির্দ্দিষ্ট সময়ে যজ্ঞ সমাপন করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন এবং নাভাগকে যজ্ঞাবশিষ্ট সম্পদ প্রদান করিয়া গেলেন।

নাভাগ যখন যজ্ঞভূমিস্থিত ধনগ্রহণে উদ্যত হইয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে উত্তরদিক হইতে আগত এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—'এই যজ্ঞভূমিগত ধনসমূহ আমার, তুমি ইহা গ্রহণ করিতে পারিবে না।' নাভাগ বলিলেন,—'এই ধন ঋষিগণ আমাকে প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং ইহা আমি গ্রহণ করিতে চাহিতেছি।' তখন সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ বলিলেন—'এই ধনগ্রহণ-ব্যাপারে যখন তোমার সহিত আমার মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে, তখন তুমি তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনিই ইহার মীমাংসা করিয়া দিবেন।' তখন নাভাগ পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া সমুহ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। নাভাগের পিতা শুনিয়া বলিলেন,—'মুনিগণ দক্ষযজ্ঞে যজ্ঞভূমিগত যাবতীয় যজ্ঞাবশেষ রুদ্রের ভাগরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। অতএব রুদ্রদেবই যজ্ঞভূমিগত সর্ব্ববস্তুর মালিক।' নাভাগ পিতার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষকে বলিলেন—'যজ্ঞভূমিগত সর্ব্ববস্তুর মালিক ভগবান্ রুদ্রদেব।' নাভাগ সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষকে রুদ্র বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—'হে পরমপূজ্য প্রভো! এই যজ্ঞভূমিগত ধনসমূহ আপনারই প্রাপ্য। আমি অবনত মস্তকে আপনার কৃপা প্রার্থনা করিতেছি। রুদ্র বলিলেন,—'তোমার পিতা সত্য বলিয়াছেন, তুমিও সত্য বলিতেছ, সুতরাং আমি মন্ত্রজ্ঞ তোমাকে সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিতেছি।' এই বলিয়া ধর্ম্মানুরাগী রুদ্রদেব নাভাগকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিলেন এবং যজ্ঞাবশিষ্ট ধনও তাঁহাকে প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

প্রশ্ন—শ্রীবালগোপালের পার্শ্বে শ্রীরাধারাণীকে বিরাজিত রাখিয়া পূজা করা যায় কিনা?

উত্তর—নাড়ুগোপাল বা বালগোপাল-শ্রীমূর্ত্তি বাৎসল্যরসের বিষয়। যাঁহারা অপ্রাকৃত শ্রীনন্দ-যশোদার আনুগত্যে অপ্রাকৃত বাৎসল্যরসে শ্রীভগবানের উপাসনা করিবার অধিকারী, তাঁহারাই শ্রীবালগোপালের উপাসনা করিয়া থাকেন। শ্রীকিশোর-গোপালই মধুর রসের বিষয় এবং গোপীশিরোমণি শ্রীরাধারাণীর প্রাণবল্লভ। শ্রীব্রজমণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীগৌড়মণ্ডলে সুপ্রাচীনকাল হইতে শ্রীবালগোপালের যে সকল শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত রহিয়াছেন, তাহাতে কোথায়ও শ্রীনন্দযশোমতীসহ, কোথায়ও বা এককই নন্দযশোদার প্রাণধন শ্রীবালগোপাল বা শ্রীনাড়ুগোপাল শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যে বালগোপাল মূর্ত্তি প্রাপ্ত

হইয়া তাঁহাকে উড়ুপীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তিনি দধিমন্থনদণ্ডধৃক বালগোপাল মূর্ত্তি। কি নাড়ু-গোপাল-রূপ বালগোপাল মূর্ত্তি, কি দধিমন্থনদণ্ডধৃক্ বালগোপাল-মূর্ত্তি—উভয়ত্রই বাৎসল্যরসবিগ্রহ শ্রীগোপাল-দেব উলঙ্গ শিশুরূপী হইয়া বাৎসল্যরসের আশ্রয়গণের স্নেহরস আকর্ষণ করিতেছেন। কেহ বা হস্তে নাড়ু কেহ বা নবনীত, কেহ বা দধিভাণ্ড প্রভৃতি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। কারণ, ঐ সকল বস্তুই বাৎসল্য-রসের আশ্রয়গণের সেবোপকরণ। কোথায়ও বা শ্রীবালগোপাল জানুচংক্রমণ (হামাগুড়ি) করিয়া চলিতেছেন। কিন্তু গোপীপ্রাণবল্লভ যে কিশোর-গোপাল-মূর্ত্তি, তিনি কোথায়ও হামাগুড়ি-প্রদানকারী শিশুর অবস্থা বা শিশুর ন্যায় উলঙ্গ অবস্থায় বিরাজিত হইয়া পূজিত হইতে দেখা যায় না, কারণ, তাহা অপ্রাসঙ্গিক ও রসবিরুদ্ধ। কিশোরগোপাল—বংশী-ধারী; তিনি লড্ডুক বা দধিমন্থনদণ্ডধারী নহেন। মধুর রসের বিষয় হইয়া তিনি বংশীদ্বারা পরোঢ়া ব্রজগোপীগণকে আকর্ষণ করেন—তাঁহাদের সহিত বিহার করেন—গোপীশিরোমণি শ্রীমতীর সহিত ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠামে অবস্থান করিয়া তাঁহার 'শৃঙ্গার-রসরাজমূর্ত্তি' নাম সার্থক করেন। বামে শ্রীরাধিকাহীন শৃঙ্গার-রসরাজ মূর্ত্তি বংশীধারী শ্রীকিশোরগোপাল-মূর্ত্তি যেরূপ তত্ত্ব-বিরুদ্ধ, সেইরূপ বামে রাধিকা-সহিত জানুচংক্রমণকারী উলঙ্গ, লড্ডুকধৃক্ শ্রীবালগোপাল-মূর্ত্তিও তত্ত্ব ও রস-বিরুদ্ধ। যাঁহারা রসতত্ত্ববিৎ, যাঁহারা শ্রীরূপের 'উজ্জ্বল-নীলমণি' ও 'রসামৃতসিন্ধু' আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ভক্তের অজ্ঞানেও কখনও রস-বিরোধ হয় না। যেখানে রসবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, সেখানে ভক্তি নাই, তিনি ভক্ত নহেন। গায়ের জোরে মনোধর্ম্মকে—'ভক্তি', যথেচ্ছাচারকে—'সেবা' বা 'উপাসনা-প্রণালী' বলিয়া চালাইলে তাহা উৎপাতেরই কারণ হয়। রসাভাস-দোষযুক্ত উপাসনা ও সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ সেবা-প্রণালী কখনও উপাসনা বা সেবা-প্রণালী হইতে পারে না।

কান্ত ও কান্তা যখন একান্তে বিহার করেন, তখন যেরূপ সেখানে বাৎসল্যরসের রসিক মাতা-পিতা প্রবিষ্ট হন না; আবার যখন বাৎসল্যরসে শিশু মাতার স্তন্য পান করে, বস্ত্রহীন হইয়া অবস্থান করে, জানুচংক্রমণ করে, মাতা-পিতার শাসন স্বীকার করে, তখনও সেখানে কান্তার অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। মাতার সম্মুখে পুত্র কান্তাকে লইয়া বিহার করেন না, আবার যেখানে শিশুত্বভাব প্রধান, সেখানে কান্তার সহিত বিহারাদি ক্রীড়া নাই। 'এচড়ে পাকা'-প্রণালী গ্রহণ করিলেই শিশুর বামে জোর করিয়া কান্তাকে স্থাপন করা হয়। যেখানে শিশুত্বভাব প্রবল, সেখানে কান্তভাব প্রকাশিত থাকিতে পারে না। ইহা সাধারণ জাগতিক হেয় প্রতিবিম্বিত রাজ্যেও দৃষ্ট হয়। যদিও অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলায় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুরাদি সকল ভাবই নিত্য, তথাপি এক একটি রসবৈশিষ্ট্যের প্রকোষ্ঠ অপর রস-বৈশিষ্ট্যকে আক্রমণ করে না। যখন শ্রীযশোমতী বালগোপালকে স্তন্য পান করান, তখন সেই প্রকোষ্ঠে শ্রীমতী আসিয়া উপস্থিত হন না, আবার যখন নিধুবনে শ্রীমতীর সহিত গোপীগণ পরিবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ মধুরলীলা-বিলাসাদি করেন, তখন সেই প্রকোষ্ঠে শ্রীযশোমতী বা বর্ষীয়সী মাতৃস্থানীয়া গোপীগণ উপস্থিত হন না। অতএব জানুচংক্রমণকারী শিশুরূপী নাড়ুগোপাল শ্রীমূর্ত্তির বামে কিশোরী শ্রীরাধারাণীর অবস্থান রসা-ভাসদুষ্ট ও তত্ত্ববিরুদ্ধ। তাহা কখনও কোনও ভক্তের দ্বারা কল্পিত হইতে পারে না। —সাঃ গৌঃ ১২।৩৯

বিরহ সংবাদ

শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাসাধিকারী, সরভোগ:— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণা-শ্রিত আসাম—কামরূপ জেলান্তর্গত সরভোগনিবাসী দীক্ষিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীমদ্ চিদ্‌ঘনানন্দ দাসাধি-কারী প্রভু (শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ পাটগিরি মহোদয়) বিগত ১৭ ভাদ্র, ৩ সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় নবতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে দেহরক্ষা
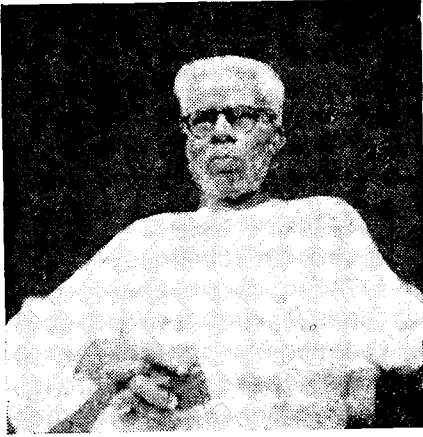
'শ্রীচৈতন্যবাণী'র সহসম্পাদক
শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

করিয়াছেন। আসাম প্রদেশস্থ শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত প্রাচীন শিষ্যগণের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি কামরূপ জেলার একজন প্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। দীর্ঘকাল স্থানীয় বরনগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতার কার্য্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত উহার পরিচালনা করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে স্কুলের সাবইন্সপেক্টররূপে বিদ্যালয়সমূহের উন্নতির জন্যও বিভিন্ন ভাবে যত্ন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ অবলম্বনে শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করেন। উক্ত গ্রন্থ তাঁহার জীবদ্দশাতেই মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইনি শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবতের অসমীয়া ভাষায় সম্পূর্ণ অনুবাদ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু অর্থাভাববশতঃ উক্ত বিরাট গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে পারে নাই। তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতা ও পরমার্থ নিষ্ঠার জন্য শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভা হইতে শ্রীল আচার্যাদেব কর্ত্তৃক তিনি 'বিদ্যাবিনোদ' এই উপাধিতে ভূষিত এবং শ্রীমঠ হইতে প্রকাশিত 'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক পত্রিকার 'সহ-সম্পাদক' পদে অধিষ্ঠিত হন। সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সুষ্ঠু সেবা পরিচালনে ও প্রচারসৌকর্য্যে তিনি আন্তরিকতার সহিত প্রচুর যত্ন করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেমভক্তিপর শিক্ষাতে প্রচুর নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা ছিল।

তিনি দেহরক্ষাকালে পতিসেবাব্রতনিষ্ঠ-ভক্তিপরায়ণা সহধর্ম্মিণী, চারি পুত্র, চারি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনবদ্বীপ রঞ্জন পাটগিরি মহোদয় বৈষ্ণববিধানমতে সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণবগণের উপস্থিতিতে তদীয় বাস ভবনে পিতৃদেবের পারলৌকিক কৃত্য ২৯ ভাদ্র, ১৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করেন।

তাঁহার প্রয়াণে আসামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের একজন সুযোগ্য ভক্তিনিষ্ঠ প্রচারকের অভাব হইল। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ব্যক্তিমাত্রই তাঁহার স্বধাম প্রাপ্তিতে বিশেষরূপে বিরহ সন্তপ্ত।

শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র দে রায়, গোয়ালপাড়া (আসাম)—আসাম প্রদেশস্থ গোয়ালপাড়া সহর নিবাসী শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত স্নিগ্ধ গৃহস্থ শিষ্য শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র চন্দ্র দে রায় মহোদয় গত ৮ আশ্বিন, ২৫ সেপ্টেম্বর সোমবার গৌহাটী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দেহরক্ষা করেন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া গোয়ালপাড়া সহরে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও পুত্রগণের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়। তিনি গোয়ালপাড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কার্য্য করিতেন। মঠের প্রচার্য্যবিষয়ে তাঁহার প্রচুর শ্রদ্ধা ছিল এবং সাধ্যমত বিভিন্নভাবে স্থানীয় মঠকে সহায়তা করিতেন।

গত ১৮ আশ্বিন, ৫ অক্টোবর তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী ও পুত্রগণের ইচ্ছায় মঠের বৈষ্ণবগণের ব্যবস্থায় বৈষ্ণবস্মৃতির বিধানানুযায়ী স্থানীয় মঠে সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ভক্তবৃন্দ বিরহ-সন্তপ্ত।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬ ৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস তালিকা-সম্বলিত এই ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী গণিত হইয়া শ্রীগৌর আবির্ভাব তিথি—১০ চৈত্র (১৩৮৪), ২৪ মার্চ্চ (১৯৭৮) তারিখে প্রকাশিত হইয়াছেন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। ভিক্ষা—'৮০ পয়সা। ডাকমাশুল অতিরিক্ত '২৫ পয়সা।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ·৭০

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, ·৭০

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ·৮০

(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ·৭০

(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ·৮০

(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,, ,, ১২·৫০

(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ১·৫০

(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১·০০

(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ·৮০

(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ·৬২

(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১·২৫

(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00

(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ —
শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৭·০০

(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — ,, ১·৫০

(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—
ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১·৫০

(১৬) শ্রীমদ্ভগবদগীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১০·০০

(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, ·২৫

(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২·০০

অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ২·৫০

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২·০০

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১৮শ বর্ষ ※ অগ্রহায়ণ — ১৩৮৫ ※ ১০ম সংখ্যা

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের গৌড়ীয় শ্রীমন্দির

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৫৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী. জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

'চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৮শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫
১৭ কেশব, ৪৯২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার ; ১ ডিসেম্বর, ১৯৭৮ | ১০ম সংখ্যা

বৈষ্ণব-মর্য্যাদা

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

এই জগতের প্রাণিগণের মধ্যে মানবের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আছে। প্রাণিগণের মধ্যে অজড় চেতনভাব মানবেই উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হইয়াছে। তাৎকালিক প্রতীতিবশে পশুও চেতনবিশিষ্ট বলিয়া তাহার কার্য্যাবলীতে পরিচয় দেয়। ঐহিক ও ব্যবহার বিচার-বিষয়ে পশু ও মানবে অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। আহার, নিদ্রা, ভয় মৈথুনাদি ব্যাপারে মানবের সহিত পশুগণের সাদৃশ্য থাকিলেও মানব পশু হইতে অধিকতর বুদ্ধিমান্। সেই বুদ্ধিটী অন্য কিছুই নহে, কেবল ঐহিক জ্ঞানাতীত মানব পারলৌকিক জ্ঞান সম্পন্ন। মানবের পারলৌকিক জ্ঞানে ত্রিবিধ বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। দেহ ও মন সম্বলিত আত্মপরিচয়ে ঐহিক ও পারত্রিক দুঃখ ও সুখ ভোগের যে বৃত্তি-বশে মানব চালিত হন, ঐ গমনযোগ্য পথকে কর্ম্ম-পথ বলে। ইহারই নামান্তর প্রবৃত্তিমার্গ। দেহ ও মন সম্বলিত আত্মপরিচয়ে যেকালে মানব ঐহিক পারত্রিক ভোগ হইতে বিরত হন এবং দেহ ও মনের চেষ্টাসমূহ স্তব্ধ হয়, শান্তিই যখন আরাধ্য বস্তু হয়, সেইকালে অপ্রবৃত্ত দেহ ও মন জ্ঞানের উদ্দেশে অজ্ঞানপথে চলেন এবং তাদৃশ প্রবৃত্তিপথ পরিহার করিবার ইচ্ছা করেন, উহাই জ্ঞানপথ বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। এই দুই প্রকার পথ ব্যতীত অবিমিশ্র আত্মা নিত্যবৃত্তি-বিশিষ্ট হইয়া অপ্রাকৃত জগতে বৈকুণ্ঠনাথের যে অনুশীলন করেন, তাহাই অবিমিশ্র আত্মার নিত্য অয়নমার্গ বা ভক্তিপথ। ভক্তিপথ কেবল নিবৃত্তিমার্গ নহে, উহা ভোগপর প্রবৃত্তিমার্গও নহে, কিন্তু কৃষ্ণভোগপর প্রবৃত্তিমার্গ এবং জড়ত্যাগপর নিবৃত্তিমার্গ। আত্মধর্ম্মে চেতনের স্বভাব প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গাত্মক। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হইতে চিদ্বৈচিত্র্য, তাহা নিত্য এবং তদ্রূপবৈভব নামে পরিচিত। পরমাত্মার নিত্য প্রবৃত্তি হইতে তদ্রূপবৈভব এবং জীবাত্মার প্রবৃত্তি হইতে আশ্রয়ের নিত্য সেবনচেষ্টা। তিনি সেবন চেষ্টায় উদাসীন হইলেই তাঁহার রস-বিলাস বা চিদ্বৈচিত্র্য শান্ত হইয়া পড়ে তটস্থশক্তি বর্ণনে জীবের স্বরূপ শান্তধর্ম্মময়। বৈকুণ্ঠে এবং তদুপরিভাগ গোলোকে শান্ত জীব নিত্যসেবোন্মুখ হইয়া চিদ্বৃত্তির পরিচয় দেন, এজন্যই ভক্তিযোগিগণ মানব-মাত্রেরই ভগবদ্ভক্তিতে অধিকার আছে বলেন। মানব

ব্যতীত অন্য চেতন-বিশিষ্ট প্রাণীরও কর্ম্ম ও জ্ঞানের পথে জড় রাজ্যে বিচরণ করা সম্ভবপর। কিন্তু কর্ম্মজ্ঞানাবরণ-মুক্ত হইবার সম্ভাবনা পশুতে নাই। হরিবিমুখ জ্ঞানী জড়কে ভোগ করিতে অভিলাষী নহেন, নিত্য সচ্চিদানন্দ বস্তুকেও সেবা করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি সচ্চিদানন্দ বস্তুকেও ন্যূনাধিক জড়ের অন্যতম বস্তু মনে করেন। এজন্য তাঁহার নিবৃত্তিমার্গে এত আদর। ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণব বৈকুণ্ঠবুদ্ধিবিশিষ্ট। তিনি কর্ম্মী ও জ্ঞানী মানবের ন্যায় মায়িক রাজ্যে বিচরণ করেন না; মায়াবাদ দ্বারা জীব ও জগতের বিচার করেন না বা ভোগ্য ও ভোক্তার বিচার করেন না। বিষ্ণু বৈষ্ণবের অনুগ্রহে কর্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়েই ন্যূনাধিক ভগবদ্ভক্তির সৌন্দর্য্য দেখিবার অবকাশ পান এবং ভক্তিসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে আকর্ষণকারী ও নিজেকে এবং তাঁহার মিত্রবর্গকে আকৃষ্ট-তত্ত্ব উপলব্ধি করেন। কর্ম্ম জ্ঞানের আবরণ সেকালে বৈষ্ণবকে বৈষ্ণব জানিবার বাধা দেয় না। যেকালে আত্মাকে কৃষ্ণদাস জানিবার অন্তরায় উপস্থিত হয়, তৎকালেই হরিবিমুখ বদ্ধজীবও ভোগময় জড়জগৎ দৃশ্যরূপে উপলব্ধ হয়। সেইকালে জীব আপনাকে প্রকৃতির অন্তর্গত বস্তুবিশেষ অভিমান করেন। এই নশ্বর অভিমানফলে জীব কর্ম্ম ও জ্ঞানপথের পথিক হইয়া প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিমার্গকে আদর করিতে থাকেন। গুণজাত প্রাকৃত জগতে যে সত্ত্বগুণের অংশ আমরা দেখিতে পাই, তাহা মিশ্রধর্ম্মক্রমে অপূর্ণ ও হেয়ত্বযুক্ত। প্রাকৃত জগতের সত্ত্বগুণ হেয় ও অপূর্ণ হইলেও চিদানন্দের সহিত সমভাববিশিষ্ট। চিদানন্দের সত্ত্বা আংশিকভাবে প্রপঞ্চে আছে বলিয়া পূর্ণমাত্রায় পরম উপাদেয়রূপে নিত্য বৈকুণ্ঠে তাহার নিত্যপূর্ণ অজড় অবস্থান নাই—এরূপ মায়িক যুক্তিচাঞ্চল্য যাঁহারা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগকে শাস্ত্রে মায়াবাদী বলে। তাঁহারা স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইলেও বিমুখবৃত্তিবশে মায়াবাদী বা অবৈষ্ণব। এই মায়াবাদ বা অবৈষ্ণবতার হস্ত হইতে শুদ্ধজীবাত্মা যতটা মুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া হরিসেবাপর হন, ততটা পরিমাণে আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারেন। বৈষ্ণবের মর্য্যাদা ভগবন্মর্য্যাদার তুল্য বা অধিক জানিতে পারিলে জীবাত্মার নিত্য স্বরূপগত ধর্ম্ম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।

—সঃ তোঃ ২৩।১২৭ পৃষ্ঠা

(ক্রমশঃ)

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(সমাজনীতি)

প্রঃ—বর্ণাশ্রমবিধি আদরণীয় কেন?

উঃ—"উত্তমরূপে সমাজ রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষে আর্য্যগণের মধ্যে বর্ণবিভাগ ও আশ্রমবিভাগরূপ সামাজিক বিধি স্থাপিত হইয়াছে। সমাজ রক্ষিত হইলে সৎসঙ্গ ও সদালোচনাক্রমে পরমার্থের পুষ্টি হয়। এতন্নিবন্ধন বর্ণাশ্রম সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়, যেহেতু তদ্দ্বারা ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব এই সমস্ত অর্থগত ব্যবস্থারই একমাত্র মূল তাৎপর্য্য—'পরমার্থ', যাহার অন্যতম নাম—শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি।"

— কৃঃ সং ৫।৯

প্রঃ—বদ্ধাবস্থায় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিলে কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে কি?

উঃ—"যাঁহারা সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইলে জীবের প্রকৃতি লোপ পাইতে পারে না; বরং তৎসাহায্যে অনেক অবকাশ ও সুবিধার সহিত ভগবৎ-প্রেমালোচনার

কার্য্য হইতে পারে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মই বৈষ্ণবের বদ্ধদশায় একমাত্র সমাজ।"

—'মনুষ্য-সম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম—প্রথম প্রবন্ধ', সঃ তোঃ ২।৭

প্রঃ—বর্ণধর্ম্ম ব্যতীত কোনও সভ্যসমাজ চলিতে পারে কি?

উঃ—"ইউরোপে যাহারা বণিক্‌স্বভাব, তাহারা বাণিজ্যই ভালবাসে এবং বাণিজ্য-দ্বারা উন্নতি সাধন করিতেছে; যাহারা ক্ষত্রস্বভাব, তাহারা 'মিলিটারী লাইন' বা সৈনিকক্রিয়া অবলম্বন করে এবং যাহারা শূদ্র স্বভাব, তাহারা সামান্য সেবাকার্য্য ভালবাসে। বস্তুতঃ বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত না হইলে কোন সমাজই চলে না। বিবাহাদি ক্রিয়াতে বর্ণ-সম্মত উচ্চ নীচ অবস্থা ও স্বভাব পরীক্ষিত হয়। বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত হইয়া ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের সমাজ সংস্থাপিত হইলেও ঐ ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক রূপে সম্পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয় নাই।" —চৈঃ শিঃ ২।৩

প্রঃ—বর্ণবিধানের প্রকৃষ্ট উন্নতির পূর্ব্বে কিরূপ সমাজ-নীতি প্রচলিত থাকে?

উঃ—"বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে জলযান-সকল যে-পর্য্যন্ত না প্রস্তুত হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত অবৈজ্ঞানিক নৌকা প্রভৃতির দ্বারা জলযাত্রা কার্য্য যেমত নির্ব্বাহিত হইত, সমাজও সেইরূপ, অর্থাৎ বর্ণবিধান প্রকৃষ্টরূপে যে-দেশে যে-পর্য্যন্ত না চালিত হয়, সে-পর্য্যন্ত তাহার একটি অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থাই সেই দেশের সমাজকে চালাইতে থাকে। বর্ণবিধানের অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থাই ইউরোপে (সংক্ষেপতঃ ভারত ছাড়া সর্ব্বত্রই) সমাজের চালক হইয়া আছে।" —চৈঃ শিঃ ২।৩

প্রঃ—বৈষ্ণব-সমাজ ও অবৈষ্ণব-সমাজে ভেদ কি?

উঃ—"বৈষ্ণব-সমাজ ও ইতর-সমাজের ভেদ এই যে, বৈষ্ণব-সমাজের একমাত্র চরম উদ্দেশ্যই ভগবৎ-প্রেম এবং ইতর-সমাজের উদ্দেশ্যই স্বার্থপর কাম। ইতর-সমাজে যাঁহারা অবস্থিত, তাঁহারা দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, নীতি, জড়ীয় বিজ্ঞান-আলোচনার দ্বারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারক বিষয়াবিষ্কার এবং জড়ীয় ক্লেশের ক্ষণিক নিবৃত্তিরূপ কার্য্যকেই জীবনের ও সমাজের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া জানেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ মরণান্তর সুখকে, কেহ কেহ পারত্রিক-ভোগকে এবং কেহ কেহ জীবের অস্তিত্বনাশরূপ নির্ব্বাণকে বহুমানন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবসমাজস্থিত জীবসকল দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, বিজ্ঞান, নীতি ও জড়দুঃখ-নিবৃত্তির দ্বারা ভগবৎপ্রীতির অনুশীলনের আনুকূল্য লাভ করেন। উভয় সমাজের আকৃতি—এক, কিন্তু প্রকৃতি—ভিন্ন।"

—'মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম', সঃ তোঃ ২।৭

প্রঃ—কি কি বিধি অবলম্বনে ভারতীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়?

উঃ—"বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে পুনরায় স্বাস্থ্যলক্ষণে আনিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিধিকে পুনঃ প্রচলিত করিতে হয়, যথা—

(১) কেবল জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা হইবে না।

(২) বাল্যসঙ্গ ও জ্ঞান-সংগ্রহক্রমে যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই স্বভাব অনুসারে প্রতি-ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত।

(৩) বর্ণনির্ণয়কালে স্বভাব ও রুচির সহিত পিতা-মাতার বর্ণ সম্বন্ধে একটু বিচার করিয়া বর্ণ নির্ণয় করিতে হইবে।

(৪) পুরুষের উপযুক্ত বয়স হইলে অর্থাৎ পনর বৎসর বয়সের পর কুলপুরোহিত, ভূস্বামী, পিতা-মাতা ও গ্রামস্থ কতিপয় নিঃস্বার্থ বিদ্যাবান্ ব্যক্তি বসিয়া বর্ণ নির্ণয় করিবেন।

(৫) প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের কি বর্ণ হওয়া উচিত—এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে না। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ পিতৃবর্ণপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিয়াছে কি না?—এইরূপ প্রশ্ন উঠিবে।

(৬) যদি দেখা যায় যে, পিতৃবর্ণের যোগ্যতা হইয়াছে, তদনুরূপ সংস্কার করা যাইবে। যদি দেখা যায় যে, উচ্চবর্ণ লাভের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাহাতে তাহার সংস্কার হইবে। যদি দেখা যায় যে, পিতৃবর্ণের যে অধম বর্ণ উহার জন্যই উপযোগিতা

হইয়াছে, তবে বালককে আরও দুই বৎসর সময় দেওয়া হইবে।

(৭) দুই বৎসরের পর পুনরায় পূর্ব্ববৎ বিচারপূর্ব্বক তাহার বর্ণ নিরূপণ করা হইবে।

(৮) প্রতি-গ্রামে একটি সমাজ-সংরক্ষক-বিধান ভূস্বামী ও পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রচলিত রাখিতে হইবে।

(৯) এই সমস্ত কার্য্য যাহাতে যথাবিধি প্রচলিত থাকে, তজ্জন্য সম্রাটের সাহায্য লইতে হইবে। সম্রাট্ই বাস্তবিক বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষক।

(১০) যাহার যে বর্ণ হইবে, তাহার তদনুরূপ বিবাহাদি-সংস্কার ও অন্যান্য অধিকার হইবে। তদ্-ব্যতিক্রমকারীর প্রতি রাজদণ্ড বিধান করিতে হইবে।"

—'মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম', সঃ তোঃ ২।৭

প্রঃ—সমাজ কয় প্রকার? জীব কি কখনও সমাজ-শূন্য হইতে পারে?

উঃ—"কেহ কেহ মনে করেন যে, সামাজিক লোককে 'বৈষ্ণব' বলা যায় না; এরূপ সিদ্ধান্ত একটি ভ্রম। সমাজ বাস্তবিক তিন প্রকার অর্থাৎ বিষয়ি-সমাজ, মুমুক্ষু-সমাজ ও মুক্ত-সমাজ। **জীব কোন-সময়েই সমাজ-শূন্য হয় না,—জীবের স্বভাবই সামাজিক; জড়মুক্ত হইলেও জীবের শুদ্ধ-ভক্ত-সমাজ অনিবার্য্য। অতএব জীব বনেই থাকুন বা গৃহেই থাকুন বা বৈকুণ্ঠে থাকুন, তিনি সর্ব্বদাই সামাজিক।** বৈষ্ণবজীব ও ইতরজীবের ভেদ এই যে, বৈষ্ণবজীবের বৈষ্ণব-সমাজ এবং ইতরজীবের ইতর-সমাজ। **এস্থলে এইমাত্র সিদ্ধান্ত হইল যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৈষ্ণবসমাজে কোন প্রকার ভেদ নাই।"**

—'মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রথম প্রবন্ধ', সঃ তোঃ ২।৭

প্রঃ—কিরূপ সমাজধর্ম্ম ভারতবর্ষের উপযোগী? সহসা সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হওয়া উচিত কি?

উঃ—"দুই দিকেই বিপদ্। একদিকে কুসংস্কার-কীট আমাদের সমাজকে নিঃসার করিতেছে, চুপ করিয়া থাকিলে অমঙ্গল বই মঙ্গল নাই। আমাদের সামাজিক বল-বীর্য্য ও সৌভাগ্য—সকলই ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতেছে। যে আর্য্যবংশের প্রতাপে বহুকালাবধি বসুন্ধরা কম্পমানা ছিল, সেই আর্য্যসন্তানগণ এখন ম্লেচ্ছগণ অপেক্ষাও হীন হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে অধিকতর হীন হইতেছে। যাঁহার হৃদয় আছে, তিনি এই সকল আলোচনা করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। যাঁহার হৃদয় নাই, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করিতেছেন। অন্যদিকে দৃষ্টি করিলেও নানাবিধ বিপদ্ দেখা যায়। যদি বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া আমরা নূতনরূপে সমাজ স্থাপন করি, তাহা হইলে আর আমাদের আর্য্যত্ব থাকে না, যেহেতু বৈজ্ঞানিক সমাজ তিরোহিত হয়। উদাহরণ-স্থলে দৃষ্ট হইবে যে, বৌদ্ধসমাজ, জৈনসমাজ, দেশীয় খ্রীষ্টান সমাজ, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি বর্ণাশ্রমরহিত ব্যবস্থা-সমূহ কখনই ভারতভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল না; বৌদ্ধসমাজ ও জৈনসমাজ পর্ব্বতগুহার মধ্যে লুক্কায়িত হইল, দেশীয় খ্রীষ্টানসমাজ কেবল ম্লেচ্ছানুগত্যে বৃত হইল, ব্রাহ্মসমাজ কুটীরস্থ হইয়া পড়িল—তন্মধ্যে আর কাহারও সামাজিক স্বাধীন জীবন নাই। কোথায় বা বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা, কোথায় বা নববিধান? কেহই কোন কাজে লাগিল না। কখনই এই বিজ্ঞান-পীঠ ভারতে কোন কাজে লাগিবে না। যদি আমরা সহসা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সংস্কার আরম্ভ করি, তবে আরও হুলস্থুল পড়িয়া যাইবে। সকল দিকে অন্ধকার দেখা যাইতেছে।"

—'মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম', সঃ তোঃ ২।৭

শ্রীদুর্গাতত্ত্ব

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।
অনয়োরন্তরদর্শী সংসারান্ন বিমুচ্যতে॥"

অতঃ স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণস্তত্র স্বরূপশক্তিরূপেণ দুর্গা-নাম, তস্মান্নেয়ং মায়াংশভূতা দুর্গেতি গম্যতে। তথা চ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে—

"জানাত্যেকা পরা কান্তা সৈব দুর্গা তদাত্মিকা।
যা পরা পরমা শক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী॥
যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ।
মুহূর্ত্তাদেব দেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা॥
একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী।
অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ॥
ভক্তির্ভজনসম্পত্তির্ভজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ম্।
জ্ঞায়তেঽত্যন্ত দুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ॥
দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ডরসবল্লভা।
অস্যা আবরিকাশক্তির্মহামায়াঽখিলেশ্বরী।
যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বদেহাভিমানিনঃ॥"

অর্থাৎ 'যিনি কৃষ্ণ, তিনিই দুর্গা, আবার যিনি দুর্গা, তিনিই কৃষ্ণ। ইঁহাদের মধ্যে অন্তর বা ভেদ-দর্শনকারী কখনও সংসার হইতে মুক্ত হয় না।' ইত্যাদি বাক্যে ইহাই উপলব্ধ হয় যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই স্বরূপশক্তিরূপে দুর্গা, তজ্জন্য ইঁহাকে মায়াংশভূতা দুর্গা বলিয়া বুঝিতে হইবে না। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতি-বিদ্যাসংবাদেও উক্ত হইয়াছে—যিনি মহাবিষ্ণু-স্বরূপিণী পরা—পরমাশক্তি, যিনি একমাত্র পরা কান্তা বা মূল আশ্রয়বিগ্রহস্বরূপিণী, তিনিই তদাত্মিকা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণা-ত্মিকা দুর্গা, যাঁহার অর্থাৎ যে পরাশক্তির বিশেষ জ্ঞানমাত্রেই মুহূর্ত্তমধ্যেই শ্রীভগবানের প্রাপ্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া যায়, ইহাতে অন্যথা নাই। ইনিই একমাত্র প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা শ্রীগোকুলে-শ্বরী। ইঁহারই কৃপায় আদিদেব অখিলেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সুলভে অর্থাৎ সুখলভ্যরূপে জ্ঞেয় হন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে অনায়াসে জানা যায়। ভক্তিই ভজন-সম্পত্তি প্রকৃতি, তিনি প্রিয়ের ভজন করেন, সেই ভক্তিস্বরূপিণী ভগবৎপ্রকৃতিই দুর্গা। তাঁহাকে অত্যন্ত দুঃখে জানা যায় বলিয়া সাধুগণ তাঁহাকে 'দুর্গা' বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তিনি অখণ্ডরসবল্লভা। এই স্বরূপভূতা দুর্গার আবরিকা শক্তিই অখিলেশ্বরী মহামায়া। যাঁহার দ্বারা সমস্ত জগৎ মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং সকলেই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহাভিমানী হইয়া পড়িয়াছে।

বুভুক্ষু কর্ম্মিসম্প্রদায়ের স্থূল এবং মুমুক্ষু জ্ঞানিসম্প্র-দায়ের সূক্ষ্ম দেহাভিমান প্রবল। এই ভোগী ও ত্যাগী সম্প্রদায়ে পরিপূর্ণ জগৎ সেই স্বরূপভূতা প্রেমসর্ব্বস্ব-স্বরূপা শ্রীগোকুলেশ্বরী ত্রিগুণাতীতা যোগমায়া দুর্গা-দেবীর আবরিকা অখিলেশ্বরী ত্রিগুণময়ী মহামায়ারই উপাসনা করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষ-মন্বন্তরে চৈত্রবংশোদ্ভুত রাজ্য-ভ্রষ্ট মহারাজ সুরথ ও স্বজন পরিত্যক্ত সমাধি নামক বৈশ্য এই ভুবনেশ্বরী মহামায়ারই পূজা জগতে প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাস শ্রীরামচন্দ্রের রাবণবধার্থ সৌরাশ্বিন মাসে ব্রহ্মার দ্বারা দেবীর অকালবোধন সম্পাদনপূর্ব্বক যে দুর্গাদেবীর পূজা প্রবর্ত্তনের কথা তদ্রচিত রামায়ণে বাংলা পয়ার ছন্দে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, মহামুনি কবিবর বাল্মীকির মূল রামায়ণে তাহার কোনই উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে কালিকা পুরাণাদি তামস উপপুরাণে ঐরূপ কোন উক্তি থাকিলেও স্বয়ং শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীভগ-বান্ রামচন্দ্রকে তাঁহার মায়াশক্তির অধীন করাইবার সিদ্ধান্ত আদৌ সমীচীন হয় না। শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের পূজাভিনয় করিয়াছিলেন বলিয়া সমুদ্রকে কি পর-মেশ্বর এবং শ্রীরামচন্দ্রকে কি তদধীন তত্ত্ব বলিয়া প্রতিপাদন করিতে হইবে? মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা বিচার

প্রদর্শন পূর্ব্বক ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তপূজার আদর্শ স্থাপন করিলেও ভগবান্ ভক্তের চিরারাধ্য বস্তু। এইরূপ শ্রীরামেশ্বর মহাদেব রামের ঈশ্বর – এবম্বিধ ষষ্ঠী নির্দ্দিষ্ট তৎপুরুষ হইবার পরিবর্ত্তে রাম হইয়াছেন ঈশ্বর যাঁহার এইরূপ বহুব্রীহিসমাসসাধ্য ভাগবতপ্রবর বৈষ্ণবাগ্রগণ্য তদীয় বস্তু, ইহাই জানিতে হইবে। তদ্বস্তু গোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়াও যদি তদীয়ের অর্চ্চনা না করা যায়, তাহা হইলে তাদৃশ পূজক 'ভাগবত' বা ভক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইবার পরিবর্ত্তে কেবল দাম্ভিক বলিয়াই বিচারিত বা অনাদৃত হইয়া থাকেন। এজন্য ভক্তপ্রেমবশ্য ভগবান্ তাঁহার ভক্ত-পূজাদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক ভক্তের মর্য্যাদা স্থাপন করিলেও ভগবান্ সর্ব্বাবস্থাতেই তাঁহার ভক্তের নিত্যারাধ্য বস্তু।

গোকুলেশ্বরী যোগমায়া চিচ্ছক্তি দুর্গাদেবীর ছায়া-স্বরূপিণী অচিচ্ছক্তি দুর্গাদেবীর পূজা দ্বারা জীবের নিত্যকৃষ্ণদাস্যরূপ স্বরূপজ্ঞান বা স্বরূপানুভূতি আবৃত হইয়া পড়ে এবং চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাকৃত ধন, জন, ধর্ম্মার্থ-কামাদি আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধক অনিত্য বিষয়ানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। পরন্তু চিচ্ছক্তি দুর্গাদেবীর সেবা-দ্বারা জীব কৃষ্ণেন্দ্রিয় তৃপ্তি বর্দ্ধক কৃষ্ণপ্রেমসম্পদে সম্পত্তিমন্ত হন। কিন্তু এই স্বরূপ-ভূতা যোগমায়ার পূজাও কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্রভাবে বা স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বিচারে বিহিত হয় নাই, যেহেতু শক্তিতত্ত্বের স্বতন্ত্র পরমেশ্বরত্ব সচ্ছাস্ত্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে।

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকৃত বেদান্ত সূত্র বা ব্রহ্ম-সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদে **উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ** (ব্রঃ সূঃ ২।২।৪২) প্রভৃতি সূত্রে বলা হইয়াছে—চেতনানধিষ্ঠিত শক্তির জগৎ কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না, সুতরাং শক্তিকে কখনই বিশ্ব-জনয়িত্রী বলা যায় না। যেরূপ পুরুষ সংযোগ ব্যতীত স্ত্রীজাতি কখনই সন্তান সম্ভবা হইতে পারে না, তদ্রূপ চেতনের সম্বন্ধ স্বীকৃত না হইলে কেবল শক্তি হইতে কখনই জগতের উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে না। শক্তির যে সর্ব্বজ্ঞতাদি ধর্ম্ম আছে বলিয়া বলা হয়, উহা 'অপ্রেক্ষ্যাভিহিত' অর্থাৎ কোন বিচার না করিয়াই বলা হইয়াছে। (অপ্রেক্ষ্য অর্থাৎ অবিচার্য্য।) শক্তি কেবলা থাকিতে পারেন না, ঈশ্বরোপসৃষ্ট বা ঈশ্বর সম্পৃক্ত অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত হইয়াই তাঁহার স্থিতি। দেবাত্মশক্তিম্ ইত্যাদি শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন। মার্কণ্ডেয় মুনিও তাঁহার স্বরচিত মার্কণ্ডেয় পুরাণে সপ্তশতীতে অসকৃৎ অর্থাৎ বহুবার শক্তিকে 'নারায়ণী' বা 'বিষ্ণুমায়া' ইত্যাদি বলিয়াছেন। "অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণো-হকাময়ত" তথা "পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্" [অর্থাৎ প্রলয়ান্তে সৃষ্টিপ্রারম্ভে সেই আদি পুরুষ নারায়ণ ইচ্ছা করিলেন। পুরুষসূক্তেও কথিত হইয়াছে—সেই পুরুষই সমস্ত অতীত, ভবিষ্যৎ যাহা কিছু বস্তু আছে, তৎসমুদয়ের উপাদানকারণ স্বরূপ] ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সেই পরাৎপর পরমেশ্বরেরই সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব ঘোষিত হইয়াছে। শ্রীভগবদ্ গীতায়ও (১০ম অঃ) উক্ত হইয়াছে—আমিই সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চের উৎপত্তি কারণ, আমা হইতেই সমস্ত বস্তুর স্থিতি। ইত্যাদি স্মৃতি-বাক্যেও ভগবৎস্বরূপই সমস্ত বিশ্বের কারণ রূপে উক্ত হইয়াছেন। সুতরাং শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তির সহিত বিরোধ বা অসামঞ্জস্য-হেতু শক্তির জগৎ-কর্ত্রীত্ব কখনই সচ্ছাস্ত্রানুমোদিত নহে,—ইহাই 'বিপ্রতিষেধাচ্চ' সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীভক্তিসন্দর্ভের ২৮৫ সংখ্যায় 'সত্যাচ্যুতানন্তদুর্গাবিষ্বক্সেনগজাননঃ' ইত্যাদি পাদ্মোত্তর খণ্ডের বাক্য উদ্ধার করিয়া শ্রীবিষ্ণুর বৈকুণ্ঠপীঠাবরণ-পূজায় যে গণেশ দুর্গাদি দেবতা-গণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীবিষ্বক্সেনাদিবৎ শ্রীভগবানের নিত্য বৈকুণ্ঠ-সেবক। তাঁহারা শ্রীভগবানের স্বরূপভূতশক্ত্যাত্মক, মায়াশক্ত্যাত্মক গণেশ দুর্গাদির ন্যায় নহেন। মায়াশক্তি সেই স্বরূপশক্তির ছায়া-স্বরূপিণী।

'যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে' (ভাঃ ১০।৮৪।১৩) ও 'অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ' (পাদ্মোত্তর বাক্য) ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যানুসারে তদীয়

বস্তুর সৎকার না করিলে দোষভাক্ হইতে হয়, এজন্য তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে—

"দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিশ্বক্‌সেনং গুরূন্ সুরান্।
স্বে স্বে স্থানেত্বভিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ॥"

—ভাঃ ১১।২৭।২৯

অর্থাৎ দুর্গা, বিনায়ক (গণেশ), ব্যাস, বিশ্বক্‌সেন, গুরুগণ এবং দেবগণ (ইন্দ্রাদি লোকপালগণ)— ইঁহাদিগকে দেবতার অভিমুখে নিজ নিজ স্থানে (দুর্গাদীন্ কোণতঃ, গুরূন্ বামতঃ, ইন্দ্রাদি লোকপালান্ পূর্ব্বাদিদিক্ষু) অবস্থিত রূপে প্রোক্ষণ অর্থাৎ অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিবেন।

পাদ্মোত্তর খণ্ডেও উক্ত হইয়াছে—

"তস্মাদবৈদিকানাঞ্চ দেবানামর্চ্চনং ত্যজেৎ।
স্বতন্ত্রপূজনং যচ্চ বৈদিকানামপি ত্যজেৎ॥
অর্চ্চয়িত্বা জগদ্বন্দ্যং দেবং নারায়ণং হরিম্।
তদাবরণসংস্থানং দেবস্য পরিতোঽর্চ্চয়েৎ॥
হরের্ভুক্তাবশেষেণ বলিং তেভ্যো বিনিক্ষিপেৎ।
হোমঞ্চৈব প্রকুর্ব্বীত তচ্ছেষেণৈব বৈষ্ণবঃ॥"

—ভক্তিসন্দর্ভ ২৮৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

অর্থাৎ "অতএব অবৈদিক দেবগণের অর্চ্চন এবং বৈদিক দেবতাগণেরও স্বতন্ত্র অর্চ্চন পরিত্যাগ করিবেন। প্রথমতঃ জগদ্বন্দ্য নারায়ণ শ্রীহরির পূজা করিয়া পশ্চাৎ দেবতার চতুর্দ্দিকে তদীয় আবরণদেব-সমূহের পূজা করিবেন। বৈষ্ণবজন শ্রীহরির নৈবেদ্যা-বশিষ্ট তাঁহাদিগকে প্রদান করিবেন এবং তদুচ্ছিষ্ট অর্থাৎ শ্রীহরির ভুক্তাবশেষ দ্বারাই হোম করিবেন।" ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৭ অধ্যায়েও পূজা বিধি সবিস্তারে দ্রষ্টব্য।

ভূতাদিপূজা তৎপূজাঙ্গরূপে বিহিত হইলেও তাহা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর আবরণ দেবতা নহেন বলিয়া পদ্মপুরাণে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে—

"যক্ষাণাঞ্চ পিশাচানাং মদ্যমাংসভুজাং তথা।
দিবৌকসানাং ভজনং সুরাপানসমং স্মৃতম্॥"

—ভক্তিসন্দর্ভ ২৮৬ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য

অর্থাৎ "যক্ষগণ, পিশাচগণ ও মদ্যমাংসভোজী দেবগণের পূজা সুরাপানতুল্য নিষিদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।" বিশেষতঃ ভগবৎপীঠাবরণ দেবতার মধ্যে ভূতাদির অবস্থান নাই, সুতরাং মদ্যমাংসাদি দ্বারা ভূত-প্রেতাদির পূজা নিষিদ্ধ।

শ্রীভগবান্ তাঁহার গীতায় কীর্ত্তন করিয়াছেন— যে সমস্ত অন্য দেবতাভক্ত অন্যান্য দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা তদ্দ্বারা আমারই আরাধনা করে সত্য, কিন্তু তাহা অবিধি পূর্ব্বক হইয়া থাকে। অর্থাৎ আমাকে পাইবার যে বিধি বা শাস্ত্রনির্দ্দেশ আছে, তাহা অবলম্বন না করিয়া তাহারা নিজেদের স্বকপোলকল্পিত পথানুবর্ত্তী হওয়ায় আমার প্রকৃত কৃপালাভে বঞ্চিত হয়। আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু, সেই আমাকেই অনাদর করায় তাহারা তত্ত্বজ্ঞান হইতে চ্যুত হইয়া পড়ে। বিভিন্ন দেবযাজী দেবলোক, অর্য্যমাদি পিতৃপূজক পিতৃলোক, ভূতপূজক (অলৌকিক শক্তি কামনামূলে ডাকিনী যোগিন্যাদি ভূতপূজকগণ) ভূতলোক (অন্তরীক্ষ লোক) প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঐ সমস্তই কালক্ষোভ্য ক্ষয়িষ্ণু, আমার পূজকগণ আমার নিত্য লোক গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি পরম ধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেখানে গেলে আর তাঁহাদিগকে পুনরায় মর্ত্ত্যে ফিরিয়া আসিতে হয় না। বিভিন্ন কামনা বাসনা পরিচালিত হইয়া মানুষ অপহৃত বিবেক হইয়া অন্যান্য দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু সেই সেই দেবতাপূজায় আমিই তাহাদিগকে শ্রদ্ধা দিয়া থাকি, আমিই আবার সেই সেই দেবতারূপে তাহাদের পূজা গ্রহণ করিয়া তাহাদের প্রার্থনারূপ ফল দান করি, কিন্তু অল্পবুদ্ধি তাহারা, তাই আমার নিকট হইতে 'অন্তবৎ' অর্থাৎ সীমাবিশিষ্ট ফলকামী হয়। বিভিন্ন কামকামী হইবার জন্য তাহাদের গতাগতির আর নিবৃত্তি হয় না। বহু কৃচ্ছ্রসাধনাফলে স্বর্গাদিলোক লাভ করিলেও পুণ্যক্ষয় হইলেই আবার মর্ত্ত্যে আসিয়া ত্রিপাতজ্বালা ভোগ করিতে হয়। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি প্রভৃতি লাভ করিলেও তদ্দ্বারা আত্মার প্রকৃত কল্যাণ লাভ হয় না। এজন্য

ঐ সকল দ্বারা অনাবৃত শুদ্ধা বা কেবলা ভক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ভগবৎপাদপদ্মে শরণাগতিই জীবাত্মার একমাত্র চরম ও পরম শ্রেয়ঃ বলিয়া গীতায় সর্ব্বশেষ সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করা হইয়াছে, শরণাগত ভক্তের কৃত্য-বৈচিত্র্যই শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। দশমস্কন্ধে ব্রজগোপীর চরিত্রে শরণাগত সমর্পিতাত্ম ভক্তের পরিপূর্ণ আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে প্রাচীন শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া বলা হইয়াছে—

"বিষ্ণুপাদোদকেনৈব পিতৃণাং তর্পণক্রিয়া।
বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্॥"

অর্থাৎ বিষ্ণুপাদোদকদ্বারা পিতৃলোকের তর্পণক্রিয়া এবং শ্রীবিষ্ণুতে নিবেদিতান্নদ্বারা অন্যান্য দেবতার যজন কর্ত্তব্য।

অধুনা অনেক গোস্বামিগৃহে স্বতন্ত্রভাবে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, ইহা লইয়া অনেকেই আমাদের নিকট সংশয় জ্ঞাপন পূর্ব্বক সদুত্তর প্রার্থনা করিয়া থাকেন। আমরা তদুত্তরে বলিতে বাধ্য হই যে, আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণের কাহারও আদর্শে ঐরূপ স্বতন্ত্র পূজাপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। 'মহাজনের যেই মত, তাতে হব অনুরত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার' —ইহাই মহাজন-বাক্য। শ্রীমহাদেব পরম বৈষ্ণব এবং তাঁহার শক্তিও পরমা বৈষ্ণবী. সুতরাং শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের প্রসাদ-নির্ম্মাল্য দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা ত' নিত্যই বিধেয়, কিন্তু স্মার্ত্তবিধির অনুকরণে স্বতন্ত্র পূজাবিধি প্রবর্ত্তন, ইহা আদৌ সুসিদ্ধান্ত নহে। "যথা তরোর্ম্মূল নিষেচনেন" শ্লোকানুসরণে শ্রীগোবিন্দের সেবা দ্বারা নিখিল দেবদেবীর তর্পন-বিধানই প্রকৃত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত।

পুরাতত্ত্ববিদের গবেষণা হইতে আমরা জানিতে পাই—বর্ত্তমান রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে বা ৯৮৭ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে ৩৯৮ বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্ব-প্রথমে বঙ্গদেশে এই দুর্গোৎসব প্রচলন করেন। উক্ত রাজা কংসনারায়ণ সম্রাট্ আকবরের সময় বাংলাদেশের সুবেদার ও দেওয়ান ছিলেন। তাহাতে তিনি বহু অর্থ, সম্পত্তি ও রাজা উপাধি লাভ করেন। পরে তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের নেতৃরূপে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন। তজ্জন্য তৎকালে বাংলাদেশে তিনি সমাজপতিরূপে বিশেষ মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। একসময়ে তিনি বাংলাদেশের সমস্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাজের নিকট একটি মহাযজ্ঞ সম্পাদনের ব্যবস্থা প্রার্থনা করেন, ইহা লইয়া তাৎকালিক পণ্ডিত সমাজে অনেক আলোচনা চলিতে থাকে। নাটোরের নিকট-বর্ত্তী বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্য্যগণ বংশানুক্রমে তাহির-পুরের রাজাদের পুরোহিত ছিলেন। তন্মধ্যে পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী মহাশয় তৎকালে বাংলা ও বিহারের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ব্যবস্থা দিলেন যে, "বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও গোমেধ—এই চারিটি যজ্ঞ মহাযজ্ঞ নামে কথিত। অশ্বমেধ ও গোমেধ কলিতে নিষিদ্ধ, বিশ্বজিৎ ও রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে সার্ব্বভৌম ক্ষত্রিয় রাজারাই অধিকারী। তবে সত্যযুগে মহারাজ সুরথ আদ্যাশক্তির অর্চনা করিয়া চতুর্বর্গ ফল লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ শরৎকালে এই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলে বাঞ্ছিত ফল লাভে সমর্থ হইবেন।" তাৎকালিক পণ্ডিতসমাজও ইহাতে সম্মতি দান করেন। তদনুসারে রাজা কংসনারায়ণ তৎকালে সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে মহারাজসিক-বিধানে সর্ব্বপ্রথমে বাংলাদেশে এই দুর্গোৎসব প্রবর্ত্তন করেন, মার্কণ্ডেয় পুরাণাদিতেই দুর্গোৎসব বিবরণ পাওয়া যায়।

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় লিখিত আছে—

"সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

—ব্রঃ সং ৪৪

অর্থাৎ "স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবনপূজিতা

দুর্গা। সেই দুর্গা যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজন করি।"

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদের সিদ্ধান্তানুসরণে উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্যে লিখিয়াছেন—

"['গোলোকনাম্নি নিজ ধাম্নি তলে চ তস্য দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু' এই (৪৩ নং) শ্লোকোক্ত দেবীধামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কথা বর্ণন করা হইতেছে—] যে জগতে ব্রহ্মা অবস্থিত হইয়া গোলোক-নাথের স্তব করিতেছেন, সেই জগৎ—চৌদ্দভুবনাত্মক 'দেবীধাম', তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'দুর্গা'; তিনি দশকর্ম্মরূপা দশভুজা; বীরপ্রতাপে অবস্থিতি-রূপা সিংহবাহিনী; পাপদমনীরূপা মহিষাসুরমর্দ্দিনী; শোভা ও সিদ্ধিরূপ সন্তানদ্বয়বিশিষ্টা কার্ত্তিক ও গণেশ জননী; জড়ৈশ্বর্য্য ও জড়বিদ্যাসঙ্গিনীরূপা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যবর্ত্তিনী; পাপদমনে বহুবিধ বেদোক্ত ধর্ম্মরূপ বিংশতি অস্ত্রধারিণী; কাল-শোভা-বিশিষ্টা সর্পশোভিনী—ইত্যাকারা দুর্গা। দুর্গা—দুর্গবিশিষ্টা। দুর্গ—কারাগৃহ। তটস্থশক্তিপ্রসূত জীবগণ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে যে প্রাপঞ্চিক কারারুদ্ধ হয়, তাহাই দুর্গার দুর্গ। কর্ম্মচক্রই তথায় দণ্ড। বহির্ম্মুখ জীব-গণের প্রতি এইরূপ শোধনপ্রণালী-বিশিষ্ট কার্য্যই গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম। দুর্গা তাহাই নিয়ত সম্পাদন করিতেছেন। সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে জীব-দিগের যখন সেই বহির্ম্মুখতা দূর হয় এবং অন্ত-র্ম্মুখতা উদিত হয়, তখন আবার গোবিন্দের ইচ্ছা-ক্রমে দুর্গাই সেই সেই জীবের মুক্তির কারণ হন। সুতরাং অন্তর্ম্মুখভাব দেখাইয়া কারাকর্ত্রী দুর্গাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিষ্কপট কৃপা ভ করিতে চেষ্টা করা উচিত। ধন, ধান্য, পুত্রের আরোগ্যপ্রাপ্তি ইত্যাদি বরগুলিকে দুর্গার কপটকৃপা বলিয়া জানা উচিত। সেই দুর্গাই দশ মহাবিদ্যারূপে প্রাপঞ্চিক জগতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের জন্য 'জড়ীয় আধ্যাত্মিক লীলা' বিস্তার করেন। জীব—চিৎকণস্বরূপ। তাঁহার কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দোষ হইলেই তিনি মায়িক জগতে মায়ার আকর্ষণশক্তি দ্বারা বিক্ষিপ্ত হন; বিক্ষিপ্ত হইবামাত্র দুর্গা তাঁহাকে কয়েদীর পোষাকের ন্যায় পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র এবং একাদশ ইন্দ্রিয় সংযুক্ত একটি স্থূলদেহে আবদ্ধ করিয়া কর্ম্মচক্রে নিক্ষেপ করেন। জীব তাহাতে ঘূর্ণায়মান হইয়া সুখ দুঃখ, স্বর্গ-নরকাদি ভোগ করেন। এতদ্ব্যতীত স্থূলদেহের ভিতর মনোবুদ্ধিঅহঙ্কাররূপ একটি লিঙ্গদেহও দেন। জীব এক স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া সেই সূক্ষ্মবৎ লিঙ্গ-দেহে অন্য স্থূলদেহকে আশ্রয় করেন। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের অবিদ্যা দুর্ব্বাসনাময় লিঙ্গদেহ দূর হয় না। লিঙ্গদেহ দূর হইলে বিরজায় স্নান করিয়া জীব হরিধামে গমন করেন। এই সমস্ত কার্য্যই দুর্গা গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে করিয়া থাকেন। 'বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া। বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥' (ভাঃ ২।৫।১৩—'কৃষ্ণের দর্শনপথে থাকিতে মায়া বিলজ্জমানা হয়; সেই মায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ 'আমি' 'আমার' এইরূপ বহুবিধ বাগ্‌জাল প্রকাশ করিয়া থাকে।' 'বিকত্থন্তে'—'বৃথা জল্পন্তি'।)—এই ভাগবতবচনেই বহির্ম্মুখ জীবের সহিত দুর্গার সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে। জড়জগতে যে দুর্গার পূজা হয়, তিনি এই 'দুর্গা'। কিন্তু ভগবদ্ধামের আবরণে যে মন্ত্রময়ী দুর্গার উল্লেখ আছে, তিনি চিন্ময়ী কৃষ্ণদাসী। ছায়া দুর্গা তাঁহার দাসীরূপে জগতে কার্য্য করেন।"

উক্ত ব্রহ্মসংহিতায় ১৭।১৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা মধ্যে শ্রীল ঠাকুর 'যোগনিদ্রা' সম্বন্ধে বলিতেছেন—"ভগবানের নিজ সত্তারূপ বিষ্ণু স্বীয় চিচ্ছক্তির অংশভূতা স্বরূপা-নন্দসমাধিময়ী ভগবতী যোগনিদ্রার সহিত সঙ্গ করেন। 'যোগনিদ্রা' বা 'যোগমায়া'-শব্দে এইরূপ বুঝিতে হইবে;—চিচ্ছক্তির স্বভাব প্রকাশময়, কিন্তু তাঁহার ছায়ার স্বভাব—জড়-তমোময়। কৃষ্ণের যখন জড়-তমোময় ব্যাপারে কিছু প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয়, তখন স্বীয় চিচ্ছক্তিবিক্রমকে নিশ্চলা ছায়ারূপা মায়াতে যোগ করিয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করেন তাহাই 'যোগমায়া'। তাহাতে দুইপ্রকার প্রতীতি আছে অর্থাৎ

বৈকুণ্ঠনিষ্ঠ-প্রতীতি ও জড়তমোনিষ্ঠ-প্রতীতি। কৃষ্ণ, কৃষ্ণের স্বাংশ ও শুদ্ধ বিভিন্নাংশ-জীবসকল ঐ কার্য্যে বৈকুণ্ঠনিষ্ঠ-প্রতীতি অনুভব করেন। আর জড়বদ্ধ জীবগণ ঐ কার্য্যে জড়তমোনিষ্ঠ-প্রতীতি অনুভব করেন। জড়বদ্ধজীবের অনুভবক্রিয়ায় চিদনুভবের যে আবরণ, তাহারই নাম 'যোগনিদ্রা'; ইহাও ভগবচ্ছক্তিপ্রভাব।" ঐ ব্রহ্মসংহিতা ১২প শ্লোকোক্ত 'যোগনিদ্রাং গতঃ' বাক্যের টীকায় শ্রীল শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—'যোগনিদ্রামিতি—স্বরূপানন্দসমাধিং গত ইত্যর্থঃ'। শ্রীল ঠাকুরও তল্লিখিত তাৎপর্য্যে জানাইয়াছেন—'স্বরূপানন্দরূপ আনন্দ-সমাধিই 'যোগনিদ্রা' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত রমাদেবীই যোগমায়ারূপা যোগনিদ্রা।'

ঐ ৭ম শ্লোকের তাৎপর্য্যেও লিখিত হইয়াছে—

"মায়াশক্তির সহিত কৃষ্ণের সঙ্গ সাক্ষাদ্‌ভাবে হয় না, গৌণভাবে হয়। তদীয় বিলাসপীঠ বৈকুণ্ঠের মহাসঙ্কর্ষণাংশ কারণার্ণবশায়ী পুরুষাবতার-(রূপে) দ্বারা মায়াকে ঈক্ষণ করেন। তদীক্ষণকার্য্যেও মায়ার সহিত সঙ্গ নাই; কেননা চিচ্ছক্তি রমা তৎকালে তদ্‌বশবর্ত্তিনী অনপায়িনী শক্তিরূপে সেই ঈক্ষণ কার্য্য বহন করেন। বহিরঙ্গা মায়া সেই রমাদেবীর দাসীরূপে রমারস হিত রমমাণ ভগবদংশের সেবা করেন এবং কালবৃত্তিই সেই রমার কার্য্য-করণ-বিক্রম; সুতরাং সৃষ্টিপ্রভাব বা পৌরুষ।"

ত্রিগুণময়ী মহামায়া ত্রিগুণাতীত শ্রীহরির ('হরির্হি নির্গুণঃ' ইত্যাদি ভাঃ ১০।৮৮।৫) ঈক্ষাপথে অবস্থান করিতে বিলজ্জমানা (ভাঃ ২।৫।১৩), কিন্তু ত্রিগুণাতীতা যোগমায়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে আদেশ করিতেছেন—'গচ্ছ দেবী ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্' ইত্যাদি (ভাঃ ১০।২।৬-১৩) [অর্থাৎ 'হে দেবি, তুমি গোপ-গোপী-গোগণভূষিত ব্রজে যাও, সেই নন্দগোকুলে বসুদেব-মহিষী রোহিণী দেবী অবস্থান করিতেছেন, তুমি দেবকীমাতার সপ্তমগর্ভ আকর্ষণপূর্ব্বক অন্যের অলক্ষ্যে রোহিণী মাতার গর্ভে স্থাপন কর, অতঃপর আমি পূর্ণরূপে দেবকীর পুত্রত্ব স্বীকার করিব, তুমিও যশোদাগর্ভে আবির্ভূতা হইবে। প্রাকৃত মনুষ্যগণ তোমার বিমুখমোহনকারী স্বরূপকে সর্ব্ববিধ প্রাকৃত কাম ও বরের অধীশ্বরী এবং সর্ব্বভোগ ও বরপ্রদাত্রীরূপে বিবিধ উপহার ও বলির দ্বারা পূজা করিবে। ভূতলে নরগণ তোমার স্থান নির্দ্দেশ এবং দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা ও অম্বিকা প্রভৃতি নামকরণ করিবে। গর্ভ সংকর্ষণহেতু রোহিণীনন্দন এই ভূতলে 'সঙ্কর্ষণ' নামে অভিহিত হইবেন। আরও গোকুলবাসী লোক সকলের আনন্দ-বিধানহেতু 'রাম' এবং বলাধিক্য-হেতু অর্থাৎ সন্ধিনী-শক্তির শক্তিমদ্‌বিগ্রহত্ব-নিবন্ধন 'বলভদ্র' নামে কীর্ত্তিত হইবেন।'] —শ্রীভগবানের এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া যোগমায়া 'তাহাই করিব' বলিয়া ভগবদ্বাক্য স্বীকার পূর্ব্বক ভগবান্‌কে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং নন্দগোকুলে আসিয়া শ্রীভগবন্নির্দ্দেশানুযায়ী কার্য্য করিলেন।

আবার ভাঃ ১০।২২ অধ্যায়ে ব্রজকুমারীগণের কাত্যায়নী ব্রতাচরণ-প্রসঙ্গে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার টীকামধ্যে 'শ্রীবৈষ্ণবতোষণী' বিচার উদ্ধার পূর্ব্বক লিখিয়াছেন—'সর্ব্বেষু কৃষ্ণমন্ত্রেষু দুর্গাধিষ্ঠাতৃদেবতা' অর্থাৎ সমস্ত কৃষ্ণমন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চিচ্ছক্তিবৃত্তি কৃষ্ণভগিনী একানংশা নাম্নী যোগমায়াই মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী।

এই যোগমায়াকে অবলম্বন করিয়াই কৃষ্ণ ব্রজে সর্ব্বলীলামুকুটমণি রাসলীলা (ভাঃ ১০।২৯।১) এবং অন্যান্য লীলাবিলাস প্রকট করিয়াছেন। সুতরাং গুণময়ী মহামায়া ও গুণাতীতা যোগমায়ার বৃত্তি কখনও এক নহে। ধনজনাদি প্রাকৃত অর্থলোভে যাঁহারা গুণময়ী মায়ার স্বতন্ত্র আরাধনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই শাক্ত বলিয়া অভিহিত হন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—"তদেবমিদানীং মদবতারেণ ত্বদবতারেণ চ লোকাঃ কেচিদ্ বৈষ্ণবাঃ কেচিচ্ছাক্তাশ্চ ভবিষ্যন্তি।" (ভাঃ ১০।২।১১-১২ টীকা)

[সুতরাং অধুনা আমার (অর্থাৎ কৃষ্ণের) ও তোমার (যোগমায়াংশভূতা বিমুখমোহিনী জড়মায়া বা ত্রিগুণময়ী মহামায়ার অবতার-হেতু কতকগুলি লোক বৈষ্ণব ও কতকগুলি লোক শাক্ত হইবে।]

শ্রীশিব বা শ্রীশিবশক্তি যোগমায়ার কোন স্বতন্ত্র আরাধনার আড়ম্বর আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণের আদর্শে প্রদর্শিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণুপূজাই মুখ্যভাবে করিয়া তাঁহাদের প্রসাদনির্ম্মাল্যাদিদ্বারা অনাড়ম্বরভাবে তাঁহাদের পূজাই বিহিত হইয়াছে। আর একটি বিশেষ কথা এই যে, সগুণ দেবদেবীর আরাধনার দ্বারা কখনই নির্গুণ গোলোকপ্রাপ্তি সম্ভব হইবে না। নির্গুণ ভক্তিদ্বারা নির্গুণ শ্রীহরির আরাধনা হইতেই শ্রীহরিধামে গতি লাভ হইতে পারে। বিশেষতঃ ভক্তি নির্গুণ শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর নিত্যা নির্গুণা বৃত্তি, তাহা কখনও কোন সগুণ দেবতায় প্রযোজ্য হইতেই পারে না, যেখানে সেখানে ভক্তি শব্দ প্রয়োগ 'অপ্রেক্ষ্যাভিহিত' দোষাবহ।

শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, মহাভারত সাত্ত্বিক পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থে ভগবান্ শ্রীহরিকেই নিত্য উপাস্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। তাহা বহুমাননের পরিবর্ত্তে যদি কেহ তামসিক পুরাণ বা উপপুরাণবাক্যকেই প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু 'অব্যভিচারী' (গীঃ ১৪।২৬) বা 'আত্যন্তিক' ভক্তিযোগ (ভাঃ ৩।২৯।১৪) ব্যতীত কেহই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া শুদ্ধভক্তিযোগারূঢ় হইয়া গুণাতীত ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারিবেন না। শ্রীভগবৎপ্রপত্তি ব্যতীত শ্রীভগবানের অলৌকিকী গুণময়ী দুরত্যয়া মায়া উত্তীর্ণ হইবার কোন উপায়ই নাই (গীঃ ৭।১৪)। তাহা না হইতে পারিলেও মায়াতীত লোকে মায়াতীত ভগবৎ-প্রাপ্তিরও কোন উপায়ই থাকিতে পারে না। সুতরাং যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ। 'মামেকং শরণং ব্রজ' শ্রীমুখের এই চরম বাক্য পালন করিতেই হইবে—

"অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥"

শব্দব্রহ্মে বীমা (Insure) করুণ

[মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, বিদ্যারত্ন]

ভাবী হানি হইতে রক্ষণকল্পে চুক্তি বিশেষের নাম বীমা। বীমা দুই প্রকারের—জীবন-বীমা ও দ্রব্যবীমা। বীমাকরণের যে পদ্ধতি জগতে প্রচলিত, তাহাতে বীমার আসল দ্রব্য পাওয়া যায় না, তদ্বিনিময়ে অপর কিছু একটা পাওয়া যায় মাত্র। যেমন বীমাকৃত জীবনের হানি হইলে জীবন পাওয়া যায় না, তদ্বিনিময়ে দাবীদারসূত্রে কোন ব্যক্তিবিশেষের কিছু জড়বস্তু—অর্থাদির প্রাপ্তি হয় মাত্র। তদ্রূপ যে জড়ীয় দ্রব্যের বীমাকরণ হয়, তাহা নষ্ট হইলে তদ্বিনিময়ে অপর কিছু একটা জড় দ্রব্য প্রাপ্তি হয় মাত্র। উভয়-ক্ষেত্রেই বীমাকৃত মূল-বস্তু কখনই পাওয়া যায় না। ইহাতে বীমার প্রকৃত তাৎপর্য্য সিদ্ধ হয় না। তজ্জন্য এতৎসমুদয় প্রচেষ্টা বীমার নামে একটি কল্পিত প্রচেষ্টা বা মায়ামাত্র। পক্ষান্তরে 'শব্দব্রহ্ম' নামে এক মহান্ ও অখণ্ডবস্তু নিত্য বিরাজিত আছেন, সদ্গুরুপাদপদ্ম মাধ্যমে অর্থাৎ গুর্ব্বানুগত্যে যাঁহার নিষ্কপট নিরাপদ আশ্রয়ে জীবচৈতন্য হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় জৈব-সম্পদ্ নির্ব্বিক্ষেপে বীমা করা যায় এবং যাহা অব্যবচ্ছেদে সর্ব্বকালেই তাহাদের শুদ্ধ স্বরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নামী বা শব্দী অপেক্ষাও নাম বা শব্দের করুণা অধিক। গুর্ব্বানুগত্যে সেই নামাশ্রয়ফলে করুণাবারিধি শ্রীনাম জীবকে তাহার নিত্য চিন্ময় স্বরূপ ও নবনবায়মান অক্ষয় অব্যয় প্রেমসম্পদ দান করতঃ তাহাকে কৃতকৃতার্থ করেন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি মাধ্যমে জীবন বা দ্রব্যাদি বীমা করিলে যে ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধ্যাদি ভক্তিপ্রতিকূল ফল লাভ করা যায়, তাহাতে জীবের প্রকৃত স্বরূপ বিকৃত বা ধ্বংস হইয়া যায়। সুতরাং শব্দব্রহ্ম শ্রীনামই জীবের প্রকৃত বান্ধব। তদাশ্রয়েই জীব তাঁহার নিত্য শুদ্ধ

স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রাকৃত প্রেম ধনে ধনী হইবার পরম সৌভাগ্য অর্জ্জন করেন। এক্ষণে এই মহামহিমান্বিত 'শব্দব্রহ্ম'-বস্তুটী কি, তাঁহার স্বরূপ ও স্বধর্ম্মই বা কি এবং তাঁহাতে সীমাকরণের প্রচলিত পদ্ধতিই বা কি তৎসম্পর্কে কিছু অনুশীলনের যত্ন করিব।

বিচার করিয়া দেখিলে শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য ও শব্দ প্রমাণচতুষ্টয়ের এবং প্রত্যক্ষ পরোক্ষ, অপরোক্ষ, অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত প্রমেয়-জ্ঞান-পঞ্চকের শব্দ আশ্রয়, মূল প্রমাণ ও মূল প্রমেয়তত্ত্ব। এখানে প্রমাণ ও প্রমেয়তত্ত্ব এক এবং অদ্বিতীয়। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ"—ব্রঃ সূঃ।

"পরব্রহ্ম বিশ্বম্ভর শব্দমূর্ত্তিময়।
যে শব্দে যে বাখানেন সেই সত্য হয়॥"
—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।১৬৯

"প্রণব সে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ, জগতে উৎপত্তি॥"
—চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৭৪

প্রণবের বাহিরে কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। প্রণবাতিরিক্ত সমুদয়ই কল্পনা বা মায়া মাত্র। দেশ ও কালের ব্যবধানরহিত শব্দব্রহ্মই প্রণব। "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্। যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥" (গীঃ ৮।১৩) আত্মবিষয়ক সমাধি অবলম্বন করতঃ 'ওম্' এই একাক্ষর ব্রহ্মবাচক শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে আমাকে অনুক্ষণ স্মরণপূর্ব্বক যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি আমার সালোক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।] অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ভগবানের দুইটী নিত্যস্বরূপ—শব্দব্রহ্ম ও পর-ব্রহ্ম। "শব্দব্রহ্ম পরব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূঃ"—শ্রীমদ্ভাগবত ৬।১৬।৫১। শব্দবাচ্য পরব্রহ্মেরও কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তজ্জন্য শব্দব্রহ্মের আশ্রয়েই মাত্র পরব্রহ্মের অনুশীলন সম্ভব হয়, অন্যপ্রকারে নহে। "যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি'। নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥" —মহাজনপদ

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বাৎ নামনামিনোঃ॥"
—ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১০৮

"প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি' পুনঃ, দেখায় নিজ-রূপ-গুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ॥
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস।
মোরে সিদ্ধ-দেহ দিয়া, কৃষ্ণ পাশে রাখে গিয়া,
এ দেহের করে সর্ব্বনাশ॥"
—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ব্রহ্মবস্তুর রূপবর্ণনে শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন,—

"পরাবরেষু ভূতেষু ব্রহ্মান্তস্থাবরাদিষু।
ভৌতিকেষু বিকারেষু ভূতেষ্বথ মহৎসু চ॥
গুণেষু গুণসাম্যে চ গুণব্যতিকরে তথা।
এক এব পরো হ্যাত্মা ভগবানীশ্বরোঽব্যয়ঃ॥
প্রত্যগাত্মস্বরূপেণ দৃশ্যরূপেণ চ স্বয়ম্।
ব্যাপ্যব্যাপকনির্দ্দেশ্যো হ্যনির্দ্দেশ্যোঽবিকল্পিতঃ॥
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ।
মায়য়ান্তর্হিতৈশ্বর্য্য ঈয়তে গুণসর্গয়া॥"
—৭।৬।২০-২৩

[স্থাবর হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত উত্তমাধম জীবসমূহে ও ভৌতিক বিকারসমূহে অর্থাৎ পৃথ্যাদি পঞ্চ মহাভূতের কার্য্য ঘটপটাদিতে, মহত্তত্ত্বাদিতে ও আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতে, সত্ত্ব-রজস্তমোগুণসমূহে, প্রকৃতিতে এবং গুণ-বৈষম্যে অর্থাৎ অহঙ্কারাদিতে সেই এক পরব্রহ্মই আত্মা, ভগবান্ বা ঈশ্বর, যিনি অব্যয়, যিনি প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ দ্রষ্টৃরূপে সর্ব্বভূতান্তর্যামী, যিনি ব্যাপ্য-ব্যাপকরূপে নির্দ্দেশ্য, কিন্তু বস্তুতঃ অনির্দ্দেশ্য ও ভেদরহিত হইয়াও যিনি অনুভবাত্মক জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর, তিনি স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়া গুণসৃষ্টির কারণীভূত মায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বস্তুর ন্যায় মিথ্যা কল্পিত হন।] এতৎ সমুদয় আলোচনা হইতে ইহাই সিদ্ধান্তিত হয় যে, এক অখণ্ড, অদ্বয়-ব্রহ্মবস্তুই শব্দাকারে প্রত্যক্ষ

হইতে আরম্ভ করিয়া অপ্রাকৃত পর্য্যন্ত সর্ব্বজ্ঞান-ভূমিকাতেই প্রমেয়রূপে বিরাজিত আছেন। এমনকি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল ভূমিকাতেও পূর্ব্বোল্লিখিত প্রত্যক্ষ, অনুমানাদি প্রমাণচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রমেয়বস্তু সংগ্রহের নিমিত্ত যতপ্রকার মাধ্যম বর্ত্তমান তন্মধ্যে শব্দই শ্রেষ্ঠ-তম মাধ্যম। উহা সর্ব্বদিক্ দিয়া বলিষ্ঠ, মৌলিক ও নিরাপদ বলিয়াই প্রমাণিত হয় এবং তদিতর মাধ্যমগুলিকে সর্ব্বদাই অসম্পূর্ণ ও পরিবর্ত্তনশীল এবং পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান-সৃষ্টিকারীরূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইজন্য অনাদিকাল হইতে শব্দকেই মাত্র নিরাপদ, নিরপেক্ষ ও শ্রেষ্ঠ আশ্রয়-রূপে স্বীকার করিয়া কবি-মুনি-ঋষি-বৈজ্ঞানিক-সাহিত্যিক-চিন্তাশীলগণ সকলেই নিজ নিজ কারিকাসমুদয়কে শব্দাশ্রয়ে সংরক্ষণ করিয়া মাত্র নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছেন। শব্দাশ্রয়ে সকলকিছুই চিরনূতন থাকে। অদ্যকার লেখনী যুগ-যুগান্তরে সমসৌরভই বিতরণ করিবে। এবম্বিধ ব্যাপক ও নিরাপদ আশ্রয়েই বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গ সমুদয় প্রকাশিত থাকিয়া নিত্যকাল মানবকুলের প্রভূত কল্যাণ-সাধনে তৎপর রহিয়াছেন। ভাবময় বৈকুণ্ঠ ও অভাবময় জগৎ উভয়ই শব্দাশ্রিত; শব্দ উভয় ভূমিকারই প্রাণ এবং উভয় ভূমিকাকে নিরপেক্ষরূপেই পালন-পোষণ করিতেছেন। এখানেও বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য যে, জগৎ সম্বন্ধী শব্দ হইতে আপাত দর্শনে সর্ব্বদা অভাবময় ভোগ লাভ হইলেও তাহা শব্দের প্রকৃত স্বরূপ নহে, তাহা শব্দের মায়ামাত্র। যেমন,—'জল', 'জল' বলিয়া চিৎকার করিলে তদ্দ্বারা পিপাসা নিবৃত্তিকারক ভোগময় বস্তুর উদ্দীপনা হইলেও পিপাসার নিবৃত্তি ত' হয়ই না অধিকন্তু পিপাসা বাড়িয়াই যায়; পরন্তু শব্দ ব্রহ্মবস্তুরই পরিপূর্ণ স্বরূপ হওয়ায় তদনুশীলন-তৎপরতায় শব্দের মুক্তপ্রগ্রহ বৃত্তিতে সমুদয় শব্দ হইতে ব্রহ্মবস্তু বা ব্রহ্মবস্তুর তাৎপর্য্য নির্ণায়ক অর্থই মাত্র লভ্য হয়—মায়া বা জগৎ নহে। 'সিদ্ধোবর্ণ-সমাম্নায়ঃ' অর্থাৎ সর্ব্ববর্ণে নারায়ণই একমাত্র সিদ্ধ।

"সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ ? বলে শিষ্যগণ।
প্রভু বলে,—'সর্ব্ববর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ'॥"

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।২৫২

"মুখ্য-গৌণ-বৃত্তি কিংবা অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৪৬

অতঃপর ইহাই সিদ্ধান্তিত হয় যে, শব্দসমূহ অন্বয় ব্যতিরেকভাবে কেবল চিন্ময় ভগবদ্রাজ্যকেই স্থাপনা করিতেছেন, জগৎকে নহে।

"কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি॥"

(ভাঃ ১১.২১।৪২-৪৩)

[বেদবচনসকল কাঁহাকে বিধান করে এবং কাঁহাকেই বা প্রতিপন্ন করে, কাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বিকল্পনা করে, বেদের এইরূপ তাৎপর্য্য আমি ব্যতীত আর কেহ জানে না। আমি বলিতেছি,—আমাকেই বেদবচন সকল সাক্ষাৎ বিধান ও অভিধান করে এবং আমাকেই বিকল্পনা দ্বারা উক্তি করে। আমি সর্ব্ব বেদার্থের একমাত্র তাৎপর্য্য। বেদ মায়ামাত্রকে বিচার করিয়া তাহাকে পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষেধ করতঃ প্রসন্ন (বিচারাদি হইতে শান্ত) হয়।]

বলা বাহুল্য যে, বৈকুণ্ঠ সাধনের সিদ্ধভূমিকাপ্রাপ্ত-জনের শ্রীমুখোচ্চারিত শব্দই শব্দী অর্থাৎ শব্দোদ্দিষ্ট বস্তু-বিশেষ এবং বস্তু-স্মৃতিই বা সঙ্কল্পমাত্রেই সাক্ষাৎ বস্তু। বৈকুণ্ঠ-সিদ্ধিতে খণ্ডভাবের কোন আশ্রয় না থাকায় তাহাতে অভাবময় জগৎ প্রতিভাতই হয় না পরন্তু সর্ব্বদা অখণ্ড ভাবময়তাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতৎসম্পর্কে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণোক্ত একটী উপাখ্যানে বস্তুসিদ্ধিকালে অর্চ্চনরত প্রতিষ্ঠানপুর-বিপ্রের সাক্ষাৎ দ্রব্যের অভাবে উপাস্য শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণে ভাবময় দ্রব্যাদির নিবেদনও সাক্ষাৎ বস্তু আকারেই প্রতিভাত হইয়াছিল। ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ ৫৭৫-৫৮০ পয়ারে লিখিত শ্রীগৌরপার্ষদ পরম বৈরাগ্যবান্ মহাভাগবত-প্রবর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর শ্রীরাধা-গোবিন্দে ভাবময় দুগ্ধ অন্ন নিবেদন এবং প্রসাদরূপে

তদ্ভক্ষণও সাক্ষাৎ বস্তুরূপেই (তুগ্ধান্নরূপেই) প্রতিভাত হইয়াছিল।

শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম উভয়ই সমজাতীয়ত্বে বিচারিত হওয়ায় উভয়ই পরাৎপর অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের রূপ-গুণ-লীলাদিরই প্রকাশক। শব্দব্রহ্ম সর্ব্বদাই পরব্রহ্মের গুণমহিমাদির প্রকাশক এবং পরব্রহ্ম শব্দব্রহ্মেরই রূপাদির প্রকাশক।

যেখানে শব্দের এত মহিমা এবং শব্দ ছাড়া কোন গতিই নাই, সেখানে সজ্জনমাত্রেই বিশেষ যত্নসহকারে শব্দের সেবায় কায়-মন-বুদ্ধি-বাক্য ও চেষ্টাসমুদয়কে নিয়োগ করিয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মানবকুলের শ্রেয়ঃ সাধনে যত্নবান্ হইতে পারেন। শ্রীভগবানের সেবা বলিতেও সংক্ষেপতঃ শব্দের সেবাকেই বুঝায়। আম্নায় বা শ্রীগুরুপারম্পর্য্য বলিতেও শব্দপারম্পর্য্যই বুঝায়। শ্রীহরিনাম, হরিকথা ও হরি-কীর্ত্তনাদি সকলই শব্দময়; শব্দ-ব্যতিরিক্ত বস্তু চরাচরে নাই। এইজন্য শব্দাশ্রয়ই একমাত্র নিরাপদাশ্রয়।

"জীবন অনিত্য জানহ সার,
তাহে নানাবিধ বিপদ ভার,
নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি,
থাকহ আপন কাজে॥
* * * * *
নাম বিনা কিছু নাহিক আর,
চৌদ্দ ভুবন-মাঝে॥"

—গীতাবলী (ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ)

এইজন্যই জীবচৈতন্য হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় জৈবসম্পদ্ শব্দব্রহ্মে বীমাকরণই নিরাপদ ও চরম বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। এই ভীমভবার্ণবে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যেও বুধজনমাত্রেই এই জাতীয় বীমাকরণেরই পক্ষপাতী। শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মের সেবানিপুণ পরদুঃখদুঃখী শ্রীভগবৎ-প্রতিনিধি মহাজনগণ উক্ত শব্দ-বীমার কর্ম্মকর্ত্তা (Insurance Agent)। জীবগণ নিজ নিজ নিত্য নিরাময়তা ও নিত্য নিরাপত্তার জন্য কায়মনোবাক্যে তাঁহাদেরই আশ্রয় লইবেন।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

প্রশ্ন—জীব যখন অন্যথারূপ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন তাঁহার 'স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি' এবং 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস'—এই বাক্য অনুসারে গোলোকে তাঁহার নিত্য অবস্থিতি হয়—কৃষ্ণদাস্য করাই একমাত্র কৃত্য হয়; তাহা হইলে মুক্তির পাঁচপ্রকার বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে কেন? আর যাঁহারা ঐ সকল মুক্তির অধিকারী, তাঁহাদের অবস্থান-সম্বন্ধেও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় কেন? যথা সারূপ্যাদি মুক্তির অধিকারী জীবের বৈকুণ্ঠে এবং সাযুজ্য-মুক্তির অধিকারী জীবের ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি,—এরূপ উক্ত হয় কেন?

ঐ সকল মুক্তি এবং স্বরূপে অবস্থানরূপ মুক্তির কোন পার্থক্য আছে কি না? সারূপ্যাদি মুক্তি কি প্রকারে লভ্য হয়? ঐ সকল মুক্তি লাভ করিয়া যাঁহারা বৈকুণ্ঠে বা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা কি করেন? 'কোটিমুক্ত-মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত'—এই বাক্যানুসারে সিদ্ধান্ত করা যায়, মুক্তজীব-মাত্রেই কৃষ্ণভক্ত নহেন, সুতরাং তাঁহারা কৃষ্ণদাস্য করেন না; ঐ অবস্থায় তাঁহাদের কৃত্য কি?

মুক্ত হইয়াও যাঁহারা কৃষ্ণদাস্য করেন না, তাঁহাদের নিশ্চয়ই গোলোক বাস হয় না; গোলোকে বাস না হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের স্বরূপে অবস্থানও সম্ভবপর নহে। যাঁহার স্বরূপে অবস্থান হয় নাই, তাঁহার মুক্তি কিরূপে সিদ্ধ হয়? ঐরূপ মুক্তজীবে ও বদ্ধজীবে পার্থক্য কি?

উত্তর—'মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ'
(ভাঃ ২।১০।৬)

শ্রীল স্বামিপাদ এই চরণের টীকায় লিখিতেছেন,—"অন্যথারূপম্ অবিদ্যয়াধ্যস্তং কর্ত্তৃত্বাদি হিত্বা স্বরূপেণ ব্রহ্মতয়া ব্যবস্থিতির্মুক্তিঃ।"

অর্থাৎ অবিদ্যা-দ্বারা অধ্যস্ত কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে ব্রহ্মভূত-ভাবে অবস্থানই মুক্তি। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ উক্ত শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—"অন্যথারূপং মায়িকং স্থূলসূক্ষ্মরূপদ্বয়ং হিত্বা। স্বরূপেণ শুদ্ধজীবস্বরূপেণ, কেষাঞ্চিদ্ভগবৎপার্ষদরূপেণ চ, ব্যবস্থিতির্মুক্তিরিতি"—অন্যথারূপ অর্থে—মায়িক স্থূলসূক্ষ্মরূপদ্বয়। তাহা হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধজীবস্বরূপে, কাহারও বা ভগবৎপার্ষদরূপে অবস্থিতিই মুক্তি।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ স্বরূপে অবস্থিতির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শ্রীগীতার ভগবদ্বাক্যের মধ্যে তাহা স্পষ্ট হয়।

অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
—(গীতা ১৮।৫৩-৫৪)

অহংকার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ হইতে বিশেষরূপে মুক্ত হইয়া নির্ম্মম এবং শান্ত পুরুষ ব্রহ্মানুভবে সমর্থ হন। জড়োপাধি বিগত হইলে জীব অনাবৃত চৈতন্যস্বরূপে ব্রহ্মতা লাভ করেন। অহঙ্কারাদিই অবিদ্যাধ্যস্ত অন্যথারূপের কার্য্য। সেই অন্যথারূপ পরিত্যক্ত হইলে জড়বস্তুর জন্য শোক বা আকাঙ্ক্ষা থাকে না। শুদ্ধজীব প্রসন্নাত্মা ও সমবুদ্ধিসম্পন্ন হন। ইহারই নাম—বিরজাস্নান। যাঁহারা অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া শান্ত হন, তাঁহারা আমাতে (কৃষ্ণে) পরা ভক্তি লাভ করিয়া স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারেন। গীতার এই বাক্যে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, অন্যথারূপ পরিত্যাগের পর পরা ভক্তিই আশ্রয়নীয়া। নতুবা স্বরূপাবস্থান হয় না, স্বরূপ হইতে অধঃপতিত হইয়া যাইতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ" শ্লোক (ভাঃ ১০।২।৩২) ও

"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্ব্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥"
(বাসনা-ভাষ্যধৃত শ্রীভগবৎ-পরিশিষ্ট বচন)

[অচিন্ত্য মহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের নিকট অপরাধ হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাদের কর্ম্ম দ্বারা পুনর্ব্বার বন্ধনই প্রাপ্ত হন।]

—প্রভৃতি অসংখ্য প্রমাণ পরা ভক্তি লাভ-ব্যতীত জীবের স্বরূপাবস্থান বা মুক্তি নাই ইহাই জানাইয়াছেন।

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রারম্ভেই জানাইয়াছেন যে, অন্যাভিলাষ অর্থাৎ একমাত্র অনুকূলভাবে কৃষ্ণসেবাসুখাভিলাষ ভিন্ন অন্য যে-কোন অভিলাষ নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান এবং স্মৃত্যাদিতে উক্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি ক্রিয়া প্রভৃতি দ্বারা অনাবৃত অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তি।

সার্ষ্টি, সালোক্য, সারূপ্য ও সামীপ্য যদি নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্যই হয়, তাহা হইলে তাহা অন্যাভিলাষমাত্র। তাহা সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত ও কৃষ্ণপর হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ ভক্তি নহে। পুরুষোত্তমে অহৈতুকী ও সর্ব্ববিধ ব্যবধানরহিতা যে সেবাবৃত্তি, তাহারই নাম ভক্তি; সেইরূপ ভক্তির আনুষঙ্গিক-ফলেই স্বরূপে অবস্থান হয়, সেইরূপ স্বরূপে অবস্থিত মুক্ত পুরুষ—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূঃ ১ম লহরী ১১শ সংখ্যাধৃত শ্রীমদ্ভাগবতীয় ৩।২৯।১৩ শ্লোক)

সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—এই সকল আমি দিতে চাহিলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না, তাঁহারা আমার (বিষ্ণুর) সেবাকেই পরম পুরুষার্থ জানিয়া একমাত্র তাহাই প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—ভক্তির একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, তাহা "মোক্ষলঘুতাকৃৎ"—মোক্ষের লঘুতাকারিণী। সুতরাং যাঁহারা সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য প্রভৃতি মুক্তি কামনা করিলেন, তাঁহা-

দের ভক্তি কোথায় ? 'ভক্তি' অর্থাৎ কেবলমাত্র হরির ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বাঞ্ছা না হইলে মুক্তাভিমানে জীবের অধঃপতন অনিবার্য্য।

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

(ভাঃ ১০।২।৩২)

হে পদ্মলোচন! আপনার ভক্ত-ব্যতীত অন্যে যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা শম-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে আপনাদিগকে জীবন্মুক্ত বোধ করিয়াও আশ্রয়স্বরূপ আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এই জন্যই শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে জানাইয়াছেন,—

"ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।১৫)

—হৃদয়ে যে-কাল পর্য্যন্ত ভুক্তি ও মুক্তি-স্পৃহা-পিশাচী বর্ত্তমান থাকে, সে-কাল পর্য্যন্ত ভক্তিসুখের উদয় হইতে পারে না।

"নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥"

(ভাঃ ৬।১৭।২৮)

নারায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ কোথা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না। তাঁহারা স্বর্গ, মুক্তি ও নরককে সমানভাবে দর্শন করিয়া থাকেন।

"মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকালবিপ্লুতম্॥"

(ভাঃ ৯।৪।৬৭)

আমার ভক্তগণ আমার সেবাতেই পরিতৃপ্ত, আমার সেবার আনুষঙ্গিক-ফলে সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয় স্বয়ং উপস্থিত হইলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, কালক্ষোভ্য স্বর্গাদির কথা কি!

"ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥"

(ভাঃ ১১।২০।৩৪)

ভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিলেন, যে-সকল সাধু ধীর পুরুষ আমার একান্ত ভক্ত, তাঁহারা কোনপ্রকার অন্যাভিলাষ পোষণ করেন না। অধিক কি, আমি যদি তাঁহাদিগকে অপুনর্ভব মুক্তিও দেই, তথাপি তাঁহারা তাহা বাঞ্ছা করেন না।

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমুর্ত্ত্যৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ২।২৩ সংখ্যা ধৃত পদ্মপুরাণ কার্ত্তিক-মাহাত্ম্য-বচন)

হে দামোদর! একদিন আপনি দধিভাণ্ড-স্ফোটন-লীলা প্রকাশ করিলে যশোদা রজ্জু-দ্বারা আপনাকে উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন; সেই সময় কুবেরের পুত্র নলকূবর ও মণিগ্রীব নারদের দ্বারা অভিশপ্ত হইয়া যমলার্জ্জুন নামক বৃক্ষরূপে গোকুলে বাস করিতেছিলেন। আপনি যেরূপ তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া ভক্তিভাজন করিয়াছেন, সেরূপ আমাকেও প্রেমভক্তি প্রদান করুন, মোক্ষে আমার আগ্রহ নাই।

শ্রীহনুমান বলিয়াছিলেন,—

ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২ লহরীধৃত প্রসিদ্ধ হনুমদ্বাক্য)

হে নাথ, যাহাতে আপনি প্রভু এবং আমি দাস—এরূপ সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয়, তাহা যদি (আপাত) ভববন্ধন-ছেদনকারী মোক্ষও হয়, তথাপি আমি তাহা চাহি না।

এই সকল বাক্য হইতে জানা যায় যে, নিত্যা ভক্তি ব্যতীত অন্যথারূপ পরিত্যাগ বা স্বরূপে অবস্থানরূপ

মুক্তি-প্রসঙ্গ নাই এবং সেরূপ মুক্তির কোন স্থিরতাও নাই। তাহা অধঃপতনের জননী এবং আত্মবিনাশের সেতু।' এজন্য শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভে (৭ম সংখ্যায়) জানাইয়াছেন,—

"যোঽসৌ ভগবতি সর্ব্বাত্মন্যনাত্মেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে পরমাত্মনি বাসুদেবেঽনন্যনিমিত্তভক্তিযোগলক্ষণো, নানা-গতিনিমিত্তাবিদ্যাগ্রন্থিরন্ধনদ্বারেণ যদা হি মহাপুরুষ পুরুষ প্রসঙ্গঃ" (ভাঃ ৫।১৯।১৯) ইতি ৫ম স্কন্ধগদ্যানুসারেণ অপবর্গো ভক্তিঃ, তথা চ স্কান্দে রেবাখণ্ডে,—

নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জনার্দ্দন।

মুক্তা এব হি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণো যতো হরে॥

মহাপ্রলয়েও তাঁহার (শ্রীভগবানের) রূপ ও গুণের অনস্তিত্ব ঘটে না এবং প্রাকৃত-তত্ত্বের মত তাঁহার লয় নাই। তিনি পরমাত্মা ও ভজনীয়ত্বের পরমোৎকর্ষ। যিনি মহাপুরুষের বিশেষ সঙ্গ-প্রভাবে নানাগতি-লাভ-রূপ বন্ধনের হস্ত হইতে মুক্ত হন, তিনি ভগবান্ বাসুদেবে অহৈতুক ভক্তিযোগ-লক্ষণযুক্ত অপবর্গ লাভ করিবেন। এই পঞ্চমস্কন্ধোক্ত গদ্যানুসারে অপবর্গই ভক্তিরূপে কথিত হইয়াছে। আরও স্কন্দপুরাণে রেবা-খণ্ডে—হে জনার্দ্দন, তোমার প্রতি **নিশ্চলা সেবাই মুক্তিশব্দবাচ্য;** যেহেতু হে হরে, হে বিষ্ণো, মুক্ত-গণই কেবল তোমার ভক্ত। তাহা হইলে উক্ত রীতি-অনুসারে **ভক্তি-সম্পাদনই অপবর্গের স্বরূপ** জানা যাইতেছে।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" পূর্ব্ব ২য় লহরীতে সালোক্যাদি মুক্তি-বিষয়ে শুদ্ধভক্তগণের নিস্পৃহার কথা উল্লেখ করিয়া উপসংহারে বলিতেছেন,—

অত্র ত্যাজ্যতয়ৈবোক্তা মুক্তিঃ পঞ্চবিধাপি চেৎ।

সালোক্যাদিস্তথাপ্যত্র ভক্ত্যা নাতিবিরুধ্যতে॥

সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি।

সালোক্যাদির্দ্বিধা তত্র নাদ্যা সেবাজুষাং মতা॥

কিন্তু প্রেমৈকমাধুর্য্যজুষ একান্তিনো হরৌ।

নৈবাঙ্গীকুর্ব্বতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি॥

তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দহৃতমানসাঃ।

যেষাং শ্রীশ-প্রসাদোঽপি মনো হর্ত্তুং ন শক্নুয়াৎ॥

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।

রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।২৮-৩২)

যদিও পূর্ব্ব-লিখিত উদাহরণসমূহে পঞ্চবিধমুক্তিকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করাই উচিত সিদ্ধান্তিত হইল, তথাপি সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তি ভক্তির সম্পূর্ণ বিরোধিনী নহে, কিন্তু কোন কোন অংশে তাহার বিরোধ আছে। অর্থাৎ সালোক্যাদিরূপ মুক্তির দুইটি অবস্থা। প্রথম — তল্লোকাদি-সুলভ সুখ ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতিকে প্রধানরূপে বাঞ্ছা এবং দ্বিতীয়—প্রেমস্বভাব-সুলভ সেবাই একান্ত স্পৃহনীয়। এজন্য সেবা-সর্ব্বস্ব-পুরুষগণ ঐ প্রথমোক্ত ব্যাপারটিকেই প্রতিকূল বলিয়া জানেন। কিন্তু যাঁহারা একমাত্র প্রেমভক্তিমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন, যাঁহারা হরির ঐকান্তিক অনুরাগী, সেইরূপ অহৈতুক ভক্তগণ কখনও সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তিও স্বীকার করেন না।

আনুষঙ্গিকভাবে প্রাপ্ত সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয় এবং তদ্‌গত সুখৈশ্বর্য্যাদিও যাঁহারা অপেক্ষা করেন না, এইরূপ ঐকান্তিক ভক্তগণের মধ্যেও শ্রীগোকুলেন্দ্রের পাদপদ্ম যাঁহাদের চিত্ত হরণ করিয়াছে, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। কারণ, বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের (উপলক্ষণে দ্বারকানাথের -শ্রীজীব) প্রসন্নতাও তাঁহাদিগের মন হরণ করিতে সমর্থ হয় না। যদিও শ্রীনাথ, দ্বারকানাথ এবং গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেমময় রসের দ্বারা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণেরই উৎকর্ষ লক্ষিত হইয়া থাকে; যেহেতু ঐশ্বর্য্য গন্ধহীন প্রেমরসের ইহাই স্বভাব।

তাৎপর্য্য এই যে, অপুনর্ভবকামনামূলে ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্যলাভ, ভগবল্লোকে বাস, ভগবানের সমান রূপ-লাভ ভগবানের সমীপে বাস প্রভৃতি **আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিবাঞ্ছায়** (কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সহিত) **যাঁহারা সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তি কামনা করেন, তাঁহাদের স্বরূপে অবস্থিতি হয় না;** যদি ঐ

প্রকার আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিই প্রধান হয়, তাহা হইলে তাঁহারা **অধঃপতিত হইয়া যান।** আর যাঁহারা ভগবৎস্বরূপেরই একমাত্র সেবা (শ্রীনারায়ণ, শ্রীদ্বারকানাথ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি ভগবৎস্বরূপের) কামনা করেন — সালোক্যাদি মুক্তির কোনরূপ বাঞ্ছা হৃদয়ে পোষণ করেন না, তাঁহাদের সেবৈক-লক্ষ্যগতির পথে আনুষঙ্গিক ও গৌণভাবে সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ হয়; কিন্তু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু এখানে বলেন, এইরূপ আনুষঙ্গিক চতুর্ব্বিধ মুক্তি হস্তামলকের ন্যায় করতলগত হইলেও সেবাসর্ব্বস্ব ঐকান্তিক ভক্তগণ তাহা কখনও অঙ্গীকার করিতে চাহেন না। যাঁহারা নিত্য সেবৈকপ্রাপ্তিলক্ষ্য হইয়া আনুষঙ্গকভাবে চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ করেন, তাঁহারাই সর্ব্বক্ষণ স্বরূপে অবস্থিত হইয়া নারায়ণের সেবা করিয়া থাকেন। তবে তাঁহারা বিশ্রম্ভভাবে কৃষ্ণসেবা করেন না; কৃষ্ণের যে-কোন অবতারের একমাত্র সেবা করাই যাঁহাদের ধর্ম্ম, তাঁহারা সকলেই স্বরূপে অবস্থিত হইয়া কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপের সেবা করিতেছেন; কিন্তু বিশ্রম্ভভাবে অর্থাৎ বিশ্রম্ভ-দাস্য, বিশ্রম্ভ-সখ্য, বিশ্রম্ভ-বাৎসল্য ও পরমচমৎকারময় মধুর-ভাবে তাঁহারা কৃষ্ণসেবা করিতে পারিতেছেন না।

কৃষ্ণ ও নারায়ণে গোলোক ও বৈকুণ্ঠধামে কৃষ্ণসেবা ও নারায়ণ-সেবায় ভেদবুদ্ধি হইতে উপরি-উক্ত প্রশ্নরাজি উদিত হইয়াছে। এই প্রকার ভেদবুদ্ধিরহিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ংরূপ কৃষ্ণকে বা তাঁহার কোন অবতারকে অনাবৃত আত্মার রস, স্বভাব বা বৃত্তিতে সেবা করিলেই সেই সেবকের স্বরূপে অবস্থান ও বৈকুণ্ঠে স্থিতি হয়; কিন্তু বিশ্রম্ভভাবে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসে স্বাভাবিক প্রেমময় কৃষ্ণসেবা ব্যতীত **সর্ব্বাঙ্গীন সেবা হয় না।**

"সিদ্ধরূপাপ্রতীতমানুষঙ্গিকতয়া প্রাপ্তমপি সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ং তদ্গতসুখৈশ্বর্য্যাদিকঞ্চ নেচ্ছন্তীত্যর্থঃ। যতঃ সাক্ষাৎ তদীয়সেবয়ৈব পূর্ণলব্ধপরমানন্দাঃ।"

(শ্রীল জীবপাদের দুর্গমসঙ্গমনী ২য় লহরী ৩০ সংখ্যা)

অতএব কি জীবন্মুক্তি, কি বস্তুসিদ্ধি — উভয় দশাই একমাত্র কৃষ্ণ বা কৃষ্ণাবতারের সেবৈকলক্ষ্য হইলেই তত্তৎ মুক্তিপ্রসঙ্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।১৮৭)

কোন কালেই আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণে স্বরূপাবস্থিতি নাই; পরন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি হরির ইন্দ্রিয়-তর্পণের চেষ্টাতেই জীবন্মুক্তি।

'স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি' — এই পদটি কোন কোন বিচারে জীবের সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই। কারণ, ইহার পূর্ব্বাপর সঙ্গতি বিচার করিলে দেখা যায়, উক্ত 'সবার' পদটি কেবল বিষ্ণুতত্ত্বের নামের প্রসঙ্গেই উক্ত হইয়াছে। ঐ পদের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী চরণগুলি এই:—

"দৈত্যারি দ্বারিকানাথ দারিদ্র্য-ভঞ্জন।
দয়াময় দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ॥
স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।
বৈকুণ্ঠে ক্ষীরোদশায়ী কমলার পতি॥
বাসুদেব, প্রদ্যুম্নাদি চতুর্ব্যূহ-সহ।
মহৈশ্বর্য্যাপূর্ণ হ'য়ে বিহার করহ॥

গোলোক-বিহারী স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিতই সকল বিষ্ণুতত্ত্ব, ইহাই উক্তপদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।

যাহা হউক, এই উক্তিটি স্বাংশ বিষ্ণুতত্ত্ব কিম্বা মুক্ত বিভিন্নাংশ জীবতত্ত্ব—যাঁহার সম্বন্ধেই বলা হউক না কেন, উভয় তাৎপর্য্যেই বুঝা যায় যে, গোলোক-নাথ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ। গোলোকের নিম্নার্দ্ধে বৈকুণ্ঠ, সেখানে ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ স্বাংশতত্ত্বগণ এবং তত্তৎ বিষ্ণু-তত্ত্বের নিজ-নিজ বৈকুণ্ঠে তত্তৎ সেবকগণ বিরাজিত আছেন; কোন প্রকার আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-কামনা না করিয়া একমাত্র হরির সেবাই কামনা করেন বলিয়া ইঁহারা সকলেই মুক্ত। বৈকুণ্ঠের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম, সেখানেই সাযুজ্যের অধিকারী লয়প্রাপ্ত হইয়া মুক্তির ব্যভিচার সাধন করেন।

নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু তাঁহাকে সাযুজ্যের অধিকারী মনে করিলেও শ্রীমদ্ভাগবতের "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ" শ্লোকানুসারে অধঃপতিত হইয়া যান।

বিমুখ-মোহন-অবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী কিংবা কোনও না কোন রূপে নির্বিশেষ মতের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন আধুনিক যে-সকল ব্যক্তি রাবণ, হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, কংস প্রভৃতি বিষ্ণুপ্রতিযোগী অসুরগণকে আদর্শ মনে করিয়া ভগবানের নিত্য শ্রীনাম-রূপাত্মক শ্রীবিগ্রহ ও স্বরূপশক্তিকে বিশিষ্ট অর্থাৎ নির্বিশেষ ও নিঃশক্তিকরূপে প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাঁহাদের কিন্তু বিষ্ণুর হস্তে নিধনরূপ সাযুজ্যগতি লাভও হয় না। কেন না, ঐ সকল অসুরের ন্যায় তীব্রতা ইঁহাদের নাই। তাঁহারা কেবল ঐ সকল বিষ্ণুবৈরী অসুরগণের আদর্শ অনুসরণ করিয়াই অধঃপতিত হইয়া থাকেন। রাবণ-কংসাদি অসুরগণের সাক্ষাৎ ভগবানের অবতরণ-সময়ে অভ্যুদয় হইয়াছিল, সুতরাং তাহাদের বিষ্ণুহস্তে নিধন এবং তদ্দ্বারা কোন সুখাদি-ভোগার্থ উচ্চগতি বা সাযুজ্য-গতি লাভ হইয়াছিল। কিন্তু ঐসকল অসুরের আদর্শ অনুসরণকারী পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণের তাহাও সম্ভব হয় না।

ব্রহ্মণ্যেব লয়ং যান্তি প্রায়েণ রিপবো হরেঃ।
কেচিৎ প্রাপ্যাপি সারূপ্যাভাসং মজ্জন্তি তৎসুখে॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।১৩৭)

হরির শত্রুগণ প্রায়ই ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে কেহ কেহ সারূপ্যাভাস লাভ করিয়া সেই ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন হইয়া থাকে।

ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা॥
সার্ষ্টি, সারূপ্য, আর সামীপ্য, সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত—যা'তে ব্রহ্ম ঐক্য॥

(চৈঃ চঃ আদি ৩য় ১৭-১৮)

আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেম-সেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে।

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ ২০৪)

নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয়॥

(চৈঃ চঃ আদি ৫ম ৩৮)

কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা যুদ্ধাদিক করে তাঁ'র সনে॥
সেই দুইএর দণ্ড হয় ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তি।
তা'র মুক্তি ফল নহে, যেই করে ভক্তি॥

যদ্যপি মুক্তি হয় এই পঞ্চ প্রকার।
সালোক্য-সামীপ্য-সারূপ্য-সার্ষ্টি-সাযুজ্য আর॥
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবা-দ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার॥
'সাযুজ্য' শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয়।
'নরক' বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয়॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত' প্রকার।
ব্রহ্ম-সাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।২৬৪-২৬৯)

সাঃ গৌঃ ১২।৬৮

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

(রেজিষ্টার্ড)

ফোন ৪৬-৫৯০০
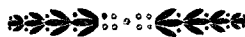
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড

কলিকাতা—২৬

১২ কেশব, ৪৯২ শ্রীগৌরাব্দ

১০ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ ; ২৬ নভেম্বর, ১৯৭৮

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তনবর ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি ওঁ **শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী** বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে অত্র শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ-জীউর শুভপ্রাকট্যবাসর শ্রীকৃষ্ণপুষ্যাভিষেক তিথিতে মহাভিষেক-পূজা-ভোগরাগ-মহাপ্রসাদ বিতরণ ও শ্রীকৃষ্ণ-কার্ষ্ণ মহিমাশংসন-মুখে বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও আগামী ২৮ নারায়ণ, ২৬ পৌষ, ১১ জানুয়ারী (১৯৭৯) বৃহস্পতিবার হইতে ২ মাধব, ১ মাঘ, ১৫ জানুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে পঞ্চদিবসব্যাপী ভক্ত্যঙ্গা-নুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছে।

প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০ টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সভা-মণ্ডপে পাঁচটি ধর্ম্মসভার অধিবেশনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সভাপতিত্বে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতিগণ ও অন্যান্য বক্তৃমহোদয়গণ ভাষণ প্রদান করিবেন। ভাষণের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও নামসঙ্কীর্ত্তন হইবে।

২৯ পৌষ, ১৪ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় শ্রীমঠের শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ-জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিপুল ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা পরিবৃত ও আকর্ষিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহযোগে দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান পথ ভ্রমণ করতঃ সর্ব্বসাধারণকে দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করিবেন।

মহাশয়, উপরি উক্ত ধর্ম্মসভাসমূহে এবং শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসবে সবান্ধব যোগদান করিলে পরম উৎসাহিত ও আনন্দিত হইব। ইতি—

শ্রীসজ্জনকিঙ্কর

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সেক্রেটারী

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস তালিকা-সমন্বিত এই ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী গণিত হইয়া শ্রীগৌর আবির্ভাব তিথি—১০ চৈত্র (১৩৮৪), ২৪ মার্চ্চ (১৯৭৮) তারিখে প্রকাশিত হইয়াছেন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। ভিক্ষা—'৮০ পয়সা। ডাকমাশুল অতিরিক্ত '২৫ পয়সা।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—	ভিক্ষা	·৭০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত—	,,	·৭০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,	,,	·৮০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	·৭০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	·৮০
(৬)	জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,	,,	১২·৫০
(৭)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	১·৫০
(৮)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ	,,	১·০০
(৯)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত —	,,	·৮০
(১০)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)—	,,	·৬২
(১১)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত —	,,	১·২৫
(১২)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE —	Re.	1.00
(১৩)	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — —	ভিক্ষা	৭·০০
(১৪)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— —	,,	১·৫০
(১৫)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত —	,,	১·৫০
(১৬)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — —	,,	১০·০০
(১৭)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	·২৫
(১৮)	একাদশীমাহাত্ম্য — — —	,,	২·০০
(১৯)	অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ— গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	২·৫০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	,,	২·০০

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১৮শ বর্ষ * পৌষ — ১৩৮৫ * ১১শ সংখ্যা

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়
মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য ।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১০৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৮শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ, ১৩৮৫
১৭ নারায়ণ, ৪৯২ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ পৌষ, রবিবার; ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭৮ { ১১শ সংখ্যা

বৈষ্ণব-মর্য্যাদা

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ১৮২ পৃষ্ঠার পর)

প্রাকৃত জগতে উচ্চাবচবিচারে শ্রেষ্ঠতা ও নিকৃষ্টতার বিশেষত্ব আছে। প্রাকৃত জগতে ক্রমোন্নতিক্রমে যে পরমোৎকৃষ্ট আসন আমরা ধারণা করি, তাহাই বরণীয় ও মর্য্যাদাসম্পন্ন। হেয়, অনুপাদেয় অভাববিশিষ্ট অনুভব-সমূহ জীবের আনন্দে বাধা প্রদর্শন করে। আনন্দময় জীব চেতনবৃত্তিদ্বারা উপাদেয় অনন্ত পূর্ণ প্রভৃতি মর্য্যাদাসমূহ আবাহন করিয়া স্বীয় নিত্য স্বভাবের পরিচয় দেন। তৎসম্বন্ধীয় প্রাকৃত পরিচয়সমূহে উচ্চাবচ থাকিলেও প্রকৃতির অতীত রাজ্য—যাহাকে আত্ম-রাজ্য, বৈকুণ্ঠ, গোলোক বা পরব্যোম প্রভৃতি শব্দ-দ্বারা লক্ষ্য করা হয়,—সেই নিত্যধামে পরমোপাদেয়তার জন্য অকুণ্ঠতার জন্য চিদ্বিলাস বা চিদ্বৈচিত্র্য নিত্যা-বস্থিত। উহা যদি মায়িক রাজ্য হইত, তাহা হইলে বদ্ধজীব মায়াবাদীর ন্যায় সেখানে যাইতে অসমর্থ হইত। কিন্তু পরম নির্ম্মল শুদ্ধজীবাত্মা মায়াবাদের কবল হইতে আত্মরক্ষা করতঃ তথায় গিয়া সেব্যতত্ত্ব সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষ কৃষ্ণের সেবা করিতে নিত্যকাল যোগ্য। জড়জগতে মায়ান্তর্গত মায়াবাদী যতই কেন না উচ্চত্বের আদর করুন না, তাঁহার সর্ব্বোত্তম আদর্শ অপেক্ষা বিষ্ণুর নিত্যদাস বৈষ্ণবের মর্য্যাদা অভ্রান্ত। জ্ঞানী যখন মায়িক কল্পনাবশে পারমহংস্য ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন মনে করেন, তখনও মায়িক বিচার নিবন্ধন অসমর্থতা অর্ব্বাচীনতা তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করে না। সুতরাং বৈষ্ণবমর্য্যাদা সমল জ্ঞানি পরমহংসগণের মর্য্যাদা অপেক্ষা উন্নত সোপানে অবস্থিত। সমল পরমহংসগণ বৈষ্ণবের পদবী সমন্বয়-বিচারে বহুমানন করেন না বলিয়াই যে তাদৃশ মর্য্যাদা অনিত্য, এরূপ নহে। দেহ ও মন যখন আত্মার নিত্য সেবন-বৃত্তিতে অবস্থিত হয়, তখনই বদ্ধজগতে থাকিয়াও তাঁহার বৈষ্ণবাভিমান হয়। বৈষ্ণবাভিমানে কোন প্রাকৃত দম্ভ অহঙ্কার নাই। তাহাতে দৈহিক ও মানসিক হিংসার বস্তু কিছুই নাই। তবে দৈহিক ও মানসিক হিংসার বস্তু থাকাকাল পর্য্যন্ত যে দৈহিক ও মানসিক বৈষ্ণবাভিমান, তাহা নরকের হেতু। বৈষ্ণবেরা সেজন্য উত্তমা ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়াও আপনাদিগকে কর্ম্মানুষ্ঠাননিরত কর্ম্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র

ভক্ত বলিয়া প্রচারপূর্ব্বক আদর্শ শুদ্ধভক্তি স্থাপন করেন। বাস্তবিক অবিমিশ্র শুদ্ধ জীবাত্মার কর্ম্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র অভিমান আদৌ নাই। শুদ্ধ জীবাত্মার কেবলা ভক্তিই একমাত্র বৃত্তি, যেহেতু কৃষ্ণই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভজনই অভিধেয় এবং কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন—এ বিষয়ে বৈষ্ণবপরমহংসের মতভেদ নাই। কর্ম্মী ও জ্ঞানী যে কালে কর্ম্মমিশ্র ভক্ত ও জ্ঞানমিশ্র ভক্ত হইবার সুযোগ পান, সেই সময়ই তিনি কেবলাভক্তির স্বরূপ স্বয়ং উপলব্ধি করিতে পারেন। আত্মবৃত্তি দ্বারা কেবলাভক্তিতে অবস্থিত হইলে জীব হরিসেবার প্রতিকূল জড়ীয় বস্তুসমূহে ভোগবুদ্ধি করেন না এবং যাঁহারা ভোগবুদ্ধি করেন, তাঁহাদিগের সহিত একমত হন না। এতাদৃশ বৈষ্ণবের মর্য্যাদা যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, তাহা কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষীকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানী অনেক সময় বৈষ্ণবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "মর্য্যাদা লঙ্ঘন মুঞি সহিতে না পারোঁ।" অর্থাৎ যদ্যপি কেহ বৈষ্ণবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে তিনি অপরাধযুক্ত হইয়া ভগবানের বিরাগ-ভাজন হইবেন। প্রাকৃত বিচারে প্রমত্ত হইয়া বৈষ্ণবকে উপদেশ দিতে গেলেও মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়। বৈষ্ণবগণ সকলেরই গুরু, সুতরাং গুরুকে উপদেশ দিতে গেলে মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়; সেইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু জগদানন্দকে শ্রীমৎ সনাতন বৈষ্ণবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীউপদেশামৃতে লিখিয়াছেন, "দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈর্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ॥" আমরা শুনিতে পাই, অনেক আচার্য্যসন্তান, নিত্যানন্দাদ্বৈত বংশপরিচয়াকাঙ্ক্ষী সন্তানগণ শৌক্রজড়দেহের প্রাকৃত গর্ব্বে স্ফীত হইয়া জড় সমাজের সামাজিকগণের উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া বৈষ্ণবমর্য্যাদার লঙ্ঘন করিয়া বসেন। এই অপরাধে জড়ীয় শৌক্রসম্বন্ধকে প্রবল করায় যোষিৎসঙ্গ হেতু তাঁহারা বিশুদ্ধ অবৈষ্ণব ও জড়ীয় স্বার্থের ভারবাহী চতুষ্পদ না হইলেও দ্বিপদসম্বন্ধ জ্ঞানহীন অবৈষ্ণব। এই সকল মূঢ় কপটাচারী ভাড়াটিয়া আচার্য্যকার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইলেও অপরাধ বশতঃ নরকপথের পথিক। তাহারা বৈষ্ণবদিগকে তাহাদের জড়চক্ষে জড়ের অন্যতম মনে করে। তাদৃশ মননই সেই নারকিগণকে স্বরূপপরিচয় বিস্মৃত করাইয়া বৈষ্ণবাপরাধে অপরাধী করাইয়াছে। এই অবৈষ্ণবগণের নিকট হইতে কেহ যেন পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ না করেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ" এই শাস্ত্রশাসনের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে আপনাদিগকে কেহই কখন নরক হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন না। আমরা এই বৈষ্ণবমর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী জড় শৌক্রাভিমানদৃপ্ত জনগণকে সম্বন্ধজ্ঞানহীন জানিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ হইতে তাহাদিগকে অবর সপ্তলোকে পাঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করি। তাহা হইলেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে হরিভক্তির নির্ব্বাধ প্রচার হইতে পারিবে।

—সঃ তোঃ ২৩।১২৭ পৃষ্ঠা

শ্রীভক্তিবিনোদবাণী

(জীবের অধিকার)

প্রঃ—ভক্তের যোগ্যতা-লাভের মূলে কি?

উঃ—"কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তকৃপা যোগ্যতা-কারণ।
জীবে দয়া সাধুসঙ্গে লভে ভক্তজন॥
জ্ঞানকর্ম্ম-যোগে সেই যোগ্যতা না হয়।
শ্রদ্ধাবলে সাধুসঙ্গে করে জড় জয়॥"

—নঃ ভাঃ তঃ ৫

প্রঃ—জীবের ধামদর্শনের অধিকার কখন হয়?

উঃ—"জড় জাল জীবেন্দ্রিয়ে ছাড়ে যেইক্ষণ।
জীবচক্ষুঃ করে ধাম-শোভা দরশন॥"

—নঃ ভাঃ তঃ ৬

প্রঃ—জড়েন্দ্রিয়গণ কি ধামসেবার যোগ্য?

উঃ—"যোগ্যতা লভিয়া সব জীবেন্দ্রিয়গণ।
চিন্ময়-বিশেষ-সুধা করে আস্বাদন॥
অযোগ্য ইন্দ্রিয় তাহা আস্বাদিতে নারে।
ক্ষুদ্র জড় বলি তারে নিন্দে বারে বারে॥"

—নঃ ভাঃ তঃ ৪

প্রঃ—অধিকার বিচার না করিয়া অপ্রাকৃত লীলা-কীর্ত্তন কর্ত্তব্য কি?

উঃ—"দুর্ভাগা না বুঝে রাসলীলা-তত্ত্বসার।
শূকর যেমন নাহি চিনে মুক্তা-হার॥
অধিকারহীন-জন মঙ্গল চিন্তিয়া।
কীর্ত্তন করিনু শেষ, কাল বিচারিয়া॥"

—'রসকীর্ত্তন', কঃ কঃ

প্রঃ ঈশ্বর-প্রসাদ-লাভে অধিকারী কে?

উঃ—"বিদ্যা ও বুদ্ধিতে যে উন্নতি, তাহা পারমার্থিক উন্নতি নয়, পারমার্থিক উন্নতি কেবল উত্তরোত্তর শুদ্ধভাব-দ্বারা অর্জ্জনীয়। কোন নির্ব্বোধ মূর্খও ঈশ্বরপ্রসাদ অধিক-পরিমাণে লাভ করিতে পারে। কোন সর্ব্ববিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতও নাস্তিকতা অবলম্বনপূর্ব্বক পশুভাবান্বিত ও ঈশ্বর-প্রসাদ-বিহীন হইতে পারে। অতএব ঈশ্বর-প্রসাদ-লাভে জাতি, বিদ্যা, ধন, বল, রূপ ও জড়ীয়কার্য্য-নৈপুণ্য কিছুই কার্য্য করিতে পারে না। মহাপণ্ডিত ও মহা-ধনুর্দ্ধর (মহাধুরন্ধর) একদিকে মদগর্ব্বে ক্রমশঃ নরকের প্রতি ধাবমান হইতেছে, আর নিতান্ত মূর্খ ও বলবুদ্ধি-হীন কোন পুরুষ অন্যদিকে পরমেশ্বরে ভক্তি করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হইতেছে।"

—শ্রীমঃ শিঃ, ৫ম পঃ

প্রঃ অভক্তের পক্ষে ভক্তচরিত্র আলোচনীয় কি?

উঃ—"যাঁহাদের ভক্তিতে অধিকার নাই, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি শুদ্ধভক্তদিগের চরিত্র আলোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। অন্ধের পুস্তক পাঠ ও বধিরের গান-শ্রবণের ন্যায় অভক্তগণের পক্ষে ভক্ত-চরিত্রের অনুশীলন বিফল।"

—সমালোচনা' সজ্জনতোষণী সঃ তোঃ ৮।৪

প্রঃ—কিরূপ ব্রাহ্মণের কিরূপ বেদে অধিকার?

উঃ—"ব্যবহারিক ব্রাহ্মণদিগের কর্ম্মাদি-প্রতিপাদক বেদেই অধিকার এবং পারমার্থিক ব্রাহ্মণদিগের তত্ত্ব-প্রতিপাদক বেদেই অধিকার।"

—জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

প্রঃ—পরমার্থচেষ্টা উদিত না হইলে জীবের কোন্ নীতি অবলম্বনীয়া?

উঃ—"যে-পর্য্যন্ত জীবের পরমার্থ চেষ্টা না হয়, সে-পর্য্যন্ত ত্রিবর্গ-চেষ্টা ব্যতীত ধর্ম্মজীবনের অন্য উপায় কি?"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

প্রঃ—স্ত্রীজাতির সাধারণতঃ কোন্ আশ্রমে অধিকার?

উঃ—"স্ত্রীলোকের গৃহস্থাশ্রম ও স্থলবিশেষে বানপ্রস্থ ব্যতীত অন্য কোন আশ্রম স্বীকর্ত্তব্য নয়। কোন অসাধারণ-শক্তিসম্পন্না স্ত্রী বিদ্যা, ধর্ম্ম ও সামর্থ্য লাভ করতঃ যদি ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া সাফল্য লাভ করিয়া থাকেন বা লাভ করেন, তাহা সাধারণতঃ কোমলশ্রদ্ধ, কোমলশরীর ও কোমলবুদ্ধি স্ত্রীজাতির পক্ষে বিধি নহে।"

—চৈঃ শিঃ ২।৪

প্রঃ—সাধক স্ত্রী-পুরুষগণের ভজনস্থান সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা নিরাপদ?

উঃ—"বাহ্য-দেহগত স্ত্রীপুরুষগণ সর্ব্বদাই পৃথক্ থাকিবেন। স্ত্রীলোকদিগের ভজনস্থান পৃথক্ থাকুক এবং পুরুষদিগের ভজনস্থান পৃথক্ থাকুক; কেন না, একত্র হইলে রসতত্ত্বে প্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগের ক্রমশঃ জড়ীয় স্ত্রী-পুরুষগত বৈরস্য আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন শাস্ত্রের অন্যার্থ করিয়া নিজের চরিত্রকে বাঁচাইবার চেষ্টায় উত্তম সাধুদিগের নিন্দা আসিয়া উপস্থিত হয়।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১০।৬

পরমারাধ্য প্রভুপাদ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

'হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ' অর্থাৎ উৎকলদেশে আবির্ভূত শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র হইতে নিত্য সত্য সনাতনী সাত্বতবাণী—শ্রৌতবাণী পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে—এই শ্রীপাদ্মোক্ত ব্যাসবাক্য সত্য করিবার জন্যই লীলা-পুরুষোত্তম-শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ জগদ্গুরু পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বিগত ১২৮০ বঙ্গাব্দে (১৭৯৫ শকাব্দ ও ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ) ৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকার পর শ্রীপুরুষোত্তম ধামে শ্রীপুরুষোত্তম জগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দির-সন্নিহিত শ্রীনারায়ণ ছাতার সংলগ্ন—বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মুল মহাপুরুষ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনমুখরিত গোলোকাভিন্ন বাসভবনে প্রকটলীলা আবিষ্কার পূর্ব্বক সমগ্র বিশ্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্ম অশেষ বিশেষে প্রচার করতঃ বিগত ৪ নারায়ণ (৪৫০ গৌরাব্দে), ইং ১লা জানুয়ারী (১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে), ১৬ই পৌষ (১৩৪৩ বঙ্গাব্দে) বৃহস্পতিবার কৃষ্ণাচতুর্থী তিথির শেষভাগে নিশান্তে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রায় ৫-৩০ মিনিটে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রথমযাম সেবায় নিশান্ত লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম ধামেই শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দরের লীলাগত সকল বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণরূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তাই শ্রীগৌর-করুণাশক্তি—শ্রীগৌরপ্রিয়তম প্রভুপাদের সেই শ্রীপুরুষোত্তম ধামেই প্রকটলীলাবিষ্কার। শ্রীপুরীধাম তাঁহার বড়ই প্রিয় স্থান ছিল। তাঁহার অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের মাত্র ২৪ দিন পূর্ব্বে ৭ই ডিসেম্বর (১৯৩৬ খৃঃ) প্রাতে তিনি শ্রীপুরীধাম চটক-পর্ব্বতস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তথায় ২৩শে ডিসেম্বর প্রাতে সমবেত ভক্তগণ সমীপে তচ্চরণাশ্রিত শিষ্যগণের পারমার্থিক জীবন সংরক্ষণ বিষয়ে কএকটি অবশ্য পালনীয় মহদুপদেশ প্রদান করেন। অপ্রকট দিবস প্রাতেও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কীর্ত্তিত 'শ্রীরূপ-মঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ' ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কীর্ত্তিত শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকানুবাদ গীতি—'তুঁহু দয়াসাগর তারয়িতে প্রাণী নাম অনেক তুয়া শিখাওলি আনি' ইত্যাদি কীর্ত্তন করিতে বলিয়া এবং "শ্রীরূপ-রঘুনাথের বিচার ঠাকুর নরোত্তম নিয়াছিলেন, সেই বিচারানুসারে চলা ভাল" ইহা বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ২৩ ডিসেম্বরের উপদেশামৃতসারেরই পুনরাবৃত্তি দ্বারা তদনুসরণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করিয়া যান। কতিপয় শিষ্যের নাম উল্লেখ করিতে করিতে তাঁহাদিগকে কৃপা বিতরণ করিলেও প্রভুপাদ তাঁহার নিকটস্থ ও দূরস্থ সকল শিষ্যকেই আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—"আপনারা যাঁহারা এইস্থানে উপস্থিত আছেন এবং যাঁহারা না আছেন, সকলেই আমার আশীর্ব্বাদ জানিবেন, স্মরণ রাখিবেন—ভাগবত ও ভগবানের সেবা প্রচারই আমাদের একমাত্র কৃত্য ও ধর্ম্ম।"

'সব সাধি' অবশেষ আজ্ঞা বলবান্ (চৈঃ চঃ ম ২২।৫৯)—এই ন্যায়াবলম্বনে পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্মের সর্ব্বশেষবাক্য সর্ব্বপ্রযত্নে পুনঃ পুনঃ আলোচ্য ও অনুশীলনীয়। তাঁহার উপদেশ-সার এই যে,—

"সকলে রূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়।

জন্মে জন্মে শ্রীরূপ প্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সর্ব্বস্ব। ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ হবে না, আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের

সহিত ভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্ট প্রচারে ব্রতী হ'বেন। আমাদের অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই আমাদের একমাত্র কথা এই—

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্ রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্ম জন্মনি॥

জগতে শ্রীরূপানুগ-চিন্তা-স্রোতঃ প্রবাহিত হউক। আপনারা শ্রীরূপানুগগণের একান্ত আনুগত্যে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহে ও নির্ভীক কণ্ঠে প্রচার করুন।

আপনারা সকলেই এক অদ্বয় জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উদ্দেশ্যে আশ্রয় বিগ্রহের আনুগত্যে মিলে মিশে থাকবেন।

এজগতের সকল বন্দোবস্তই ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যেকের পক্ষেই সেই পরম প্রয়োজনের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা আছে। আপনারা একই উদ্দেশ্যে ঐকতানে অবস্থিত হ'য়ে মূল আশ্রয়বিগ্রহের সেবাধিকার লাভ করুন।

সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই দু'দিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবন নির্ব্বাহ ক'রে চ'লবেন। শত বিপদ্, শত গঞ্জনা, শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ ক'রছে না দেখে নিরুৎসাহিত হ'বেন না, নিজ ভজন, নিজ সর্ব্বস্ব কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন ক'রবেন।

সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন-যজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তা'তে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থাক্‌লেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হবে।

এই জগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের অতীত হ'য়ে অপ্রাকৃত নামাকৃষ্ট হ'লেই কৃষ্ণসেবারসের কথা বুঝতে পারা যায়। দ্বন্দ্বাতীত হ'য়ে সেই নিত্য প্রয়োজনের রাজ্যে প্রবেশই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন।"

শ্রীপুরুষোত্তম ধাম শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদন-ক্ষেত্র। এই বিপ্রলম্ভরসই সম্ভোগরসের পুষ্টিকারক। মাথুরবিরহবিধুরা শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাম্বুধিকে দেখিতেছেন — নীল যমুনাজল। চটক পর্ব্বতকে দেখিতেছেন—সাক্ষাৎ গিরিরাজ গোবর্দ্ধন, উপবনোদ্যানকে দেখিতেছেন—শ্রীবৃন্দাবন। কৃষ্ণবিরহ-জনিত অপূর্ব্ব মহাভাব-বিকারাচ্ছন্ন হইয়া প্রভু করুণস্বরে বিলাপ করিতেছেন— "কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী-বদন। কাঁহা করোঁ কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ। ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥" (চৈঃ চঃ ম ২।১৫-১৬) নয়ননীরে বক্ষঃ প্লাবিত হইতেছে। গম্ভীরায় দ্বাদশ বৎসর ব্যাপিয়া মহাপ্রভুর দিবারাত্র অত্যদ্ভুত দিব্য-বিরহোন্মাদ, ভ্রমময় চেষ্টা, প্রলাপময় বাদ—নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগস্ফূর্ত্তি। মহাপ্রভু বিলাপ করিতেছেন—

"বংশীগানামৃত-ধাম, লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদ বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ॥
সখি হে, শুন মোর হত বিধিবল।
মোর বপু-চিত্ত-মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তাঁর প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি-ছিদ্র সম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণ-গুণ-চরিত,
সুধাসার-স্বাদু-বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক জিহ্বা সম॥
মৃগমদনীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব-মান।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান॥
কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক্ ছারখার,
সেই বপু লৌহ-সম জানি॥"

পরমারাধ্য প্রভুপাদ এই সকল লীলা বর্ণন করিতে করিতে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, চোখের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ-রস আস্বাদন করিবার জন্যই প্রভুপাদের চটকপর্ব্বতে শ্রীপুরুষোত্তমমঠ প্রতিষ্ঠা। শ্রীল প্রভুপাদ ইতঃপূর্ব্বে সাতাসনমঠে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনকুটীতে, নীলাকুঠী প্রভৃতিতে প্রায় প্রত্যব্দ আসিয়া ভজনাদর্শ প্রদর্শন করিতেন। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নীশান্তলীলায় যে অপ্রাকৃত গাঢ় সমাশ্লেষ বা সম্মিলিতাবস্থা, তাহাই শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত গৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত নিত্য-লীলা-রহস্য। শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর গৌরনিজজন প্রভু-পাদের নিশান্তলীলাপ্রবেশের তাৎপর্য্যও সেই লীলা প্রবেশ বলিয়াই অপ্রাকৃতরসজ্ঞ ভক্তগণ ইঙ্গিত করিয়া থাকেন। শ্রীরাধানিত্যজন প্রভুপাদ শ্রীবার্ষভানবীদয়িত-দাস অর্থাৎ শ্রীরাধাপ্রিয় কৃষ্ণদাস বলিয়াই তাঁহার আত্ম পরিচয় প্রদান করতঃ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুর বিলাপকুসুমাঞ্জলি বিশেষভাবে আস্বাদন করিতেন। সমগ্র বিলাপকুসুমাঞ্জলির ১০৪টি শ্লোক ছিল তাঁহার কণ্ঠস্থ ও অতিপ্রিয়। পরমকরুণাময়ী শ্রীরাধারাণীর কৃপা ব্যতীত কেবল কৃষ্ণের কৃপাকে তিনি কৃষ্ণের বঞ্চনা বলিয়াই জানিতেন। রাধাবিরহিত কৃষ্ণকে তিনি কখনই বহুমানন করেন নাই, তিনি বলিতেন—"ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি" (বিঃ কুঃ ১০২ সংখ্যা) অর্থাৎ "হে বরোরু হে রাধে, তুমি যদি আমাকে কৃপা না কর, তবে এ প্রাণ বা ব্রজবাস, অধিক কি বকারি শ্রীকৃষ্ণেও আমার প্রয়োজন নাই।"

শ্রীরাধার পরমপ্রিয়তমা শ্রীরূপমঞ্জরীপ্রেষ্ঠ শ্রীনয়নমণি-মঞ্জরী স্বরূপে প্রভুপাদ মাথুরবিরহকাতর শ্রীমতীবৃষভানু-রাজনন্দিনীর মহাভাবে বিভাবিত গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বাদশবর্ষব্যাপী দিব্যোন্মাদ-লীলা ব্যাখ্যা করিতে করিতে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন, বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যাইত। পুনরায় চেতন পাইয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতেন—

"হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন, হা হা পদ্মলোচন,
হা হা দিব্য সদ্‌গুণ সাগর।
হা হা শ্যামসুন্দর, হা হা পীতাম্বরধর,
হা হা রাসবিলাস নাগর॥
কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ,—তাঁহা যাই"
(চৈঃ চঃ অঃ ১৭।৬০-৬১)

একদিন ঐ গম্ভীরায় শ্রীস্বরূপ-রামরায়ের কণ্ঠ ধারণ করিয়া মহাপ্রভু জানাইলেন—অনর্পিতচর ব্রজপ্রেমরস আস্বাদন ব্যাপারে কলিতে একমাত্র নামসংকীর্ত্তনই পরম উপায়। কলিতে সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে কৃষ্ণ আরাধনাকারীই পরমবুদ্ধিমান এবং তিনিই কৃষ্ণপাদপদ্মলাভে সমর্থ। অপরাধশূন্য নামাভাসের ফলে সর্ব্বানর্থ নষ্ট হইয়া যায় এবং শুদ্ধনামের ফলে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ পরম মঙ্গল লাভ ও কৃষ্ণে প্রেমোদয় সংঘটিত হয়। বিশেষতঃ বিপ্রলম্ভ-রসাবেশে কৃষ্ণের জপ্য 'রাধা' নাম এবং রাধার জপ্য 'কৃষ্ণ' নাম। উভয়েই উভয়ের বিরহ-কাতর হইয়া এই নাম গ্রহণ করিতে করিতে অত্যুৎকট বিলাপ করিয়াছেন। এইজন্য শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন—এই নাম-সংকীর্ত্তনই বিপ্রলম্ভরসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদও ইহাকে শীঘ্র শীঘ্র কৃষ্ণপ্রেম-সম্পজ্জননে মহাশক্তিসম্পন্ন, পরমাকর্ষমন্ত্রবৎ পরম বলিষ্ঠ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীল প্রভু-পাদ এই নাম গ্রহণে স্বয়ং পরম অনুরাগের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া শিষ্যগণকেও তদনুসরণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করিয়াছেন। বিপ্রলম্ভরসাস্বাদনেই প্রভুপাদের স্বরূপানুবন্ধিনী প্রীতি লক্ষিত হইত। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রালীলায় শ্রীরাধাভাববিভাবিত গৌরসুন্দরের কৃষ্ণকে তাঁহার বৃন্দাবনভাবময় মনোরথে চড়াইয়া, 'কৃষ্ণ লইয়া ব্রজে যাই' এই ভাব অন্তরে পোষণ করতঃ নীলাচলরূপ কুরুক্ষেত্র হইতে কৃষ্ণকে যে সুন্দরাচল রূপ বৃন্দাবনে লইয়া যাইবার লীলারহস্য প্রকটিত হইয়াছে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাহা অপূর্ব্ব ভাবা-বেশে আস্বাদন করিতেন। কুরুক্ষেত্র মঠেও রথযাত্রা-মহোৎসব প্রবর্ত্তনপূর্বক প্রভুপাদ এই রস আস্বাদনের মহান্ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

পরমারাধ্য প্রভুপাদ বাল্যকাল হইতেই নামভজন-নিষ্ঠ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীরামপুরে ডেপুটি

ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালে শ্রীল প্রভুপাদ তথায় হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র মাত্র। সেই সময়েই ঠাকুর তাঁহার (প্রভুপাদের) অত্যন্ত ভগবদ্ ভজনাগ্রহ দর্শনে পুরী হইতে তুলসীমালিকা আনাইয়া তাঁহাকে শ্রীহরিনাম ও শ্রীনৃসিংহ মন্ত্ররাজ প্রদান করেন। ১৮৮১ সালে কলিকাতা রামবাগানে 'ভক্তিভবন' নামক গৃহনির্ম্মাণকালে গৃহের ভিত্তি খনন সময়ে মৃত্তিকা মধ্য হইতে একটি শ্রীকূর্ম্মমূর্ত্তি শালগ্রাম প্রকটিত হন। তৎকালে মাত্র ৮.৯ বৎসরের বালক প্রভুপাদের সেই শ্রীমূর্ত্তি সেবার্থ বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া ঠাকুর প্রভুপাদকে শ্রীকূর্ম্মদেবের পূজার মন্ত্র ও পূজার বিধি শিখাইয়া দেন। প্রভুপাদ তদবধি শ্রীকূর্ম্মদেবের যথাবিধি পূজা ও তিলকাদি সদাচার গ্রহণ করিতেন। আমরা শ্রীভক্তিভবনে প্রভুপাদের স্বহস্তসেবিত সেই কূর্ম্মরূপী শালগ্রাম স্বচক্ষে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান করিয়া ১৯০৫ সাল হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। এই সময়ে প্রভুপাদ কঠোর বৈরাগ্যের সহিত নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের অনুগমনে প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম অপতিতভাবে গ্রহণ করিয়া শতকোটি মহামন্ত্র কীর্ত্তন ব্রত উদ্‌যাপন করেন। ১৯০৯ সালে শ্রীধাম-মায়াপুর চন্দ্রশেখরভবনে তিনি একটি ভজনভবন ও তৎপার্শ্বে একটি কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া তথায় নিরন্তর ভগবদ্ভজন করিতেন। ঐ কুণ্ডটিকে প্রভুপাদ সাক্ষাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডরূপে দর্শন করিতেন। ১৯১৮ সালের ৭ই মার্চ্চ প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুরে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষগ্রহণ-লীলা প্রকাশ করিয়া উক্ত ভবনে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী শ্রীবিগ্রহ স্থাপন ও শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৩ সালের ২রা মার্চ্চ হইতে এই শ্রীচৈতন্য-মঠের মন্দির নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়। এই শ্রীমন্দিরের মধ্যপ্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী এবং চতুষ্কোণে শ্রীমন্দিরের গাত্রসংলগ্ন চারিটি মন্দিরে শ্রী, ব্রহ্ম রুদ্র ও চতুঃসনের শ্রীমূর্ত্তিসহ শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বাদিত্য এই চারি বৈষ্ণবাচার্য্যের শ্রীমূর্ত্তি সেবা প্রকাশিত হন। ১৯৩৪ সালে ১০ই মার্চ্চ শ্রীধামমায়াপুর যোগপীঠ শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং ঐ সালে ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩ই জুন বেলা ১০ ঘটিকায় ঐ শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-খনন-কালে মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে এক চতুর্ভুজ-অধোক্ষজ বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রকাশিত হন। এই শ্রীমূর্ত্তি অদ্যাপি শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে পূজিত হইতেছেন। ১৯৩৫ সালে ২০শে মার্চ্চ শ্রীগৌরাবির্ভাব দিবস স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি ধর্ম্মধুরন্ধর স্যর শ্রীমদ্বীর-বিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আহ্বানে শ্রীধাম মায়াপুরে শুভাগমন করতঃ শ্রীগৌর-জন্মভিটায় নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করেন। শ্রীচৈতন্যমঠের প্রধান শাখা কলিকাতাস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রথমে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে ভাড়া বাড়ীতে স্থাপিত হয়, পরে ১৯৩০ সালে তাহা বাগবাজারের নূতন মঠালয়ে স্থানান্তরিত হয়। অতঃপর ক্রমশঃ ভারতের নানাস্থানে, এমনকি ভারতের বাহিরেও শ্রীগৌড়ীয়মঠের বহুশাখা প্রকাশিত হইয়া পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ কোথায়ও কোথায়ও স্বয়ং শুভবিজয় করিয়া, কোথায়ও কোথায়ও বা নিজ উপযুক্ত শিষ্যগণকে পাঠাইয়া মহাপ্রভুর ত্রিভুবনমঙ্গলময়ী বাণী প্রচার করিয়াছেন। আবার বিভিন্ন ভাষায় মাসিক পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকা এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ-গোস্বামিগণ লিখিত ও বহু গ্রন্থদ্বারাও শ্রীমন্মহা-প্রভুর বাণীর বিপুলভাবে প্রচার প্রসার করিয়াছেন।

তিনি বলিয়া গিয়াছেন—"ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনার গভীর মর্ম্ম, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রচারিত গীতিগুলি ও পরমার্থসাহিত্য বঙ্গদেশ, উৎকল ও অসমীয় ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে কীর্ত্তিত হউক। জৈবধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত বিশ্বের সকল সুধীগণের আরাধ্য বস্তু হউক। তাঁহারা নিরপেক্ষধর্ম্মের বিজয়পতাকা বহন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, হরিনাম, শ্রীভাগবতগ্রন্থ একইবস্তু জানুন। শ্রীরূপানুগগণের পারমার্থিক প্রতিষ্ঠান শ্রীচৈতন্যসেবায় নিত্যকাল নিযুক্ত হউক। মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে লিখিত **'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্'ই গৌড়ীয়মঠের**

একমাত্র উপাস্য। শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্টসংস্থাপক শ্রীরূপের পাদপদ্ম-ধূলিই আমাদের জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সাধনরাজ্যের সর্ব্বোত্তম কথা বলিয়া গেলেও তাঁহার কোনও শিষ্য যাহাতে সাধনপথে ভজনক্রম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কোনপ্রকার অনধিকার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত না হন, তদ্‌বিষয়ে তিনি তাঁহাকে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে বলিয়া গিয়াছেন। প্রধানতঃ সাধনভক্তি দুই-প্রকার—বৈধী ও রাগানুগা। 'রাগ' অর্থে ইষ্টবস্তুতে স্বাভাবিকী আসক্তি। যাঁহাদের হৃদয়ে সেইপ্রকার স্বাভাবিক অনুরাগের উদয় হয় নাই, তাঁহাদের শাস্ত্রের আজ্ঞায় যে ভজন-প্রবৃত্তি হয়, তাহাই বৈধী ভক্তি। ইষ্টবস্তুতে স্বাভাবিকী ও পরমাবিষ্টতাময়ী যে রাগময়ী ভক্তি, তাহাই রাগাত্মিকা নামে উক্ত হন। ব্রজবাসিজনগণমধ্যে অভিব্যক্তরূপে এই রাগাত্মিকা ভক্তিই বিরাজমানা। সেই রাগস্বরূপা ভক্তির অনুগতা যে ভক্তি, তাহাই রাগানুগা ভক্তি। "বিধিমার্গরত জনে স্বাধীনতা-রত্ন দানে রাগমার্গে করান প্রবেশ। রাগ-বশবর্ত্তী হ'য়ে পারকীয় ভাবাশ্রয়ে লভে জীব কৃষ্ণপ্রেমাবেশ॥" শুদ্ধ রাগাধিকার পাইবার পূর্ব্বেই 'না উঠিতে বৃক্ষোপরি টানাটানি ফল ধরি' দুষ্টফল করিলে অর্জ্জন'—ন্যায়াবলম্বনে যদি কেহ বিধিমার্গে নাম-ভজনে শিথিলপ্রযত্ন হইয়া রাগমার্গ গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে প্রভুপাদ প্রাকৃত সহজিয়া বিচারে তাঁহাদের অনধিকার-চর্চ্চাকে তীব্রভাবে গর্হণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"প্রাকৃত সহজিয়া প্রভৃতি কুপথাশ্রিত সম্প্রদায় বাস্তবিক অজাতরুচি হইয়া রাগানুগাভিমানে ভক্তিগ্রন্থের আলোচনা ও শ্রীরূপানুগপথ পরিত্যাগ করিয়া অবৈধ স্ত্রীলম্পট ও মূর্খজনোচিত প্রাকৃতরুচির পোষণ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বঞ্চিত ও দুর্ভাগ্য।" —চৈঃ চঃ ম ২২ অনুভাষ্য

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভে সাধনক্রম এইরূপ লিখিয়াছেন—

"প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নামরূপগুণেষু তৎপরিকরেষু চ সম্যক্ স্ফুরিতেষ্বেব লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ। এবং কীর্ত্তনস্মরণয়োর্জ্ঞেয়ম্।"

"অর্থাৎ অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত প্রথমতঃ নামশ্রবণই অপেক্ষণীয় হয়। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে রূপশ্রবণদ্বারা হৃদয়ে রূপের উদয় হয়। তদ্দ্বারা গুণসমূহের স্ফূর্ত্তি হয়। অনন্তর নাম, রূপ, গুণ এবং তদীয় পরিকরসমূহের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলেই সুষ্ঠুরূপে লীলাসমূহের স্ফুরণ হইয়া থাকে—এই অভিপ্রায়েই সাধনক্রম লিখিত হইয়াছে। কীর্ত্তন ও স্মরণসম্বন্ধেও এইরূপ ক্রম জানিতে হইবে।"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিলিখিত—"ব্রজবধূসঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদিবিলাস। যেইজন কহে, শুনে করিয়া বিশ্বাস॥ হৃদ্রোগ-কাম তাঁর তৎকালে হয় ক্ষয়। তিনগুণ-ক্ষোভ নহে, মহাধীর হয়॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।৪৫-৪৬)—এই-সকল বাক্য এবং ইহার প্রমাণস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ" (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯) প্রভৃতি শ্লোক আলোচনা করিয়া অনেকেই নামভজননিষ্ঠা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সর্ব্বলীলামুকুটমণি রাসলীলাদি শ্রবণে ও কীর্ত্তনে আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহাদের বিচার—অনর্থ-যুক্ত অবস্থায়ও রাসাদি ক্রীড়া শ্রবণ করিতে করিতেই চিত্তের বিকার দূরীভূত হইবে ও ক্রমশঃ রাগাধিকার আসিবে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিতেছেন—

"যে ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসাদি-মধুরলীলা নিজেই অপ্রাকৃত হৃদয়দ্বারা বিশ্বাস করিয়া বর্ণন করেন বা শ্রবণ করেন, তাঁহার প্রাকৃত মনসিজ কাম সম্পূর্ণরূপে ক্ষীণ হইয়া যায়। অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলার বক্তা বা শ্রোতা অপ্রাকৃতরাজ্যেই নিজের অস্তিত্ব অনুভব করায় প্রকৃতির গুণত্রয় তাঁহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না। তিনি জড়ে পরম নির্গুণভাববিশিষ্ট হইয়া অচঞ্চলমতি এবং কৃষ্ণসেবায় নিজাধিকার বুঝিতে সমর্থ। **প্রাকৃত সহজিয়াগণের ন্যায় এই প্রসঙ্গে**

কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, প্রাকৃত কামলুব্ধ জীব সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিবার পরিবর্ত্তে প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া নিজ ভোগময় রাজ্যে বাস করতঃ সাধনভক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণের রাসাদি অপ্রাকৃত বিহার বা লীলাকে নিজ-সদৃশ প্রাকৃত ভোগের আদর্শ জানিয়া তাহার শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি করিলেই তাঁহার জড়কাম বিনষ্ট হইবে। ইহা নিষেধ করিবার জন্যই মহাপ্রভু 'বিশ্বাস' শব্দদ্বারা প্রাকৃত সহজিয়াগণের প্রাকৃতবুদ্ধি নিরসন করিয়াছেন। শ্রীশুকও ভাঃ ১০।৩৩।৩০ শ্লোকে বলিয়াছেন—নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথাহরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।৪৫-৪৬)

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন "পরমশ্রেষ্ঠশ্রীরাধাসম্বলিতলীলাময় তদ্ভজনন্ত পরমতমমেবেতি স্বতঃসিধ্যতি। **কিন্তু রহস্যলীলা তু পৌরুষবিকারবদিন্দ্রিয়ৈঃ পিতৃপুত্রদাসভাবৈশ্চ নোপাস্যা,—স্বীয়ভাববিরোধাৎ।"**

অর্থাৎ "পরমশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকার সহিত যে লীলা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, তদাত্মক শ্রীকৃষ্ণভজন পরমতমরূপে স্বতঃসিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু স্বীয় ভাবের বিরোধহেতু লৌকিকবিকারগ্রস্তেন্দ্রিয় পুরুষগণ এবং পিতৃপুত্রদাসভাব-যুক্ত পুরুষগণ রহস্যলীলার উপাসনা করিবেন না।"

—ভঃ রঃ ৩৩৮ সংখ্যা

"অনুগ্রহায় ভূতানাং (পাঠান্তরে ভক্তানাং) মানুষং দেহমাস্থিতঃ (পাঠান্তরে দেহমাশ্রিতঃ) ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥" (ভাঃ ১০।৩৩।৩৬) অর্থাৎ মনুষ্যদেহাশ্রিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত যে গোলোকগত রাসলীলা প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া তদধিকারী ভক্তজন ভগবৎসেবাপর হইবেন। এখানে 'ভজতে' শব্দার্থ 'করোতি' ও 'তৎপর' শব্দার্থ 'ভগবৎ-সেবাপর' হইবে। কিন্তু অনধিকারচর্চ্চা-ফলে অনেকেই হিতে বিপরীত ফল লাভ করিয়া বসেন। এজন্য পরম করুণ পতিতপাবন প্রভুপাদ জীবকে অধঃপতন হইতে রক্ষণার্থ সর্ব্বপ্রথমে বিপ্রলম্ভরসাত্মক নামভজনেরই বিশেষ ভাবে উপদেশ করিয়াছেন। নামে কৃষ্ণ সর্ব্ব-শক্তি আহিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাই 'ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার'। নববিধা ভক্তি চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও এবং কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে মহাশক্তি ধারণ করিলেও তন্মধ্যে নামসংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন বলা হইয়াছে—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠা নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥" (চৈঃ চঃ)

বিধিমার্গরত হইয়া নামভজনব্রত হইলে পরমকরুণাময় নামই কৃপা করিয়া তদাশ্রিত ভক্তকে ক্রমশঃ রাগাধিকার প্রদান করিবেন। নাম-কৃপা অপেক্ষা না করিয়া কৃত্রিম-ভাবে রাগাধিকার দেখাইতে গেলেই অকালপক্কতা আসিয়া জীবকে অবশ্যই অধঃপাতিত করিবে। এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ সন্ন্যাসাবেষাশ্রিত ভক্তকে অধিকারোদয়ের পূর্ব্বেই কৃত্রিমভাবে সিদ্ধপ্রণালী দিয়া অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণাদিতে সহসা অধিকার প্রদান করিয়া যান নাই। তাই একশ্রেণীর অবুঝ লোক গৌড়ীয় মঠকে 'জ্ঞানী ভক্ত' বলিয়া কটাক্ষ করতঃ জগদ্গুরু পরদুঃখদুঃখী কৃপাম্বুধি প্রভুপাদের শ্রীচরণে দুরপনেয় অপরাধ করিয়া বসেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীনামকেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা বলিবার উদ্দেশ্য না বুঝিতে পারিয়া অজ্ঞতাবশতঃ ঐরূপ অপরাধব্যঞ্জক মন্তব্যের অবতারণা হইয়া থাকে, আর সেই জন্যই প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ে নানাপ্রকার ব্যভিচার প্রতি-নিয়তই দৃষ্ট হয়। করুণাবারিধি শ্রীভগবান্ জীবকে ঐসকল ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইবার সুমতি দান পূর্ব্বক জগদ্গুরু আচার্য্যের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষা বুঝিবার সৌভাগ্য প্রদান করুন ইহাই তচ্চরণে প্রার্থনা।

পরিশেষে আমরা পরমারাধ্য প্রভুপাদের শ্রীপাদ-পদ্মে আমাদেরও সকাতর বিজ্ঞপ্তি জানাইতেছি যে, প্রভো আমাদিগকেও কৃপা করিয়া ভবদুপদিষ্ট নাম-ভজনে ক্রমবর্দ্ধমান অনুরাগ প্রদান করতঃ বিধিমার্গ হইতে ক্রমশঃ রাগমার্গে অকৃত্রিম প্রবেশাধিকার প্রদান

করুন, যাহাতে আমরা সেই রাগানুগাভক্তিতে অধিকার লাভ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র ভজনরাজ্যের গূঢ় রহস্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারি। ভবদীয় দাসানুদাস-জ্ঞানে শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন-গোবিন্দ-গোপীনাথও আমাদিগের প্রতি সদয় হইয়া আমাদিগকে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞানে সমৃদ্ধ করতঃ তাঁহাদের পরমগোপ্য প্রেমসেবা-সৌভাগ্যদানে ধন্যাতিধন্য কৃতকৃতার্থ করুন। লাভপূজাপ্রতিষ্ঠার বশবর্ত্তী হইয়া রসিকভক্তের মর্য্যাদা লাভের জন্য কৃত্রিমভাবে রসজ্ঞতা দেখাইতে গেলে নরকগতিই অবশ্যম্ভাবিনী। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত বিপ্রলম্ভরসানুগমনে নামভজনের আদর্শ অনুসরণ করাই সমীচীন পন্থা। তাহা হইলে শ্রীনামকৃপায়ই ক্রমশঃ আমাদিগের সর্ব্বার্থসিদ্ধির সৌভাগ্য উদিত হইবে।

পরমেশ্বরে কৃতজ্ঞতা নিবেদনের জন্যই মানব জন্ম

[মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, বিদ্যারত্ন]

নৃ-তির্য্যগ্-দেব-মনুষ্যাদি জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ করিয়া অনন্ত প্রকার দেহধারী জীবের মধ্যে পরমেশ্বরে কৃতজ্ঞতা নিবেদনে মনুষ্যজন্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিধাতাপুরুষেরও সৃষ্টির সর্ব্বোত্তমতা নরদেহ-সৃষ্টি-কলা-নৈপুণ্যেই প্রকাশিত রহিয়াছে। অপরাপর-সম্ভূত দেহ-সমুদয় সৃষ্টি করিয়াও বিধাতাপুরুষের যখন সুখ-সন্তোষ লাভ হইতেছিল না, তখন পরমেশ্বরেরই প্রেরণাতে তিনি পুনঃ সৃষ্টিকার্য্যে মনোনিবেশ করিলে নরতনুর প্রকাশে পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। স্রষ্টার সুখ তখনই, যখন সৃষ্ট প্রাণী, স্রষ্টার এবং সৃষ্টির মহিমা অনুভব তথা শংসন করিতে পারেন; নতুবা সৃষ্টপ্রাণিনিচয় কেবল জড় বধিরের ন্যায় নিশ্চেষ্ট দণ্ডায়মান থাকিলে তাঁহার সুখ হয় না। পিতার সুখ হয়, যদি পুত্র উপযুক্ত বয়সে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া পিতৃ-যশোবর্দ্ধন তথা বংশের গৌরব বৃদ্ধি করেন; নতুবা জন্মাবধি পুত্র যদি অন্ধ, খঞ্জ, মূক ও বধির হইয়া সারা জীবন ধরিয়া একবারও পিতৃ-সম্বোধন না করে, তবে তাহাতে কি পিতার সুখ হয়? কখনই হয় না, অধিকন্তু তাঁহার দুঃখই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ মনুষ্যেতর দেহধারী মূক-প্রাণীদিগের সৃষ্টিতে বিধাতার কখনই সুখ হয় না, ইহাও সত্য কথা। মনুষ্যেতর প্রাণিনিচয় আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন-সুখ ব্যতীত অপর কিছুই বুঝে না বা বুঝিবার চেষ্টাও করে না। মনুষ্যদেহ লাভে তজ্জাতীয় সুখের ন্যূনাধিক সম্ভাবনা থাকিলেও তন্মধ্যে মনুষ্যপর্য্যায়ের উন্নত অধিকারিগণকে দেখিলে বুঝা যায় যে, তাঁহারা কেবল উপরি উক্ত জড়ীয় সুখেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, পরন্তু শিল্প, কলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান-চর্চ্চাদিতেও মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। অধিকতর উন্নত পর্য্যায়ের মনুষ্যগণ আবার সদসৎ বিচারও করিতে পারেন এবং সৎ গ্রহণ করিয়া অসৎ ত্যাগ করিতে পারেন। ততোহধিক উন্নত পর্য্যায়ের মনুষ্যগণ, যাঁহাদিগকে আর্য্য বা শ্রেষ্ঠ বলা হয়, তাঁহারা অপৌরুষেয় বেদবাক্যের সহায়তায় আত্মনিয়ন্ত্রণমূলে জীবন ধারণ করতঃ ব্যষ্টি ও সমষ্টির ভোগবাসনা চরিতার্থ করিয়াও ভদ্রজীবন যাপন করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগকেই সাধারণতঃ কর্ম্মকাণ্ডী বলা হয়। বৈদিকগণের মধ্যে পর্য্যায়ভেদ বহু। যেমন,—কর্ম্মকাণ্ডী, জ্ঞানকাণ্ডী, যোগী, মুনি, তপস্বী, মুক্ত ইত্যাদি। ততোধিক উন্নত পর্য্যায়ের মনুষ্যগণকে নিষ্কাম-ভক্তিযোগাবলম্বনে পরম পুরুষ শ্রীহরির আরাধনাতেই মাত্র নিজ জীবনকে সার্থক মানিতে দেখা যায়। ইঁহারাই বৈষ্ণবসজ্জন বা সাধু। ইঁহারা পরম কৃতজ্ঞতাভরে

স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে দর্শন তথা সকলকেই সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। বলাবাহুল্য, ইঁহারাই শ্রীভগবচ্চরণ-কমলে কৃতজ্ঞতাভরে প্রণাম নিবেদন এবং শ্রীনাম-মহিমাদির কীর্ত্তন করেন। অবশ্য ইহা অপেক্ষা আরও উন্নত স্তরের সেবকগণ শ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিকী প্রীতি-মূলা কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণতাৎপর্য্যময়ী সেবা-দ্বারা সেব্যের সুখ উৎপাদন করেন। "ভয়, আশা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা যে-সকল উপাসক ঈশ্বরভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের ভজন তত বিশুদ্ধ নহে; রাগমার্গে যাঁহারা ঈশ্বর-ভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহারাই যথার্থ সাধক। * * ভয় ও আশা নিতান্ত হেয়। * * পরমেশ্বরের প্রতি যে পর্য্যন্ত রাগের উদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকে সাধক পরিত্যাগ করেন না।" (ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ-কৃত চৈঃ শিঃ)।

ইষ্টবস্তুতে পরমাবিষ্টতাময়ী যে স্বাভাবিকী রতি, তাহাই 'রাগ' বলিয়া অভিহিত হয়। নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসীর এই রাগস্বরূপা ভক্তির অনুগতা ভক্তিই রাগানুগা ভক্তি, ইহা শুদ্ধ প্রীতিমূলা। কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে যে ভক্তি, তাহাই বৈধী ভক্তি। এই ভক্তিনিষ্ঠ ভক্ত কর্ত্তব্য বুদ্ধি চালিত হইয়া ভগবানের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিবিধ উপকারের জন্য তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। কিন্তু রাগনিষ্ঠ ভক্তের শ্রীভগবানে স্বাভাবিকী প্রীতি স্বতঃপ্রকাশিত হয়। ভগবান্ তাঁহাকে (রাগনিষ্ঠ ভক্তকে) দণ্ড দানই করুন বা দয়া বিধান করুন, তাঁহাকে আলিঙ্গনই করুন বা পায়ের তলায় ফেলিয়া নিষ্পেষিত করুন বা অদর্শনদানে মর্ম্মাহত করুন, তথাপি তিনি তাঁহার প্রিয়তমের প্রতি সহজানুরক্ত। দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন বা দণ্ডের জন্য ঔদাসীন্য প্রকাশ—রাগনিষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ নহে। বরং শ্রীভগবানের প্রদত্ত নিদারুণ দুঃখকেও তিনি তাঁহার (শ্রীভগবানের) পরম অনুকম্পা বলিয়া মানিয়া ল'ন। ভক্তের প্রার্থনা—"মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা। নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥" ইহাকেই বৈকুণ্ঠধর্ম্ম, প্রেমধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম বলে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপশিক্ষা-প্রসঙ্গে কৃষ্ণভক্তের এইরূপ দুর্ল্লভতা জ্ঞাপন করিয়াছেন—

"এইমত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্তজীবগণ।
চৌরাশী-লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি'।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের 'স্বরূপ' বিচারি।

* * *

তার মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম'—দুই-ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থলচর-বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ 'মুখে' মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারী-মধ্যে বহুত 'কর্ম্মনিষ্ঠ'।
কোটি-কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ॥
কোটিজ্ঞানী-মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত'।
কোটিমুক্ত-মধ্যে 'দুর্ল্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত - নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী—সকলি 'অশান্ত'॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৩৮-১৪৯)

প্রেমধর্ম্ম বলিতে ঈশ্বর ও ঈশিতব্যের মধ্যে প্রগাঢ়-বিশুদ্ধ প্রীতিমূলক সম্বন্ধ। ভক্তগণ যেরূপ ভগবানে স্বভাবতঃ অনুরক্ত, ভগবান্ও তদ্রূপ তাঁহার ভক্তগণের হার্দ্দী প্রীতিতে স্বভাবতঃ আকৃষ্ট। 'ব্রজবাসীর কৃষ্ণে হয় স্বাভাবিকী প্রীতি। কৃষ্ণেরও স্বাভাবিকী প্রীতি ব্রজবাসী-প্রতি॥' ইহার মধ্যে স্ব-সুখ-বাঞ্ছার লেশমাত্রও নাই।

"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥"
(ভঃ রঃ সিঃ)

অর্থাৎ "গোপরামাগণের শুদ্ধ প্রেমকেই 'কাম' বলিয়া আখ্যা দেওয়া প্রথা হইয়াছে। ভগবদ্ভক্ত উদ্ধবাদিও ঐ প্রেমের পিপাসু।" কৃষ্ণ-প্রীতি-কামনা-ব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র কামনাবাসনা তাঁহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও নাই। পরম প্রীতিভরে পরস্পরকে বিনোদনের চেষ্টা মাত্রই তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমোক্তি যথা,—

"আহুশ্চতে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥"

—ভাঃ ১০।৮২।৪৮

[গভীরতম শ্রীকৃষ্ণবিরহবেদনা হইতে শ্রীগোপরামাগণের উক্তি—

হে নলিননাভ, শ্রীকৃষ্ণ, আপনার পাদপদ্মযুগল অগাধবোধবিশিষ্ট ব্রহ্মাদি যোগেশ্বরগণও সর্ব্বদা হৃদয়ে ধ্যান করিয়া থাকেন এবং উহা সংসারকূপপতিত জীবগণের উত্তরণাবলম্বন স্বরূপ। গৃহসেবিনী আমাদিগের মনেও সর্ব্বদা আপনার চরণযুগল আবির্ভূত থাকুক।]

আবার গোপীগণের প্রতিও শ্রীকৃষ্ণের উক্তি যথা—

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জয়গেহ-শৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥"

—ভাঃ ১০।৩২।২২

[অর্থাৎ হে গোপীগণ! আমার সহিত তোমাদিগের যে সংযোগ, তাহা বিশুদ্ধপ্রেমময়। তোমরা দুর্জ্জয় গৃহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ, তজ্জন্য আমি দেবতাদিগের ন্যায় দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইলেও উহার প্রত্যুপকার সাধন করিতে সমর্থ হইব না। অতএব তোমরা নিজ নিজ সাধুকৃত্যদ্বারাই প্রত্যুপকৃত হও।]

এহেন বিশুদ্ধ প্রেমলাভে কৃতকৃতার্থ হইবার সকল-প্রকার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মনুষ্য তাহা উপেক্ষা করিয়াই স্বেদজ দংশ-মশকাদি ও জরায়ুজ ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি (স্বভাবতঃই) হিংস্র প্রাণীর ন্যায় মলমূত্রাশয়জাত বিবিধপ্রকার পার্থিব অভিমান, যেমন—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি অথবা ভারতবাসী, আমেরিকা বা ইউরোপবাসী ইত্যাদি অভিমানে গর্ব্ববোধ করতঃ পরস্পরের মধ্যে চিরবিদ্বেষ সঞ্চয় ও পোষণ করিবার দুর্ভাগ্য বরণ করে! খণ্ড দেশ ও খণ্ড কালের অভিমানে আচ্ছন্ন হইয়া তাহারা এইভাবে কতজন্মই যে গ্রহণ করিতেছে আর কত মৃত্যুই যে বরণ করিতেছে, তাহার কোন ইয়ত্তাই নাই। এই সকলই তাহাদের শ্রীহরিবিমুখতারূপ পাপের ফল।

"জন্মিয়া জন্মিয়া পুনঃ পায় গর্ভবাস।
সর্ব্ব অঙ্গে হয় পূর্ব্ব পাপের প্রকাশ॥"

(প্রেমবিবর্ত্ত)

বিশেষরূপে বিচারিত সত্য যে, এই গর্ভবাসেরও মূল কারণ ঈশবিমুখ জীবের কৃত্রিম ঈশাভিমান বা ভোক্তা বা কর্ত্তা অভিমান। এই অভিমান হইতেই জীবের পুরুষ অর্থাৎ ভোক্তা অভিমান হয়, যাহা জীবান্তরের প্রতি যোষা (ভোগ্য) বুদ্ধির উদয় করায়। 'যোষা' শব্দের ব্যাপকার্থে সমুদয় ভোগ্য-বস্তু বুঝাইলেও স্থূলতঃ এবং সংক্ষেপতঃ চরম ভোগ্য স্ত্রীমূর্ত্তিকেই প্রকাশ করে। কেননা, স্ত্রী-সঙ্গমধ্যে যুগপৎ একই স্থানে প্রাকৃত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধনিচয় তাহাদের সমুদয় জড়-বিক্রম প্রকাশ করিয়া অবস্থান করিতেছে। এইজন্য ঈশাভিমানতাপ্রযুক্ত যোষিৎ-সঙ্গ (স্ত্রীসঙ্গ) লালসা জীবের মধ্যে মজ্জাগত। ইহাই তাহার মহদপরাধ বা মহাপাপ। 'লোকে ব্যাবায়ামিষ-মদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্নহি তত্র চোদনা……।' (ভাঃ ১১।৫।১১)

"সংসারে আসিয়া, প্রকৃতি ভজিয়া,
পুরুষাভিমানে মরি।
কৃষ্ণ দয়া করি' নিজে অবতরি',
বংশীরবে নিল হরি'॥

—কল্যাণকল্পতরু

জন্মে জন্মে এই যোষিৎসঙ্গ হইতেই জীবের যাবতীয় অবসাদ, জাড্য, মোহ ও উন্মাদাদি অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। যোষিৎসঙ্গ কামনা-বাসনার অপূর্ত্তি বা অতৃপ্তিতেই তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীন দশা পাইতে জড়ীয় আহার (আহরণ), নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাদির দাস হইতে হয়। এই অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্য দিয়া সে অনাদিকাল চলিতে চলিতে কোন ভাগ্যে ভক্ত্যুন্মুখী শ্রদ্ধার উদয়ে ভক্ত-সাধু-সঙ্গে শ্রীভগবদ্বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তদ্ভজনে মনোনিবেশ করে। তাহাতে ক্রমশঃ ভজনানল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংসার (ভোগ)-

বাসনা স্বপ্নবৎ বিলীন হইয়া যায়। 'ঈশসঙ্গাৎ বিলীয়তে' —ভাগবত। সংসার বাসনার অন্তর্দ্ধানে জীবের চিত্ত নির্ম্মল হয় অর্থাৎ তাহা পরম সাম্যাবস্থা লাভ করে। এই জন্য জীবের ক্রমবিকাশ বলিতে মনুষ্যজন্ম পর্য্যন্তই বুঝায়, ততোধিক নহে। তজ্জন্য ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের নিমিত্তই মাত্র মানবজন্ম। 'কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু' (শ্রীদ্বিজহরিদাস), 'নরতনু ভজনের মূল'। (শ্রীল ঠাকুর মহাশয়)।

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥
(ভাঃ ১১।২০।১৭)

[যিনি সর্ব্বফলমূলীভূত, সুদুর্ল্লভ, পটুতর, গুরুরূপ কর্ণধার যুক্ত এবং মৎস্বরূপ অনুকূল-বায়ু-পরিচালিত এই মনুষ্যদেহরূপ নৌকা ভাগ্যক্রমে সুলভে প্রাপ্ত হইয়াও সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হন না, তিনি বস্তুতঃই আত্মঘাতী।]

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

অস্মদীয় পরমারাধ্যতম গুরুপাদপদ্ম বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পদাঙ্কানুসরণে তদীয় প্রিয়পার্ষদ ও অধস্তনবর—নিখিলভারত শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের সেবানিয়ামকত্বে প্রতিবর্ষেই নবাহোরাত্রব্যাপী ষোলক্রোশ শ্রীগৌরধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব এবং প্রতি তৃতীয় বর্ষে কার্ত্তিকমাসে শ্রীদামোদরব্রত পালনকালে মাসাধিককাল ধরিয়া (শ্রীবিজয়া দশমীর পরদিবসীয় একাদশী হইতে শ্রীরাসপূর্ণিমা পর্য্যন্ত) ৮৪ ক্রোশব্যাপী শ্রীকৃষ্ণধাম শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা-ও মহোৎসবাদি মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান বর্ষেও আমরা পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে গত ২৫ পদ্মনাভ (৪৯২ গৌরাব্দ), ২৪ আশ্বিন (১৩৮৫ বঙ্গাব্দ), ইং ১১ অক্টোবর (১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ) বুধবার শ্রীবিজয়াদশমী—শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের শুভবিজয়োৎসব ও শ্রীশ্রীমধ্বাচার্য্যপাদের শুভ আবির্ভাবদিবস পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় হাওড়া ষ্টেসন হইতে তুফান এক্স্প্রেসে রিজার্ভ করা তিনটি কম্পার্টমেণ্ট বা কামরা বিশিষ্ট বোগী (Bogie) যোগে মথুরা যাত্রা করি। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ভজন সাধন সৌকর্য্যার্থ ফার্ষ্ট ক্লাস কামরা রিজার্ভ করা হইয়াছিল। শ্রীমান্ কল্যাণ দত্ত নিজ মোটর নিয়া ড্রাইভ করিয়া আচার্য্যদেব ও তদীয় সতীর্থ পুরী মহারাজকে মঠ হইতে ষ্টেসনে পৌঁছাইয়া দেন। মঠবাসী ও গৃহস্থভক্ত সহ আমরা প্রায় ৮০ মূর্ত্তি বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছিলাম। সকলেরই হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থান দর্শনের প্রবল আশা ও আকাঙ্ক্ষা। যাত্রাকালে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর মুহুর্মুহুঃ জয়গানে হাওড়া ষ্টেশনের আকাশ বাতাস মুখরিত হইতেছিল। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের স্মরণে ও জয়গানে সর্ব্ববিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া যায়। আমরা তাঁহাদিগের কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে পরদিবস অপরাহ্ণ প্রায় ৩ ঘটিকায় মথুরা ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। বহু ভক্ত প্রসাদী মালা চন্দন হস্তে আমাদিগের জন্য ষ্টেসনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সম্মিলিত উভয় পক্ষের জয়গানে ষ্টেসন মুখরিত হইল। সর্ব্বাগ্রে শ্রীল আচার্য্যদেবকে মাল্যচন্দনদ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিয়া অন্যান্য বৈষ্ণবগণকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন করা হইল। বাঙ্গালী ঘাট মহল্লায় শেঠ কিরোড়ীমলজীর 'ভিবানীবালী' ধর্ম্মশালায় আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ প্রমুখ ভক্তবৃন্দের সুব্যবস্থায় যাত্রিগ

শীঘ্র শীঘ্র মোটর ও বাসাদি যানযোগে ধর্ম্মশালায় পৌঁছিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ বিশ্রামস্থান দেখিয়া লইলেন। ধর্ম্মশালাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জল ও শৌচাগারাদির ব্যবস্থা ভাল। দেরাদুন, দিল্লী, হায়দরাবাদ, আসাম, ত্রিপুরা (আগরতলা) প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া বহু ভক্ত পরিক্রমায় যোগদান করেন। পরে পাঞ্জাব প্রদেশ হইতেও পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের বহু শিষ্য আসিয়া মিলিত হন। ক্রমশঃ প্রায় ৪।৫ শত ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলা ভক্ত ছিলেন।

পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে শ্রীঊর্জ্জব্রত বা শ্রীদামোদরব্রতে নিয়মসেবার পাঠকীর্ত্তনাদি যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। ১৩।১১ তারিখে শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীশ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামী ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব তিথি। আচার্য্যদেব অদ্য আর পরিক্রমা বাহির না করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তনে ও মহাজন-গুণানুবর্ণনে কালাতিপাত করিতে বলিলেন। অবশ্য ১৩ সংখ্যাটিকে ইংরাজেরা বড় অশুভ সংখ্যা মনে করেন। তবে ভক্তগণের পরম মঙ্গলময় শ্রীহরিগুণগানে সকল অশুভই দূর হইয়া যায়। যাহা হউক ১৪।১১ বা ২৭ আশ্বিন শনিবার হইতেই আমাদের পরিক্রমা আরম্ভ হয়।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায়ই আমাদের নিয়মসেবার Routine অর্থাৎ নিয়মসেবার নিত্যকৃত্যধারা নিরূপিত হয়। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী (শ্রীগুরুপাদপদ্মের আলেখ্যার্চ্চা, শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টধাতুমূর্ত্তি, শ্রীগোবর্দ্ধন ও শ্রীশালগ্রাম শিলা) জিউর নিত্যসেবাপূজার ব্যবস্থা ছিল এবং মঠে প্রচলিত বিধানানুসারেই তাঁহাদের ত্রিকালীয় নিত্যসেবা যথানিয়মে পরিচালিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকের প্রাক্কালে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের বন্দনা, শ্রীগুরুপরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, মহামন্ত্র ও প্রথমযাম কীর্ত্তন (শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক ও অনুবাদ এবং শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের অষ্টকালীয়লীলার ১ম শ্লোক ও তাহার অনুবাদ কীর্ত্তন), অতঃপর মঙ্গলারতি, তৎপর শ্রীদামোদরাষ্টক ও ২য় যাম কীর্ত্তন, পরে ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, তৎপর ৩য় যাম কীর্ত্তন হয়। পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী ও শ্রীশালগ্রামার্চ্চন, মধ্যাহ্নে ভোগরাগ ও আরাত্রিক কীর্ত্তনাদি, অপরাহ্ণে ৪র্থ যাম কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বা শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ বা বক্তৃতাদি, পরে ৫ম যাম কীর্ত্তন; সন্ধ্যারাত্রিকের পর ৬ষ্ঠ যামকীর্ত্তন, তৎপর বক্তৃতা এবং শ্রীভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, তদনন্তর ৭ম-৮ম যাম-কীর্ত্তন—এইরূপ ক্রমানুসরণে নিয়মসেবার পাঠ কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। পূঃ আচার্য্যদেবের বহু পাঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানী শিষ্যসমাগম হওয়ায় তাঁহাদের বোধ-সৌকর্য্যার্থ প্রায়শঃই বৈকালে ও রাত্রে হিন্দী ভাষায় বক্তৃতাদি হইয়াছে।

পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে প্রথমে প্রত্যহ শ্রীভাগবত ৮ম স্কন্ধ হইতে গজেন্দ্র মোক্ষণ লীলা, পরে ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা পাঠ করিয়াছেন—শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ। হিন্দী ও বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে পাঠাদিও করিয়াছেন—পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তি বিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী প্রভু, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ। পূজ্যপাদ হৃষীকেশ মহারাজ তাঁহার ভাষণের মধ্যে হিন্দী বা বাংলা গীতি যোজনা করায় তাহা যাত্রিবৃন্দের খুবই চিত্তাকর্ষক ও শ্রুতিরসায়ন হইয়াছিল।

মথুরা, গোবর্দ্ধন, কাম্যবন, বর্ষাণা, নন্দগাঁও, কোসি, গোকুল মহাবন ও শ্রীবৃন্দাবনধাম—এই কএকটি স্থানে আমাদের অবস্থানশিবির নির্দ্ধারিত হয়।

মথুরা ভিবাণী ধর্ম্মশালায় আমরা ১২।১০ হইতে ১৭।১০ তারিখ পর্য্যন্ত অবস্থান করি। তন্মধ্যে ১৪।১০ হইতে ১৬।১০ তাং পর্য্যন্ত মথুরাধাম এবং ১৭।১০ তারিখে মথুরা হইতে দুইখানি বাসযোগে মধুবন, কুমুদবন, তালবন ও বহুলাবন এই বনচতুষ্টয় একদিনেই পরিক্রমা করা হয়। মধুবনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখা শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমে মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবার

ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমরা এখান হইতে অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকায় বাসযোগে যাত্রা করিয়া শান্তনুকুণ্ডে উপস্থিত হই। তথায় কুণ্ডোদক মস্তকে ধারণ করতঃ শ্রীশান্তনুবিহারীজীকে দর্শন করিয়া পুনরায় তথা হইতে বাসযোগে বহুলাকুণ্ডে উপস্থিত হই। তথায় দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন ও কুণ্ড পরিক্রমা করিয়া বাসযোগে মথুরা ক্যাম্পে প্রত্যাবর্ত্তন করি

১৮।১০ তারিখে আমরা ঐ দুইখানি বাস যোগে মথুরা হইতে গোবর্দ্ধন যাত্রা করি। মৈনা ধর্ম্মশালায় আমাদের ক্যাম্প হয়, তথায় বিছানা ও অন্যান্য জিনিষপত্র রাখিয়া পুনরায় ঐ বাসযোগে আমরা শ্রীউদ্ধব কুণ্ড হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে যাই, তথায় শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠ হইয়া শ্রীকুণ্ড প্রদক্ষিণ করি, অতঃপর ঐ বাসযোগে কুসুমসরোবর ও নারদকুণ্ড হইয়া বেলা প্রায় ৩ টায় আমরা গোবর্দ্ধন ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক প্রসাদাদি পাই। ১৯।১০ তারিখে শ্রীমানসীগঙ্গা পরিক্রমণমুখে শ্রীচাকলেশ্বর, শ্রীহরিদেব প্রভৃতি দর্শন করা হয়। ২০।১০ তারিখে আমরা শ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা করি। মধ্যাহ্নে শ্রীমদ্ ভক্তিসম্বন্ধ পর্ব্বত মহারাজের আশ্রমে সকলেরই প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা হয়। তিনি প্রচুর আয়োজন করিয়াছিলেন। ক্যাম্পে ফিরিতে রাত্রি ৭॥ টা হইয়া গিয়াছিল। ২১।১০ তারিখে আমরা পদব্রজে পৈঠগ্রাম পরিক্রমা করি।

২২।১০ তারিখে ঐ বাসদ্বয়যোগে আমরা শ্রীগোবর্দ্ধন হইতে কাম্যবন যাত্রা করি। সকাল প্রায় ৭ টায় যাত্রা করিয়া ৯॥০ টায় কাম্যবন পৌঁছাই। শ্রীবিমলাকুণ্ডতীরস্থ দেবালয় সমূহে আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এখানে বানরের খুব প্রাদুর্ভাব দেখিলাম। অপরাহ্নে বিমলাকুণ্ড পরিক্রমণ-মুখে কুণ্ডতটবর্ত্তী দেবালয়সমূহ দর্শন করা হইল। রাত্রে শ্রীগোপাল মন্দিরে নিয়মসেবার পাঠ কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি হয়।

২৩।১০ তারিখে কাম্যবনের দর্শনীয় শ্রীগয়াকুণ্ড, চরণপাহাড়ী, শ্রীগোবিন্দগোপীনাথমদনমোহন, শ্রীবৃন্দাদেবী, চৌরাশিখাম্বা প্রভৃতি দর্শন করা হয়। রাত্রে শ্রীগোপালমন্দিরে সভা হয়। ২৪।১০ তারিখে আমরা শ্রীবিষ্ণুসিংহাসন, শ্রীকুণ্ড, পিছলপাহাড়ী, ব্যোমাসুর গুহা, ভোজনস্থালী প্রভৃতি পরিক্রমা করি। ২৫।১০ তারিখে ধর্ম্মকুণ্ড (বকরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নচতুষ্টয় ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের তদুত্তরদানস্থান), পঞ্চপাণ্ডবস্থান (মূর্ত্তি অপহৃত), শ্রীকামেশ্বর মহাদেব মন্দির, শ্রীমন-কামেশ্বর মহাদেব মন্দির (এখানে পঞ্চপাণ্ডব মন্দিরের অপহৃত অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীর মূর্ত্তি বিরাজিত, উহা নাকি পরে পাওয়া গিয়াছে, যুধিষ্ঠির ও ভীমের মূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই শুনা গেল। শ্রীব্রজমণ্ডলের আরও কএকটি স্থানে প্রাচীন মূর্ত্তি অপহৃত হইবার সংবাদ পাওয়া যায়।) প্রভৃতি দর্শন করি। রাত্রে শ্রীগোপাল মন্দিরে সভা হয়। আমাদের নিয়মসেবার কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদির পর এই মন্দিরের সেবাইত শ্রীনিম্বাদিত্য সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় হিন্দীভাষায় বক্তৃতা দেন, গতকল্যও তিনি কিছু বলিয়াছিলেন।

২৬।১০ তারিখে আমরা বাস ও মোটর যোগে কাম্যবন হইতে বর্ষাণা ধাতরিয়া ধর্ম্মশালায় আগমন করি। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় পরিক্রমা বাহির হয়। ভানুকুণ্ডোদক শিরে ধারণ করিয়া আমরা দানগড়, মানগড়, সাঁকেরী খোর, বিলাসগড়, ময়ূর কুঠী, চিক্‌সৌলী, গহ্বর বন, শ্রীশ্রীরাধারাণীর মন্দির প্রভৃতি পরিক্রমা করি। রাত্রে নিয়মসেবার কীর্ত্তন, পাঠ, বক্তৃতাদি হয়।

২৭।১০ তারিখে প্রিয়াকুণ্ড, আল্‌তাপাহাড়ী, দেহকুণ্ড, ঊঁচা গাঁও, (শ্রীললিতা দেবীর স্থান), প্রাচীন শ্রীরেবতী-বলরামমন্দির প্রভৃতি দর্শন করা হয়। ২৮।১০ তারিখে উপরে শ্রীজীর মন্দিরে যাইবার সিঁড়ির উভয় পার্শ্বস্থ মন্দির ও মূর্ত্তি সমূহ, শ্রীজীর মন্দির, জয়পুর মহারাজের মন্দির, ময়ূর কুঠী, পর্ব্বতনিম্নে শ্রীনিম্বার্ক আশ্রম—শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীলড্ডুগোপাল ও শ্রীগিরিধারীলাল মূর্ত্তি প্রভৃতি দর্শন করি। রাত্রে সভার অধিবেশন পূর্ব্ববৎ, নিয়মসেবার কীর্ত্তন, শ্রীভাগবত পাঠ বক্তৃতাদি হয়।

২৯।১০ তারিখে আমরা বর্ষাণা হইতে পদব্রজে নন্দগ্রাম যাত্রা করি। যাইবার পথে দর্শন করি শ্রীপ্রেমসরোবর ও শ্রীসঙ্কেত। বেলা প্রায় ১১টায় পাবনসরোবরে পৌঁছাই। এই সরোবরতটে শ্রীশ্রীল

সনাতনগোস্বামিপাদের ভজনকুটির বিদ্যমান। পূজ্যপাদ বনমহারাজ-প্রতিষ্ঠিত ইন্টার কলেজে যাত্রিগণের থাকিবার স্থান হয়, আমরা কয়েক মূর্ত্তি (শ্রীপাদ হৃষীকেশ মঃ, ভারতী মঃ, শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মঃ ও আমি) ভজনকুটির পার্শ্বস্থ একটী প্রকোষ্ঠে থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করি। ভজনকুটীতে শ্রীবিগ্রহ ছিলেন। রাত্রে ইন্টার-কলেজের একটি প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে নিয়মসেবার কীর্ত্তন, পাঠ, বক্তৃতাদি হয়। ৩০।১০।৭৮ তারিখে আমরা শ্রীকৃষ্ণকুণ্ড, শ্রীললিতাকুণ্ড ও শ্রীরাধাললিতাবিহারীজীর মন্দির, শ্রীসূর্য্যকুণ্ড, শ্রীউদ্ধবকেয়ারী, শ্রীযশোদাকুণ্ড, হা-উ, প্রাচীন শ্রীনৃসিংহ মন্দির, মটকা, চরণপাহাড়ী (শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ পদচিহ্ন), শ্রীরাধাপাবনবিহারীজীর মন্দিরাদি দর্শন করিয়া প্রায় ১১টায় ভজনকুটিরে প্রত্যাবর্ত্তন করি। ঐ দিবস অপরাহ্নে আমরা শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের ভজনস্থলী—টেরীকদম্ব ও যাবট দর্শন করিয়া আসি। রাত্রে নিয়মসেবার পাঠকীর্ত্তন বক্তৃতাদি পূর্ব্ববৎ। ৩১।১০ তারিখে খদিরবন পরিক্রমা করা হয়। শ্রীকৃষ্ণবলরামকুণ্ড ও সেই কুণ্ডতটে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামিপাদের ভজন-স্থান, শ্রীরাধারাসবিহারীজী ও শ্রীরেবতীবলরামজীর মন্দিরাদি দর্শন করিয়া প্রায় ২টায় পাবনসরোবরে প্রত্যাবর্ত্তন করি। ১।১১ তারিখে শ্রীল সনাতনগোস্বামি-পাদের ভজনকুটীরস্থ মন্দিরে শ্রীশ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজা ভোগরাগাদি সম্পাদন করেন—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ। বেলা ২ টার পর আমরা প্রসাদ পাইয়াছিলাম। শ্রীচৈঃ চঃ হইতে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদকথা ও দশমস্কন্ধ শ্রীভাগবত হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজাপ্রসঙ্গ এবং শ্রীগোবর্দ্ধনস্তবাদি পাঠ করা হইয়াছিল। আমরা রাত্রে শ্রীনন্দবাবার মন্দিরে অন্নকূট দেখিয়া আসি। নিয়মসেবার কীর্ত্তন পাঠ বক্তৃতাদি পূর্ব্ববৎ।

২।১১।৭৮, ১৫ই কার্ত্তিক ভ্রাতৃদ্বিতীয়া—আমরা অদ্য নন্দগ্রাম হইতে কোশি যাত্রা করি। আজ যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই বাস, টাঙ্গা প্রভৃতি যোগে চলেন, কিন্তু পদব্রজেও সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রা হইয়াছিল। কোসিতে 'লালা গয়ালালজী অগ্রবাল স্মৃতিভবন' নামক ধর্ম্ম-শালায় আমাদের ক্যাম্প হয়। অদ্য আর কোথায়ও যাওয়া হয় নাই, সন্ধ্যায় এই ধর্ম্মশালার একটি প্রশস্ত হলে সভার অধিবেশন হয়। রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত নিয়মসেবার পাঠকীর্ত্তন বক্তৃতাদি চলিয়াছিল। ৩।১১।৭৮—অদ্য পদব্রজে বড়বৈঠান, ছোটবৈঠান ও বড়চরণপাহাড়ী প্রভৃতি পরিক্রমা করা হয়। যাতায়াতে প্রায় ১২ মাইল হইবে। সকলকেই ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়। চরণপাহাড়ী হইতে বেলা ১০॥ টায় যাত্রা করিয়া ধর্ম্ম-শালায় পৌঁছাই বেলা ১টা নাগাদ। বড়বৈঠানে শ্রীবল-ভদ্রকুণ্ডতটে শ্রীদাউজীর মন্দির, গোচারণলীলাস্থান বলিয়া দাউজী এখানে একেলা আছেন, বামে শ্রীরেবতী নাই। ছোটবৈঠানে শ্রীগোপালকুণ্ড, তীরে শ্রীগোপাল মন্দির, ইহার অনতিদূরে বড় চরণপাহাড়ী—শ্রীরাম-কৃষ্ণের সখাসহ গোচারণকালে পাহাড় প্রেমে দ্রবীভূত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ, উট, গরু, হরিণ প্রভৃতির চরণচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। নিকটেই চরণগঙ্গা, জল খুব লবণাক্ত, তটে শ্রীপ্রেমদাসজী প্রতিষ্ঠিত শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণমন্দির — তথায় শ্রীশেষশায়ী মূর্ত্তি বিরাজিত। শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীনন্দবাবা ও শ্রীনন্দরাণী প্রভৃতি অন্যান্য মূর্ত্তিও আছেন। রাত্রিতে সভার অধিবেশন—নিয়ম-সেবার পাঠকীর্ত্তন পূর্ব্ববৎ। গত ২।১১ তারিখে নিত্য-ধাম প্রাপ্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহা-রাজের অপ্রকট তিথি ছিল। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ অদ্য তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন।

ক্রমশঃ

প্রচার-সংবাদ

বিগত ২৯ কার্ত্তিক (১৩৮৫), ১৬ নভেম্বর (১৯৭৮)—বৃহস্পতিবার উল্লেকুবী গ্রামে শ্রীউপানন্দ দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহে কার্ত্তিকব্রত উপলক্ষে বিরাট মহা-মহোৎসব হয়। উক্ত মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছিল।

উক্ত দিবস সন্ধ্যায় একটী ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। ঐ অধিবেশনে সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল—শ্রীদামোদর-ব্রত-মহিমা।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীচতুরাক্ষ দাসাধিকারী, শ্রীশ্রীমন্ত ভকত, শ্রীদেবীচরণ দাস ও শ্রীগঙ্গাধর দাস প্রমুখ ভক্তবৃন্দ উক্ত বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপর সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ একটি সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। সভার আদি ও অন্তে নাম-সংকীর্ত্তন হয়।

ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস

গত ২৯ দামোদর (৪৯২ শ্রীগৌরাব্দ), ২৭ কার্ত্তিক (১৩৮৫ বঙ্গাব্দ), ১৪ নভেম্বর (১৯৭৮) মঙ্গলবার শ্রীদামোদর মাসের শেষ দিবস শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসপূর্ণিমা শুভবাসরে মেদিনীপুর জেলান্তর্গত পাঁশকুড়া হাইস্কুলের হেডপণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মাইত কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় (পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত, দীক্ষানাম—শ্রীসচ্চিদানন্দবিগ্রহ দাসাধিকারী) নিশ্চিন্তে শ্রীকৃষ্ণভজনোদ্দেশে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য ভাগবত মঠে দীক্ষাগুরু পূজ্যপাদ যাযাবর মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিগ্রহ দামোদর মহারাজ নামে অভিহিত হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব অবন্তীনগরের ত্রিদণ্ডিভিক্ষু কীর্ত্তিত—

"এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥"

[অর্থাৎ "আমি পূর্ব্বতম মহর্ষিগণের সেবিত এই পরমাত্মজ্ঞান অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবাদ্বারাই অনন্ত অপার অজ্ঞান উত্তীর্ণ হইব।"]

—এই গীতি কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—

"প্রভু কহে, সাধু এই ভিক্ষুক-বচন।
মুকুন্দসেবনব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংসার-তারণ॥
সেই বেষ কৈল, এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণনিষেবন করি নিভৃতে বসিয়া॥"

পরমারাধ্য প্রভুপাদ ঐ শ্লোকের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন —"অদ্বিতীয় বস্তুতে (পরমাত্মাতে) নিষ্ঠাক্রমে অনাত্মপ্রতীতিরূপ মিশ্রভাব বিগত হইলে নির্ম্মল জীবাত্মা আপনাকে নিত্য ভগবৎসেবক বলিয়া জানিতে পারেন।" জীব কায়মনোবাক্য কৃষ্ণসেবায় দণ্ডিত বা নিয়মিত করিবেন, ইহাই ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের ব্রত। মায়াবাদীর একদণ্ড সন্ন্যাসে নিজেই নারায়ণ হইয়া যাইবার বিচার থাকায় কৃষ্ণসেবাবৃত্তির নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় না।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্যতম জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্‌ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত ও ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষাশ্রিত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ গত ৭ কেশব (৪৯২ গৌরাব্দ), ৫ অগ্রহায়ণ (১৩৮৫ বঙ্গাব্দ), ২১ নভেম্বর (১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ) মঙ্গলবার বেলা প্রায় ১২ ঘটিকায় ২৪ পরগণা জেলান্তর্গত বারাকপুর (পূর্ব্ব আনন্দপুরী কবি রবীন্দ্র রোড) নিবাসিনী পরমাভক্তিমতী শিষ্যা শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা দেবী মহোদয়ার গৃহে সমবেত তচ্চরণাশ্রিত কতিপয় পুরুষ ও মহিলা ভক্তের উচ্চ কৃষ্ণকীর্ত্তনকোলাহলমধ্যে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজিউর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে বেশ সজ্ঞানে নিত্যধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার অপ্রকটকালে তচ্চরণাশ্রিত শ্রীমৎ সুবোধকৃষ্ণদাসাধিকারী প্রমুখ শিষ্যবৃন্দ এবং তদীয় প্রাচীন সেবক—আশৈশব সঙ্গী শ্রীমদ্‌ বিপিন বিহারী ব্রহ্মচারীজীউ উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজীর পূর্ব্বাশ্রম ছিল—যশোহর জেলান্তর্গত কালিয়া থানার অধীন পাটনা গ্রামে। প্রকটকাল—১৩০০ বঙ্গাব্দ পৌষ মাস। পরম পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজের আবির্ভাবকালও ঐ সালের বৈশাখ মাসে। সুতরাং কএকমাসের কনিষ্ঠ। স্বামীজী তাঁহার অপ্রকট-লীলার মাত্র কএকদিন পূর্ব্বেও পরমপূজ্যপাদ শ্রীল মাধব মহারাজের দক্ষিণকলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে আসিয়া প্রায় দুই সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়া গিয়াছেন। বারাকপুর হইতে তাঁহার অপ্রকট সংবাদ কলিকাতা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে আসিবা মাত্র শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজ তচ্চরণাশ্রিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীনিমাই দাস ব্রহ্মচারীকে বারাকপুরে প্রেরণ করেন। তাঁহারা তথায় গমন পূর্ব্বক সমাধির উপযুক্ত স্থানাভাবে গঙ্গাতটে (রাণী রাসমণি ঘাটে) তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক কৃত্য সম্পাদন করেন। তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তগণ এবং শ্রীঅমলেন্দু পোদ্দার প্রমুখ সজ্জনগণ উক্ত বারাকপুরস্থ অন্নপূর্ণাদেবীর ভবনে গত ১৫ অগ্রহায়ণ, ইং ১ ডিসেম্বর শুক্রবার তাঁহার অপ্রকট উৎসব, কীর্ত্তন পাঠ ও মহাপ্রসাদ বিতরণমুখে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। ঐ দিবস কলিকাতা মঠ হইতে উক্ত চারিমূর্ত্তি বৈষ্ণব ও শ্রীমজ্‌ জগদীশ চন্দ্র পাণ্ডা কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ পণ্ডিত মহাশয় উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ কলিকাতা মঠেও তাঁহার অপ্রকট উৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। পূজ্যপাদ মহারাজ বঙ্গবিভাগের অনেক পূর্ব্ব হইতেই যশোহর জেলার নবগঙ্গা ও মধুমতী নদীসঙ্গমস্থ বড়দিয়া বন্দরে মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তদবধি তিনি নানা বিপদ্‌ ঝঞ্ঝার মধ্যেও শ্রীমান্‌ বিপিন বিহারী ব্রহ্মচারীজীকে সঙ্গে লইয়া অধিকাংশ সময়ে ঐ মঠে থাকিয়াই ভজন করিয়াছেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে ও ভজনানুরাগদর্শনে অহিন্দুগণও তাঁহার উপর কোন অত্যাচার করেন নাই। অতিবৃদ্ধকালেও তাঁহার প্রখর স্মরণশক্তি ছিল। শ্রীগীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকালে বা বক্তৃতার সময় তাঁহাকে বহু শাস্ত্রীয় শ্লোক অনর্গল আবৃত্তি করিতে শুনা যাইত।

শ্রীতুলসীপতিদাস ব্রহ্মচারী

বাঁকুড়া জেলান্তর্গত গোলোকপুর গ্রামনিবাসী শ্রীতুলসীপতি দাস ব্রহ্মচারীজী গত ২৬ পদ্মনাভ (৪৯২), ২৫ আশ্বিন (১৩৮৫), ১২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার শুক্লা একাদশী (শ্রীপাশাঙ্কুশা একাদশী) তিথিতে একাদশ্যারম্ভপক্ষে শ্রীদামোদরব্রতারম্ভদিবস প্রত্যূষে দক্ষিণ কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধানয়ননাথজিউর মঙ্গলারতি দর্শন করিতে করিতে হঠাৎ দণ্ডায়মান অবস্থাতেই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান। তখনই তাঁহাকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে লইয়া গিয়া ভর্ত্তি করা হয়। সকাল ৮ টায় হাসপাতালের কৃতবিদ্য চিকিৎসকগণ তাঁহার Coronary Thrombosis এর Stroke আক্রমণ হইয়াছে বলেন। বহু চিকিৎসা সত্ত্বেও রাত্রিশেষে ৪·৪৫ মিঃ এর সময় তিনি দেহ রক্ষা করেন। তিনি তাঁহার

পরলোকগমনের মাত্র দেড় কি দুইমাস পূর্ব্বে মঠে আসিয়া পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয়ে দীক্ষামন্ত্র ও শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়স মাত্র ৪৫ বৎসর হইবে, গোস্বামি-সন্তান। তাঁহার পূর্ব্ব নাম—শ্রীতুষারকান্তি গোস্বামী। পিতা—স্বধামগত যোগীন্দ্রমোহন গোস্বামী। অল্প কএকদিন মাত্র মঠে আসিয়াও তিনি তাঁহার বৈষ্ণবোচিত সদ্গুণে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব—সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহসা অন্তর্দ্ধান আমাদিগের সকলেরই অত্যন্ত মর্ম্মন্তুদ হইয়াছে। শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার পরলোকগত আত্মার নিত্যকল্যাণ প্রার্থনা করি।

গত ২২শে অক্টোবর শ্রীমঠে তাঁহার বিরহোৎসব সম্পাদিত হয়। শতাধিক নরনারীভক্তকে মহাপ্রসাদ-দ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছে।

শ্রীতীর্থপদ দাসাধিকারী

বিগত ২৬শে কেশব (৪৯১ গৌরাব্দ), বাং ৫ই পৌষ (১৩৮৪ বঙ্গাব্দ), ইং ২১ শে ডিসেম্বর (১৯৭৭) বুধবার একাদশী তিথিতে রাত্রি ৮-৩০ ঘটিকার সময় শ্রীপাদ তীর্থপদ দাসাধিকারী মহোদয় (যিনি পূর্ব্বাশ্রমে শ্রীযুক্ত তারাপদ দে নামে পরিচিত ছিলেন) অশীতি বর্ষ বয়সে তাঁহার কলিকাতা ৮৫।এ সুইনহো লেনস্থ বাস ভবনে সজ্ঞানে শ্রীশ্রীভগবন্নাম স্মরণ করিতে করিতে স্বীয় সাধ্বী ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী এবং শ্রীমান্ প্রফুল্ল কুমার দে, চৈতন্য দাস দে ও নারায়ণ দাস দে নামক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পুত্রত্রয় ও অন্যান্য ধর্ম্মপ্রাণ আত্মীয় স্বজনের মুখে শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে স্বীয় সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করেন। তিনি বাং ১৩৪১ সালে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়ে শ্রীহরিনাম গ্রহণের সৌভাগ্য বরণ করিয়াছিলেন। পরমারাধ্য প্রভুপাদের অধস্তন নিজজন শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজেরও তিনি বিশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন। তাই তাঁহার প্রকটকালীন ইচ্ছানুসারে তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণ পুত্রগণ তাঁহার পারলৌকিককৃত্য শ্রীবৈষ্ণবস্মৃতির বিধানানুযায়ী দক্ষিণ কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে বিগত ৬ নারায়ণ, ১৫ই পৌষ, ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৭৭) শনিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীমজ্ জগদীশ চন্দ্র পাণ্ডা কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ মহোদয়ের পৌরোহিত্যে মহাপ্রসাদ পিণ্ডদান, বৈষ্ণব হোম, প্রস্থানত্রয় পারায়ণাদি মুখে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। সাত্বত শ্রাদ্ধের প্রধান অঙ্গ বৈষ্ণব-ভোজন বিশেষ যত্নের সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। শ্রীমদ্ তীর্থপদ প্রভু শান্ত স্নিগ্ধ সরল প্রকৃতি এবং একান্ত নামভজন-নিষ্ঠ বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণবোচিত নানা সদ্গুণ-বিভূষিত থাকায় তিনি শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠস্থ সকল বৈষ্ণবেরই বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন। তাঁহার কৃতী পুত্রগণও পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণপূর্ব্বক স্বধামগত পিতৃদেবের স্নেহাশীর্ব্বাদ-ভাজন হউন, ইহাই প্রার্থনীয়।

শ্রীকমলাবালা দেবী

গত ১৮ই দামোদর (৪৯২ গৌরাব্দ), ১৬ই কার্ত্তিক (১৩৮৫ বঙ্গাব্দ), ৩রা নভেম্বর (১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ) শুক্রবার শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে উক্ত স্বধামগত শ্রীপাদ তীর্থপদ প্রভুর সাধ্বী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা কমলা বালা দেবী তাঁহাদের ৮৫।এ সুইনহো লেনস্থ বাসভবনে ৭১ বৎসর বয়সে সকাল ১০-১৫ মিঃ এর সময় শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে সজ্ঞানে তাঁহার সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রকটকালীয় ইচ্ছা অনুসারে তদীয় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পুত্রত্রয়—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দে, শ্রীচৈতন্যদাস দে ও শ্রীনারায়ণদাস দে মহাশয়গণ তাঁহাদের মাতৃদেবীর পারলৌকিককৃত্য শ্রীবৈষ্ণবস্মৃতির বিধানানুসারে দক্ষিণ কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠে উক্ত মঠাধ্যক্ষ শ্রীল আচার্য্যদেবের শিষ্য পণ্ডিত শ্রীজগদীশ চন্দ্র পাণ্ডা কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয়ের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। সাত্বত শ্রাদ্ধের প্রধান অঙ্গ বৈষ্ণব-ভোজনাদিকৃত্যও যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীহরিপদ কুণ্ডু

গত ২৬ পদ্মনাভ (৪৯২), ২৫ আশ্বিন (১৩৮৫), ১২ অক্টোবর (১৯৭৮) বৃহস্পতিবার শুক্লা একাদশী (পাশাঙ্কুশা একাদশী) তিথিতে শ্রীএকাদশ্যারম্ভপক্ষে শ্রীদামোদর ব্রতারম্ভদিবস বাঁকুড়া জেলান্তর্গত ওণ্ডাগ্রাম (পোঃ ঐ) নিবাসী শ্রীহরিপদ কুণ্ডু মহাশয় রাত্রি ১-৫৮ মিনিটের সময় স্বীয় সাধনোচিত ধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ সময়ে তাঁহার ৩ পুত্র, ৫ পুত্রবধূ, ৪ পৌত্র, ২ পৌত্রী ও ১ কন্যা পার্শ্বে বসিয়া নাম করিতেছিলেন। সকাল হইতেই তাঁহার ইচ্ছানুসারে তৎসমীপে শ্রীগীতা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীগিরিধারীজিউ ও শ্রীতুলসী দেবী তাঁহার শিরসন্নিধানে বিরাজিত ছিলেন। গীতাপাঠশেষে মহামন্ত্র নাম হইতেছিল, সেই নাম শ্রবণ করিতে করিতেই তিনি দেহরক্ষা করেন। গত ২৪শে আশ্বিন রাত্রি ১০টা হইতে তাঁহার কথা বলা বন্ধ হইয়াছিল।

শ্রীক্ষীরোদাসুন্দরী দেবী

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় বিদ্যামন্দিরের (৮৬-এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬) সুযোগ্য সম্পাদক এবং শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের গ্রন্থাগারিক (Librarian) পরলোকগত শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের পরমাভক্তিমতী শ্বশ্রূমাতা ঠাকুরাণী শ্রীযুক্তা ক্ষীরোদাসুন্দরী দেবী গত ২০শে অগ্রহায়ণ (১৩৮৫), ইং ৬।১২।৭৮ বুধবার শুক্লা সপ্তমী তিথিতে সপ্তাশীতি (৮৭) বৎসর বয়সে তাঁহার দক্ষিণ কলিকাতা ২৯ নং পার্কসাইড রোডস্থ স্বকীয় বাসভবনে সজ্ঞানে শ্রীশ্রীনারায়ণের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার দেহ বিমানে আরোহণ করাইয়া শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের ভক্তবৃন্দের মৃদঙ্গমন্দিরাসহ উচ্চ নামসংকীর্ত্তনানুগত্যে উক্ত শ্রীমঠের দ্বারদেশে আনয়ন করা হইলে শ্রীমঠের পক্ষ হইতে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ তাঁহাকে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধানয়ননাথ জিউর প্রসাদী নির্ম্মাল্য অর্পণ করেন। মুখে শ্রীচরণামৃত দেওয়া হইয়াছিল। তথা হইতে তাঁহাকে পুনরায় উক্ত ভক্তবৃন্দের সংকীর্ত্তনানুগমনে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে লইয়া গিয়া তথায় গঙ্গাতটে যথাশাস্ত্র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি সুসম্পন্ন করা হয়। তাঁহার কন্যাদ্বয়, চতুর্থদিবসে ভাসুরপুত্র (স্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতার পুত্র) একাদশ দিবসে উক্ত বাস ভবনে যথাবিধি ঔর্দ্ধদৈহিক কৃত্যাদি সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীমঠেও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধানয়ননাথের ভোগরাগ ও বৈষ্ণবভোজনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা ক্ষীরোদাসুন্দরী মাতা পূর্ব্ববঙ্গের (বর্ত্তমান বাংলাদেশের) ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ট্যাংরামারী গ্রামে বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীমদনমোহন ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠাকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম ছিল শ্রীযামিনী দেবী। তিনি (ক্ষীরোদা মাতা) উক্ত ফরিদপুর জেলার গঙ্গানগর গ্রামনিবাসী পরলোকগত বিখ্যাত আইনব্যবসায়ী রায় বাহাদুর হীরালাল মৌলিক মহাশয়ের সাধ্বী সহধর্ম্মিণী ছিলেন। রায় বাহাদুর গঙ্গানগরনিবাসী হইলেও তাঁহার কর্ম্মস্থল মাদারীপুরেই অধিকাংশ সময়ে থাকিতেন। তাঁহার দুইটি কন্যা, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠাকন্যারই জামাতা ছিলেন—পূর্ব্বোক্ত পরলোকগত সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। ইঁহারই বিদুষী ও ভক্তিমতী কন্যা শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিতা এবং গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস নামক একখানি পরম উপাদেয় গ্রন্থের রচয়িত্রী। ইঁহার স্বামী শ্রীসুধাংশু মুখোপাধ্যায় বি-এ, মহাশয়ও পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কএকবৎসর হইল তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন। রায়বাহাদুর মৌলিক মহাশয় বাংলা বিভাগের পর সস্ত্রীক উক্ত নিজস্ব বাস ভবনে চলিয়া আসেন। এই পরিবারভুক্ত প্রায় সকলেই উচ্চ শিক্ষিত, অশেষ সদ্গুণমণ্ডিত অতীব সজ্জন ও সদ্ধর্ম্মপরায়ণ। শ্রীযুক্তা ক্ষীরোদামাতা দীনদুঃখিগণের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র হৃদয় ও দানশীলা ছিলেন। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল। আমরা শ্রীভগবচ্চরণে সেই ভক্তিমতী বৃদ্ধার পরলোকগত আত্মার নিত্যকল্যাণ কামনা করি।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) **প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা**— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা '৭০

(২) **শরণাগতি**—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, '৭০

(৩) **কল্যাণকল্পতরু** ,, ,, ,, ,, '৮০

(৪) **গীতাবলী** ,, ,, ,, ,, '৭০

(৫) **গীতমালা** ,, ,, ,, ,, ৮০

(৬) **জৈবধর্ম্ম** ,, ,, ,, ,, ১২'৫০

(৭) **মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)**—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ১'৫০

(৮) **মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ)** ঐ ,, ১'০০

(৯) **শ্রীশিক্ষাষ্টক**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, '৮০

(১০) **উপদেশামৃত**—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, '৬২

(১১) **শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত**—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১'২৫

(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00

(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — **শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়** — — — ভিক্ষা ৭'০০

(১৪) **ভক্ত-ধ্রুব**—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ,, ১'৫০

(১৫) **শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার**— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১'৫০

(১৬) **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১০'০০

(১৭) **প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর** (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, '২৫

(১৮) **একাদশীমাহাত্ম্য** — — — ,, ১'০০

অচিন্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—

(১৯) **গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস** — শ্রীশান্তি-মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ২'৫০

(২০) **শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য** — — ,, ১'০০

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান:— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১৮শ বর্ষ ✻ মাঘ — ১৩৮৫ ✻ ১২শ সংখ্যা

শ্রীধাম শ্রীচৈতন্য মঠের

মায়াপুরস্থ গৌড়ীয় শ্রীমন্দির

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ১৫৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১১৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চকচকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৮শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ, ১৩৮৫
১৬ মাধব, ৪৯২ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ মাঘ, সোমবার; ২৯ জানুয়ারী, ১৯৭৯ | ১২শ সংখ্যা

অপ্রাকৃত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

শাস্ত্রে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম এই পাঁচটী অর্থ বর্ণিত আছে। বিভুসম্বিৎ ঈশ্বর, অণুসম্বিৎ জীব, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের আশ্রয় দ্রব্যই প্রকৃতি, ত্রৈগুণ্যশূন্য জড়-দ্রব্য কাল ও পুরুষপ্রযত্ন-নিষ্পাদ্য অদৃষ্টাদিশব্দবাচ্য কর্ম্ম। রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সম্মিলনে অব্যক্ত প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে গুণত্রয় উদ্ভূত, তাহাতেই নশ্বর জগৎ প্রকাশিত। এজন্য হরিবিমুখ অণুসম্বিৎ বদ্ধজীবের ভোগ্য গুণত্রয়নির্ম্মিত জগৎ প্রাকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। যেখানে নশ্বরতা নাই, সেখানে জীবের ভোগবদ্ধ অনুভূতির অভাব। তথায় নিত্যধর্ম্ম প্রবল। প্রাকৃত গুণত্রয়ে অণুসম্বিৎ ধর্ম্মের মিশ্রভাব বর্ত্তমান। অবিমিশ্র অণু-সম্বিৎ প্রাকৃত গুণ গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত অদ্বয়-ভাবে মিশ্রিত হন না। যেখানে অণুসম্বিৎ গুণসহ মিশ্রভাবাপন্ন তথায় উহা বদ্ধাভিমান ও নশ্বরধর্ম্মসংশ্লিষ্ট। প্রকৃতির অতীত রাজ্যে নিত্যকাল বর্ত্তমান, অবিমিশ্র চেতন বর্ত্তমান। তথায় অণুচিদ্ধর্ম্মে অচিৎ গুণত্রয় স্পর্শ করিতে অসমর্থ। অচিৎ শব্দের অর্থ অজ্ঞান, অর্থাৎ তাহাতে অবিমিশ্র চিৎএর লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। প্রাকৃত জগতে আনন্দ-ধর্ম্ম নিত্য নহে ং অবিমিশ্র চেতনের অভাব-প্রযুক্ত তদ্বিপরীত গুণবিশিষ্ট। নশ্বর জগতের মিশ্রানন্দে প্রীতির পূর্ণাদর্শ নাই। প্রকৃতির অতীত রাজ্যে অর্থাৎ যথায় গুণত্রয় নাই, সেইস্থলে অখণ্ড নিত্যকাল অবি-মিশ্র চেতন ধর্ম্ম ও নিরবচ্ছিন্ন অবিমিশ্র আনন্দ বর্ত্তমান। সেজন্য অপ্রাকৃত রাজ্যকে 'সচ্চিদানন্দ' অভিধানে প্রাকৃত জগতের দর্শনে সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়। প্রাকৃত জড়জগৎ গুণত্রয়ের লীলাভূমি হওয়ায় ইহা বদ্ধজীবের বিহার-ক্ষেত্র। এখানে বিভুচিৎএর সচ্চিদানন্দ প্রকাশত্রয়ের নিত্যকাল অবি-মিশ্র চিদানন্দ প্রকাশিত নহে। এখানে খণ্ডকালের অভ্যন্তরে, খণ্ডদেশের মধ্যে, খণ্ড পাত্র রূপে যে সচ্চিদা-নন্দ-বিগ্রহ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে অপ্রাকৃত বস্তুর সম্যক্ ধারণা করাইতে অসমর্থ। এজন্যই প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত দেশকে মায়িক এবং প্রকৃতির বহির্ভূত অবকাশকে বৈকুণ্ঠ বলিয়া প্রচারিত আছে। বদ্ধজীব বাহ্যজ্ঞানে বৈকুণ্ঠবস্তুর ধারণা করিতে অসমর্থ। কিন্তু বহিঃপ্রজ্ঞা দ্বারা অচিজ্জগতের অন্যতম দৃশ্যবস্তুজ্ঞানে বৈকুণ্ঠবস্তুকে ইন্দ্রিয়গোচর করিবার প্রয়াস পরিহার করিলে তাহার সুপ্ত অবিমিশ্র অণুসম্বিৎ নিত্যাধিষ্ঠানে বৈকুণ্ঠ দর্শন হইতে পারে। বৈকুণ্ঠবস্তুতে পূর্ণ চিদ্ধর্ম্ম

অবস্থিত হওয়ায় অচিৎএর ন্যায় তাঁহার স্বতঃকর্ত্তৃত্ব নাই বলিয়া ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হওয়া উচিত নহে। বদ্ধজীব মহত্তত্ত্ব হইতে নিঃসৃত অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাকৃত জগতের সহিত পঞ্চতন্মাত্রযোগে অনিত্য সম্বন্ধে ধাবিত হয়। সে সময়ে অণুসম্বিতের কেবলা-বৃত্তি ভগবৎসেবা সুপ্ত থাকায় তদভাববৃত্তিতে কর্ম্ম ও জ্ঞানপথে বিচরণ করিয়া যথাক্রমে ভোগ বা ত্যাগে লিপ্ত বা উদাসীন হয়। অচিৎ ভোগ বা অচিৎ ত্যাগ এই বৃত্তিদ্বয়কে কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ অভক্তি সংজ্ঞা দেওয়া হয়। কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়েই মায়িক বৃত্তি। ভক্তিই একমাত্র বৈকুণ্ঠবৃত্তি। ভক্তিতে অণুসম্বিদের ভোগবৃত্তি ও ভোগ-ত্যাগবৃত্তি নাই। তাহার ভোগ বা ত্যাগ-বৃত্তির পরিবর্ত্তে নিত্য ভোগ্যবুদ্ধি ও বিভুসম্বিতে ভোক্তৃবুদ্ধি প্রবল। যে নিত্যকাল চিদানন্দময় বৈকুণ্ঠে বিভুসম্বিদ্রূপে নিত্যভোক্তা নিত্য অবিমিশ্র অণুসম্বিৎ জীবকে ভোগ করেন, তাহা নশ্বর স্বর্গ বা কর্ম্মভূমি নহে, অথবা ত্যাগপর নির্ব্বিশেষ রাজ্য নহে। সেই দেশের নাম অপ্রাকৃত বা বৈকুণ্ঠ।

অপ্রাকৃত দেশকে পরব্যোম বলে। প্রাকৃত দেশকে ব্রহ্মাণ্ড বলে। প্রাকৃত কালকে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানাত্মক খণ্ডকাল বা নশ্বর ধর্ম্মবিশিষ্ট বলে। অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠের কাল অখণ্ড বা নিত্য অর্থাৎ তথায় ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিবিধ খণ্ডকালের যুগপৎ অবস্থান। অপ্রাকৃত পাত্র অদ্বয় বিভুসম্বিৎ ও অসংখ্য অণুসম্বিৎ। প্রাকৃত পাত্র অসংখ্য গুণত্রয়বিপন্ন অণুসম্বিৎ।

অণুসম্বিদের ধর্ম্মে নিত্য অণুসম্বিৎ অধিষ্ঠান আছে। অণুত্বপ্রযুক্ত প্রাকৃত জগতে আসিবার যোগ্যতা খণ্ডকালের অভ্যন্তরে সিদ্ধ। নশ্বর জগতে বদ্ধাভিমান তাহার নিত্যকালের জন্য নহে, যেহেতু জড়ব্যোমে নশ্বরতা ধর্ম্মের অবস্থান হেতু ভোক্তা বদ্ধজীবের প্রতীতিতে কালপ্রভাবে উহা পরিবর্ত্তনশীল। পরব্যোমের দ্রষ্টা নিত্যধর্ম্মবিশিষ্ট ও অপরিবর্ত্তনশীল। প্রাকৃত রাজ্যে প্রত্যেক অণুসম্বিৎ জীবই অজ্ঞানতা-বশতঃ বিভুসম্বিদের স্বায়ত্তীকৃত ভোক্তৃধর্ম্মে চেষ্টাবিশিষ্ট, কিন্তু অণুত্বপ্রযুক্ত বৈভবশক্তির অভাবে পরিভূত। সেই অপ্রাকৃত রাজ্যকে কৃষ্ণের বিহারস্থলী বৃন্দাবন বলে। তথায় পাত্ররাজ ব্রজেন্দ্রনন্দন হ্লাদিনীসারসমবেতবিগ্রহ বৃষভানু-নন্দিনীর সহিত চিদ্বিলাস বিশিষ্ট হইয়া অনন্ত স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ পার্ষদ অণুসম্বিদ্গণের দ্বারা নিত্যকাল সেবিত। সেব্য বিষয়জাতীয় বিভুসম্বিৎ এবং স্বাংশ আশ্রয়জাতীয় বিভু-সম্বিৎশক্তি নানাপ্রকারে পাঁচটী রস বিস্তার করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধামের ন্যায় নীরসতা তথায় নাই, পরন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময়রস পূর্ণমাত্রায় বিলাসবিশিষ্ট। প্রাকৃত বুদ্ধিদ্বারা অপ্রাকৃতের ধারণা অসম্ভব। ভগবানের এক পাদ বিভূতি হইতে প্রাকৃত জগৎ এবং ত্রিপাদ বিভূতি হইতে অপ্রাকৃত জগৎ। সুতরাং এক পাদদ্বারা ত্রিপাদ-বৈভব আয়ত্তাধীন হয় না।

প্রাকৃত জগতে অণুসম্বিৎ জীব দেহ ও মনের দ্বারা আচ্ছন্ন। অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত জগতে স্থূল-সূক্ষ্ম-উপাধিদ্বয় দ্বারা অণুসম্বিদের নয়ন আবরণ করিয়াছে। দেহ ও মনের বৃত্তিদ্বারা ভ্রমণ করিতে গেলে কর্ম্ম ও জ্ঞান-রাজ্যে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতে বদ্ধজীবের প্রাকৃত দর্শন ঘটে। কর্ম্মজ্ঞানাবরণমুক্ত হইলে অণুসম্বিৎ জীব কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া বিভুসম্বিৎ কৃষ্ণের অনুকূলভাবে অনুশীলন করেন। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান অণুসম্বিৎ জীবকে প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করায়। সেজন্য অনাত্মমার্গরূপে কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। নিত্য আত্মবৃত্তির অনুসরণীয় পথই ভক্তিপথ। তাহা অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে অবস্থিত। কৃষ্ণসেবা-বিস্মৃতিফল জীবের ভোগময়ী ও ত্যাগময়ীপ্রবৃত্তি পুনরায় অবিমিশ্র অণুসম্বিৎ কৃষ্ণসেবন-বৃত্তি ও কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া অপ্রাকৃত ভক্তি পথে চলিতে থাকিলে প্রাকৃত-সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন হইয়া উঠেন। প্রাকৃত কর্ম্ম বদ্ধজীবের দেহ মনের প্রাপ্য। প্রাকৃত নির্ব্বিশেষজ্ঞান জীবের দেহ ও মনের ধ্বংস-বিষয়ক, আত্মার ধর্ম্মে অবিমিশ্র অপ্রাকৃত অবস্থিত। বিভুত্ব ও অণুত্ব বিচারে সেই আত্মবস্তু বিলাসময়। তাদৃশ বিলাসে কোন প্রকার প্রাকৃত, হেয়, পরিচ্ছিন্ন ও অনিত্য ভাব নাই। প্রাকৃতরাজ্যে ঐ গুলিই অবস্থিত। অণুসম্বিৎ জীবের অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মে ভক্তি—প্রেমভক্তি আছে। অণুসম্বিদের প্রাকৃত জগতে অবস্থানকালে

প্রাকৃত সহজধর্ম্ম তাহার অপ্রাকৃত বুদ্ধিকে আবরণ করে। অপ্রাকৃত গুরু অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান-প্রভাবে বদ্ধজীবকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তখনই অপ্রাকৃত-বিবেক উদিত হয়। অপ্রাকৃত বিবেকাভাবে জীব প্রাকৃতবিবেকানন্দ থাকেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন)

প্রশ্ন—সহস্র-সাধনেও ফল-লাভ হয় না কেন?

উত্তর—"যাঁহার অসৎসঙ্গ আছে, তিনি সহস্র সাধন করিয়াও ফল লাভ করিতে পারেন না।"

—'অসৎসঙ্গ-পরিত্যাগ,' সঃ তোঃ ৪।৫

প্রঃ—কপটিগণের চরিত্র কিরূপ? সাধুগণ স্ব-পর-মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের চরিত্র সর্ব্বসমক্ষে জ্ঞাপন করেন কি?

উঃ—"বৈষ্ণবসঙ্গালাপবিমুখদিগের বিষ্ণুভক্তিদূষিত অন্তরঙ্গ ক্রিয়া বাহ্য ভূষণমাত্র; সৎসঙ্গ-স্পৃহা-রাহিত্য ও শ্রীহীনতাই লক্ষণ। এই লক্ষণ দ্বারা কেবল বেশধারীকে পরীক্ষা করিতে হয়। লোকে মনে করে, এই সকল লোককে লইয়া বৈষ্ণবসেবা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা ভ্রম; কেন না, ইহারা ব্যতীতও সদ্বৈষ্ণব আছেন, তাঁহাদের সহিত সঙ্গ ও তাঁহাদের সেবা করিবার যত্ন করিবেন। যাঁহারা চতুর, গম্ভীর ও শুদ্ধভক্ত, তাঁহারা তাহাদের কপট প্রীতি হইতে কেবল উপরত হন, এরূপ নয়; কিন্তু তাহাদের কপটতা জগতে বিদিত করিয়া শুদ্ধভক্তির স্থাপন করেন। সেই সকল কাপট্য-তিরস্কারকারী শুদ্ধভক্তদিগের সহিত সঙ্গ করিয়া প্রেমারম্ভই কর্ত্তব্য। ইহাই বিদিতব্য।" —অঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

প্রঃ—কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয় কেন?

উঃ—"কর্ম্মবাদী পুরুষগণও ভক্ত নহেন; অতএব তাঁহারাও অভক্ত। কৃষ্ণ-প্রসাদ-লাভের জন্য যদি কেহ কর্ম্ম করেন, তবে সে কর্ম্মের নামই 'ভক্তি'। যে কর্ম্ম প্রাকৃত ফল বা বহির্ম্মুখ জ্ঞান দান করে, সেই কর্ম্মই ভগবদ্বিমুখ। কর্ম্মিগণ কৃষ্ণপ্রসাদ অনুসন্ধান করেন না; যদিও কৃষ্ণকে সম্মান করেন, তথাপি তাঁহাদের মূল তাৎপর্য্যই যাহাতে কোনপ্রকার প্রাকৃত সুখ-লাভ হয়। যোগি-গণ কোনস্থলে জ্ঞানের ফল কৈবল্য-মোক্ষ এবং কোন স্থলে কর্ম্মের ফল বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। তাহাতে তাঁহাদিগকে অভক্তই বলা যায়। বহুদেব-পূজকগণের অনন্যশরণাপত্তি না থাকায় তাহাদিগকেও অভক্ত বলা যায়। যাঁহারা কেবল শুষ্ক ন্যায়াদি-বিচারে আসক্ত, তাঁহারাও ভগবদ্বহির্ম্মুখ। যাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, ভগবান্ একটি কাল্পনিক তত্ত্বমাত্র, তাঁহাদের ত' কথাই নাই, যাঁহারা বিষয়ে আসক্ত হইয়া ভগবান্‌কে মনে করিতে অবসর পান না, তাঁহারাও অভক্তমধ্যে গণ্য। এই সকল অভক্তদিগের সংসর্গ করিলে অতি অল্পকালের মধ্যে বুদ্ধিনাশ হয় এবং তাঁহাদের সমান প্রবৃত্তি আসিয়া হৃদয়ে আসন গ্রহণ করে। যদি কাহারও শুদ্ধভক্তি পাইতে বাসনা থাকে, তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত অভক্ত-সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন।"

—'সঙ্গত্যাগ,' সঃ তোঃ ১১।১১

প্রঃ—দাম্ভিক জ্ঞানী কি কৃষ্ণভক্তি স্বীকার করেন?

উঃ—জ্ঞানবাদী পুরুষ কখনই ভগবানের অনুগত ন'ন। তিনি মনে করেন—'আমিও জ্ঞানবলে ভগবানের সমান হইব। জ্ঞানই সর্ব্বোত্তম বস্তু; জ্ঞানকে যে লাভ করে, তাহাকে আর ভগবান্ অধীন রাখিতে পারেন না। জ্ঞানবলেই ভগবানের ব্রহ্মতা এবং জ্ঞানবলে আমিও ব্রহ্ম হইব।' অতএব জ্ঞানবাদীর সমস্ত চেষ্টাই—ভগবান্

হইতে স্বাধীন হওয়া। জ্ঞানে যে সাযুজ্য-মুক্তি হয়, তাহাতে আর জীবের উপর ভগবানের বিক্রম থাকে না ;—এই ত ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের চেষ্টা। আত্মজ্ঞানী ও প্রাকৃত জ্ঞানিগণই ভগবানের কৃপা অপেক্ষা করেন না ; তাঁহারা জ্ঞানের ও যুক্তির বলে সমুদায় লাভ করিতে চেষ্টা করেন ; ঈশ-প্রসাদের জন্য বিশেষ যত্ন করেন না। সুতরাং জ্ঞানিমাত্রই অভক্ত। যদিও কোন জ্ঞানী সাধনকালে ভক্তিকে স্বীকার করেন, তিনি সিদ্ধিকালে ভক্তিকে বিসর্জ্জন দেন।"

—'সঙ্গত্যাগ, সং তোঃ ১১।১১

প্রঃ—কিরূপ গুরু পরিত্যাজ্য ?

উঃ—"গুরুবরণ-কালে গুরুকে শব্দোক্ত তত্ত্বে ও পরতত্ত্বে পারঙ্গত দেখিয়া পরীক্ষা করা হয় ; সেরূপ গুরু অবশ্য সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বোপদেশে সমর্থ। দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য বটে, কিন্তু দুইটি কারণে তিনিও পরিত্যাজ্য হইতে পারেন ; একটি কারণ এই যে, শিষ্য যখন গুরুবরণ করিয়াছিলেন, তখন যদি তত্ত্বজ্ঞ ও বৈষ্ণবগুরু পরীক্ষা করিয়া না থাকেন, তাহা হইলে কার্য্যকালে সেই গুরুর দ্বারা কোন কার্য্য হয় না বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার বহুতর শাস্ত্র-প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, গুরুবরণ-সময়ে গুরুদেব বৈষ্ণব ও তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু সঙ্গদোষে পরে মায়াবাদী বা বৈষ্ণব-দ্বেষী হইতে পারেন,—এরূপ গুরুকে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।"

জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

প্রঃ—দুষ্টগুরু কি বর্জ্জনীয় নহে ?

উঃ—"যিনি নিজে রাগমার্গ অবগত নহেন, অথচ উপদেশ করেন, অথবা রাগমার্গ অবগত হইয়াও শিষ্যের অধিকার বিচার না করিয়া কোন উপদেশ করেন, তিনি দুষ্ট-গুরু, তাঁহাকে অবশ্যই বর্জ্জন করিবে।"—কৃঃ সং ৮।১৪

বর্ষশেষে

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

সম্বৎসর ব্যাপী ত্রিতাপজ্বালাময়ী বিবিধ বিপত্তি-বিভীষিকার মধ্য দিয়া 'শ্রীচৈতন্যবাণী' তাঁহার ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপিকা পরমমঙ্গলময়ী শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিতে করিতে অষ্টাদশবর্ষ উদ্‌যাপন করিলেন।

অষ্টাদশাধ্যায়সমন্বিতা গীতা, অষ্টাদশসহস্রশ্লোকময় শ্রীমদ্ ভাগবত, অষ্টাদশমহাপুরাণ, অষ্টাদশ উপপুরাণ এবং সর্ব্বশাস্ত্রসার অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্ররাজ যে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনজ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যবাণী অষ্টাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া সেই অবিদ্যাবিধ্বংসিনী দিব্য জ্ঞানোন্মেষিণী শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন পূর্ব্বক অচৈতন্যবিশ্বের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিয়াছেন।

বেদান্তসূত্রের ১ম ও ২য় অধ্যায়ে সম্বন্ধতত্ত্ব, ৩য় অধ্যায়ে অভিধেয়-তত্ত্ব এবং ৪র্থ অধ্যায়ে প্রয়োজন-তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। ঐ ৪র্থ অধ্যায় বা ফলাধ্যায়ের ১ম পাদের (প্রত্যেক অধ্যায়ের চারিটি করিয়া পাদ-বিভাগ আছে।) ১ম সূত্রে বলা হইয়াছে—'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ' অর্থাৎ শ্রবণাদি পুনঃ পুনঃ আবশ্যক। যেহেতু শ্বেতকেতুর প্রতি নয়বার আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। ধান্যকে তুষ রহিত করিয়া ফলপ্রাপ্তির জন্য যেমন পুনঃ পুনঃ অবঘাত কর্ত্তব্য, তদ্রূপ ফলোদয় অর্থাৎ বিদ্যোৎপত্তিকাল পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদি আচরণীয়। আবার প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিলতাবীজ রোপণকালে শ্রবণকীর্ত্তনজলসেচনকার্য্যের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শনপূর্ব্বক ঐ ভক্তিলতার গোলোকবৃন্দাবনে কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষাশ্রয়ে ফলকালেও 'তাঁহা মালী সেচে নিত্যশ্রবণ-কীর্ত্তন-জল' বাক্যদ্বারা সাধনের সিদ্ধাবস্থায়ও শ্রবণকীর্ত্তনজল-সেচন-কার্য্যের নিত্যকর্ত্তব্যতা জানাইয়াছেন। বরুণতনয় ভৃগু পিতা বরুণের নিকট আত্মজ্ঞান লাভের পর পুনরায়

পিতার নিকট তাঁহার তদ্বিষয়ে উপদেশ লাভার্থ আগমনাদি দৃষ্টান্ত দ্বারাও আবৃত্তির নৈরন্তর্য্য প্রমাণিত হয়। পদ্মপুরাণে নামাপরাধপরিক্ষয়ার্থ পুনঃ পুনঃ নামোচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-বাক্যেও 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ', 'নিরন্তর নাম কর তুলসীসেবন। অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥' (চৈঃ চঃ অ ৩।১৩৬), 'নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন। হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে প্রেমধন॥' (চৈঃ চঃ ম ২৫।১৪৭) প্রভৃতি জ্ঞাতব্য। পুনঃ পুনঃ চিন্তার প্রবাহকে ধ্যান বা উপাসনা বলে। একবার একটু চিন্তা করিয়া বসিয়া থাকিলে হইবে না। কিন্তু নির্ব্বাত-প্রদীপশিখাবৎ অচল চিত্তেই অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ ধ্যান সম্ভব হয়, মাদৃশ চঞ্চলচিত্তের পক্ষে নিরন্তর শ্রীনামের কীর্ত্তন-প্রভাবেই স্মরণ সম্ভব হইতে পারিবে। মহামন্ত্র শ্রীনামই তদাশ্রিতের চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জিত করিয়া তাহাতে শ্রীভগবানের চিন্ময় রূপ দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করেন।

উক্ত ৪র্থ অধ্যায়ের ১ম পাদে 'আসীনঃ সম্ভবাৎ' এই ৭ম সূত্রে আসন রচনা করিয়াই শ্রীহরিকে স্মরণ করিবার কথা বলা হইয়াছে। শ্রীবিদ্যাভূষণপাদ উহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"আসীনঃ কৃতাসন এব শ্রীহরিং স্মরেৎ। কুতঃ? তস্যৈব তৎসম্ভবাৎ। শয়নোত্থানগমনেষু চিত্তবিক্ষেপস্য দুর্ব্বারত্বাৎ তদসম্ভবঃ।" অর্থাৎ আসন রচনা করিয়াই শ্রীহরিকে স্মরণ করিবে। যেহেতু ঐরূপ আসন রচনাকারীরই ধ্যান সম্ভব হইতে পারে। নতুবা শয়ন, উত্থান ও গমনাদি ব্যাপারে চিত্তবিক্ষেপকে নিবারণ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে; সুতরাং ধ্যান কখনই সম্ভব হইতে পারে না। পরবর্ত্তী 'ধ্যানাচ্চ' এই ৮ম সূত্রের ব্যাখ্যায়ও শ্রীপাদ লিখিয়াছেন—"বিজাতীয়প্রত্যয়ান্তরাব্যবহিতমেকচিন্তনং ধ্যানম্। তচ্চ স্বাপাদিমতো ন সম্ভবেৎ, অতঃ কৃতাসনঃ ইতি।" অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুর বিজাতীয় অন্য জ্ঞান দ্বারা ব্যবধানরহিত একমাত্র ধ্যেয়বস্তুর চিন্তনই ধ্যান। সেই ধ্যান নিদ্রাদি-বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয় না। এজন্য বলা হইয়াছে, ধ্যানকারীর, আসন রচনা করিয়াই ধ্যান কর্ত্তব্য। পরবর্ত্তী 'অচলত্বঞ্চাপেক্ষ্য' এই ৯ম সূত্রে বলা হইয়াছে—শরীরের নিশ্চলত্ব অপেক্ষা করিয়াই ধ্যান-শব্দের প্রয়োগ আছে, এজন্যই আসন কর্ত্তব্য। উহার গোবিন্দভাষ্যে লিখিত হইয়াছে—"চোঽবধৃতৌ। ছান্দোগ্যে নিশ্চলত্বমেবাপেক্ষ্য ধ্যায়তেঃ প্রয়োগঃ। ধ্যায়তীব পৃথিবীতি। অতো লিঙ্গাদপি আসীনঃ স্যাৎ। ধ্যায়তি কান্তং প্রোষিতরমণীতি লোকেঽপি।" অর্থাৎ সূত্রোক্ত 'চ' শব্দ অবধারণার্থে অর্থাৎ নিরূপণ বা স্থিরীকরণার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে শরীরের নিশ্চলত্বকে অপেক্ষা করিয়াই 'ধ্যায়তি' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে—যথা 'ধ্যায়তীব পৃথিবীতি' অর্থাৎ পৃথিবীর মত নিশ্চল হইয়া ধ্যান করিতেছে। অতএব এই লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক চিহ্ন হইতেও 'আসীন' অর্থাৎ আসন রচনা করিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত হইবার কথাই বলা হইয়াছে। লৌকিক প্রয়োগেও দেখা যায়—প্রোষিতভর্তৃকা (যে নায়িকার স্বামী দূরদেশে গমন করিয়াছে এমন) রমণী প্রবাসী স্বামীর বিরহে দুঃখকাতরা হইয়া তাহাকে একমনে ধ্যান করিতেছে। শরীর চঞ্চল হইলে মনেরও চঞ্চলতা আসিয়া যায়, এজন্য আসন দ্বারা শরীরেরও নিশ্চলত্ব-সাধন উদ্দিষ্ট হইয়াছে। অনন্তর 'স্মরন্তি চ' এই ১০ম সূত্রে 'শুচৌ দেশে' ইত্যাদি গীতা বাক্যও (গীতা ৬।১১-১৪) স্মরণ করান' হইয়াছে।

উহার অর্থ এইরূপ—"একান্তে যোগাভ্যাসের নিয়ম এই যে, কুশাসনোপরি মৃগচর্ম্মাসন (বা ব্যাঘ্রচর্ম্মাসন), তদুপরি বস্ত্রাসন রাখিয়া অত্যন্ত উচ্চ বা অত্যন্ত নীচ না করিয়া সেই আসন বিশুদ্ধ ভূমিতে স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে আসীন হইবেন। তথায় উপবিষ্ট হইয়া চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াকে নিয়মিত করতঃ চিত্তশুদ্ধির জন্য মনকে একাগ্র করিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন। শরীর, মস্তক ও গ্রীবাকে সমানভাবে রাখিয়া যেন অন্যদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ না হয়, তজ্জন্য নাসিকাগ্রভাগ দৃষ্টি করতঃ প্রশান্তাত্মা, ভয়শূন্য ও ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিত পুরুষ মনকে সমস্ত জড়ীয়বিষয় হইতে সংযমন পূর্ব্বক চতুর্ভুজস্বরূপ আমার বিষ্ণুমূর্ত্তিতে পরমাত্মপরায়ণ হইয়া যোগ অভ্যাস করিবেন।"—এই সকল বাক্যে ধ্যানকারিগণের দেহ

ও ইন্দ্রিয়ের নিশ্চলতা স্মরণ করান' হইয়াছে। সেই দেহেন্দ্রিয়ের নিশ্চলতা আসন ব্যতীত সম্ভব হয় না, এজন্য আসন রচনা করিতে হইবে, এইরূপ বলিয়াছেন। সুতরাং ধ্যানাদিবিষয়ে চিত্তের একাগ্রতাই যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা পরবর্ত্তী "যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ" এই ১১শ সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীগোবিন্দভাষ্যকার উহার অর্থ করিয়াছেন,—

"যত্র দিগাদৌ চিত্তৈকাগ্রতা স্যাৎ তত্রৈবোপাসীত হরিং নাস্ত্যত্র দিগাদিনিয়ম ইত্যর্থঃ। কুতঃ? অবিশেষাৎ তদ্বদত্র বিশেষস্যাশ্রবণাৎ। স্মৃতিশ্চৈবমাহ (শ্রীমধ্বভাষ্যধৃত-বারাহে) — 'তমেব দেশং সেবেত তং কালং তামবস্থিতিম্। তানেব ভোগান্ সেবেত মনো যত্র প্রসীদতি। ন হি দেশাদিভিঃ কশ্চিদ্বিশেষঃ সমুদীরিতঃ। মনঃ প্রসাদনার্থং হি দেশকালাদিচিন্তনম্' ইতি। নম্বস্তি দেশবিশেষনিয়মঃ। 'শমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ। মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুঃ পীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে নিযোজয়েদিতি।' শ্বেতাশ্বতরোক্তেস্তীর্থ-সেবায়া মোক্ষহেতুত্বপ্রতিপাদনাচ্চেতি চেৎ সত্যং সত্যুপদ্রবে তীর্থমপ্যসাধকং অসতি তু তস্মিন্ সাধকতমং তৎ। অত উক্তং 'মনোঽনুকূলে' ইতি।"

অর্থাৎ যে স্থানে, যেদিকে ও যে কালে চিত্তের একাগ্রতা জন্মিবে, সেইরূপ স্থানাদিতেই শ্রীহরির উপাসনা করিবে। ইহাতে স্থানাদি সম্বন্ধে কোন বিশেষ নিয়ম নাই। ইহাই সূত্রার্থ। ইহার হেতু কি? তদুত্তরে বলা হইতেছে—বৈদিককর্ম্মে যেমন দিক্কালাদির নিয়ম আছে, শ্রীহরির উপাসনায় তদ্রূপ দিগাদির কোন বিশেষ নিয়ম শ্রুত হয় না। এসম্বন্ধে স্মৃতিও (শ্রীবরাহ-পুরাণও) বলিতেছেন — উপাসক সেই স্থানই আশ্রয় করিবে. সেই কাল, সেই পরিস্থিতি, সেই সকল ভোগ্য-বস্তু (খাদ্যাদি) স্বীকার করিবে, যাহাতে চিত্ত প্রসন্ন হয়। দেশ, দিক্, কালাদিনিবন্ধন উপাসনার কোন বৈশিষ্ট্য সমুচ্চারিত হয় নাই, যেহেতু চিত্ত প্রসাদনার্থই দেশকালাদির বিচার কথিত হইয়া থাকে। যদি বল, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কথিত "সমতলভূমিতে, পবিত্র স্থানে, শর্করা অর্থাৎ কাঁকর, অগ্নি, বালুকাদির উপদ্রব-রহিত, শব্দ, জলাশয়াদিবর্জ্জিত (শীতনিবারণার্থ) মনের অনুকূল কিন্তু চক্ষুর পীড়াজনক ডাঁশ-মাছি প্রভৃতি উপদ্রব-রহিত স্থানে, পর্ব্বতগুহা ও প্রবলবাত্যাহীন আশ্রয়ে মনকে ঈশ্বর চিন্তনে নিযুক্ত করিবে"—এই উক্তি এবং তীর্থসেবার মোক্ষফলদাতৃত্বনিবন্ধন দেশাদি নিয়ম পালনের প্রয়োজনীয়তা আছে, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, হাঁ, তাহা সত্য বটে, কিন্তু তীর্থাদি ক্ষেত্রেও উপাসনার প্রতিকূল উপদ্রবাদি থাকিলে তাহা কখনও মোক্ষসাধক হয় না, পরন্তু তথায় উপদ্রবাদি না থাকিলে ত' তাহা অবশ্যই মুক্তির সাধকতম স্থান হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই জন্যই বলা হইয়াছে—মনের অনুকূল স্থানাদিতে।

এইরূপ যোগাদি শাস্ত্রে মৃগ বা ব্যাঘ্রচর্ম্মাদির আসনে উপবেশন, চর্ম্মাম্বরাদি পরিধান এবং স্থানকালাদির শুদ্ধাশুদ্ধি সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিচার থাকিলেও শ্রীভগবান্ তাঁহার নামে সর্ব্বশক্তি আহিত করায় সেই মহাশক্তি শ্রীনামব্রহ্ম জড়ীয় আসনবস্ত্র স্থানাস্থান কালাকালাদি কাহারও বাধ্যবাধকতা স্বীকার করেন না। তিনি সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম — নিত্য শুদ্ধ পূর্ণ মুক্ত বস্তু। পরন্তু বাচ্যনামী-স্বরূপ অপেক্ষা বাচকনামস্বরূপে অসমোর্দ্ধ কারুণ্যাধিক্য বিরাজিত। শুদ্ধভক্ত সাধুগুরু-পাদপদ্মরূপ মহাতীর্থসান্নিধ্যে সেই নামপ্রভুর সেবাসংরত হইতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল, দেশ নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব, নামে নাহি অনুরাগ॥"

—চৈঃ চঃ অ ২০।১৭-১৯

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত বৈষ্ণবচিন্তামণিগ্রন্থে শ্রীযুধিষ্ঠির-প্রতি শ্রীনারদবাক্যে কথিত হইয়াছে—

"ন দেশনিয়মো রাজন্ ন কালনিয়মস্তথা।
বিদ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনে॥

কালোঽস্তি দানে যজ্ঞে চ স্নানে কালোঽস্তি সজ্জপে।
বিষ্ণুসঙ্কীর্ত্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে॥"
(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২০৬)

[অর্থাৎ "হে রাজন, বিষ্ণুর নাম-কীর্ত্তনবিষয়ে কোন দেশ বা কালনিয়ম নাই, ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যায়। দান ও যজ্ঞে কালনিয়ম আছে, স্নানে ও অন্যান্য জপে কালনিয়ম আছে, কিন্তু এই পৃথিবীতলে (টীঃ সর্ব্বত্রে-ত্যর্থঃ) অর্থাৎ সর্ব্বত্র বিষ্ণুসঙ্কীর্ত্তনে কোন কালনিয়ম বিহিত হয় নাই।"]

ঐ ২০২ সংখ্যাধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ক্ষত্রবন্ধুর উপাখ্যানে লিখিত আছে যে—

"ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক॥"

[অর্থাৎ "হে লুব্ধক! শ্রীহরির নামকীর্ত্তন-বিষয়ে দেশ ও কালের নিয়ম নাই এবং উচ্ছিষ্টমুখে কিম্বা কোন-প্রকার অশুচি অবস্থাতেও নিষেধ নাই।"]

শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তনই চিত্তদর্পণপরিমার্জ্জক, ভবমহা-দাবাগ্নিনির্ব্বাপক, পরমশ্রেয়ঃসাধক, পরবিদ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ, চিদানন্দাম্বুধিবর্দ্ধক, প্রতিপদে পূর্ণ অমৃতের আস্বাদ-প্রদায়ক, সর্ব্বস্বরূপের স্নপন বা স্নিগ্ধতাসম্পাদক। মানুষ বহির্ব্বিচারে অপবিত্র বা পবিত্র হউক, যে কোন অবস্থাই প্রাপ্ত হউক, পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীবিষ্ণুস্মরণেই তাহার বাহ্যাভ্যন্তর সংশোধিত হইয়া থাকে, নামসংকীর্ত্তনপ্রভাবেই চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত হইয়া থাকে।

যোগীর চিত্তের নির্ব্বাতপ্রদীপশিখাবৎ অচঞ্চলতার কথা শুনিয়া অর্জ্জুন যখন কৃষ্ণের নিকট আমাদেরই পক্ষ হইয়া মনের দুর্নিগ্রহত্ব জ্ঞাপন করিলেন, তখন কৃষ্ণ সেই অতীব চঞ্চল মনোনিগ্রহের উপায় স্বরূপে অভ্যাস ও বৈরাগ্য—এই দুইটি উপায়ের কথা বর্ণন করিলেন। মনকে নিগৃহীত না করিতে পারিলে সাধনভজন সবই নিরর্থক হইয়া পড়ে, অথচ সেই মনোনিগ্রহ অতীব দুরূহ ব্যাপার। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি কোন উপায়দ্বারাই সেই চঞ্চল মন নিগৃহীত হইবার নহে, বিশেষতঃ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি ভক্তিমুখনিরীক্ষক, ভক্তিবিনা জ্ঞান কর্ম্ম স্বতন্ত্রভাবে কোন ফলই দিতে পারে না। এজন্য গীতার এই ষষ্ঠ অধ্যায়সমাপ্তিকালে ভক্তিযোগকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ভক্তি অন্যনিরপেক্ষা—স্বতঃসিদ্ধা—স্বতঃ-প্রবলা। সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে হইবে। তাঁহার অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত প্রমত্ত মনোনিগ্রহ অন্য কোন উপায়েই সম্ভাবিত হইতে পারে না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'অভ্যাসেন' ও 'বৈরাগ্যেন'—এই দুইটি শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন — তথা দুর্নিগ্রহমপি মন অভ্যাসেন—সদ্গুরূপদিষ্টপ্রকারেণ পরমেশ্বরধ্যানযোগস্য মুহুরনুশীলনেন বৈরাগ্যেন বিষয়েষ্বনাসঙ্গেন চ গৃহ্যতে।"

অর্থাৎ মন দুর্নিগ্রহ হইলেও অভ্যাস ও বৈরাগ্য—এই দুইটি উপায়াবলম্বনে সে নিগৃহীত হইতে পারে। প্রথম সদ্গুরূপদিষ্ট প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক পরমেশ্বরধ্যান-যোগের নিরন্তর অনুশীলন এবং জড়বিষয়ে অনাসক্তিরূপ বৈরাগ্য-দ্বারা এই চঞ্চল মন নিগৃহীত হইতে পারে।

সেই সদ্গুরূপদেশ কি? পরমারাধ্যগুরুদেব শ্রীগৌর-নিজজন—তিনি শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক। শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বল স্বভক্তিসম্পদ্ ব্রজপ্রেম-রস শ্রীরাধাভাবকান্তিসুবলিত শ্রীগৌরাঙ্গরূপে স্বয়ং আস্বাদন করিয়া মহাবদান্যরূপে জগতে প্রচার। মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয় পার্ষদবর স্বরূপ-রামরায়ের কণ্ঠ ধারণ করিয়া নাম-সংকীর্ত্তনকেই ঐ ব্রজপ্রেম আস্বাদনের পরম উপায় রূপে জ্ঞাপন পূর্ব্বক যেরূপে নাম গ্রহণ করিলে প্রেমোদয় সম্ভব হইবে, তাহা তৃণাদপি শ্লোকাবৃত্তিদ্বারা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীগৌরকরুণাশক্তি গুরুপাদপদ্মও শ্রীস্বরূপানুগবর শ্রীরূপরঘু-নাথের আনুগত্যে সেই মনোঽভীষ্টই প্রচার করিয়া গিয়া-ছেন। সুতরাং নিরপরাধে নামকীর্ত্তনই শ্রীগুরুপাদপদ্মের মুখ্য উপদেশ। এই উপদেশমন্ত্রানুসরণেই মায়াপিশাচীর করাল কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমসম্পল্লাভে সমর্থ হইব। এই নামসংকীর্ত্তনই চিত্তের সকল আবিলতা—সকল কলুষ বিনাশপূর্ব্বক ব্যবসায়াত্মিকা একাভিমুখিনী বুদ্ধির উদয় করাইয়া চিত্তের একাভিমুখ্য বিধান পূর্ব্বক প্রকৃত একাগ্রতা সম্পাদন করিবে—ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার। শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ-শ্রীজীবাদি নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ গোস্বামিবর্গ সকলেই একবাক্যে নামসংকীর্ত্তনকেই

কৃষ্ণপ্রেমসম্পজ্জননে পরম বলিষ্ঠ সাধনশ্রেষ্ঠ পরমাকর্ষ মন্ত্র বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যবাণীর অষ্টাদশবর্ষব্যাপী ইহাই মুখ্যরূপে প্রচার্য্য বিষয় হইয়াছে। আমাদের বন্ধুবর্গের সম্বৎসরব্যাপী নানা দুঃখকষ্ট শোকতাপাদি ক্লেশ এই নাম-সূর্য্যের কৃপাভাসেই দূরীভূত হউক। তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণপ্রেমসম্পন্নভাবে স্বস্ব জীবন ধন্য—ধন্যাতিধন্য করুন, ইহাই প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরহরির পাদপদ্মে একান্তভাবে প্রার্থনা করি।

"জীবন অনিত্য জানহ সার,
তাহে নানাবিধ বিপদ ভার।
নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি,
থাকহ আপন কাজে॥"
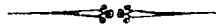
মহাপ্রভুকে মানি কি ?

আমরা অনেকেই বলিয়া থাকি এবং মনে করিয়া থাকি যে, আমরা শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে মানি এবং ভক্তি শ্রদ্ধা করি। এমন কি, অনেক সময় যদি কোন সাধু-বৈষ্ণব আমাদিগকে বন্ধুভাবে অকপটে বলেন যে, আমরা প্রকৃতপ্রস্তাবে মহাপ্রভুকে মানি না, তখন আমরা তাহার প্রতিবাদে সময়ে সময়ে ঐরূপ বক্তার বিরুদ্ধে যষ্টি ধারণ করিতেও উদ্যত হই। সাধারণ লোকেরও বিশ্বাস যে, মহাপ্রভু সর্ব্বজগন্মান্য, তাঁহাকে না মানেন,—এরূপ লোকই নাই। কিন্তু একটু গভীর অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আমরা জানিতে পারিব যে, আমরা প্রকৃতপ্রস্তাবে খুব কম লোকেই মহাপ্রভুকে মানি। আমরা মহাপ্রভুকে মানি বলিয়া যেটুকু ধারণা বা কল্পনা করি, কিংবা মৌখিক উক্তি প্রকাশ করি, তাহা মহাপ্রভুকে মানা নহে, আমাদিগের নিজ-সম্মান বজায় রাখা মাত্র। ঈশ্বর ও বেদকে না মানিলে লোকে নাস্তিক বলিয়া আমাদিগকে ঘৃণা করিবে, আমাদের সম্মান প্রতিষ্ঠা থাকিবে না, দশজনের সঙ্গে পাঁতি পাইব না,—এরূপ ভাবিয়াও আমরা অনেক সময় মহাপ্রভুকে মুখে মানিয়া থাকি।

আজকাল একশ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা মহাপ্রভুর নিজ-জনগণের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত নহেন। অধিকন্তু তাঁহাদের কথাকে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ কথা বলিয়া নিজেদের মনঃকল্পিত বহির্ম্মুখ ধারণায় ডিক্রী ডিসমিস করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। ঐ সকল ব্যক্তি তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের আচারেও যথেচ্ছচারিতা, কখনও বা স্মার্ত্তধর্ম্মের কথঞ্চিৎ অসম্পূর্ণ আচার, কখনও বা সুবিধাবাদ এবং নানাপ্রকার স্বেচ্ছাচার আশ্রয় করিয়াও মুখে মহাপ্রভুকে মহাপ্রভুর নিজ-জনগণ অপেক্ষাও অধিক ভক্তি করেন বা মহাপ্রভুকে তাঁহারাই অধিক বুঝিয়াছেন মনে করিয়া থাকেন। অনেক সময় তাঁহারা লেখনীতে, বক্তৃতায়, প্রবন্ধ-রচনায়, গ্রন্থ নির্ম্মাণে, সংবাদপত্রের সম্পাদকতায় মহাপ্রভুকে মহাপ্রভুর নিজ-জনগণ অপেক্ষাও অধিক বুঝিয়া ফেলিয়াছেন,—এরূপ দেখাইয়া থাকেন! যে-সকল অকৃত্রিম মহাপুরুষগণ মহাপ্রভুর অকৈতব সেবাকেই নিত্যব্রত করিয়াছেন, — তাহাকেই চরমসাধ্য ও জীবনের মূলমন্ত্র করিয়া মহাপ্রভুর অস্মিতায় বিচরণ করিতেছেন, তাহাদিগকেও ঐ সকল ব্যক্তি নানাপ্রকারে সমালোচনা এবং নিন্দা করিয়া মহাপ্রভুকে তাঁহারাই অধিক বুঝিয়াছেন, জানাইয়া থাকেন।

যাঁহারা নিরপেক্ষ হইয়া ঐ সকল ব্যক্তির দুর্ব্বলতা, কপটতা, অনর্থ ও আত্মবঞ্চনা-ব্যাধিকে ধরিতে পারেন, তাঁহারা জানেন যে, ঐ সকল ব্যক্তির ঐরূপ দাম্ভিকতা মহাপ্রভুকে মানা নহে, কেবল তাহাদের নিজ-

দাম্ভিকতা ও জড়ীয় সম্মান বা মনোধর্ম্মরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণকে বহুমানন করার চেষ্টা মাত্র।

"আমরা মহাপ্রভুকে মানি কি"—এই প্রশ্নের উত্তর নিরপেক্ষভাবে দিতে হইলে আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে, মহাপ্রভু যাহা স্বয়ং আচার ও প্রচার করিয়াছেন —মহাপ্রভু তাঁহার পার্ষদবর্গের দ্বারা যে-সকল সদাচার প্রচার করাইয়াছেন, তাহা আমরা কতটা স্বীকার করি —ব্যক্তিগত জীবনে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা-অসুবিধার মধ্যে, সামাজিক নির্য্যাতনের নানাপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা সেই সকল আচার কতটা অকৃত্রিমভাবে বরণ ও পালন করিতে প্রস্তুত হই।

দুঃখের বিষয়,—এক শ্রেণীর ব্যক্তি বলেন, শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন ও করিয়াছেন, আমরা কেবল সেইটুকুকেই মহাপ্রভুর মত বলিয়া স্বীকার করিব। মহাপ্রভুর ভক্তগণ অতিরঞ্জিত করিয়া মহাপ্রভুকে যেরূপ সাজাইয়াছেন বা মহাপ্রভুর আচার-বিচার-সম্বন্ধে যে-সকল উক্তি করিয়াছেন, সেই সকল অর্থবাদ ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি! এমন কি, অনেকে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীকবিরাজ গোস্বামী-প্রভু, শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন প্রভৃতির সিদ্ধান্ত ও বিচার মহাপ্রভুর ব্যক্তিগত বিচার হইতে পৃথক্ ও অর্থবাদ-দোষে দুষ্ট বলিতেও কুণ্ঠিত হন না, অথচ তাঁহারা মহাপ্রভুকে মানেন বলিতে চাহেন এবং কেহ তাঁহাদের মহাপ্রভুকে মানা "কার্য্যতঃ মহাপ্রভুর বিরোধ"—এ কথা বলিতে আসিলে অকপট উপদেষ্টৃগণের প্রতি রক্ত চক্ষু অথবা লগুড় হস্ত হইয়া উঠেন।

মহাপ্রভুর অঙ্গ-সমূহকে বাদ দিয়া, তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদন (?) করিয়া মহাপ্রভুর শিরোদেশের পূজা—মহাপ্রভুর (?) প্রতি খড়্গ উত্তোলন বা অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়, —এই সকল মহাজনগণের কথা বলিলে ঐ সকল মুখে-মহাপ্রভু-মানা ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন,—ইহাই ত' ভক্ত-সম্প্রদায়ের গোঁড়ামী সঙ্কীর্ণতা। "এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। তবে লাথি মারোঁ ত'ার শিরের উপরে॥" —শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন এইরূপ একটা বেফাঁস (?) কথা বলিয়া ঐ সকল মুখে-মহাপ্রভুমানা-সম্প্রদায়ের নিকট কি গোঁড়ামী ও সঙ্কীর্ণতাই না প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন!

অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, —এই সকল মনঃকল্পিত মহাপ্রভুমানা ব্যক্তিগণ মহাপ্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ তৎপার্ষদ ও ভগবদ্ভক্তকে অস্বীকার, কখনও বা তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক দ্বেষ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি পোষণ করিয়া আপনাদিগকে মহাপ্রভুর অনুমোদনকারী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা অন্তরে মনে করেন যে, মহাপ্রভুর ভক্তগণ ভক্তির আতিশয্যে (যেন ভক্তি জিনিষটী তাঁহাদেরই ধারণা ও কল্পনার অনুযায়ী একটী ভাব-প্রবণতা বা মনের উচ্ছ্বাস-মাত্র) মহাপ্রভুকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে পারেন নাই! কিন্তু তাঁহারা তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া মহাপ্রভুকে নিরপেক্ষভাবে ওজন করিয়া লইয়াছেন! ইহাতে তাঁহাদের যে আন্তরিক দাম্ভিকতা রহিয়াছে, তাহা ঐ সকল মৌখিক-মহাপ্রভু-মানা-সম্প্রদায় আদৌ বুঝিতে পারেন না। আজকাল জগতে এইরূপ এক সম্প্রদায় সংবাদ-পত্রাদির সম্পাদক বা বক্তৃতাবাগীশ ব্যক্তিরূপে মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া থাকেন।

আর একপ্রকার মহাপ্রভু-মানা (?)-সম্প্রদায় আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়, — তাঁহারা মহাপ্রভুকে মানেন এবং তৎসঙ্গে তাঁহার পার্ষদগণকেও খুবই মানেন,—এইরূপ ভাব ও মুদ্রা প্রকাশ করিয়া থাকেন। অনেক সময় দেখা যায়, এই সকল ব্যক্তি ভিজা বিড়ালের মত হইয়া মায়াবাদী, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত, তথাকথিত সমন্বয়বাদী সুবিধাবাদী এবং গোলে-হরিবোল-দেওয়া সমস্ত ব্যক্তিরই অনর্থযুক্ত সংক্রামক মতে আপনাদিগকে ন্যূনাধিক সংক্রামিত করিয়া মহাপ্রভুর গোঁড়া ভক্ত বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু মহাপ্রভুর নিজ-জনগণ যখন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে অকৈতব ভগবদ্ভক্তির কথা সর্ব্বত্র প্রচার করেন, তখন তাঁহারা ভিজা-বিড়ালগিরি ছাড়িয়া কখনও আত্মগোপন করিয়া, কখনও কোন শিখণ্ডী দাঁড় করাইয়া, কখনও বা আত্মপ্রকাশ করিয়া ভগবদ্ভক্তের নিরপেক্ষ কথার বিরুদ্ধে—শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করেন। মায়াবাদী,

কর্ম্মজড়-পঞ্চোপাসক প্রভৃতির চাবুক ভিজা-বিড়াল হইয়া ইঁহারা সহ্য করিতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু অকৃত্রিম আচার্য্যের বাণী ইঁহাদের গায়ে বাণের মত বিদ্ধ হয়। ইঁহারা ইঁহাদের ভাব প্রবণতা বা কামুকতার আতিশয্যে এতদূর অতিবাড়ী হইয়া পড়িয়াছেন যে, মহাপ্রভু যে সিদ্ধান্ত ও আদর্শের দ্বারা অসৎসঙ্গ নিরাস করিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্ত ও আদর্শকে দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগের আদর্শ,—গ্রহণের আদর্শ নহে, ইহা বলিলে ঐসকল প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ের ভোগময় ভাবপ্রবণতায়, চির পরিপুষ্ট মনোবৃত্তিগুলিতে আঘাত লাগে বলিয়া তাঁহারা প্রতিবাদ করিয়া উঠেন। ছোট হরিদাসের যে আদর্শ ও চরিত্রের যে-অংশ মহাপ্রভুর প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে নাই, সেই অংশটী কখনও ভগবৎ-সেবকগণের গ্রহণীয় নহে, তাহা মহাপ্রভুর পার্ষদত্ব নহে, সরলতা বা বৈষ্ণবতা নহে; কৃষ্ণদাস বিপ্রের ভট্টথারি-স্ত্রীগণের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইবার আদর্শ, বা মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ সেবা ছাড়িয়া ভট্টথারি-স্ত্রীর গৃহে গমনের অংশটুকু—মহাপ্রভুর পার্ষদত্ব নহে, শ্রীচৈতন্য-কল্পবৃক্ষের শাখাত্বও নহে; মহাপ্রভুর সঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন মহাপ্রভুকে ছাড়িয়া কালিয়দহে মূর্খ জনমতের বিবর্ত্ত কৃষ্ণ দেখিবার সাধের আদর্শটী মহাপ্রভুর সেবা বা পার্ষদত্ব নহে; সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মায়াবাদ ও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদকে বহুমানন কিংবা মহাপ্রভুকে ভগবৎপাদপদ্ম বলিয়া অস্বীকার — শ্রীচৈতন্যকল্পবৃক্ষের শাখাত্ব নহে; জগাই মাধাইর পূর্ব্ব-পাপময় জীবন, শ্রীনিত্যানন্দ-বিরোধ, শ্রীহরিদাস-বিরোধ, শ্রীহরিনাম-বিরোধ — শ্রীচৈতন্য-কল্পবৃক্ষের শাখাত্ব নহে; কিংবা গোপীনাথ পট্টনায়কের রাজ-তহবিল হইতে অর্থ তছরূপ করা ব্যাপারটী মহাপ্রভুর অনুমোদিত কার্য্য নহে; শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর কিঙ্কর কমলাকান্ত বিশ্বাসের শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য-প্রভুকে ঋণগ্রস্ত সাজাইবার চেষ্টা, কিংবা ভক্তি-কল্পবৃক্ষের অন্যতম শ্রীল ব্রহ্মানন্দ ভারতীর মায়াবাদীর বেশ চর্ম্মাম্বর-ধারণের আদর্শ—মহাপ্রভুর অনুমোদিত ভগবদ্ভক্তি নহে; প্রচলিত গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় যিনি শুকদেবের অবতার বলিয়া কথিত, সেই বল্লভাচার্য্যের শ্রীধর-স্বামীর সিদ্ধান্ত অপেক্ষা নিজ-সিদ্ধান্তকে অধিক সমীচীন-জ্ঞান — শ্রীশুকদেবত্ব নহে; কিংবা শ্রীচৈতন্য-কল্পবৃক্ষের শাখার মধ্যে গণিত দেবানন্দ-পণ্ডিতের শ্রীবাসের চরণে অপরাধের প্রশ্রয়দান, মুমুক্ষা, শুদ্ধভক্তি-বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা প্রভৃতি কার্য্যগুলিও ভক্তিকল্পবৃক্ষের শাখাত্ব নহে, — এইরূপ বলিলে ভাবপ্রবণ প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় যদি ভোগময় মনে দুঃখ পান — অসৎ আসক্তি পরিত্যাগ, মনোব্যাসঙ্গচ্ছেদন, প্রেয়োবিচার দূরীকরণের পরামর্শে অনর্থযুক্ত ব্যক্তির যদি উদ্বেগ উপস্থিত হয় তাহা হইলে তজ্জন্য মহাজন বা সদ্‌বৈদ্য কপটতা করিয়া অমঙ্গলের উপদেশ প্রদান করিতে পারেন না। কামুককে স্ত্রী-আসক্তি-পরিত্যাগ করিতে বলিলে, পুত্রাসক্তকে পুত্রাসক্তি পরিত্যাগ করিবার মঙ্গলোপদেশ প্রদান করিলে তাহাদের হৃদয়ে তীব্র বেদনা হয় সত্য, কিন্তু শুভানুধ্যায়ী তদনুকূলে ইন্ধন প্রদান না করিয়া অপ্রিয়-সত্যকথাই বলিয়া থাকেন।

মুখে বলিব, — আমরা মহাপ্রভুকে মানি; কিন্তু মহাপ্রভু যখন বলিবেন,—"অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার, স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর"; মহাপ্রভু যখন বলিবেন, — "ছোট হরিদাসের আদর্শে মর্কটবৈরাগ্য অর্থাৎ কাপট্য, প্রকৃতি-সম্ভাষণ প্রভৃতি অসদাচার প্রকাশিত হইয়াছে"; মহাপ্রভু যখন বলিবেন, — "ঐরূপ কপটতাপূর্ণ প্রকৃতি-সম্ভাষণকারীর জলে ডুবিয়া মরাই প্রায়শ্চিত্ত", তখন আমরা মহাপ্রভুকে নিষ্ঠুর, ক্রুর, অথবা তাহা মহাপ্রভুর মত নহে বলিয়া আমাদের মতের সমর্থনকারী দুনিয়াদারীর লোকদিগকে লইয়া সভাসমিতি বা প্রতিবাদ করিলে আমাদের এইপ্রকার মহাপ্রভু-মানা কপটতা-ব্যতীত আর কিছুই নহে প্রমাণিত হয় না কি?

আমরা মুখে বলি, — আমরা মহাপ্রভুকে মানি; কিন্তু যখন মহাপ্রভুর আচার ও প্রচার হইতে হাতে-কলমে দেখাইয়া দেওয়া হয় যে, মহাপ্রভু একমাত্র কীর্ত্তন-প্রধানা শুদ্ধাভক্তিকেই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় ও উপেয় বলিয়াছেন, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির পথকে ভীমরুল-বরুলী-কৃষ্ণঅজগর-যক্ষ প্রভৃতি হিংস্রজন্তু-সঙ্কুল কুপথ ও

বিপথ বলিয়াছেন, বিষভাণ্ড এমনকি, নরক হইতেও অপকৃষ্ট বলিয়াছেন, তখন আমরা বলিয়া উঠি, – ইহা ভক্তিকে বাড়াইয়া নিজ-মত-স্থাপনের জন্য পরমত দূষণ ও স্ব-মতের অতিস্তুতিমাত্র ; প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা সত্য নহে। এখানে আমরা মহাপ্রভুকে মানিলাম কি? মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তকে স্ব স্ব মনোধর্ম্মের ছাঁচে ফেলিয়া নিজের খেয়াল বা জনমতের খেয়ালকে অধিক মানিয়া লইলাম না কি? ভক্তির সহিত কর্ম্ম-জ্ঞানকে সমান বলায় ভক্তিকে অস্বীকার করা হইল না কি? মহাপ্রভু বলিলেন,—যাহা কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির দ্বারা অনাবৃত অর্থাৎ যাহা ভোগ ও মোক্ষাকাঙ্ক্ষা নহে, তাহাই ভক্তি – যাহা ব্যভিচার নহে, তাহাই সতীত্ব। আমরা বলিলাম,— কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগেরই মত ভক্তি আর একটী উপায়-মাত্র — ব্যভিচারেরই মত সতীত্ব আর একটী জিনিষ! অবশ্য ব্যভিচারী সম্প্রদায় ইহাতে সন্তুষ্ট হইবেন। কেননা, তাহাদের তাহাতে আপাততঃ রক্ষা হয়। মর্য্যাদাজ্ঞানযুক্ত কেহই নিজ সতী-সাধ্বী জননীকে বারবনিতার সঙ্গে সমান বলিলে সুখী হন না। কিন্তু অসৎব্যক্তিগণের বা বারবনিতাগণের তাহাতে মনে কোন দুঃখ হয় না। কেননা, তাহারা মনে করে, — "আমাদের সহিত সমান ধর্ম্মী একজনকে পাইলাম।" কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারূপ ব্যভিচারবৃত্তি জগতের গণগড্ডলিকাকে অন্তরে ও বাহিরে আত্মসাৎ করিয়াছে। কাজেই তাহারা ব্যভিচারের সহিত সতীত্বের সমন্বয় করিবার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা-বিশিষ্ট হইয়াছে। আর সেই প্রবণতা সংক্রামক ব্যাধির মত ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে সঞ্চারিত হইয়া মায়াদেবীর রঙ্গ-ক্ষেত্রকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের মহাপ্রভু-মানা এইরূপই। কার্য্যতঃ মহাপ্রভুর বিরুদ্ধাচরণকেই আমরা মহাপ্রভু-মানা বলিয়া কল্পনা করি, নতুবা আমাদের সম্মান বজায় থাকে না।

অনেকে আবার মনে করি যে, মহাপ্রভুকে মানিয়া আমরা নিজে কৃতার্থ হইবার পরিবর্ত্তে মহাপ্রভুকেই কৃতার্থ করিয়া দিলাম। আমি ব্রাহ্মণ হইয়া মহাপ্রভুকে মানি — অনেকদূর A. B. C. D পড়িয়া মহাপ্রভুকে মানি — বড় চাকুরী করিয়া মহাপ্রভুকে মানি — মহা ধনবান হইয়া মহাপ্রভুকে মানি ; সুতরাং মহাপ্রভু কৃতকৃতার্থ! আবার কেহ কেহ মনে করেন, — আমরা যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি, পরোপকার জ্ঞান করি, সেবা বলিয়া কল্পনা করি, সত্য বলিয়া ধারণা করি, তাহা যদি মহাপ্রভু স্বীকার না করিয়া থাকেন বা মহাপ্রভুর ভক্তগণ তাঁহাদের শাস্ত্রে অনুরূপ প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা সেইরূপ মহাপ্রভুকে 'বয়কট' করিব। তাহা হইলে দেখুন, আমাদের মহাপ্রভু মানা হয় কোথায়? আমরা কি সত্য সত্য মহাপ্রভুকে মানি? — না আমাদের ভাল-লাগা-মত বা ইন্দ্রিয়তর্পণকেই মানিয়া থাকি? মহাপ্রভু আমাদের কামের মূর্ত্তি নহেন।

মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ **নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব** গতিরন্যথা॥"—মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"**একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ,** আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥" মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"গঙ্গা-দুর্গা দাসী মোর, মহেশ কিঙ্কর।" মহাপ্রভু পরম-সিদ্ধান্তগ্রন্থ 'ব্রহ্মসংহিতা' হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন, —

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৪৪॥

ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ সম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৪৫॥

যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে স গণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান বিহন্তুমলমস্য জগত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৫০॥

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৫২॥

ঐ সকল শ্লোকে মহাপ্রভু অতি স্পষ্টভাবে পঞ্চোপাসনা নিরাস করিয়াছেন; কিন্তু আমরা বলি,—"আমরা পঞ্চোপাসক থাকিয়াও মহাপ্রভুকে মানিয়া থাকি—ইহা বলিব ও বলিতে পারিব।" যখন হাতে-কলমে আমাদিগকে দেখাইয়া দেওয়া হয় যে, মহাপ্রভু পঞ্চোপাসনা স্বীকার করেন নাই, ব্রহ্মসংহিতায় পঞ্চোপাসনা নিরস্ত হইয়াছে, তখন আমরা যুক্তি দিয়া বলি,—"বেদে পঞ্চদেবতা ও পঞ্চোপাসনা স্বীকৃত হইয়াছে। মহাপ্রভুও শিব, দুর্গা প্রভৃতি মূর্ত্তি দর্শন এবং তত্তৎ স্থানে বন্দন-নৃত্যাদি করিয়াছেন। বেদানুমোদিত উপাসনা মহাপ্রভু মানেন নাই বলিলে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অবৈদিক হইয়া পড়ে।" কেহ কেহ অসীম সাহসের সহিত বলিয়াও ফেলেন,—"মহাপ্রভুর ধর্ম্ম অবৈদিক।"

প্রচলিত জনমতের অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা এইরূপ নানাপ্রকার উদ্গার করিয়া থাকি। বেদে পঞ্চদেবতা কেন, বহু দেবতার কথা উল্লিখিত আছে বটে, কিন্তু স্বতন্ত্র পরমেশ্বরত্ব মাত্র বিষ্ণুরই স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাচীনতম ঋগ্বেদে বিষ্ণুই সর্ব্বোত্তম—এই কথা উচ্চকণ্ঠে বিঘোষিত হইয়াছে। "অগ্নির্বৈ দেবানামবমঃ, বিষ্ণুঃ পরমঃ, তদন্তরা অন্যদেবতাঃ"। শ্রীগীতা প্রভৃতি বেদানুগ শাস্ত্র পরমেশ্বর কৃষ্ণকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বিচার না করিয়া অন্যদেবতার পূজা অবৈধ অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ পূজা বলিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর যে শিব, দুর্গা প্রভৃতি মূর্ত্তি বিভিন্ন স্থানে দর্শন করিবার লীলা-প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে কোথায়ও তিনি কৃষ্ণ-ব্যতীত অপরকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বুদ্ধি করিবার আদর্শ দেখান নাই। "গঙ্গা, দুর্গা দাসী মোর, মহেশ কিঙ্কর"। অর্থাৎ সমস্ত দেবতাই পরমেশ্বর বিষ্ণুর 'কিঙ্কর', 'সেবক' বা 'বৈষ্ণব'—এই জ্ঞানে তাঁহাদের নিত্যস্বরূপে পূজনীয়,—এই প্রকার বিচারই প্রদর্শন করিয়াছেন। বৈষ্ণবের স্বরূপ নিত্য, তাহা ব্যবহারিক নহে। তথা-কথিত পঞ্চোপাসনায় যে পঞ্চদেবতার মূর্ত্তি, তাহাতে দেবতাদের সগুণ কল্পিত রূপ ব্যবহারিক-মাত্র,—নিত্য নহে। সেই ব্যবহারিক কল্পিতরূপের এক একটীর সাময়িক প্রাধান্য স্বীকার করিয়া চরমে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম বিলোপ-সাধনের চেষ্টাই দেখা যায়। ইহার দ্বারা পঞ্চদেবতাকে সম্মান বা রক্ষা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে বিসর্জ্জন বা পরিত্যাগ করা হয়। মহাপ্রভু বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সচ্চিদানন্দ নিত্য অপ্রাকৃত কলেবর স্বীকার করিয়াছেন। মহাপ্রভু যে বৈষ্ণবী দুর্গা, বৈষ্ণবরাজ শম্ভু, বিষ্ণুর পীঠাবরণ গণেশ, বিষ্ণুর আজ্ঞাবাহক বৈষ্ণব সূর্য্যের মূর্ত্তির কথা স্বীকার করেন, তাহা নিত্য গোলোক বৈকুণ্ঠস্থ বিষ্ণুর নিত্য পার্ষদ-মূর্ত্তি। তাহা কখনও বিসর্জ্জনযোগ্য ব্যবহারিক নহে। সুতরাং বৈষ্ণবগণ প্রকৃত বেদ স্বীকার করেন,—না মায়াবাদী ও পঞ্চোপাসকগণ বেদ স্বীকার করেন? বৈষ্ণবগণ দেবতাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্মান করেন,—না মায়াবাদী পঞ্চোপাসকগণ বিষ্ণু ও তদধীন দেবতাগণের অনিত্য ব্যবহারিক মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া—তাঁহাদিগকে হনন করিয়া অধিক সম্মান ও পূজা করেন? রাবণ শিবকে অধিক সম্মান করেন,—না প্রচেতোগণ শিবকে অধিক সম্মান ও ভক্তি করেন? তাই বলিতেছিলাম যে, আমরা মহাপ্রভুকে মানি কি?—না আমাদের মনঃকল্পিত রুচি ও সুবিধাবাদকেই অধিকতর মানিয়া থাকি?

—সাঃ গৌঃ ১১।৪১ সংখ্যা

যশড়া শ্রীপাটে শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের

তিরোভাব তিথিপূজা ও বার্ষিক মহোৎসব

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবৎসরও পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশে যশড়া শ্রীপাটে ১৬ পৌষ, ১ জানুয়ারী সোমবার পৌষী শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব তিথিপূজা ও শ্রীমঠের বার্ষিক মহোৎসব সম্পন্ন হয়। তদুপলক্ষে ১৫ পৌষ, ৩১ ডিসেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায়

শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া যথাক্রমে বিশ্বাস পাড়া, ঘোষপাড়া, কাঁঠাল-পুলিস্থ মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট চাকদহ সহর, লালপুর ও নূতন গ্রাম আদি স্থান ভ্রমণ করতঃ শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রাত্রি ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠের সভামণ্ডপে ধর্ম্ম-সভার অধিবেশনে ত্রিদণ্ডিযতিগণ ভাষণ প্রদান করেন। ১৬ই পৌষ, ১লা জানুয়ারী সোমবার প্রত্যুষে সপরিকর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনের পর পরম প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ উৎসবোপলক্ষে সমবেত সজ্জনবৃন্দের সমক্ষে কিছুক্ষণ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের মহিমা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর তিনি স্নানাদি সমাপনান্তে শ্রীমন্দিরে গিয়া শ্রীশ্রীগৌরগোপাল, রাধাকৃষ্ণ, গোবর্দ্ধন শিলা, শালগ্রাম ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রমুখ শ্রীবিগ্রহগণের যথাবিধি অভিষেক সম্পাদন করেন। এদিকে শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে বেলা ১০ ঘটিকা হইতে পুনরায় কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ, শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ গোস্বামী, শ্রীসুবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী প্রমুখ ব্যক্তিগণ পরপর শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের চরিত অবলম্বনে ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণকালে শ্রীবিশ্বনাথ গোস্বামী মহোদয় গদ্‌গদ কণ্ঠে সদৈন্যে বলেন,— কৃপাময় ও ইচ্ছাময় শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহাদের বংশ-পারম্পর্য্যে দীর্ঘ-কাল সেবিত হইলেও তাঁহাদের কোন অজ্ঞাত সেবা-পরাধ ফলে আজ তিনি নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্যদেব পরম ভাগবত **ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের** সেবা অঙ্গীকার করিয়া সেবিত হইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর আম্নায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারিত শুদ্ধা ভক্তির কথায় আজ সমুদয় জগৎ প্রভাবিত। শুদ্ধা ভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবানের সেবা হইতেছে। তদ্দর্শনে আমরা সকলেই পরম সুখ লাভ করিতেছি। শ্রীসুবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ভাষণকালে শ্রীজগদীশ পণ্ডিত মহাশয় ও দুঃখিনী মাতার শ্রীগৌর-গোপাল প্রীতির কথা স্মরণে কিছুক্ষণ বিহ্বল হইয়া পড়েন এবং ধীরে ধীরে শ্রীজগদীশ পণ্ডিত মহোদয়ের পুরী হইতে যশড়া গ্রামে শ্রীজগন্নাথ আনয়ন বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করেন। অতঃপর শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজী তদীয় ভাষণে শ্রীবিশ্বনাথ গোস্বামী মহোদয়ের শুদ্ধা ভক্তিতে অনুরাগ তথা শ্রীগৌর-জগন্নাথ-প্রীতির কথা উল্লেখ করতঃ বলেন যে, শুদ্ধা ভক্তিতে অনুরাগ অল্প ভাগ্যের কথা নয়।

শুদ্ধা ভক্তিতে অনুরাগ ত' দূরের কথা, যদি সত্য সত্য আমরা তাহার কিঞ্চিৎ অনুমোদনও করিতে পারি, তবে তাহা আমাদিগকে অশেষ জন্মের ক্লেশ ও বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেয়। পঞ্চোপাসক কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-বিচারাবলম্বনে এই শুদ্ধা ভক্তির কথা বুঝা যায় না। যাঁহারা শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবদেবীর সহিত সমবুদ্ধি করিয়া পূজার ছলনা করেন এবং চরমে নির্ব্বিশেষ বিচারে ব্রাহ্ম-সাযুজ্য মুক্তির কথা চিন্তা করেন, বস্তুতঃ তাঁহারা ভক্তিবিরোধী ও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত। তাঁহাদের কখনও শুদ্ধা ভক্তি লাভ হয় না। পক্ষান্তরে জ্ঞানকর্ম্মাদি অনাবৃত শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলনে চণ্ডালও যে পবিত্রতা লাভ করিতে পারেন, তাহা কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণেরও ভাগ্যে সম্ভব হয় না। "অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম্ গৃণন্তি যে তে॥"

[অহো! নামগ্রহণকারী পুরুষের শ্রেষ্ঠতার কথা আর কি বলিব? যাঁহার জিহ্বার এক প্রান্তে শ্রীকৃষ্ণের নাম একটি বারের জন্যও উচ্চারিত হন, তিনি শ্বপচ-গৃহে আবির্ভূত হইলেও এই নামোচ্চারণের জন্যই পূজ্যতম; তাঁহাদের ব্যবহারিক ব্রাহ্মণতা ত' পূর্ব্বসিদ্ধই রহিয়াছে, কারণ, তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই ব্যব-হারিক ব্রাহ্মণের যাবতীয় অধিকারোচিত কৃত্য, যথা— সর্ব্বপ্রকার তপস্যা, সর্ব্ববিধ যজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্ব-বেদাধ্যয়ন ও সদাচারপালনাদি-সমাপন পূর্ব্বক বর্ত্তমান জন্মে নাম গ্রহণ করিতেছেন।]

শুদ্ধা ভক্তি নিষ্ঠায় শ্রীনারায়ণ চরাচর বিশ্বের একমাত্র সেব্য তত্ত্ব। বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চনের ন্যায় তাঁহার সেবা হইতে চরাচরের সেবা পূর্ণরূপে সম্পা-

দিত হয়। আজ আমরা দূর-দূরান্ত হইতে যে মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইবার জন্য তাঁহার শ্রীপাটে আসিয়াছি এবং তাঁহার পদাঙ্কপূত ভূমিতে মস্তক অবনত করিবার সৌভাগ্য পাইতেছি, তিনি ভগবানের প্রেমময় ভক্ত। তাঁহারই প্রেমবশ হইয়া পুরী হইতে শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার সঙ্গে এই যশড়া শ্রীপাটে আসিয়া এই স্থানের অধিবাসিবৃন্দকেও সেবা-সৌভাগ্য প্রদান করতঃ এস্থানে অবস্থান করিতেছেন। আমি সমবেত সকলকে বিশেষতঃ যশড়া নিবাসিগণকে ভক্তিভরে প্রণাম জানাইতেছি। ধামবাসিগণের কৃপা হইলেই মাত্র আমাদের হৃদয়ে ভক্ত ও ভগবানের জন্য অভাববোধ জাগ্রত হইবে এবং তখনই আমাদের ভক্তের বিরহ-তিথিপূজা সার্থক হইবে।

অতঃপর শ্রীজগন্নাথদেবের মধ্যাহ্ন ভোগ-আরাত্রিকের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিলে ভাষণান্তে সমবেত সকলে ভোগারতি কীর্ত্তন করেন। ভোগারাত্রিকান্তে সমাগত সংস্রাধিক নরনারীকে বসাইয়া মহাপ্রসাদ-ভোজন করান হয়। এই উৎসবে বনগ্রাম, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, পালপাড়া, পায়রাডাঙ্গা, কলিকাতা, পাঞ্জাব, চাকদহ ইত্যাদি বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তসজ্জন আগমন করিয়াছিলেন। মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীর মধ্যে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ, শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীভাগবতদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রভুপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীতীর্থপদ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দদুলাল বনচারী, শ্রীরাধামোহন দাস ও শ্রীহনুমান দাস, শ্রীকৃষ্ণদয়াল ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীন মদন ব্রহ্মচারী, শ্রীজানকী দাসাধিকারী, শ্রীরাধাকান্ত দাস, শ্রীসুদর্শন দাস প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ উপস্থিত থাকিয়া শ্রীবিরহ-তিথিপূজাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। গৃহস্থভক্তগণের মধ্যে শ্রীসুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীপাঁচু ঠাকুর) শ্রীবিনয়ভূষণ দত্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিরহ সংবাদ

শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা গাঙ্গুলী :—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিতা দীক্ষিত শিষ্যা নিষ্ঠাবান্ মহিলা ভক্ত শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা গাঙ্গুলী গত ১৪ পৌষ, ১৩৮৫, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭৮ শনিবার শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে রাত্রি ১ ঘটিকায় কলিকাতা টালিগঞ্জস্থিত নিজ বাসভবনে ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি প্রয়াণকালে তিন পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। পতি স্বধামগত শচীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ফরিদপুর নিবাসী ছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্রত্রয় শ্রীমধুসূদন গাঙ্গুলী, শ্রীকালিদাস গাঙ্গুলী ও শ্রীবিভূতি রঞ্জন গাঙ্গুলী ১০ জানুয়ারী বুধবার কলিকাতাস্থিত মঠে তাঁহার বিরহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। একজন নিষ্ঠাবান্ মহিলা ভক্তের স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠবাসী ভক্তবৃন্দ সকলেই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীমোহনলাল সূরী :—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবাপরায়ণ ভক্ত চণ্ডীগড় নিবাসী শ্রীমোহন লাল সূরী গত ১০ পৌষ, ২৬ ডিসেম্বর মঙ্গলবার মাত্র ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীভীষ্ম দাস সূরী। শ্রীমোহনলাল শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের পর বহুভাবে মঠের সেবা করিয়া মঠাশ্রিত বৈষ্ণবগণের কৃপাভাজন হইয়াছিলেন। তিনি চিত্রাঙ্কণে বিশেষ পারঙ্গত ছিলেন। বি-এ পড়িতে পড়িতে অকালে দেহত্যাগ করায় তাঁহার পরিজনবর্গ এবং মঠবাসী বৈষ্ণববৃন্দ সকলেই বিশেষভাবে বিরহ সন্তপ্ত। তাঁহার শেষকৃত্যে শ্রীগৌরসুন্দর ব্রহ্মচারী ও শ্রীদীনার্ত্তিহর ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠবাসী বৈষ্ণবগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা
ও
শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
(রেজিষ্টার্ড)
ঈশোদ্যান

পোঃ ও টেলিঃ—শ্রীমায়াপুর
জিলাঃ—নদীয়া
২৬ কেশব, ৪৯২ শ্রীগৌরাব্দ
২৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ ; ১০ডিসেম্বর, ১৯৭৮

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ, বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** কৃপানুসরণে তদীয় প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তনবর শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের **অধ্যক্ষ পরিব্রাজক আচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবা-নিয়ামকত্বে অত্র শ্রীমঠ হইতে আগামী ২২ গোবিন্দ, ২১ ফাল্গুন, ৬ মার্চ্চ মঙ্গলবার হইতে ১ বিষ্ণু, ২৯ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত পর-পৃষ্ঠায় বর্ণিত পরিক্রমা ও উৎসবপঞ্জী অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি এবং ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থরাজ—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির **পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণ** ও ২৯ গোবিন্দ, ২৮ ফাল্গুন, ১৩ মার্চ্চ মঙ্গলবার **শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিপূজা** উপলক্ষে ভক্ত-সম্মেলন, নামসঙ্কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, বক্তৃতা, ভোগরাগ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ এবং তৎপরদিবস মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

মহাশয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠান সমূহে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সেক্রেটারী
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রসাদ আশ্রম, মঠরক্ষক

বিশেষ দ্রষ্টব্য—পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে দ্রব্যাদি ও অর্থাদি দ্বারা সহায়তা করিলেও ন্যূনাধিক ফললাভ ঘটিয়া থাকে। সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী শ্রীমঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের নামে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

পরিক্রমা ও উৎসবপঞ্জী

২২ গোবিন্দ, ২১ ফাল্গুন, ৬ মার্চ্চ মঙ্গলবার — শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অধিবাস-কীর্ত্তনমহোৎসব। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ধর্ম্মসভা।

২৩ গোবিন্দ, ২২ ফাল্গুন, ৭ মার্চ্চ বুধবার—আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ, শ্রীনন্দনাচার্য্য ভবন, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির, শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীমুরারি গুপ্তের ভবনাদি দর্শন।

২৪ গোবিন্দ, ২৩ ফাল্গুন, ৮ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার—শ্রবণাখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা। মহাপ্রভুর ঘাট মাধাইয়ের ঘাট, বারকোণা ঘাট, শ্রীজয়দেবের পাট আদি দর্শন করতঃ গঙ্গানগর, সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া), বেলপুকুর, শরডাঙ্গা শ্রীজগন্নাথ মন্দির, শ্রীধর অঙ্গন, শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি আদি দর্শন।

২৫ গোবিন্দ, ২৪ ফাল্গুন, ৯ মার্চ্চ শুক্রবার—**শ্রীএকাদশীর উপবাস**। কীর্ত্তন ও স্মরণ-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীসরস্বতী নদী পার হইয়া শ্রীগোদ্রুমস্থ স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী ও শ্রীসমাধি, সুবর্ণ-বিহার, দেবপল্লীস্থ শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীহরিহরক্ষেত্র, শ্রীমহাবারাণসী ও শ্রীমধ্যদ্বীপাদি দর্শন।

২৬ গোবিন্দ, ২৫ ফাল্গুন, ১০ মার্চ্চ শনিবার—পাদসেবন-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীকোলদ্বীপ পরিক্রমণ। শ্রীগঙ্গা পার হইয়া কোলদ্বীপে গমন। শ্রীপ্রৌঢ়ামায়া (পোড়ামাতলা) দর্শন ও শ্রীকোলদ্বীপের মহিমা শ্রবণান্তে বিদ্যানগর গমন ও অবস্থান। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের তিরোভাব। পূর্ব্বাহ্ণ ঘঃ ৯।৫০ মিঃ মধ্যে একাদশীর পারণ।

২৭ গোবিন্দ, ২৬ ফাল্গুন, ১১ মার্চ্চ রবিবার—অর্চ্চন-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমণ। সমুদ্রগড়, চম্পহট্ট, শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীদ্বিজবাণীনাথ সেবিত শ্রীগৌর-গদাধর, শ্রীজয়দেবের পাট, শ্রীবিদ্যানগর, শ্রীবিদ্যাবিশারদের আলয় এবং শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহাদি দর্শন ও বিদ্যানগরে অবস্থান।

২৮ গোবিন্দ, ২৭ ফাল্গুন, ১২ মার্চ্চ সোমবার — বন্দন-দাস্য-সখ্য-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীজহ্নুদ্বীপ, শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমণ। শ্রীজহ্নু মুনির তপস্যাস্থল, শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ, শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর ও শ্রীল সারঙ্গ মুরারি ঠাকুর সেবিত শ্রীরাধামদনগোপাল ও শ্রীরাধা-গোপীনাথ বিগ্রহ, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট, বৈকুণ্ঠপুর ও শ্রীমহৎপুর দর্শনান্তে শ্রীগঙ্গা পার হইয়া শ্রীরুদ্রদ্বীপ দর্শন ও শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানে প্রত্যাবর্ত্তন। শ্রীগৌরাবির্ভাব অধিবাস কীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণের বহ্ন্যুৎসব (চাঁচর)।

২৯ গোবিন্দ, ২৮ ফাল্গুন, ১৩ মার্চ্চ মঙ্গলবার—শ্রীগৌরাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর উপবাস। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বসন্তোৎসব ও দোলযাত্রা। শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণীসভা ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন।

৪৯৩ **শ্রীগৌরাব্দ ১ বিষ্ণু, ২৯ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ্চ বুধবার**— পূর্ব্বাহ্ণ ঘঃ ৯।৫৮ মিঃ মধ্যে শ্রীগৌর-পূর্ণিমার পারণ। **শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব ও সর্ব্বসাধারণ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ।**

দৈবানুরোধে এই উৎসব-পঞ্জী পরিবর্ত্তনীয়।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।
স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস তালিকা-সমন্বিত এই ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী গণিত হইয়া শ্রীগৌর আবির্ভাব তিথি—১০ চৈত্র (১৩৮৪), ২৪ মার্চ্চ (১৯৭৮) তারিখে প্রকাশিত হইয়াছেন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। ভিক্ষা—.৮০ পয়সা। ডাকমাশুল অতিরিক্ত .২৫ পয়সা।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা '৭০

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, '৭০

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, '৮০

(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, '৭০

(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ৮০

(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,, ,, ১২'৫০

(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ১'৫০

(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১'০০

(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত— ,, '৮০

(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, '৬২

(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত —শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১'২৫

(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00

(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৭'০০

(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — — ,, ১'৫০

(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস, এন ঘোষ প্রণীত — ,, ১'৫০

(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১০'০০

(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, '২৫

(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২'০০

অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ২'৫০

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২'০০

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :– কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬